এই শতাব্দীর* প্রথমার্ধের একটি অংশে, বিশেষ করে তার শেষের দিকে, নিউ ইয়র্ক শহরে একজন ডাক্তার বেশ ভালো পসার জমিয়েছিলেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ বরাবরই যে শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন, তা যেন একটু অসামান্য পরিমাণেই জুটেছিল তাঁর বরাতে। ডাক্তারী পেশাটি আমেরিকায় চিরকালই সম্মানিত, এবং এর সম্বন্ধে 'উদার' বিশেষণটি এদেশে যেমন সফল এবং সার্থকভাবে প্রযুক্ত হতে পেরেছে, তেমন আর কোনো দেশেই নয়। যে দেশে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে ভালো আয় করতে হয়, অথবা লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাতে হয় যে ভালো আয় হচ্ছে, সে দেশে প্রতিষ্ঠা লাভের দুটি উপায় চমৎকার ভাবে মিলিত হয়েছে চিকিৎসা বিদ্যায়। এ বিদ্যার আসল স্থান হচ্ছে বাস্তব কার্যকারিতার ক্ষেত্রে, যেটা যুক্তরাষ্ট্রে এর পক্ষে একটা মস্ত বড় কথা; তাছাড়া এতে রয়েছে বিজ্ঞানের আলোর পরশ——যে সমাজে জ্ঞান-স্পৃহা আছে কিন্তু জ্ঞানার্জনের অবসর বা সুযোগ নেই, সেই সমাজে এই গুণটির বিশেষ আদর। ডাক্তার স্লোপারের খ্যাতি ছিল এই কারণেও, যে তাঁর চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান এবং হাতেকলমে চিকিৎসা করার ক্ষমতা দুইই সমান ছিল; তিনি ছিলেন যাকে বলা যায় 'বিদ্বান' বা 'পণ্ডিত' ডাক্তার, যদিও তাঁর চিকিৎসা-বিধানে কোনোরকম ধোঁয়াটেপনা ছিল না, তিনি সব সময় কোনো না কোনো ওষুধ খেতে দিতেন। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির দিকে তাঁর তীক্ষ্ন নজর ছিল, কিন্তু তাই বলে তিনি তত্ত্বের বোঝা চাপিয়ে কাউকে বিরক্ত করতেন না; রোগীকে যতটুকু বুঝিয়ে বলা দরকার, কখনো কখনো তিনি তাঁকে তার চাইতে বেশী খুঁটিয়ে বোঝাতেন বটে, কিন্তু কোনো কোনো ডাক্তার যেমন করেন বলে শুনতে পাওয়া যায় তিনি সেভাবে শুধু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ওপরই ভরসা না করে সব সময় একটি দুর্জ্ঞেয় ধরণের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শ্যান রেখে যেতেন। এমন কিছু কিছু ডাক্তার ছিলেন যাঁরা কোনোরকম ব্যাখ্যা না দিয়ে শুধু প্রেস্‌ক্রিপ্‌শ্যানই রেখে যেতেন; তিনি এই শ্রেণীর ডাক্তারদের দলে ছিলেন না। এ থেকে বোঝা যাবে যে আমি একজন বিবেচক ব্যক্তির বর্ণনা করছি; এবং ঠিক এই কারণেই ডাক্তার স্লোপার তাঁর অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। যে সময় তাঁকে নিয়ে আমাদের কারবার, সে সময়ে তাঁর বয়স ছিল বছর পঞ্চাশেক,

* ঊনবিংশ

এবং তিনি উঠেছিলেন জনপ্রিয়তার উচ্চতম শিখরে। তিনি লোকটি ছিলেন সুরসিক, এবং নিউ ইয়র্ক শহরের সেরা সমাজে তিনি দুনিয়াদারিতে বিচক্ষণ ব্যক্তি বলেই পরিগণিত হতেন—আর সত্যিই তিনি বিশেষভাবে তাই ছিলেনও বটে। তাঁর সম্বন্ধে পাছে কেউ ভুল ধারণা করে বসেন, তাই এখানেই বলে রাখি—তাঁর মধ্যে হাতুড়েপনা একেবারেই ছিল না। তিনি ছিলেন পুরোপুরি সাধুপ্রকৃতির মানুষ—এমন বেশী রকম সাধু প্রকৃতির যে তিনি তার পুরো প্রমাণ দেবার বোধ হয় সুযোগও পান নি। তাঁর এলাকার বাসিন্দারা গর্ব করে বলতেন তাঁদের এলাকাতেই রয়েছেন সারা দেশের সেরা ডাক্তার; তাছাড়া জনমত তাঁকে যে প্রতিভার অধিকারী বলে ঘোষণা করত, তিনি নিজেকে সত্যিই তার অধিকারী বলে প্রতিদিন প্রমাণ করতেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্নদৃষ্টি-সম্পন্ন পর্যবেক্ষক; তাঁকে দার্শনিক বললেও হয়তো অত্যুক্তি হতো না। রোগ নির্ণয়ে বিচক্ষণতা তাঁর পক্ষে এমনই স্বাভাবিক —এবং অনেকের মতে এমন সহজ ছিল, যে শুধু বাহাদুরি দেখাবার চেষ্টা তিনি কখনও করতেন না, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর খ্যাতিমান ব্যক্তিদের মতো কোনোরকম ভাণ বা ভড়ং তাঁর ছিল না। এটা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর বরাতটা ছিল ভালো এবং সমৃদ্ধির পথে তিনি বেশ সহজেই এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তিনি সাতাশ বছর বয়সে প্রেমে পড়ে নিউ ইয়র্কের ক্যাথেরিন হ্যারিংটন নাম্নী এক সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, যিনি তাঁর নিজস্ব মাধুর্য ছাড়াও প্রচুর মূল্যবান যৌতুক সঙ্গে এনেছিলেন। শ্রীমতী স্লোপার ছিলেন অতি অমায়িক, সুন্দরী, বহুগুণান্বিতা এবং সুরুচিসম্পন্না। ১৮২০ সালে তিনি ছিলেন উপসাগরের তীরবর্তী ছোট কিন্তু সম্ভাবনাপূর্ণ এই রাজধানী শহরটির সেরা সুন্দরী মেয়েদের অন্যতমা। যাঁর বার্ষিক আয় দশ হাজার ডলার এবং চোখ দুটি মানহাটান দ্বীপে সবচেয়ে সুন্দর, উচু সমাজের এমন একটি যুবতী বারো জন পাণিপ্রার্থীর মধ্য থেকে বেছে নিয়ে অস্টিন স্লোপারের কন্ঠেই বরমাল্য দুলিয়ে দিয়েছিলেন,—এটা যে কারও কাছে বিসদৃশ বলে মনে হয় নি, তার কারণ সাতাশ বছর বয়সেই অস্টিন স্লোপার যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্জন করে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ক্যাথেরিনের এই চোখ দুটির সৌন্দর্য এবং তাঁর অন্যান্য গুণাবলী পাঁচ বছর ধরে এই তরুণ এবং পত্নীভক্ত, সুখী ডাক্তার স্বামীটির জীবন পরম আনন্দে ভরিয়ে রেখেছিল। প্রচুর ঐশ্বর্যবতী মহিলাকে বিয়ে করেও তিনি তাঁর পূর্বনির্দিষ্ট কর্মধারার কিছুমাত্র পরিবর্তন না করে এমনভাবে তাঁর ডাক্তারী পেশা চালিয়ে যেতে লাগলেন, যেন তাঁর বাবার মৃত্যুর পরে ভাই বোনদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে তিনি সামান্য পৈতৃক সম্পত্তির যে ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পেয়েছিলেন তা ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনো সঙ্গতি

ছিল না। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ টাকা রোজগার নয়—বরং কিছু শেখা, এবং কিছু করার আনন্দ পাওয়া। চিত্তাকর্ষক কিছু শিখতে হবে আর কাজের কাজ কিছু করতে হবে, মোটের ওপর এভাবেই তিনি নিজের কর্মপন্থা ছ'কে রেখেছিলেন, দৈবাৎ তাঁর স্ত্রীর ভালো আয় থাকাটা তাঁর কাছে সেই ছক বদলাবার যথেষ্ট কারণ বলে মনে হয়নি। ডাক্তারী করতে তাঁর ভাল লাগত; তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় নিজের দক্ষতা সম্বন্ধে সানন্দে সচেতন ছিলেন এবং তাঁর সদ্ব্যবহার করতে এত ভালবাসতেন যে তাঁর মনে হত ডাক্তার ছাড়া অন্য কিছু হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। অবশ্য গৃহের পরিস্থিতি সহজ হওয়ায় তিনি অনেক বিরক্তিকর একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন, এবং তাঁর স্ত্রীর সংগে অভিজাত সমাজের যোগাযোগ থাকার ফলে তিনি অনেক রোগী পেতেন, যাঁদের রোগ-লক্ষণগুলি নিম্ন শ্রেণীর রোগীদের লক্ষণের চাইতে বেশী চিত্তাকর্ষক না হ'লেও অন্ততঃ অনেক বেশী সংগতি-পূর্ণভাবে দেখা দিত। তিনি চাইতেন অভিজ্ঞতা; এবং বিশ বছরে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এও বলা দরকার যে এমন অনেক অভিজ্ঞতাও তাঁকে লাভ করতে হয়েছিল যে তাদের নিজস্ব মূল্য যাই থাক না কেন, তাদের তিনি সমাদরে বরণ করতে পারেন নি। তাঁর প্রথম সন্তান ছিল একটি ছেলে। ডাক্তার স্লোপার খুব সহজে উৎসাহিত বা উল্লসিত হবার পাত্র ছিলেন না, কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ছেলেটি অসাধারণ হবে। মায়ের সমস্ত যত্ন এবং বাবার বিজ্ঞানকে বিফল করে ছেলেটি তিন বছর বয়সে মারা গেল। দু বছর পরে শ্রীমতী স্লোপার দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিলেন, কিন্তু সন্তানটি কন্যা হওয়ায় ডাক্তারের মনে হল যে প্রথম সন্তান তাঁকে দুঃখ দিয়ে চলে গেছে, যাকে তিনি একটি মানুষের মতো মানুষ বানিয়ে তুলবেন বলে ভেবেছিলেন, তার শূন্য স্থান এর দ্বারা পূর্ণ হবার নয়। ছোট্ট মেয়েটি তাঁকে নিরাশ করল; কিন্তু দুঃখের এই চরম নয়। মেয়ের জন্মের এক সপ্তাহ বাদে তার তরুণী মা, যিনি চলতি ভাষায় 'ভালো হয়েই উঠছিলেন', হঠাৎ ভীষণরকম অসুস্থ হয়ে পড়লেন; তারপর আর একটি সপ্তাহ শেষ হবার আগেই ডাক্তার স্লোপার বিপত্নীক হলেন।

মানুষকে বাঁচিয়ে রাখাই ছিল তাঁর পেশা; সে হিসাবে তিনি তাঁর নিজের পরিবারে খুবই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এবং যে বিচক্ষণ ডাক্তার তিন বছরের ভেতর স্ত্রী এবং শিশুপুত্রকে হারান, তাঁর বোধ হয় ডাক্তারীর দক্ষতা অথবা স্নেহ-মমতা সম্বন্ধে নিন্দাসূচক সমালোচনা শুনবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। আমাদের বন্ধুটির কিন্তু সমালোচনা সইতে হয় নি—অবশ্য আত্ম-সমালোচনা ছাড়া, এবং তা ছিল যেমন

যথাযথ, তেমনি জোরালো। তিনি তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলি নিজের এই গোপন আত্মগ্লানির বোঝা বয়েই বেড়ালেন, এবং যে হাতটিকে তিনি সবচেয়ে বেশী শক্তিমান বলে জানতেন, স্ত্রীর মৃত্যুর পরের রাতেই সেই হাত থেকে পাওয়া আঘাতের ক্ষতচিহ্ন তিনি কোনোদিন মুছে ফেলতে পারলেন না। আগেই বলেছি, লোকে তাঁর মূল্য বুঝতে পেরেছিল; তিনি সবার সহানুভূতি এত বেশী লাভ করেছিলেন যে তাঁকে শ্লেষ করবার কথা কারও মনে হয় নি। তাঁর দুর্ভাগ্যই যেন তাঁকে আরো বেশী চিত্তাকর্ষক করে তুলল, এবং তিনি আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠলেন। অনেকে মন্তব্য করলেন বেশীরকম মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে ডাক্তারের পরিবারবর্গেরও রেহাই নেই; তাছাড়া উক্ত দুটি রোগী ছাড়া ডাঃ স্লোপারের আরো রোগীর যে মৃত্যু হয়েছিল, গ্রাহ্য ছিল এই নজির। ছোট মেয়েটি তাঁরই কাছে রইল, এবং তিনি যা চেয়েছিলেন সে তা না হলেও তিনি ঠিক করলেন তাকে যত ভালোভাবে মানুষ করা যায় করবেন। এতদিন যে কর্তৃত্বশক্তি তিনি কাজে লাগান নি, তা এখন খুব বেশীরকম মেয়ের কাজে লাগতে লাগল। মায়ের নামেই মেয়ের নাম হয়েছিল; মেয়ে খুব ছোট্ট থাকতেও ডাক্তার তাকে কখনো ক্যাথেরিন ছাড়া অন্য কোনো নামে ডাকেন নি। মেয়েটি রীতিমতো মোটাসোটা ও স্বাস্থ্যবতী হয়ে উঠল; মেয়ের দিকে তাকিয়ে মেয়ের বাবা মাঝে মাঝে ভাবতেন "মেয়ে যে-রকমটি হয়েছে" তাতে তাঁর অন্ততঃ তাকে হারাবার ভয় নেই। "মেয়ে যে-রকমটি হয়েছে" বললাম, কারণ সত্যি কথা বলতে গেলে—কিন্তু সত্যি কথাটা যে কি তা পরে বলব।

দুই

মেয়ের বয়স যখন বছর দশেক হলো, ডাক্তার তখন তাঁর বোন মিসেস পেনিম্যানকে এসে তাঁর সঙ্গে থাকবার আমন্ত্রণ জানালেন। ডাক্তারের বোন ছিলেন দুজন মাত্র, এবং দুজনই বেশ তাড়াতাড়িই বিয়ে করেছিলেন। দুজনের মধ্যে ছোট বোনটি, মিসেস অ্যামণ্ড, ছিলেন এক উন্নতিশীল ব্যবসায়ীর পত্নী এবং কয়েকটি সুস্থ সুন্দর সন্তানের জননী, তাছাড়া তিনি নিজেও ছিলেন লাবণ্যময়ী, প্রফুল্ল এবং সুবিবেচনা সম্পন্না মহিলা। তিনি ছিলেন তাঁর বিচক্ষণ ভ্রাতার বিশেষ প্রিয়পাত্রী, যে ভ্রাতা অতি নিকট আত্মীয়দের মধ্যেও ব্যক্তিগত পছন্দের তারতম্য মানতেন বেশ স্পষ্টভাবেই। মিসেস আমণ্ডকে তিনি বেশী

পছন্দ করতেন ভগ্নী ল্যাভিনিয়ার চাইতে। ল্যাভিনিয়া বিয়ে করেছিলেন একজন দরিদ্র এবং দুর্বল-দেহী ধর্মযাজককে, যিনি বেশ মনোরম ভাষায় বক্তৃতা দিতেন; তারপর ত্রিশ বছর বয়সে তিনি যখন বিধবা হলেন তখন তাঁর সন্তান নেই, সংগতি নেই, আছে শুধু মিস্টার পেনিম্যানের বাগ্মিতার স্মৃতি আর তাঁর নিজের কথাবার্তাকে ঘিরে একটা অস্পষ্ট মধুর আবহাওয়া। যাই হোক, ডাক্তার স্লোপার যখন তাঁকে আপন গৃহে আমন্ত্রণ করে আশ্রয় দিতে চাইলেন, দশ বছর পাউকিপ্‌সি শহরে বিবাহিত জীবন কাটাবার অভিজ্ঞতার পর ল্যাভিনিয়া সাগ্রহে সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন। ডাক্তার কিন্তু মিসেস পেনিম্যানকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাঁর বাড়িতে এসে থাকতে বলেন নি; বলেছিলেন সাময়িকভাবে তাঁর বাড়িতে উঠে একটা বাসা খুঁজে নিতে। মিসেস পেনিম্যান বাসার খোঁজ কখনো করেছিলেন কিনা জানা যায় নি, কিন্তু বাসা যে তিনি পা'ন নি এটা নিশ্চিত। তিনি তাঁর ভায়ের সঙ্গেই থেকে গেলেন; তারপর ক্যাথেরিনের যখন কুড়ি বছর বয়স হলো তখনও তার আবেষ্টনীর ভেতর সব চেয়ে লক্ষণীয় ছিলেন তার ল্যাভিনিয়া পিসী। মিসেস পেনিম্যান নিজে অবশ্য বলতেন তিনি তাঁর ভাইঝির শিক্ষার ভার নেবার জন্যই এ বাড়িতে থেকে গিয়েছিলেন। একথা তিনি অন্য সবাইকেই বলেছিলেন, বলেন নি শুধু তাঁর ডাক্তার ভাইকে, যিনি এ বিষয়ে কখনো জানতে চান নি এবং জানতে চাইলে বোনকে প্রশ্ন না করেও নিজেই বুঝে নিতে পারতেন। তাছাড়া নিজের সম্বন্ধে মিসেস পেনিম্যানের মনে এক ধরনের কৃত্রিম আত্মপ্রত্যয়ের ভাব থাকলেও তিনি যে কারণেই হোক ভায়ের কাছে নিজেকে জ্ঞানের ভাণ্ডার বা উৎস রূপে জাহির করতে যেতেন না। কাণ্ড-জ্ঞান তাঁর খুব বেশী না থাকলেও অন্ততঃ এই ভুলটি না কবার মতো বুদ্ধি তাঁর ছিল; ডাক্তারও বোনের অবস্থা বিবেচনা করে এবং বোনটি অনেকদিন ধরে তাঁর অনেক উপকারে এসেছে বলে তাঁর অনেক কিছুই ক্ষমার চোখে দেখতেন। মিসেস পেনিম্যান মুখে কিছু না বলে ভাবটা দেখাতেন যে একজন অসাধারণ বিচক্ষণ মহিলার সাহচর্য এই মা-মরা মেয়েটির একান্ত দরকার। ডাক্তার এটা নীরবে মেনে নেবার ভান করতেন মাত্র, কারণ বোনের বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে তাঁর কখনো খুব একটা উচ্চ ধারণা ছিল না। শুধু যখন ক্যাথেরিন হ্যারিংটনের প্রেমে পড়েছিলেন সে সময় ছাড়া মেয়েদের কোনো গুণেই তাঁকে মুগ্ধ করে নি; এবং, যদিও এক হিসেবে তিনি ছিলেন যাকে বলা যায় মেয়েদের ডাক্তার, নারী জাতি সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা খুব উচ্চ ছিল না। তিনি ভাবতেন নারী জাতির জটিলতা শুধু অদ্ভুত মাত্র, আধ্যাত্মিক মাধুর্যে মণ্ডিত নয়। বিচারবুদ্ধির একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে বলে তিনি মনে করতেন, কিন্তু তাঁর রোগিনীদের মধ্যে তিনি মোটের ওপর

এ বস্তুটি এত কম দেখতে পেতেন যে তাতে তাঁর মন তৃপ্ত হতো না। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বিচারবুদ্ধিসম্পন্না মহিলা, কিন্তু তা হলো একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম মাত্র; ডাক্তার যে সব বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন তাদের ভেতর এটিই ছিল প্রধান। এ বিশ্বাসটি অবশ্য তাঁর বিপত্নীক অবস্থার বেদনা বা মেয়াদ কমাতে কিছুমাত্র সাহায্য করে নি, বরং ক্যাথেরিনের সম্ভাবনা এবং মিসেস পেনিম্যানের শিক্ষাদানের ওপর আস্থাই কমিয়ে দিয়েছে। যাই হোক, ছয় মাস বাদে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন তাঁর বোনটি এ বাড়িতে কায়েমীভাবেই থাকবেন; তারপর যতই ক্যাথেরিনের বয়স বাড়তে লাগল ততই তিনি বুঝতে লাগলেন একজন স্ত্রীলোকের সাহচর্য তার নানা কারণেই দরকার। ল্যাভিনিয়ার সঙ্গে সব সময় তিনি পরম যত্নে এবং আনুষ্ঠানিক ভাবেই মার্জিত ব্যবহার করতেন, ল্যাভিনিয়া কখনো তাঁকে রাগতে দেখেন নি শুধু একবার ছাড়া, যে বার ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর স্বর্গীয় স্বামীর ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছিল। ডাক্তার তাঁর বোনের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যা বা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন না; ক্যাথেরিন সম্পর্কে তাঁর ইচ্ছা কি, তা সুস্পষ্টভাবে সরল ভাষায় জানিয়ে দিয়েই তিনি খুশী ছিলেন।

একবার, যখন ক্যাথেরিনের বয়স বছর বারো, তিনি ল্যাভিনিয়াকে বলেছিলেন :

'ল্যাভিনিয়া, চেষ্টা করে ওকে তুমি চালাক বানিয়ে তোলো। আমি চাই ও চালাক হয়।'

একথা শুনে মিসেস পেনিম্যানের মুখে কিছুক্ষণ চিন্তার ভাব দেখা গিয়েছিল। তারপর তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'অস্টিন, তুমি কি মনে করো ভালো হওয়ার চাইতে চালাক হওয়াই বেশী বাঞ্ছনীয়?'

ডাক্তার পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, 'ভালো মানে কিসের জন্যে ভালো? চালাক না হলে শুধু ভালো হওয়া কোনো কাজে লাগে না।'

এই মতটি না মানার কোনো কারণ দেখতে পান নি মিসেস পেনিম্যান। তিনি সম্ভবতঃ ভেবে দেখেছিলেন যে তিনি যে দুনিয়ার এত কাজে লাগছেন তার কারণ নানা বিষয়ে তাঁর দক্ষতা।

পরদিন ডাক্তার বলেছিলেন, 'ক্যাথেরিন ভালো মেয়ে হোক, তা আমি নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু বোকা না হলে সে কিছু কম ভালো হবে এমন নয়। সে দুষ্ট প্রকৃতির হবে, এ ভয় আমার নেই; হিংসা বা দ্বেষের ভাব তার চরিত্রে কখনো থাকবে না। এখন সে হচ্ছে, ফরাসীরা যেমন বলে, ভালো রুটির মতো ভালো; কিন্তু আমি চাই আজ থেকে ছ'বছর পরে তাকে যেন ভালো রুটি আর মাখনের সঙ্গে তুলনা করতে না হয়।'

'তুমি কি ভাবছ ক্যাথেরিন নীরস হয়ে উঠবে? সে ভয় তুমি কোরো না দাদা, কারণ মাখনটা তো আমিই যোগাচ্ছি।' বলেছিলেন মিসেস পেনিম্যান। তিনি ক্যাথেরিনকে নানা গুণান্বিতা করে তুলবার ভার নিয়েছিলেন; পিয়ানো বাজনায় মেয়েটার একটু স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল, তিনি তার পিয়ানো শিক্ষার দিকে নজর দিয়েছিলেন; তাকে নাচের ক্লাসেও নিয়ে যেতেন, যদিও নাচে ক্যাথেরিন তেমন সুবিধা করতে পারে নি।

মিসেস পেনিম্যান ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী, ছিপছিপে, সুরূপা এবং কেমন যেন ফিকে-হয়ে-আসা এক রমণী। আচার-ব্যবহারে নিখুঁত রকম অমায়িক এবং উঁচু দরের সৌজন্য রাখতে সচেষ্ট। তাঁর রুচি ছিল হালকা সাহিত্যে, এবং তাঁর স্বভাবে একটি ত্রুটি ছিল একটু বাঁকা পথ ধরবার প্রবণতা। তিনি ছিলেন রোমান্টিক এবং ভাবপ্রবণ; ছোটখাট গুপ্ত রহস্যের দিকে তাঁর ছিল প্রবল আকর্ষণ—আকর্ষণটি নিতান্ত নির্দোষ ধরনের, কারণ তাঁর গুপ্ত রহস্যগুলো ছিল নিষ্ফলা ডিমের মতোই অবাস্তব। পুরোপুরি সত্যনিষ্ঠা তাঁর ছিল না; কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে নি, কারণ তাঁর কখনোই গোপন করবার কিছু ছিল না। তাঁর মনে মনে ইচ্ছা হত তাঁর একজন প্রেমিক থাকে আর ছদ্মনামে একটি দোকানের মাধ্যমে তিনি তাঁর সঙ্গে প্রেমপত্র বিনিময় করেন; কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি কল্পনায় তাঁর অন্তরঙ্গতা এর বেশী অগ্রসর হয় নি। মিসেস পেনিম্যানের কখনো কোনো প্রেমিক ছিল না, কিন্তু তাঁর চতুর ভাইটি তাঁর চিন্তার ধরণটা বুঝতেন। তিনি মনে মনে বলতেন, 'ক্যাথেরিনের বয়স যখন বছর সতেরো হবে তখন ল্যাভিনিয়া তাকে বোঝাবার চেষ্টা করবে যে একটি গোঁফওয়ালা যুবক তার প্রেমে পড়েছে। সেটা হবে নিছক মিছে কথা; কোনো যুবক—তার গোঁফ থাক আর নাই থাক--কখনো ক্যাথেরিনের প্রেমে পড়বে না। কিন্তু ল্যাভিনিয়া এ বিষয়ে ক্যাথেরিনকে বলবেই; এমনকি গোপনে প্রেম করার ব্যাপারে তার রুচির সঙ্গে ক্যাথেরিনের রুচি না মিললে হয়তো ক্যাথেরিন আমাকে কথাটা বলে দেবে। অমন কথা ক্যাথেরিন বিশ্বাস করবে না, সেটা তার মনের শান্তি বজায় রাখার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। ক্যাথেরিন বেচারা রোমান্টিক নয়।'

ক্যাথেরিনের স্বাস্থ্য আর বাড়ন্ত গড়ন ছিল, কিন্তু মায়ের রূপের আভাসটুকুও সে পায়নি। কুৎসিত নয়, সে ছিল নিতান্তই সাদাসিধে, আকর্ষণহীন, ভালোমানুষ চেহারার মেয়ে। তার সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী বলা হয়েছিল এই, যে তার মুখটি "ভালো", এবং সে ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিণী হলেও তাকে রূপসী বলে কেউ ভাবে নি। তার নৈতিক পবিত্রতা সম্বন্ধে তার বাবার ধারণা ছিল নির্ভুল; সে ছিল অত্যন্ত ভালো এবং

সুস্থির প্রকৃতির, স্নেহপ্রবণ, শান্ত, বাধ্য এবং অত্যন্ত সত্যবাদী। অল্প বয়সে সে ছিল বেশ একটু গেছো ধরণের মেয়ে, আর, যদিও নিজের উপন্যাসের নায়িকা সম্বন্ধে কথাটা বলা একটু বিসদৃশ, তবু আমি বলতে বাধ্য যে পেটুকও সে কম ছিল না। খাবার চুরি করে সে খেত বলে আমার জানা নেই, কিন্তু হাত-খরচার টাকা দিয়ে সে ক্রীম-কেক কিনে খেত।

ক্যাথেরিন যে চালাক ছিল না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু বই পড়ে নয়, কোনো কিছুই সে খুব চট্ করে বুঝত না। তার যে অস্বাভাবিক রকম বুদ্ধির অভাব ছিল তাও নয়; সম-সাময়িকদের সমাজে বেশ ভালোভাবে কথাবার্তা বলে মোটামুটি রকম মান বজায় রাখবার মতো বিদ্যা সে অর্জন করেছিল, যদিও তাদের ভেতর তার স্থান ছিল অপ্রধান। অনেকেই জানেন যে নিউ ইয়র্কে একজন তরুণীর পক্ষেও প্রধান স্থান দখল করা সম্ভব। ক্যাথেরিন ছিল অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী প্রকৃতির, দীপ্তি পাবার ইচ্ছে তার ছিল না, এবং অধিকাংশ সামাজিক অনুষ্ঠানেই তাকে দেখা যেতো পেছনের দিকে। বাপকে সে খুব ভালবাসত, আর খুব ভয়ও করত, আর ভাবত পুরুষমানুষদের ভেতর তিনিই সব চেয়ে বুদ্ধিমান, সব চেয়ে সুন্দর এবং সব চেয়ে বিখ্যাত। বাপকে ভালোবাসার সঙ্গে তার মনে যে একটু ভয়ের ভাব মিশে ছিল, তা তার পিতৃভক্তির ধার না কমিয়ে বরং তাকে আরো তীব্রই করে তুলেছিল। তার গভীরতম কামনা ছিল বাপকে খুশী করা, বাপকে সুখী করাতেই ছিল তার সুখ। এ দিক দিয়ে সাফল্যের পথে সে কিছুদূর গিয়ে তারপর আর এগোতে পারে নি। বাবা তার প্রতি মোটের ওপর খুবই সদয়, একথা সে খুব ভালো করেই জানত, এবং তার মনে হতো এর চাইতে আরো একটু এগিয়ে যেতে পারলেই জীবনটা সত্যি সার্থক হবে। সে জানত না যে সে তার বাপকে নিরাশ করেছে, যদিও তিন চার বার ডাক্তার সে কথাটা তাকে প্রায় খোলাখুলিই বলে ফেলেছিলেন। বেশ শান্তিতে আর ভালোভাবেই সে বড় হ'তে লাগল, কিন্তু তার আঠারো বছর বয়স যখন হল তখনও মিসেস পেনিম্যান তাকে চালাক করে তুলতে পারেন নি। ডাঃ স্লোপার কন্যার জন্য গর্বিত হতে পারলে সুখী হতেন, কিন্তু বেচারা ক্যাথেরিনের মধ্যে এমন কিছু ছিল না যেজন্য তিনি গর্বিত হতে পারেন। অবশ্য লজ্জিত হবার মতো কিছুও ছিল না ক্যাথেরিনের ভেতর, কিন্তু ডাক্তারের কাছে এটুকুই যথেষ্ট নয়, তিনি ছিলেন আত্মাভিমানী মানুষ, কন্যাকে অসাধারণ বলে ভাবতে পারলে তিনি খুশী হতেন। ক্যাথেরিন যদি সুন্দরী, সুশোভনা, বুদ্ধিমতী এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্যা হতো তা হলেই ঠিক হতো, কারণ তার মা তাঁর অল্পদিনের জীবনে তাঁর সমসাময়িকাদের

ভেতর সবচেয়ে মনোহারিণী ছিলেন, এবং তার বাবা তাঁর নিজের মূল্য জানতেন। একটি নিতান্ত সাদাসিধে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ভেবে মাঝে মাঝে তিনি নিজেরই ওপর ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠতেন, এমন কি তাঁর স্ত্রী যে তাঁর এই ত্রুটিটা ধরে ফেলবার জন্যে বেঁচে থাকেন নি এতে যেন কখনো কখনো তিনি স্বস্তিও বোধ করতেন। স্বাভাবিক কারণেই এটা তিনি একটু দেরিতেই বুঝতে পেরেছিলেন, এবং ক্যাথেরিন বড়সড় হয়ে একটি তরুণী মহিলা হয়ে না ওঠা পর্যন্ত এ ব্যাপারটাকে তিনি চূড়ান্ত ভাবে মেনে নেন নি। এ বিষয়ে চট্ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগ্রহ তাঁর ছিল না, বরং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার বিরুদ্ধে তাঁর মনে যে অনেক সংশয় এসেছে তার পূর্ণ সুবিধা তিনি দিয়েছেন ক্যাথেরিনকে। মিসেস পেনিম্যান প্রায়ই তাঁকে আশ্বাস দিতেন যে তাঁর কন্যার স্বভাবটি বড় মধুর ; কিন্তু ডাক্তার জানতেন এ আশ্বাসের আসল অর্থ কি। তিনি ভাবতেন এর অর্থ হচ্ছে পিসী যে একটি অপদার্থ, তা বুঝবার মতো বুদ্ধি ক্যাথেরিনের মগজে নেই—এটা মিসেস পেনিম্যানের ভালো লাগবারই কথা। তিনি এবং তাঁর ভাই দুজনই কিন্তু ক্যাথেরিনের অভাবগুলোকে বাড়িয়ে দেখতেন, কারণ ক্যাথেরিন পিসীর খুব ভক্ত এবং পিসীর প্রতি কৃতজ্ঞ হলেও বাপকে যে রকম ঈষৎ ভীতি মিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখে দেখত পিসীকে তেমন দেখত না। তার মনে হতো, মিসেস পেনিম্যানের ভেতর অসীমের কোনো আভাস নেই, তাঁর সব কিছু যেন এক নজরে দেখে নেওয়া যায়, তাঁর রহস্য চোখ ধাঁধায় না ; কিন্তু তার বাবার অসাধারণ প্রতিভার দীপ্তিগুলো যেন প্রসারিত হয়ে চলে গেছে দূরে বহুদূরে; ক্যাথেরিনের মনের দৃষ্টি অতদূর যেতে পারছে না।

এমন ভেবে নেওয়া উচিত হবে না যে ডাক্তার তাঁর আশাভঙ্গের জন্য ক্যাথেরিন বেচারাকে দোষী করতেন অথবা তাকে কখনো সন্দেহ করতে দিতেন যে সে তাঁকে ঠকিয়েছে। বরং ক্যাথেরিনের প্রতি পাছে অবিচার করে বসেন এই ভয়ে তিনি অসাধারণ উৎসাহে তাঁর কর্তব্য করতেন এবং স্বীকার করতেন ক্যাথেরিন পিতৃভক্ত এবং স্নেহময়ী সন্তান। তাছাড়া, তিনি ছিলেন দার্শনিক ; তাঁর আশাভঙ্গের কথা ভেবে ভেবে তিনি অনেক চুরুট পুড়িয়ে ছাই করেছেন, এবং ক্রমে ক্রমে এই দুর্ভাগ্যটা তাঁর সয়ে গেছে। তিনি নিজেকে এইটে বোঝালেন যে তিনি কিছুই আশা করেন নি, যদিও একটু অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে। তিনি মনে মনে বললেন 'আমি কিছু আশা করছি না। কাজেই সে যদি আমাকে চমক লাগিয়ে দেয় তো খুবই চমৎকার। যদি না দেয়, কোনো ক্ষতি নেই। তখন ক্যাথেরিনের আঠারো বছর শুরু হয়েছে, কাজেই তার বাবা বড় তাড়াতাড়ি অধীর হয়ে উঠেছেন বলা চলে না। ক্যাথেরিন তখন এত

বেশী শান্ত এবং সাড়াহীন যে সে বিস্ময় জাগাবে কি, বিস্ময় বোধ করবার ক্ষমতা তার আছে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ হতো। ওর সম্বন্ধে যাঁরা মুখ খুলতেন তাঁরা ওকে বলতেন জড়পদার্থের মতো ভাবলেশহীন। কিন্তু ও যে অমন সাড়াহীন ছিল তার কারণ ও ছিল বড় বেশীরকম লাজুক। এ কথাটা অনেকে বুঝতেন না, তাই তাকে অনেক সময় অনুভূতিহীন বলে মনে হতো। প্রকৃত পক্ষে সে ছিল অত্যন্ত কোমল।

তিন

শৈশবে তাকে দেখলে মনে হতো সে লম্বা হবে, কিন্তু ষোলো বছর বয়সের পর থেকেই তার বাড় বন্ধ হয়ে গেল। তখন তার অন্যান্য সব কিছুর মতোই তার উচ্চতাও খুবই সাধারণ। অবশ্য তার দেহ মজবুত আর সুগঠিতই ছিল, স্বাস্থ্যও ছিল চমৎকার। ডাক্তার যে দার্শনিক ছিলেন সে কথা আগেই বলেছি, কিন্তু তাঁর মেয়েটি যদি রোগা হতো আর অসুখে ভুগতো, তাহলে আমি তাঁর দার্শনিকতাকে মোটেই ভালো বলতাম না। ক্যাথেরিনের রূপ বলতে প্রধান ছিল তার স্বাস্থ্য, আর তার পরিষ্কার, তাজা, দুধে-আলতা মেশানো গায়ের রং দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেতো। তার চোখ দুটি ছিল ছোট আর শান্ত, মুখাবয়ব স্থূল, চুল বাদামী রঙের আর মোলায়েম। কঠোর সমালোচকরা বলতেন মেয়েটা ভোঁতা, সাদাসিধে ; যাঁরা একটু কল্পনাপ্রবণ তাঁরা বলতেন শান্ত এবং সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মতো ; কিন্তু এ দুই শ্রেণীর কোনোটিরই ক্যাথেরিন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার আগ্রহ ছিল না। সে এখন একজন পুরোদস্তুর ভদ্রমহিলা এইটে যখন তাকে যথোচিতভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হলো—এটা বিশ্বাস করতে সে অনেকটা সময় নিয়েছিল—তখন সে হঠাৎ বেশভূষা সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠলো। বেশভূষার ব্যাপারে তার নিজের বিচার মোটেই নির্ভুল ছিল না; মাঝে মাঝে সে ধাঁধায় পড়ে যেত, বেকায়দায় পড়ে অস্বস্তি বোধ করত। বেশভূষা নিয়ে তার এত বেশী মেতে উঠবার মূলে ছিল আত্মপ্রকাশের ঐকান্তিক কামনা ; তার মুখের ভাষার দৈন্য সে যেন বেশভূষার জমকালো ভাষা দিয়ে ঢেকে দেবে। কিন্তু বেশভূষার মাধ্যমেই সে যদি আত্মপ্রকাশ করে থাকে, তাহলে এটা ঠিক যে তাকে বুদ্ধিমতী বলে মনে না করলে কাউকে সেজন্য দোষ দেওয়া যেতো না। এও বলা দরকার যে যদিও সে ছিল বিপুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিণী

—ডাক্তার স্লোপার বহুদিন ধরে ডাক্তারি করে উপার্জন করছিলেন বছরে বিশ হাজার ডলার, এবং তা থেকে জমিয়ে রাখছিলেন দশ হাজার—খরচ করবার জন্যে সে যে টাকা পেতো তা অনেক গরিব ঘরের মেয়ের হাত খরচার চাইতে বেশী নয়। তখনও নিউ ইয়র্কে গণতান্ত্রিক সারল্যের মন্দিরে কিছু কিছু আরতি-দীপ জ্বলত ; এই মন্দিরের আড়ম্বরহীনা সরল সৌন্দর্যময়ী পূজারিণী রূপে কন্যাকে দেখতে পেলে ডাক্তার খুশী হতেন। তাঁরই সন্তান রূপহীনা হয়েও সাজসজ্জায় বাড়াবাড়ি করছে এ কথা ভেবে তিনি তাঁর মনের গহনে রীতিমতো ভ্রূকুটি করে উঠলেন। তিনি নিজে জীবনের ভালো জিনিসগুলো উপভোগ করতে ভালোবাসতেন, কিন্তু রুচির স্থূলতাকে তিনি অত্যন্ত ভয় করতেন, এমনকি তাঁর চারিদিকের সমাজে এ জিনিসটি বেড়ে উঠছে, একথা ভাবতেও তিনি শিউরে উঠতেন। তাছাড়া আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রে তখন বিলাসিতার মান এখনকার মতো উঁচু ছিল না, এবং ক্যাথেরিনের বুদ্ধিমান বাবা তরুণ তরুণীদের শিক্ষা সম্পর্কে সেকেলে ধারনাই পোষণ করতেন। এবিষয়ে তাঁর নিজস্ব কোনো থিয়োরি বা তত্ত্ব ছিল না; আত্মরক্ষার জন্য তখনও এক গাদা থিয়োরি বা তথ্য খাড়া করবার প্রয়োজন হতো না। সহজভাবে তাঁর এটাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলো যে সযত্নে লালিত কোনো তরুণীর উচিত নয় তার আধখানা ঐশ্বর্য পিঠে বয়ে বেড়ানো। ক্যাথেরিনের পিঠ ছিল প্রশস্ত, অনেক কিছু বইতে পারত কিন্তু পিতার বিতৃষ্ণার বোঝা পিঠ পেতে সে কখনো নিতে যায়নি। আমাদের নায়িকার বয়স যখন কুড়ি বছর পুরো হলো, মাত্র তখনই সে সন্ধ্যায় পরবার জন্য সোনালী ঝালর দেওয়া একটি লাল স্যাটিনের গাউন তৈরি করিয়ে নিল, যদিও অনেক বছর ধরে গোপনে এ জিনিসটির প্রতি তার প্রচন্ড লোভ ছিল। এটা পরলে তাকে ত্রিশ বছর বয়সের স্ত্রীলোকের মতন দেখাত ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সুন্দর সাজপোষাকের প্রতি তার আকর্ষণ থাকলেও নিজেকে জাহির করবার গরজ তার এতটুকুও ছিল না। তার চিন্তা ছিল তাকে ভালো দেখাবে কিনা তা নয়, তার পরনের পোষাকগুলোকে ভাল দেখাবে কিনা। এ বিষয়টি সম্পর্কে ইতিহাস তেমন পরিষ্কার নয়, কিন্তু একটা অনুমান করে নেওয়া চলে ; একটু আগেই যেটির কথা বলা হলো, সেই জমকালো পোষাকটি পরেই ক্যাথেরিন তার পিসী মিসেস আমণ্ডের বাড়িতে একটি ছোটখাট নিমন্ত্রণে গিয়েছিল। ক্যাথেরিনের বয়স তখন একুশ বছর, আর এই নিমন্ত্রণ উৎসবেই হলো তার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূত্রপাত।

এর তিন চার বছর আগে ডাক্তার স্লোপার নিউ ইয়র্ক শহরের আরো ওপরের দিকে তাঁর ডেরা তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিয়ের পর থেকেই তিনি

থাকছিলেন একটি লাল ইটের বাড়িতে ; সে বাড়ির ঢালু কার্নিশগুলো গ্র্যানিট পাথরের তৈরি, সদর দরজার ওপরে মস্ত গোলাকার জানালা, আর সেখান থেকে মিনিট পাঁচেক পায়ে হেঁটে গেলেই 'সিটি হল', সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে যার পক্ষে সেরা সময়টা গেছে ১৮২০ সালের আশে পাশে। তারপর থেকেই সামাজিক ফ্যাশান নিশ্চিত ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছিল উত্তর দিকে—নিউ ইয়র্কে যেমনটি হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী—এবং পথচারী ও যানবাহনের কোলাহলময় স্রোত আরো এগিয়ে বয়ে চলেছিল ব্রডওয়ের ডাইনে আর বাঁয়ে। ডাক্তার যখন বাড়ি বদল করলেন তখন কাজ কারবারের মৃদু গুঞ্জন পরিণত হয়েছিল বিরাট কোলাহলে। সৌভাগ্যবান দ্বীপটির বাণিজ্যিক বিকাশে উৎসাহী নাগরিকদের কানে এই কোলাহল শোনালো সঙ্গীতের মতো মধুর। এ ব্যাপারে ডাক্তার স্লোপারের উৎসাহ ছিল পরোক্ষ মাত্র—যদিও ভেবে দেখলে মনে হয় উৎসাহটা প্রত্যক্ষই হওয়া উচিত ছিল, কারণ ক্রমে ক্রমে তাঁর রোগীদের ভেতর অর্ধেকই হলেন অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত ব্যবসাদার সমাজের লোক তারপর যখন তাঁর আশেপাশের বেশীর ভাগ বাড়ি (তাঁর বাড়ির মতোই গ্র্যানিট পাথরের ঢালু কার্নিশ এবং বৃহৎ গোলাকার জানালা শোভিত) অফিসে, গুদামে বা জাহাজী এজেন্সিতে পরিণত হলো, অথবা অন্য কোনো ভাবে বাণিজ্যের নিকৃষ্ট সেবায় কাজে লাগলো, তিনি ঠিক করলেন একটি শান্ততর পরিবেশে বাড়ি খুঁজে নেবেন। ১৮৩৫ সালে তিনি আদর্শ শান্ত এবং ভদ্র রুচিপূর্ণ পরিবেশ পেলেন ওয়াশিংটন স্কোয়্যারে, ডাক্তার সেখানে একটি সুন্দর, আধুনিক ধরনের চওড়া সম্মুখ বিশিষ্ট বাড়ি তৈরি করিয়ে নিলেন। বসবার ঘরের জানালা-গুলোর সামনে রইল একটি বড় ঝুলানো বারান্দা ; সিঁড়িগুলো হলো পাথরের তৈরি। চল্লিশ বছর আগে এই দালানটি এবং ঠিক এরই অনুরূপ আশে পাশের আরো অনেকগুলি দালানকে মনে করা হতো তখনকার স্থাপত্য শিল্পের নবতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ; এখনো তারা সসম্মানে দাঁড়িয়ে আছে দৃঢ় সুন্দর বাসগৃহ রূপে। এদেরই সামনে ছিল স্কোয়্যারটি, তার অনেকখানি জুড়ে রয়েছে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা সস্তা সবুজ ফসলের ক্ষেত, যা জায়গাটিকে একটি আকর্ষণীয় গ্রাম্য সৌন্দর্য দান করেছে। স্কোয়্যারের একটি কোণ পেরিয়ে সগৌরবে শুরু হয়েছে ফিফ্‌থ্‌ অ্যাভিনিউ (পাঁচ নম্বর রাস্তা), সে যেন তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। জানি না এটা পুরোনো দিনের মধুর স্মৃতির ফল কিনা, কিন্তু নিউ ইয়র্কের এই অংশটিকে অনেকের সব চেয়ে মনোরম বলে মনে হয়। এখানে এমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রশান্তির ভাব আছে যা এই দীর্ঘ, কোলাহলমুখর নগরীর

অন্যান্য অংশে খুব বেশী পাওয়া যায় না। নগরীর দৈর্ঘ বরাবর বিস্তৃত এই বিরাট পথটির ওপর দিকের শাখা প্রশাখার যে কোনো একটির চাইতে এখানকার পরিবেশ অনেক বেশী পরিণত, ঐশ্বর্যময়, সম্ভ্রান্ত; এর চেহারাতেই যেন ফুটে উঠেছে এর পিছনে রয়েছে একটি সামাজিক ইতিহাস। এখানে এলেই মনে হবে যেন এমন এক জগতে এসেছি যেখানে রয়েছে নানা বিচিত্র আকর্ষণ; যেন এইখানেই পবিত্র নিরালায় বাস করতেন আমার ঠাকুরমা, পরম স্নেহে তৃপ্ত করতেন আমার শিশু মন এবং শিশু রসনাকে ; এইখানেই যেন বাড়ির বাইরে প্রথম বেরিয়েছি পরিচারিকার পেছনে হাঁটি হাঁটি পা পা করতে করতে আর এটল্যান্ডাস গাছের অদ্ভুত গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে, যে গন্ধ অপছন্দযোগ্য হলেও তাকে অপছন্দ করার মতো বিচারবুদ্ধি তখনো আমার হয় নি ; আর এইখানেই যেন প্রথম স্কুলে পড়েছি, যে স্কুলের মাস্টারনী ছিলেন হাতে আংটি পরা বিপুলকায়া এক বৃদ্ধা, তিনি চা খেতেন একটা নীল পেয়ালায় যার সঙ্গে পিরিচটা মোটেই মানাত না। আর যাই হোক, আমার উপন্যাসের নায়িকা এইখানেই কাটিয়েছিল তার জীবনের অনেকগুলি বছর ; সেজন্যই এ জায়গাটি সম্বন্ধে এত কথা বললাম।

মিসেস আমণ্ড থাকতেন নগরীর ওপরের দিকে আরো অনেক দূর এগিয়ে, খুব উঁচু নম্বরওয়ালা এমন এক রাস্তায় যেটি নতুন গড়ে উঠেছে, মাত্র, যেখানে নগরীর প্রসার যেন বাস্তব ছেড়ে একটু কাল্পনিক রূপ নিতে শুরু করেছে ; পথের ধারে যেখানে যেখানে বাঁধানো ফুটপাথ আছে তার ধারে জন্মাচ্ছে পপ্লোর গাছ, তাদেব ছায়া পড়ছে এখানে সেখানে ওলন্দাজ বাড়িগুলোর উঁচু ছাদে ; আর নর্দমায় হুটোপাটি করছে শূয়োরের আর মুর্গির ছানারা। এ ধরনের গ্রাম্য ছবির মতো দৃশ্য এখন আর নিউইয়র্কের কোনো রাস্তায় দেখতে পাওয়া যাবে না, কিন্তু এখনকার মধ্যবয়সীদের ভেতর অনেকেই এ জাতীয় দৃশ্যের কথা মনে করতে পারবেন, যদিও সে সব কথা মনে করিয়ে দিলে সেখানকার একালের বাসিন্দারা লজ্জা পাবেন। ক্যাথেরিনের আত্মীয় সম্পর্কের ভাই-বোনেরা ছিল অনেক। তাব আমণ্ড মাসির ছেলে-মেয়েরা সংখ্যায় নয় পর্যন্ত উঠে তারপর আর সংখ্যায় বাড়ে নি; এদের সঙ্গে ক্যাথেরিনের সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল বেশ অন্তরঙ্গ। তার বয়স যখন কম ছিল তখন এরা সবাই তাকে একটু ভয়ই করত। তারা ভাবতো সে খুব উচ্চ-শিক্ষিত, তাছাড়া মিসেস পেনিম্যানের মতো ভারিক্কি মানুষের সঙ্গে যে অমন অন্তরঙ্গ সেও নিশ্চয় খুব গুরুগম্ভীর মানুষই হবে। আমণ্ড পরিবারের ছোটদের কাছে মিসেস পেনিম্যান ছিলেন দূর থেকে বিস্ময়ের চোখে দেখবার মানুষ, কাছে গিয়ে অন্তরঙ্গ হবার মানুষ নয়। তাঁর আচরণ ছিল অদ্ভুত,

আর একটু ভয়ংকর ধরনের। স্বামীর মৃত্যুর পর বিশ বছর ধরে শোকসূচক কালো পোশাক পরে তারপর তিনি এক ভোরবেলায় হঠাৎ দেখা দিয়েছিলেন টুপিতে লাল গোলাপ গুঁজে। তার কালো পোশাকের গায়ে এমন অদ্ভুতভাবে বেজায়গায় বগ্‌লস্‌, পিন ইত্যাদি লাগানো থাকত যা দেখে তাঁর কাছে ঘেঁষে আলাপ করতে ভয় হতো। ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি কখনো সহজ হাল্‌কা ভাবে নিতে পারতেন না, তাদের কাছ থেকে তিনি বড় বেশীরকম সূক্ষ্ম জিনিস আশা করতেন, কাজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা ছোটদের পক্ষে ছিল এমন অপ্রিয় অভিজ্ঞতা, যেন তাদের জোর করে গীর্জায় নিয়ে গিয়ে একেবারে সামনের দিকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিছুদিন বাদেই অবশ্য পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে ক্যাথেরিনের জীবনে পেনিম্যান পিসীর আবির্ভাব একটা আকস্মিক দৈব ঘটনা মাত্র, তার জীবনের সঙ্গে এর কোনো রকম অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নেই। ক্যাথেরিন এক শনিবার যখন তার আমণ্ড ভাই-বোনদের সঙ্গে কাটাতে এলো, তখন তারা দেখতে পেলো তাদের সব রকম খেলায়, এমনকি ব্যাঙ্‌-লাফানি খেলায়ও ক্যাথেরিনকে সাথী পাওয়া যাচ্ছে। এই খেলাধুলোর মধ্য দিয়েই তাদের অন্তরঙ্গতার পথ সহজ হয়ে উঠল। তারপর কয়েক বছর ধরে ক্যাথেরিন তার এই অল্পবয়স্ক আত্মীয়দের সঙ্গে খাতির জমাল। 'আত্মীয়' বললাম এই কারণে, যে ক্ষুদে আমণ্ডদের ভেতর সাতটিই ছিল ছেলে, আর পুরুষালী খেলাগুলোই ছিল ক্যাথেরিনের বেশী পছন্দ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমণ্ড বালকেরা বড় হতে লাগল আর কর্ম-ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ল। ছেলে মেয়েদের ভেতর বড়রা ছিল বয়সে ক্যাথেরিনের চাইতে বড়। ছেলেরা চলে গেল কলেজে বা কাজে। মেয়েদের ভেতর এক জনের ঠিক সময় মতো বিয়ে হয়ে গেল, আরেকজন বাগ্‌দত্তা হল। যে নিমন্ত্রণের কথা বলেছি, সেটা এই বাগ্‌দান উৎসব উপলক্ষেই। মেয়েটির বিয়ে হবে একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট তরুণ শেয়ার কেনা-বেচার দালালের সঙ্গে। ছেলেটির বয়স কুড়ি বছর ; এবং সম্বন্ধটি সবারই খুব পছন্দ।

চার

এই উৎসবে মিসেস পেনিম্যান এলেন তাঁর ভাইঝিকে সঙ্গে নিয়ে, পরনের পোশাকে আরো বেশী বগ্‌লস্‌ ইত্যাদি লাগিয়ে। ডাক্তারও কথা দিয়েছিলেন সন্ধ্যার শেষের দিকে আসবেন। উৎসবে নাচ হবে প্রচুর,; আর নাচের আসর শুরু হবার খানিক বাদেই মেরিয়ন আমণ্ড একটি লম্বা যুবককে সঙ্গে নিয়ে ক্যাথেরিনের কাছে এসে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল যুবকটি তার ভাবী স্বামী আর্থার টাউনসেণ্ডের আত্মীয় ভাই। ক্যাথেরিনের সঙ্গে পরিচিত হতে তার অত্যন্ত গভীর আগ্রহ।

মেরিয়ন আমণ্ড ছিল সপ্তদশী সুন্দরী, ছোটখাট মানুষটি, এমনি কেতাদুরস্ত যে, বিয়ের পর যে গিন্নীপনা করবে তা যেন তার আগেই রপ্ত হয়ে গেছে। এরি মধ্যে সে গৃহকর্ত্রীর হালচাল আয়ত্ত করে নিয়েছে, কায়দা করে হাতপাখা নাড়াচ্ছে আর বলছে এতজনের দিকে নজর দিতে হবে, কাজেই তার নাচে যোগ দেওয়া হবে না। মিস্টার টাউনসেণ্ডের এই ভাইটির সম্বন্ধে সে একটা বেশ লম্বা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল, তারপর অন্য কাজে চলে যাবার আগে হাতের পাখাটা দিয়ে তার গায়ে একটা মৃদু আঘাত করল। তার সব কথা ক্যাথেরিন বুঝতে পারে নি; সে মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করছিল মেরিয়নের সাবলীল আচরণ এবং চিন্তাধারার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ, আর দেখছিল আশ্চর্য সুন্দর এই যুবকটিকে। সাধারণতঃ কাকেও এনে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে সে তার নামটা বুঝতে পারত না ; কিন্তু এবার সে বুঝতে পারল এই যুবকটির নাম মেরিয়নের ভাবী স্বামীর নামেরই অনুরূপ! তার সঙ্গে কাউকে পরিচয় করিয়ে দিলেই ক্যাথেরিন অস্বস্তিতে উত্তেজিত হয়ে উঠত; এ সময়টাকে তার বড় কঠিন সময় বলেই মনে হতো, আর সে ভেবে অবাক হত যে কেউ কেউ—যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে এই নব পরিচিত যুবকটি—ব্যাপারটাকে যেন গ্রাহ্যই করে না, এমনি সহজ ভাবে নেয়। সে ভেবে আকুল হতে লাগল এখন তার কি কথা বলা উচিত, আর সে কিছু না বলে নীরব থাকলেই বা ফলাফল কি হবে। এখনকার মতো অবশ্য ফলটা ভালো হলো। মিস্টার টাউনসেণ্ড তাকে বিব্রত বোধ করবার সময় বা সুযোগ না দিয়ে এমন সহজ ভাবে হেসে কথা বলতে লাগল যেন ক্যাথেরিনের সঙ্গে তাঁর বছর খানেকের পরিচয়।

'কি চমৎকার আজকের এই সম্মেলন! কি চমৎকার বাড়ি! ভারি সুন্দর পরিবারটি। আপনার কাজিন কি চমৎকার সুন্দরী!'

এই মন্তব্যগুলিতে এমন কিছু গভীরতা ছিল না ; মিস্টার টাউনসেণ্ড এগুলো যেন কথার কথা বলে যাচ্ছিল আলাপ পরিচয়ের সূত্র হিসেবে। সে তাকাল সোজা ক্যাথেরিনের চোখের দিকে। ক্যাথেরিন কোনো জবাব দিল না, শুধু শুনে গেল আব তার দিকে তাকিয়ে রইল। যুবকটিও যেন কোনো জবাব আশা না করেই তেমনি সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আরো নানা কথা বলে চলল। ক্যাথেরিন কোনো কথা বলতে না পারলেও কোনো রকম অস্বস্তি বোধ করল না, তার মনে হলো যুবকটি কথা বলবে আর সে শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকবে, এটাই ঠিক। এটাই যে তার স্বাভাবিক বলে মনে হলো তার কারণ যুবকটি বড় সুন্দর। তাব মধুর কন্ঠের সঙ্গীত কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ ছিল, আবার সহসা শুরু হলো। তারপর যুবকটি আরো গভীর, আরো আবেগপূর্ণ হাসি হেসে প্রশ্ন করল ক্যাথেরিন তাঁব সঙ্গে নেচে তাঁকে সম্মানিত করবে কিনা। এই প্রশ্নেরও সে এমন কোনো জবাব দিল না যা কানে শোনা যায় ; সে শুধু যুবকটির একটি হাতকে তার কটিদেশকে বেষ্টন করতে দিল, আর তার যেন আগেকার যে কোনো সময়ের চাইতে স্পষ্টভাবে মনে হলো কোনো ভদ্রলোকেব হাত রাখবার এই হচ্ছে উপযুক্ত জায়গা। তার পরের মুহূর্তেই দেখা গেল যুবকটি হাল্কা ছন্দে ঘুরে ঘুরে ক্যাথেরিনকে নিয়ে ঘরের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেচে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর এই নৃত্য অভিযান থামতেই ক্যাথেরিনের মনে হলো সে লাল হয়ে উঠেছে ; তারপর কয়েক মুহূর্ত ক্যাথেরিন যুবকটির দিকে আর তাকাল না, হাতপাখা দিয়ে নিজেকে হাওয়া করতে করতে সে পাখার ওপরে আঁকা ফুলগুলির দিকে তাকাতে লাগল। যুবকটি যখন প্রশ্ন করল নাচ আবার শুরু হবে কিনা, সে উত্তর দেবে কিনা ইতস্ততঃ কবতে করতে ফুলগুলোর দিকেই তাকিয়ে রইল।

যুবকটি অতি সহৃদয়তার স্বরে শুধাল 'এভাবে নাচলে আপনার কি মাথা ঘোরে ?'

ক্যাথেরিন মুখ তুলে তার দিকে তাকাল। সত্যি সে ভারি সুন্দর, কিন্তু মোটেই লাল হয়ে ওঠে নি। ক্যাথেরিন বলল 'হ্যাঁ।' কেন. তা সে নিজেই জানত না, কারণ নাচলে কখনো তার মাথা ঘুরতো না।

মিস্টার টাউনসেণ্ড বলল, 'তাহলে আসুন বসে বসেই গল্প করা যাক। দেখি, কোথায় বসবাব ভালো জায়গা পাওয়া যায়।'

ভালো একটা জায়গা সে খুঁজে পেলো—খুব চমৎকার জায়গা ; একটা ছোট্ট সোফা, সেটা যেন দুজন বসবার জন্যই তৈরি হয়েছিল। ঘরগুলো সব এসময় লোকে ভরে গেছে : নাচিয়েরাও সংখ্যায় বাড়তে লাগল, তাদের দিকে

পিঠ ফিরিয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে অনেকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, কাজেই ক্যাথেরিন আর মিস্টার টাউনসেণ্ডের দিকে কারও লক্ষ্য রইল না। যুবকটি বলেছিল 'আমরা কথা বলব।' কিন্তু কথা সে একাই বলতে লাগলো। ক্যাথেরিন সোফায় হেলান দিয়ে মৃদু হাসি মুখে নিয়ে যুবকের মুখের দিয়ে তাকিয়ে রইল, তার মনে হতে লাগল যুবকটি চমৎকার বুদ্ধিমান। ছবিতে যে সুন্দর যুবক দেখা যায়, এই যুবকটিও তেমনি ; ক্যাথেরিন নিউ ইয়র্কের পথে ঘাটে আর বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যে সব যুবক দেখেছে, তাদের ভেতর এমন চমৎকার মুখশ্রী কখনো তার চোখে পড়ে নি। যুবকটি লম্বা, পাতলা গড়ন, কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তার গায়ের জোর অসাধারণ। ক্যাথেরিনের মনে হলো তাকে যেন একটি নিখুঁত প্রস্তরমূর্তির মতো দেখতে। কিন্তু পাথরের মূর্তি অমন সুন্দর কথা কইতে পারে না, আর তার চোখের রংও এমন সুন্দর হয় না। যুবকটি মিসেস আমণ্ডের বাড়িতে এর আগে কখনো আসে নি; এখানে সে একজন অপরিচিত আগন্তুক, এইটে সে বড় বেশী রকম অনুভব করছিল, এবং তার প্রতি সহানুভূতিতে ক্যাথেরিনের সহৃদয়তাই ফুটে উঠেছিল। যুবকটি আর্থার টাউনসেণ্ডের দূর সম্পর্কের ভাই, আর্থার তাকে নিয়ে এসেছিল এই পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। সত্যিই সে নিউ ইয়র্কে নিতান্তই অপরিচিত। নিউইয়র্কই তার জন্মস্থান হলেও বহু বছর সে সেখানে আসে নি, পৃথিবীর নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছে, থেকেছে অনেক দূরে নানা দেশে, ফিরে এসেছে মাত্র দু এক মাস আগে। নিউ ইয়র্ক তার খুব ভালো লাগছিল, শুধু সে একটু একা একা বোধ করছিল।

তির্যকভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে দুটি হাঁটুর ওপর দুটি কনুই রেখে ক্যাথেরিনের দিকে পাশ ফিরে তাকিয়ে সে হাসিমুখে বলল, 'লোকে কাউকে মনে করে রাখে না, ভুলে যায়। এই দেখুন না, এখানকার সবাই আমাদের ভুলে গেছে।'

ক্যাথেরিনের মনে হলো একে যে একবার দেখবে সে কখনো ভুলতে পারবে না ; কিন্তু মূল্যবান সম্পদ সযত্নে লুকিয়ে রাখার মতো এ কথাটা ক্যাথেরিন নিজের মনেই গোপন রাখল।

ওরা দুজন কিছুক্ষণ সেখানে বসে রইল। ভারি মজার লোক এই টাউনসেণ্ড ; তাদের কাছাকাছি কয়েকজনের নাম বলবার চেষ্টা করে সে অত্যন্ত হাস্যকর ভুল করতে লাগল, আর নিঃসংকোচে, সোজাসুজি স্বচ্ছন্দভাবে তাদের সমালোচনা করতে লাগল। ক্যাথেরিন কাউকে—বিশেষ করে কোনো যুবককে—ঠিক অমন করে কথা বলতে শোনে নি। তার মনে

হলো কোনো যুবক অমনভাবে কথা বলে উপন্যাসে, তার চেয়েও বেশী মঞ্চের ওপর কোনো নাটকের অভিনয়ে দর্শকদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টির মুখোমুখী পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে। অথচ টাউনসেন্ড অভিনেতার মতো নয়, তাকে মনে হচ্ছিল কত আন্তরিক, কত স্বাভাবিক! বড় ভালো লাগছিল ক্যাথেরিনের, কিন্তু এর মাঝখানে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসেই মেরিয়ান তাদের দুজনকে তখনও একসঙ্গে বসে থাকতে দেখে এমন ঠাট্টার সুরে চেঁচিয়ে উঠল যে সবাই ওদের দিকে ফিরে তাকাল আর ক্যাথেরিন লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। মেরিয়ান আসাতে তাদের কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল। মেরিয়ানের যেন বিয়ে হয়ে গেছে, আর টাউনসেন্ড তার দেওর হয়ে গেছে, এমনি ভাবে মেরিয়ান টাউনসেন্ডকে বলল তাড়াতাড়ি তার (মেরিয়ানের) মার কাছে ছুটে যেতে, তিনি আধঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছেন তাকে গৃহস্বামী মিঃ আমণ্ডের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবেন বলে।

'আবার দেখা হবে।' বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল টাউনসেন্ড। ক্যাথেরিনেব মনে হলো কথাটায় যেন বেশ মৌলিকতা আছে।

মেরিয়ান ক্যাথেরিনকে হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল 'মরিসকে তোমার কেমন লাগল, তোমাকে সে প্রশ্ন করা নিশ্চয়ই অনাবশ্যক!'

'ওর নাম কি মরিস?'

মেরিয়ান বলল, 'ওর নামটাকে কেমন লাগল তা নয়, ওকে কেমন লাগল তাই বলো।'

জীবনে প্রথম ভান করে ক্যাথেরিন বলল : 'বিশেষ একটা কিছু নয়।'

মেরিয়ান বলল, 'ভাবছি একথাটা ওকে বলে দেবো কিনা। ও ভীষণ অহঙ্কারী।'

ক্যাথেরিন দুচোখ বড় করে বলল 'অহঙ্কারী?'

'আর্থার তো তাই বলে। আর আর্থার ওকে ভালোই চেনে।'

ক্যাথেরিন মৃদুকণ্ঠে অনুনয় করে বলল 'ওকে বোলো না ভাই।'

'ওকে বলব না ও বড় অহঙ্কারী? এক ডজন বার বলা হয়ে গেছে।'

এই ধৃষ্টতার কথা শুনে ক্যাথেরিন তার এই ছোট্ট সঙ্গিনীটির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। শীগ্‌গীরই বিয়ে হবে বলেই মেরিয়ান অমন পাকামো করছে, এই মনে করে ক্যাথেরিন ভাবতে লাগল সে নিজে যখন বাগ্‌দত্তা হবে তখন তাকেও এরকম করতে হবে কিনা।

আধ ঘণ্টা বাদে ক্যাথেরিন দেখল তার পেনিম্যান পিসী মাথাটি একদিকে হেলিয়ে বসে আছেন একটা জানালার খাঁজে ; তাঁর সোনার ফ্রেমের চশমাপরা দুটি চোখের দৃষ্টি ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে , তাঁর সামনে এক

ভদ্রলোক রয়েছেন সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে, তাঁর পিঠ ক্যাথেরিনের দিকে। এই পিঠটি দেখেই ক্যাথেরিন চিনে ফেলল পিঠের মালিককে। মরিস টাউনসেণ্ড—নামটা ইতিমধ্যেই ক্যাথেরিনের খুব পরিচিত হয়ে গেছে, যেন গত আধ ঘণ্টা ধরে এই নামটা কেউ বার বার তার কানের পাশে আউড়েছে—মরিস টাউনসেণ্ড ক্যাথেরিনকে যেমন শুনিয়েছিল তেমনি এখন মিসেস পেনিম্যানকে শোনাচ্ছিল নিমন্ত্রিত অতিথিদের সম্বন্ধে তার ধারণার কথা। সে নানারকম চাতুর্যপূর্ণ মজাদার মন্তব্য করছিল, আর তাই শুনে ভালো লাগার ভঙ্গিতে মৃদুমৃদু হাসছিলেন মিসেস পেনিম্যান। এই দেখেই সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে অন্যদিকে চলে গেল ক্যাথেরিন, পাছে মরিস পিছন ফিরে তাকে দেখে ফেলে। কিন্তু ব্যাপারটা আগাগোড়াই তার বড় ভালো লাগল। মরিস যে কথা বলছে মিসেস পেনিম্যানের সঙ্গে, যার সঙ্গে সে থাকে, যাকে সে রোজ দেখে, যার সঙ্গে রোজ কথাবার্তা বলে, এতেই যেন সে মরিসকে কাছে পাচ্ছে, মরিসকে বোঝা সহজ হচ্ছে, সে নিজে মরিসের সৌজন্যের লক্ষ্য হলে যেমনটি হতো তার চাইতেও বেশী। ল্যাভিনিয়া পিসীও যে তাকে পছন্দ করেছেন, তার কথাবার্তা শুনে চমকে ওঠেন নি বা আঘাত পান নি, ক্যাথেরিনের মনে হল এও যেন তারই ব্যক্তিগত লাভ, কারণ ল্যাভিনিয়া পিসীর রুচির বৃক্ষটি যেন তাঁর স্বর্গীয় স্বামীর কবরের মাটি থেকে উঠেছে বলেই অনেক উঁচুতে উঠতে পেরেছে। ল্যাভিনিয়া (মিসেস পেনিম্যান) সবাইকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে কথোপকথনে অসামান্য প্রতিভা ছিল তাঁর স্বামীর। 'আমণ্ড ছেলেদের একজন' (ক্যাথেরিনের ভাষায়) ক্যাথেরিনকে নাচের আমন্ত্রণ জানাল, এবং সিকি ঘন্টা ধরে ক্যাথেরিনের পা দুটি অত্যন্ত ব্যস্ত রইল। এবার তার মাথা ঘুরল না, মগজও বেশ পরিষ্কার রইল। নাচ সারা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দেখতে পেল ভিড়ের ভেতর তার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তার বাবা। ডাক্তার স্লোপার পরিষ্কার করে কামানো মুখে চোখে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসি নিয়ে তাঁর মেয়ের পরনের লাল গাউনের দিকে তাকালেন। বললেনঃ

'এই চমৎকার মানুষটি আমারই সন্তান, এও কি সম্ভব?'

কেউ তাঁকে এ কথা বললে তিনি বিস্মিত হতেন, কিন্তু কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে তিনি তাঁর মেয়েকে শ্লেষাত্মক ছাড়া অন্য কোনো ভঙ্গিতে কিছু বলতে প্রায় পারতেনই না। তিনি যখনই তাকে সম্বোধন করে কিছু বলতেন, সে আনন্দ পেতো, কিন্তু তার পুরো কথা থেকে ক্যাথেরিনকে যেন তার আনন্দদায়ক অংশটুকু কেটে নিতে হতো। বাকি যে অংশগুলো থাকত ব্যঙ্গ বা শ্লেষে ভরা, সেগুলো দিয়ে সে কি করবে বুঝতে পারত না, তার নিজের ব্যবহারের পক্ষে সেগুলো বড় বেশী সূক্ষ্ম; তবু, নিজের বুদ্ধির

ক্ষমতা কম ভেবে আফসোস করতে করতে ভাবত সেগুলো বুঝবার মতো বুদ্ধি না থাকলেও মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে সেগুলো মূল্যবান অবদান।

ক্যাথেরিন মৃদুকণ্ঠে বলল 'আমি চমৎকার নই।' আর ভাবল অন্য কোনো রকম পোশাক পরে এলে ভালো হতো।

তার বাবা বললেন 'তোমাকে খুবই দামী, ঐশ্বর্যবতী আর ব্যয়সাপেক্ষ বলে মনে হচ্ছে। তোমাকে দেখলে মনে হয় তোমার আয় বছরে আশি হাজার ডলার।'

ক্যাথেরিন অবান্তরভাবে বলল 'তা, যে পর্যন্ত না আমি—'। তার আয় কত হবে সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান তখন পর্যন্ত খুবই অস্পষ্ট ছিল।

ডাক্তার বললেন, 'যে পর্যন্ত না তোমার আয় সত্যিই অত হয়, সে পর্যন্ত এমন ভাব দেখানো উচিত নয় যেন তোমার অতই আয় আছে। আজকের এই আসর তোমার ভালো লেগেছে ?'

ক্যাথেরিন এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল, তারপর অন্য দিকে তাকিয়ে মৃদু গুঞ্জন করে বলল, 'আমি একটু যেন ক্লান্ত বোধ করছি'। বলেছি যে এই নিমন্ত্রণের উৎসবেই ক্যাথেরিনের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের সূচনা হলো। জীবনে এই দ্বিতীয়বার ক্যাথেরিন সোজা জবাব এড়িয়ে বাঁকা জবাব দিল। ভান করা শুরুর তারিখ নিশ্চয়ই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ক্যাথেরিন অত সহজে ক্লান্ত হবার মেয়ে ছিল না।

যাই হোক, বাড়ি ফিরবার পথে গাড়িতে সে এমন চুপচাপ রইল যেন বাস্তবিকই সে ক্লান্ত হয়েছে। ডাক্তার স্লোপার ভগ্নী ল্যাভিনিয়াকে যে ভঙ্গিতে সম্বোধন করে কথা বললেন তাতে ক্যাথেরিনকে যে শ্লেষের ভঙ্গিতে কথা বলেছিলেন অনেকটা সেই ভঙ্গিই ছিল। তিনি বোনকে প্রশ্ন করলেনঃ

'তোমাকে যে প্রেম নিবেদন করছিল, ঐ ছোক্‌রাটি কে ?'

আহত স্বরে মিসেস পেনিম্যান বললেন এ তুমি কি বলছ দাদা?'

'ওর ভাবটা বড় বেশী গদগদ দেখাচ্ছিল। আধ ঘন্টা ধরে যখনই তোমার দিকে তাকাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল সে যেন তোমার প্রতি ভীষণ অনুরক্ত।'

মিসেস পেনিম্যান বললেন 'তার অনুরাগটা আমার প্রতি নয়, ক্যাথেরিনের প্রতি। আমাকে সে ক্যাথেরিনের কথাই বলছিল।'

ক্যাথেরিন সব কথাই শুনছিল মন দিয়ে কান পেতে। সে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল 'পিসী!'

ক্যাথেরিনের পিসী বলে চললেন, 'ছেলেটি দেখতে যেমন চমৎকার, বুদ্ধিতেও তেমনি। সে যেভাবে মনের ভাব প্রকাশ করছিল তাতে বেশ চমৎকার আনা ছিল।'

ডাক্তার কৌতুকের সুরে বললেন, 'তাহলে সে এই জমকালো জীবটির প্রেমে পড়েছে বলো!'

'ওঃ, বাবা!' আরো ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল ক্যাথেরিন। গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার ছিল বলে সে ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল।

'তা জানি না।' বললেন মিসেস পেনিম্যান, 'কিন্তু সে ক্যাথেরিনের পোশাকের প্রশংসা করছিল।'

গাড়ির অন্ধকারে বসে ক্যাথেরিন মনে মনে প্রশ্ন করল না 'শুধু আমার পোশাকের?' তার মন জুড়ে ছিল মিসেস পেনিম্যানের উক্তির প্রাচুর্য, স্বল্পতা নয়।

ক্যাথেরিনের বাবা বললেন 'দেখলে তো, ছেলেটি ভেবে নিয়েছে তোমার বার্ষিক আয় আশি হাজার।'

মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'সে তা ভেবেছে বলে আমি মনে করি না। তার রুচি অত্যন্ত মার্জিত।'

'তা যদি সে মনে না করে থাকে তাহলে বলতে হবে সে অসামান্য রুচিবান।'

ক্যাথেরিন হঠাৎ নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে ফেলল, 'হ্যাঁ, সে তাই।'

তার বাবা বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।' আর নিজের মনে মনে বললেন 'সময় হয়েছে। ল্যাভিনিয়া এবার ক্যাথেরিনের জন্য একটি প্রেম-পরিস্থিতি বানিয়ে তুলবে। বেচারা মেয়েটার ওপর এসব চালাকি করা অত্যন্ত লজ্জাকর।' তারপর প্রশ্ন করলেন ঃ

'যুবকটির নাম কি?'

মিসেস পেনিম্যান বেশ একটু কায়দা করেই বললেন, 'ঠিক ধরতে পারি নি, আর ওকে জিজ্ঞেস করাটাও ভালো মনে করিনি। ছেলেটি আমার সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু তুমি তো জানো জেফারসনের কথা কি রকম অস্পষ্ট।' (জেফারসন মানে মিস্টার আমণ্ড।) 'ক্যাথেরিন, বলো তো বাছা ভদ্রলোকের নামটি কি।'

এরপর এক মিনিট গাড়ি চলার আওয়াজ না থাকলে একটা আলপিন পড়লেও তার আওয়াজ শোনা যেতো।

তারপর খুব মৃদুকণ্ঠে আস্তে আস্তে ক্যাথেরিন বলল 'জানি না, ল্যাভিনিয়া পিসী।'

আর, যত ব্যঙ্গ বা শ্লেষই তাঁর থাক না কেন, ক্যাথেরিনের বাবা ক্যাথেরিনের এই কথাটা বিশ্বাস করলেন।

পাঁচ

প্রশ্নের জবাবটি তিনি পেয়েছিলেন তিন চার দিন পরে, মারস টাউনসেন্ড তার কাজিনের সঙ্গে ওয়াশিংটন স্কোয়্যারে এসে যাওয়ার পর। সেদিন গাড়ি করে বাড়ি ফিরবার পথে মিসেস পেনিম্যান তাঁর ভাইকে বলেন নি যে তিনি সেই নাম-না-জানা মধুরস্বভাব যুবকটিকে জানিয়েছিলেন যে তিনি এবং তাঁর ভাই-ঝি আবার তার সঙ্গে দেখা হলে সুখী হবেন। তখন যখন এক রবিবারের বিকেলে যুবক দুটি এসে হাজির হলো তিনি অত্যন্ত সুখী তো হলেনই, তার ওপর একটু গর্বও অনুভব করলেন। মরিস যে আর্থার টাউনসেন্ডের সঙ্গে এলো, এতে ব্যাপারটা আরো স্বাভাবিক এবং সহজ হয়ে উঠল। আর্থার শীগ্গীরই এই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে ; মিসেস পেনিম্যান ক্যাথেরিনকে বলেছিলেন সে যখন মেরিয়ানকে দুদিন বাদেই বিয়ে করবে তখন তার আসাটা ভদ্রতাসম্মতই হবে। এব্যাপার হয়েছিল শরতের শেষের দিকে ; ক্যাথেরিন সন্ধ্যাবেলায় তার পিসীর সঙ্গে বসে ছিল পেছনের দিকের বসবার ঘরে অগ্নিকুণ্ডের ধারে।

আর্থার টাউনসেন্ড পড়ল ক্যাথেরিনের ভাগে, আর তার সঙ্গীটি বসল সোফার ওপর মিসেস পেনিম্যানের পাশে। এপর্যন্ত ক্যাথেরিন কখনো বিরূপ সমালোচনার ভাব পোষণ করে নি; তাকে খুশী করা খুবই সহজ ছিল— যুবকদের সঙ্গে কথা বলতে তার ভাল লাগত। কিন্তু মেরিয়ানের ভাবী স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তায় তার মনটা কেমন যেন খুঁত খুঁত করে উঠল ; আর্থার আগুনের দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে নিজের হাঁটু দুটো ঘষতে লাগল। আব ক্যাথেরিন ? সে কথাবার্তা চালু রাখবার ভান পর্যন্ত করল না ; তাব মন পড়ে ছিল ঘরের অন্য দিকটায়, সে কান পেতে ছিল মরিস টাউনসেন্ড আর ল্যাভিনিয়া পিসীর কথোপকথন শুনবার জন্যে। মরিস কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝেই ক্যাথেরিনেব দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছিল, যেন কথাটা যে তার জন্যেও বলা এইটে বোঝাবার জন্যেই। ক্যাথেরিনেব ইচ্ছা হচ্ছিল তার জায়গা বদল করে উঠে গিয়ে ওদের কাছে বসতে, যেন সে মরিসকে আরো ভালো করে দেখতে আর শুনতে পায়। কিন্তু পাছে বেশী সাহস বা বেশী গরজ দেখিয়ে ফেলে, এই ছিল তার ভয় ; তা ছাড়া এখান থেকে উঠে গেলে মেরিয়ানের পাণিপ্রার্থীর প্রতি বড় অভদ্রতা হবে। অন্য ভদ্রলোকটি ল্যাভিনিয় পিসীকে বেছে নিল কেন, যে মিসেস পেনিম্যানকে যুবকেরা সাধারণতঃ খুব একটা পছন্দ করে না তাকে তার এত কথা বলবার থাকে কি করে, ক্যাথেরিন

তা ভেবে পেল না। ল্যাভিনিয়া পিসীর ওপর তার হিংসা ছিল না, কিন্তু একটু ঈর্ষার ভাব মনে এসেছিল, আর সবার ওপর ছিল বিস্ময়; কারণ মরিস টাউনসেন্ড ছিল এমন একটি মানুষ, যাকে ঘিরে তার কল্পনা অনির্দিষ্ট কাল ধরে জাল বুনে যেতে পারে। আর্থার টাউনসেন্ড মেরিয়ানের সঙ্গে তার আসন্ন বিবাহের কথা ভেবে একটি বাড়ি ঠিক করে ফেলেছিল, সেই বাড়িটির বর্ণনা করে সে বলছিল গৃহস্থালির সুবিধার জন্য কি কি অদল-বদল করবে, আর বলছিল মেরিয়ান বলছে আরো বড় বাড়ি চাই, মিসেস আমণ্ড বলছেন বাড়ি আরো ছোট হলেই ভালো হতো, কিন্তু তার (অর্থাৎ আর্থারের) নিজের মতে বাড়িটা নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন।

সে বলল, 'মোটে তিন চার বছরের জন্য কিনা, তাই কিছু যায় আসে না। তিন চার বছর বাদে অন্য বাড়িতে উঠে যাব। নিউ ইয়র্কে থাকবার ঐ হচ্ছে কায়দা—প্রত্যেক তিন চার বছর অন্তর বাড়ি বদলানো। অমন করলেই সব চাইতে নতুন জিনিসটি পাওয়া যায়, নিউইয়র্ক তো বেড়েই চলেছে সামনের দিকে, তার সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলতে হবে তো! শুধু মেরিয়ানের বড্ড একা একা লাগবে, এই ভয়, তা নইলে আমি একেবারে ঐ উঁচুতে গিয়ে ডেরা নিতাম আর অপেক্ষা করতাম। দশ বছরের ভেতর শহর ঐ পর্যন্ত নির্ঘাত উঠে যেতো। কিন্তু মেরিয়ান বলে তার প্রতিবেশী চাই, প্রথম রাস্তা দেখাবার বা পথিকৃৎ হবার শখ তার নেই। সে বলে যদি কোনো এলাকার পয়লা বাসিন্দাই হতে হয় তাহলে সে বরং মিনেসোটা যাবে। আমি ভাবছি একটু একটু করে এগুবো; একটা রাস্তা কিছুদিন বাদে একঘেয়ে লাগলে আরো উঁচুতে উঠে যাবো। তাহলেই ঘন ঘন নতুন বাড়ি হবে, আর নতুন বাড়ির অনেক সুবিধে, আধুনিকতম সুখ-সুবিধাগুলো সব পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক পাঁচ বছর বাদে সব জিনিসই নতুন করে আবিষ্কার হয়, আর এই সব প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারা কম কথা নয়। আমি তো সব সময় তাই করতে চেষ্টা করি। আপনার কি মনে হয় না তরুণ দম্পতির জীবনে খুব ভালো আদর্শ হচ্ছেঃ 'উঁচুতে উঠতে থাকা'? তাই তো হচ্ছে কবিতাটির নাম—কী যেন? হ্যাঁ,—'এক্‌সেলসিয়র'! অর্থাৎ, 'আরো উঁচুতে।'

ক্যাথেরিন এই তরুণ আগন্তুকটির দিকে যেটুকু মনোযোগ দিয়েছিল তাতে তার মনে এই অনুভূতিটাই জেগেছিল যে মরিস টাউনসেন্ড সেদিন রাত্রে তার সঙ্গে যেমন করে কথা বলেছিল আর এখন ভাগ্যবতী ল্যাভিনিয়া পিসীর সঙ্গে যেমন করে কথা বলছে, আর্থার টাউনসেন্ড ঠিক তেমনটি বলতে পারছে না। কিন্তু হঠাৎ এই আর্থারই তার কাছে আরেকটু চিন্তা-

•কর্ষক হয়ে উঠল। আর্থার যেন টের পেল যে ক্যাথেরিন লক্ষ্য করছে তার সঙ্গী মরিসের উপস্থিতি; তার মনে হল ব্যাপারটা ক্যাথেরিনকে বুঝিয়ে বলা দরকার। সে তাই বলল ঃ

'আমার এই ভাইটি আমাকে অনুরোধ করেছিল ওকে আমার সঙ্গে নিয়ে আসতে, তা না হলে আমি ওকে আনতাম না। ও ভীষণ মিশুকে, আসবার জন্যে ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আমি ওকে বলেছিলাম ওকে আনবার আগে আপনাকে একবার জিজ্ঞেস করে নেব, কিন্তু ও বলল মিসেস পেনিম্যান ওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ও যখন কোথাও আসতে চায় তখন ওরকম যা খুশী তাই বলে। মিসেস পেনিম্যান ও আসাতে খুশী হয়েছেন বলেই মনে হয়।'

ক্যাথেরিন বলল 'উনি আসাতে আমরা খুব খুশী হয়েছি।' ইচ্ছা ছিল ওর সম্বন্ধে আরো বলবার, কিন্তু ভেবে পেল না আর কি বলা যেতে পারে। একটু পরে বলল, 'ওঁকে আগে আর কখনো দেখি নি।'

আর্থার টাউনসেন্ড চোখ বড় করে তাকাল। বলল ঃ

'কেন, ওতো আমাকে বলেছিল সেদিন রাতে আপনার সঙ্গে আধ-ঘন্টার ওপর গল্প করেছে।'

'ঐ প্রথম আলাপ। তার আগে কখনো আলাপ হয় নি।'

'ওঃ, ও যে নিউ ইয়র্কের বাইরে ছিল—পৃথিবীময় ঘুরে বেড়িয়েছে। এখানে ওর বেশী লোকের সঙ্গে চেনা নেই, কিন্তু ও ভারি মিশুকে, সবার সঙ্গেই পরিচিত হতে চায়।'

ক্যাথেরিন বলল, 'সবার সঙ্গেই?'

'মানে, সব ভাল লোকদের সঙ্গে। সব সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গে—যেমন মিসেস পেনিম্যান।' বলে আর্থার টাউনসেন্ড একটু হাসল চুপে চুপে।

ক্যাথেরিন বলল, 'আমার পিসীর ওকে খুব ভালো লাগে।'

'ও এমনি আশ্চর্য যে ওকে সবারই ভালো লাগে।'

ক্যাথেরিন বলল, 'ওকে বিদেশী বলেই বেশী মনে হয়।'

তরুণ আর্থার টাউনসেন্ড বলল, 'কোনো বিদেশীর সঙ্গে আমার কখনো পরিচয় হয় নি।' তার কথাব সুর থেকে আভাস পাওয়া গেল এই অপরিচয়টা তার ইচ্ছাকৃত।

ক্যাথেরিন আরো বিনীত ভঙ্গিতে স্বীকার করল ঃ

'আমার সঙ্গেও কোনো বিদেশীর পরিচয় নেই।' বলল ক্যাথেরিন। 'শুনেছি ওরা নাকি খুব চমৎকার হয়।'

'আমার মনে হয় এই শহরের মানুষ যথেষ্ট চালাক। আমি কতক লোককে

জানি যাঁরা ভাবেন আমার চাইতে তাঁরা অনেক বেশী চালাক। কিন্তু তাঁরা তা নন।'

ক্যাথেরিন বলল, 'আমার মনে হয় আপনি কখনো অতি চালাক হবেন না।' তখনো তার কন্ঠস্বরে বিনয়।

'জানি না। আমি এমন কয়েকজনকে জানি যাঁরা বলেন আমার এই ভাইটি বড় বেশী চালাক।'

এই উক্তিটি শুনে ক্যাথেরিন ভারি উৎসাহিত হয়ে উঠল; তার মনে হলো মরিস টাউনসেন্ডের যদি কোনো দোষ থেকে থাকে তাহলে সেটা এ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সে এ বিষয়ে কোনো মত প্রকাশ না করে পর মুহূর্তেই প্রশ্ন করল ঃ

'উনি যখন ফিরেই এসেছেন, এখন থেকে বরাবর এখানেই থাকবেন তো?'

আর্থার বলল, 'যদি এখানে কোনো কাজটাজ পায়।'

'কাজটাজ?'

'কোথাও কোনো চাকরি, কিম্বা ব্যবসা।'

'ওঁর কি কোনো কাজ নেই?' প্রশ্ন করল ক্যাথেরিন। উঁচু শ্রেণীর কোনো যুবকের এমন অবস্থার কথা সে আর কখনও শোনে নি।

আর্থার বলল, 'না, কাজের খোঁজ করছে, কিন্তু পাচ্ছে না।'

ক্যাথেরিন বলল, 'বড় দুঃখিত হলাম একথা শুনে।'

তরুণ টাউনসেন্ড বলল, 'ওঃ, কাজ পাচ্ছে না বলে ও কিছু মনে করছে না। ব্যাপারটা সে বেশ সহজ ভাবেই নিয়েছে, তার কোনো তাড়াহুড়ো নেই! এদিক দিয়ে সে ভারি হুঁশিয়ার আর খুঁতখুঁতে।'

ক্যাথেরিনের মনে হল সেটা মরিসের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, আর এই কথাটাই সে মনের ভেতর নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে লাগল। শেষকালে সে প্রশ্ন করল ঃ

'কেন, ওঁর বাবা কি ওঁকে তাঁর নিজের কারবারে কিম্বা অফিসে নিয়ে নিতে পারেন না?'

'ওর বাবা নেই, শুধু এক বোন আছে। কিন্তু বোন তো আর তেমন কিছু সাহায্য করতে পারে না।'

ক্যাথেরিনের মনে হল সে মরিসের বোন হলে এই কথাটাকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিত। সে চট্ করে প্রশ্ন করল 'তিনি কেমন? তাঁর স্বভাব বেশ মিষ্টি তো?'

'তা ঠিক জানি না, কিন্তু তিনি বোধ হয় খুবই সম্ভ্রান্ত আর সচ্ছল।'

বলে সে ওধারে তাকিয়ে বসা মরিসের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'মরিস শোনো, আমরা তোমার কথাই আলোচনা করছি।'

মরিস টাউনসেণ্ড মিসেস পেনিম্যানের সঙ্গে কথাবার্তা থামিয়ে হেসে' এদিকে তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়াল, যেন এখনই চলে যাবে। তারপর বলল ঃ

'এই সৌজন্যের প্রতিদানে তোমার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু মিস স্লোপার সম্বন্ধে আলাদা কথা।'

ক্যাথেরিনের মনে হল এই ছোট্ট কথাটুকু ভারি চমৎকার বলা হয়েছে। কিন্তু কথাটা শুনে বিব্রত বোধ করে সেও উঠে দাঁড়াল। মরিস টাউনসেণ্ড তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইল, আর বিদায় নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। সে চলে যাচ্ছে তাকে কিছু না বলেই; তবুও তার সঙ্গে যে দেখা হল, ক্যাথেরিন তাতেই খুশী।

মিসেস পেনিম্যান একটু ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে মরিসকে বললেন, 'তুমি যা বলেছো তা আমি ক্যাথেরিনকে বলব- তুমি চলে যাবার পর!'

ক্যাথেরিন লজ্জায় লাল হয়ে উঠল; তার মনে হলো এ'রা যেন তাকে নিয়ে একটু মজা করছেন। সুপুরুষ যুবকটি কি কথা বলেছে তাই নিয়ে তার মনে নানারকম জল্পনা কল্পনা চলল। ক্যাথেরিন লজ্জা পাওয়া সত্ত্বেও মরিস তার দিকে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু অত্যন্ত সদয় এবং সম্ভ্রান্তভাবে। সে বলল ঃ

'আপনার সঙ্গে কোনো কথাই হলো না, অথচ ঠিক ঐ জন্যেই আমি এসেছিলাম। কিন্তু ভালোই হল, আরেকবার আসবার ঐ একটা অজুহাত হবে —অবশ্য অজুহাত দেওয়া যদি একান্তই দরকার হয়। আমি চলে গেলে আপনার পিসী যা বলবেন তার জন্যে আমি ভীত নই।'

এর পরই যুবক দুটি বিদায় নিয়ে চলে গেল; তারপর ক্যাথেরিন গাম্ভীর্যপূর্ণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল মিসেস পেনিম্যানের দিকে; তখনও তার মুখ থেকে লজ্জার লালিমা বিদায় নেয় নি। জটিল চাতুরি ছিল তার ক্ষমতার বাইরে, কৌতুকের ভান করবার কায়দাও সে অবলম্বন করল না। সে যা জানতে চাইছিল তা জানবার জন্য সে এমন ভাব দেখাল না যে তার বিশ্বাস তাকে নিন্দা করা হয়েছে। সে সোজাসুজি প্রশ্ন করল ঃ

'তুমি আমাকে কি বলবে বলেছিলে ?'

মিসেস পেনিম্যান হাসিমুখে মাথা দোলাতে দোলাতে ক্যাথেরিনের দিকে এগিয়ে এসে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন, আর তার ঘাড়ের ওপর ফিতার গেরোতে একটা মোচড় দিয়ে দিলেন। বললেন,

'সে এক মস্ত গোপন কথা, বাছা। তা যাই হোক, সে আসছে প্রেম-নিবেদন করতে, পাণি-প্রার্থনা করতে।'

ক্যাথেরিনের মুখ তখনও গম্ভীর। সে শুধাল, 'উনি কি এই কথাই তোমাকে বলেছেন?'

'ঠিক তা বলে নি। আসল কথাটা আমার অনুমান করে নেবার জন্য রেখে দিয়ে গেছে। আর আমার অনুমান প্রায়ই ঠিক ঠিক মিলে যায়, বড় একটা ভুল হয় না।'

'তুমি কি বলতে চাও উনি আমার পাণি-প্রার্থনা করতে আসছেন?'

'অন্তত আমার পাণি-প্রার্থনা করতে নিশ্চয়ই নয়, যদিও যৌবন-অতিক্রান্তা মহিলার প্রতি তার ব্যবহার যত সদয়, এমন আর অন্য কোনো যুবকের নয়। সে ভাবছে আমার কথা নয়, অন্য কোনো মেয়ের কথা।' বলে মিসেস পেনিম্যান তার ভাইঝির গালে একটি ছোট্ট চুমু দিয়ে বললেন 'ওর সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করবে। কেমন?'

ক্যাথেরিন চোখ বড় করে তাকাল, হকচকিয়ে গেল একটু। বলল 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। উনি তো আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।'

'জানে বই কি। আমি ওকে তোমার সম্বন্ধে সব কথা বলেছি যে।'

'ওঃ, পিসী!' অস্পষ্টভাবে বলল ক্যাথেরিন, যেন পিসী তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। 'উনি যে আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। ওর সম্বন্ধে আমরা তো কিছু জানি না।'

বেচারা ক্যাথেরিনের 'আমরা' শব্দটিতে ছিল অসীম বিনয়!

মিসেস পেনিম্যান এ কথাটাকে আমলই দিলেন না, বরং একটু কড়া সুরেই বললেন, 'ক্যাথেরিন, তুমি ভালোই জান যে ওকে তোমার বেশ পছন্দ।'

ক্যাথেরিন শুধু আরেকবার অস্ফুট স্বরে বলতে পারল, 'ওঃ, পিসী!' হয়তো সত্যিই তার মরিসকে বেশ পছন্দই হয়েছিল, যদিও এটা একটা আলোচনার যোগ্য বিষয় বলে তার মনে হয় নি। কিন্তু এই হঠাৎ আবির্ভূত চমক-লাগানো অপরিচিত যুবকটি, যে ভালো করে তার কণ্ঠস্বরও শুনেছে কিনা সন্দেহ, সে তার সম্বন্ধে এতটা উৎসাহিত হয়েছে যে তা বোঝাতে মিসেস পেনিম্যানের ঐ রোমান্টিক উক্তি প্রযোজ্য হবে, এটা তার ঠিক বিশ্বাস হল না। তার মনে হল এ শুধু ল্যাভিনিয়া পিসীর চঞ্চল মনের সুদূরপ্রসারী কল্পনা; সবাই জানে তিনি অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ।

ছয়

মিসেস পেনিম্যান মাঝে মাঝে ধরেই নিতেন যে অন্য সবার কল্পনা প্রবণতাও তাঁর মতই প্রবল; তাই আধ ঘন্টা বাদে তাঁর ভাই আসতেই তিনি ঠিক এই বিশ্বাস নিয়েই তাঁর সঙ্গে কথা শুরু করলেন। বললেন ঃ

'এইমাত্র সে এখানে ছিল, অস্টিন। আহা, একটুর জন্যে তুমি তাকে দেখতে পেলে না।'

ডাক্তার বললেন, 'কাকে দেখবার সৌভাগ্যটা হারালাম বলো তো!'

'মরিস টাউনসেন্ড। এসে যে কি আনন্দ দিয়ে গেল!'

'এই মরিস টাউনসেন্ড ভদ্রমহোদয়টি কে?'

ক্যাথেরিন বলল 'পেনিম্যান পিসী বলছেন সেই ভদ্র লোকটির কথা, যার নাম আমি মনে রাখতে পারি নি।'

মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'এলিজাবেথের পার্টিতে যে যুবকটির ক্যাথেরিনকে খুব ভাল লেগে গিয়েছিল।'

'ওঃ, ওরই নাম বুঝি মরিস টাউনসেন্ড? সে কি তোমার পাণি-প্রার্থনা করতে এসেছিল?'

'ওঃ, বাবা!' শুধু এই দু'টি শব্দই অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারল ক্যাথেরিন। তারপর গিয়ে দাঁড়াল জানালার ধারে। বাইরে তখন ঘন হয়ে এসেছে সন্ধ্যার অন্ধকার।

মিসেস পেনিম্যান অতি অমায়িক কণ্ঠে বললেন, 'তোমার অনুমতি না নিয়ে সে তা কখনো করবে না আশা করি।'

তাঁর ভাই জবাব দিলেন, 'তা যাই হোক, তোমার অনুমতিটা সে আগেই পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে।'

ল্যাভিনিয়া কাষ্ঠহাসি হাসলেন, যেন এতেও যথেষ্ট হয় নি। জানালার সার্সিতে কপাল ঠেকিয়ে ক্যাথেরিন নির্লিপ্তভাবে ভ্রাতা-ভগ্নীর কথার লড়াই শুনতে লাগল; কথাগুলো যে তারই গায়ে এসে বিঁধছে, সেদিকে যেন তার খেয়াল নেই।

ডাক্তার বললেন 'এরপর সে যখন আসবে, তখন বরং আমাকে ডেকো। সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইতে পারে।'

দিন পাঁচেক পর মরিস টাউনসেন্ড আবার এল; কিন্তু ডাক্তার স্লোপারকে ডাকা হল না, কারণ তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। মরিস এসেছে, এই খবর যখন বাড়ির ভেতর এসে পেঁাছল, তখন ক্যাথেরিন ছিল

তার পিসীর সঙ্গে। মিসেস পেনিম্যান নিজেকে সরিয়ে নিয়ে জোর করতে লাগলেন বসবার ঘরে ভাই-ঝিকে একা পাঠাবার জন্য।

'এবার সে এসেছে তোমার জন্য—শুধু তোমারই জন্য।' বললেন তিনি। 'আগে সে যখন আমার সঙ্গে কথা বলেছিল, তা শুধু ভূমিকা মাত্র, আমার আস্থাভাজন হবার জন্য। সত্যি বলছি, আজ আমার ওর সামনে দেখা দেবার সাহস নেই।"

কথাটা নিখুঁতভাবে সত্য। মিসেস পেনিম্যান সাহসিনী মহিলা ছিলেন না, এবং তাঁর মনে হয়েছিল মরিস টাউনসেন্ড অত্যন্ত জোরালো ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন যুবক, ব্যঙ্গ করতে তার দক্ষতা অসামান্য; এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর দৃঢ়চেতা যুবকের সঙ্গে মানিয়ে চলা সহজ দক্ষতার কাজ নয়। তিনি ভেবে নিয়েছিলেন মরিস 'কর্তৃত্বপূর্ণ' স্বভাবের যুবক; এই শব্দটি আর ভাবটি তাঁর ভালই লাগত। ভাইঝির প্রতি তাঁর একটুও ঈর্ষা হয় নি, কারণ মিস্টার পেনিম্যানের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে তিনি যথেষ্ট সুখীই হয়েছিলেন, কিন্তু তাহলেও তাঁর মনের তলায় তিনি এই ভাবটিকে স্থান দিয়েছিলেনঃ 'আমার ঠিক এই রকম স্বামী পাওয়া উচিত ছিল।' মিস্টার পেনিম্যানের চাইতে মরিস অনেক বেশী জোরালো চরিত্রের, অনেক বেশী প্রতাপশালী।

ক্যাথেরিন তাই একাই গিয়ে টাউনসেন্ডের সঙ্গে দেখা করল। মিসেস পেনিম্যান এমন কি এদের দুজনের সাক্ষাৎকার শেষ হবার পরও দেখা দিলেন না। ওদের দুজনের সেই সাক্ষাৎকার চলল অনেকক্ষণ ধরে। সামনের দিকের বসবার ঘরে সে সব চেয়ে বড় আরাম কেদারাটার ওপর বসে রইল এক ঘন্টারও বেশী। এবার যেন সে আরো সহজ হতে পেরেছে, আরো অন্তরঙ্গ, আরো পরিচিত। আরামকেদারায় আরাম করে গা এলিয়ে দিয়ে সে তার হাতের পাতলা লাঠিটা দিয়ে সামনের একটা কুশনের ওপর মৃদু আঘাত করতে করতে ঘরময় দৃষ্টি ঘোরাতে লাগল, ক্যাথেরিনের দিকেও তাকাতে লাগল মাঝে মাঝে বেশ মনোযোগ দিয়েই। ওর চোখ দুটিকে ভারি সুন্দর লাগল ক্যাথেরিনের, দুটি চোখেই যেন শ্রদ্ধা আর অনুরাগের হাসি ফুটে আছে; ওকে দেখে একটি কবিতায় বর্ণিত বীর সৈনিকের কথা মনে পড়ে গেল। ওর কথাবার্তা অবশ্য সৈনিকের মতো নয়, বরং বেশ হাল্কা, সহজ আর বন্ধুত্ব-পূর্ণ। ক্রমে সে কাজের কথায় এল, ক্যাথেরিনকে প্রশ্ন করল তার নিজের সম্বন্ধে—তার রুচি, তার পছন্দ, তার অভ্যাসাদি সম্বন্ধে। সে অতি সুন্দর হাসি হেসে তাকে বলল, 'আমাকে আপনার নিজের সম্বন্ধে বলুন, মোটামুটি রকম একটা ছবি এঁকে দেওয়ার মতো করে।'

ক্যাথেরিনের বলবার কথা অল্পই ছিল, আর কথা দিয়ে ছবি আঁকার

দক্ষতাও তার ছিল না; কিন্তু মরিস চলে যাবার আগে ক্যাথেরিন তাকে চুপি চুপি এইটে জানিয়ে দিল যে থিয়েটারের ওপর মনে মনে তার খুব লোভ, যেটা মেটাবার সুযোগ সে খুব কমই পেয়েছে; তাছাড়া অপেরা সঙ্গীতও সে খুব ভালবাসে—বিশেষ করে বেল্লিনি আর দনিৎসেত্তিব রচনা। অন্ধকারাচ্ছন্ন এক যুগে ক্যাথেরিনের মতো অনগ্রসর যুবতীর পক্ষে এ রকম পছন্দ খুব নিন্দনীয় ছিল না, এ কথা মনে রাখতে হবে—কিন্তু অর্গান ছাড়া অন্য কোনো যন্ত্রে এ সঙ্গীত শুনবার সুযোগ সে খুব কমই পেয়েছে। সাহিত্যের প্রতি তার তেমন আকর্ষণ নেই, একথা সে স্বীকার করল। বই জিনিসটা বড় বিরক্তিকর, এবিষয়ে মরিস টাউনসেণ্ড তার সঙ্গে একমত হল; অবশ্য একথাও বলল যে বেশ কিছু বই পড়ে তারপর এটা টের পাওয়া যায়। সে বলল সে এমন অনেক জায়গায় গেছে যাদের সম্বন্ধে অনেকে অনেক বই লিখেছেন, কিন্তু জায়গাগুলো মোটেই বইয়ের বর্ণনার সঙ্গে মেলে না। সব কিছু নিজের চোখে দেখা—এটাই হচ্ছে আসল জিনিস; মরিস সব কিছু নিজের চোখে দেখবার চেষ্টা করত। লণ্ডন আর পারী শহবের সেরা থিয়েটারগুলোতে বড় বড় সব অভিনেতাদের অভিনয়ই সে দেখেছে। কিন্তু অভিনেতারা সব সময় লেখকদেরই মতো অতিরঞ্জন করেন। সব কিছু স্বাভাবিক হবে, এই তার পছন্দ। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সে হাসিমুখে ক্যাথেরিনের দিকে তাকাল। তাবপব বলল :

'সেই জন্যেই আপনাকে আমার ভালো লাগে; আপনি এত স্বাভাবিক! আমাকে ক্ষমা করবেন, দেখুন, আমি নিজেও ঠিক তাই, অর্থাৎ স্বাভাবিক।'

তারপর তাকে ক্ষমা করেছে কি না করেছে, ক্যাথেরিন তা ভেবে দেখতে সময় পাবাব আগেই—এরপর অবসর মতো ভেবে দেখে সে বুঝতে পেরেছিল যে ক্ষমা সে করেছিল—মরিস সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে বলল, সঙ্গীতই তার জীবনেব সবচেয়ে বড় আনন্দ, পারী আর লণ্ডন শহরের সমস্ত বড় বড় গাইয়ের গানই সে শুনেছে—পাস্টা আর রুবিনি আর লা ব্লাশ—আর এদের গান শোনা হলে তবেই বলতে পারা যায় গান জিনিসটা কি তা জানা হয়েছে।

সে বলল, 'আমি নিজেও একটু গানটান করি, আপনাকে শোনাব এক সময়। আজ নয়, অন্য কোনো দিন।'

এই বলে সে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল; বলতে ভুলে গেল সে ক্যাথেরিনকে গান শোনাবে যদি ক্যাথেরিন তাকে বাজনা শোনায়। কথাটা তাব রাস্তায় গিয়ে মনে পড়ল; কিন্তু সে জন্য তার আফসোস না কবলেও চলত,

কারণ ক্যাথেরিন তার এই ত্রুটিটা লক্ষ্য করে নি। সে শুধু ভাবছিল 'অন্য কোনো দিন' শব্দ তিনটি মরিসের মুখে কি মিষ্টি শোনাচ্ছিল।

এই কারণেই আরো বিশেষ করে—যদিও সে লজ্জা আর অস্বস্তি বোধ করছিল--তার বাবাকে বলা দরকার যে মিস্টার মরিস টাউনসেন্ড আবার এসেছিলেন। কথাটা সে ডাক্তার বাড়ির ভেতরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ, প্রায় চেঁচিয়েই, বলে ফেলল; আর এই কর্তব্যটা পালন করে ফেলেই ঘর থেকে বেরিয়ে চলল। কিন্তু যথেষ্ট তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে পড়তে পারল না; সে দরজার কাছে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তার বাবা এসে তাকে থামালেন। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

'সে কি আজ তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব জানিয়েছে?'

ঠিক এই প্রশ্নটিই তিনি করবেন বলে ক্যাথেরিন ভয় করেছিল; অথচ এর কোনো জবাবই সে তৈরি করে রাখতে পারে নি। অবশ্য প্রশ্নটিকে সে একটা কৌতুক বলেই ভেবে নিতে পারত -ডাক্তারও নিশ্চয় কৌতুক করেই প্রশ্নটি করেছিলেন; কিন্তু তবু সে কথাটা একটু জোরের সঙ্গেই, একটু তীক্ষ্নভাবেই অস্বীকার করতে চাইত, যাতে প্রশ্নটি তিনি আবার জিজ্ঞাসা না করেন। প্রশ্নটা তার পছন্দ ছিল না—শুনলেই তার বড় মন খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু তীক্ষ্ন হওয়া ক্যাথেরিনের পক্ষে কখনো সম্ভব হত না; সে দরজার গোলাকার হাতলটা ধরে এক মুহূর্ত দাঁড়াল, আর তার ব্যঙ্গরসিক পিতার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

ডাক্তার তাঁর মেয়ের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, 'আমার মেয়ে যে চমক লাগাবার মতো মেয়ে নয়, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।'

কিন্তু তিনি একথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাথেরিন ঠিক করে ফেলল ব্যাপারটাকে সে কৌতুক বলেই গ্রহণ করবে। সে আরেকটু হেসে প্রায় চেঁচিয়েই জবাব দিল ঃ

'হয় তো এর পরের বারই করবে।' তারপর তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ডাক্তার অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, ভেবে ঠিক করতে পারলেন না তাঁর মেয়ে ঠিক গুরুত্ব দিয়েই কথাটা বলেছে কিনা। ক্যাথেরিন সোজা তার নিজের ঘরে চলে গেল, আর সেখানে পৌঁছেই তার মনে হল সে যা বলেছে তা না বলে অন্য কিছু, আরো ভালো কিছু বলতে পারত। তার এখন প্রায় ইচ্ছা হতে লাগল তার বাবা যেন আবার তাকে সেই প্রশ্নটা করেন, যেন সে জবাব দিতে পারে ঃ 'হ্যাঁ, মিস্টার মরিস টাউনসেন্ড আমাকে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন; আমি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি।'

ডাক্তার তাঁর প্রশ্ন করতে লাগলেন অন্যত্র। তাঁর স্বভাবতই মনে হয়েছিল যে, যে সুপুরুষ যুবকটি তাঁর বাড়িতে আসা যাওয়া করার অভ্যাস করে ফেলেছে, তার সম্বন্ধে ভালোভাবে খোঁজখবর নিতে হবে। এই খোঁজ· তিনি নিলেন তাঁর দুই বোনেব মধ্যে যে ছোট, সেই মিসেস আমণ্ডের কাছে। তখনই তিনি তাঁর কাছে গেলেন না, অত তাড়া ছিল না তাঁর; তিনি মনে মনে ঠিক করে রাখলেন প্রথম সুযোগেই খোঁজটা নেবেন বলে। ডাক্তার কখনো কোনো ব্যাপারে অতি আগ্রহী বা অধীর হতেন না, সব কিছু মনের খাতায় ভালো করে লিখে রাখতেন, আর নিয়মিতভাবে সেই লেখার পর্যালোচনা করতেন। মিসেস আমণ্ডের কাছ থেকে যা জেনেছিলেন তাও এর ভেতব ছিল।

মিসেস আমণ্ড বললেন 'ল্যাভিনিয়া এর আগেই আমাকে মরিস টাউনসেণ্ড সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কবে গেছে। ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে; ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ছেলেটির ঝোঁক ল্যাভিনিয়াব ওপর নিশ্চয়ই নয়। ল্যাভিনিয়া ভারি অদ্ভুত।'

ডাক্তার বললেন, 'তা কি আমার টের পেতে বাকি আছে বোন? বারো বছর ধরে সে আমার কাছে রয়েছে।'

ল্যাভিনিয়ার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলির সম্বন্ধে ভায়ের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পেলে ভারি খুশী হতেন মিসেস আমণ্ড। তিনি বললেন, 'ওর মনটা কেমন যেন অস্বাভাবিক, কৃত্রিমতায় ভরা। ওর ইচ্ছে ছিল না ও যে আমাব কাছ থেকে মিস্টার টাউনসেণ্ড সম্বন্ধে জানতে চেয়েছে সে কথা আমি তোমাকে বলি। কিন্তু আমি তাকে বলে দিয়েছি আমি বলবই। সব সময়· সে সব কিছুই লুকোতে চায়।'

'কিন্তু কখনো কখনো হঠাৎ এমন বেখাপ্পাভাবে অনেক কিছু বলে ফেলে, যেমনটি আর কেউ বলে না। সে যেন এক ঘুবন্ত লাইটহাউস—এই মিশ্-কালো অন্ধকার, এই চোখ-ধাঁধানো আলো। কিন্তু তুমি তাকে·মরিস সম্বন্ধে কি বলেছ?'

'তোমাকে যা বলছি। অর্থাৎ তার সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না।'

'শুনে ল্যাভিনিয়া নিশ্চয়ই ভারি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে। মরিস কোনো রোমান্টিক অপরাধে অপরাধী হলে সে খুশী হত। তা যাই হোক, আমরা মানুষের ভালোটাই নেব। শুনতে পেলাম তোমার ছোট্ট মেয়েটির ভবিষ্যৎ যে ছোট্ট ছেলেটির হাতে সঁপে দিতে চলেছ, আমাদের এই ভদ্রলোকটি তাবই এক সম্পর্কে ভাই হয়।'

'আর্থার ছোট্ট ছেলে নয়, সে বেশ বয়স্ক পুরুষ; তুমি আর আমি অত বয়স্ক কখনো হবো না। ল্যাভিনিয়ার প্রিয়পাত্রটির সঙ্গে তার সম্পর্কটা দূরের। পদবিটা অবশ্য এক, কিন্তু আমি শুনেছি টাউনসেন্ডদের নাকি সীমা সংখ্যা নেই, তারা অনেক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত, অনেকটা যেন কোনও রাজ বংশের মতো। এই অনেক শাখার ভেতর আর্থার যে শাখার সেটাই এখন প্রধান, ল্যাভিনিয়ার প্রিয় যুবকটি এসেছে একটি অপ্রধান শাখা থেকে। এর চাইতে বেশী আর্থারের মা মরিস সম্বন্ধে জানেন না; তিনি অস্পষ্টভাবে শুনেছেন সে ছিল খামখেয়ালী গোছের। কিন্তু মরিসের বোনের সঙ্গে আমার কিছুটা জানাশোনা আছে, আর তিনি ভারি চমৎকার মানুষটি। তার নাম মিসেস মন্টগোমারি। ভদ্রমহিলা বিধবা; তাঁর পাঁচটি সন্তান, আর কিছু সম্পত্তি আছে। তিনি থাকেন সেকেন্ড অ্যাভেনিউতে।'

'তিনি মরিস সম্বন্ধে কি বলেন?'

'বলেন ওর কতকগুলো বিশেষ গুণ আছে যাদের সাহায্যে ও বিখ্যাত হতে পারে।'

'শুধু সে একটু আলসে। তাই না?'

'উনি কিন্তু তা বলেন না।'

'সেটা হল পরিবারের মান রাখবার জন্যে। যুবকটির পেশা কি?'

'পেশা কিছু এখন তার নেই; কাজের খোঁজ করছে। শুনেছি সে এককালে নৌবিভাগে ছিল।'

'এককালে? ওর বয়স কত তাহলে?'

'বোধহয় ত্রিশের ওপর। নিশ্চয় খুব কম বয়সে সে নৌবিভাগে ঢুকেছিল। যদ্দুর মনে পড়ে আর্থার আমাকে বলেছিল মরিস ছোট একটি সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল—সেটাই বোধ হয় তার নৌবিভাগ ছেড়ে আসবার কারণ—কয়েক বছরের ভেতরই সে তার সমস্ত সম্পত্তি খরচ করে ফেলেছিল সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে, বিদেশে বিদেশে আনন্দ করে। ঐ ঘুরে বেড়ানোকেই সে বোধহয় একটা নীতি বা নিয়ম করে নিয়েছিল। সম্প্রতি সে আমেরিকায় ফিরে এসেছে; আর্থারকে বলেছে এইবার খামখেয়ালি ছেড়ে দিয়ে ঠিকমতো জীবনযাত্রা শুরু করবে।'

'ক্যাথেরিন সম্বন্ধে তার আগ্রহটা তাহলে খাঁটি?'

মিসেস আমন্ড বললেন, 'সে বিষয়ে তোমার সন্দেহ করবার কোনো কারণ তো আমি দেখছি না। আমার মনে হয় ক্যাথেরিনের প্রতি তুমি কখনো সুবিচার করো নি। বছরে তার ত্রিশ হাজার ডলার আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে সে কথা তোমার মনে রাখা দরকার।'

ডাক্তার এক মুহূর্ত তাঁর বোনের দিকে তাকালেন, তারপর খুব সামান্য তিক্ততার সঙ্গে বললেনঃ 'যাক, তুমি অন্ততঃ ওর গুণের একজন সমজদার।'

মিসেস আমণ্ড একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'ওটাই ওর একমাত্র গুণ তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু এই বলতে চাই যে ওটা একটা বড় গুণ। অনেক যুবক তাই ভাবে; সেটা তুমি কখনো খেয়াল করেছ বলে আমার মনে হয় না। তুমি সব সময় এমন একটা ভাব দেখাও যেন ও মেয়ের বিয়ে হবার নয়।'

ডাক্তার অকপটে বললেন, 'ওর সম্বন্ধে আমার ভাবটা তোমারই মতো সদয়, এলিজাবেথ। ক্যাথেরিনের এত সম্পত্তির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কজন তার পাণি-প্রার্থনা করতে এগিয়ে এসেছে বলো তো? ওর দিকে ক'জন মন দিয়েছে? ক্যাথেরিনের বিয়ে হবাব নয় এমন কথা আমি বলি না, কিন্তু কাউকে আকর্ষণ করবার মতো ওর ভেতবে কিছু নেই। এ বাড়িতে একটি প্রেমিকের আবির্ভাব হয়েছে বলে যে ল্যাভিনিয়া এমন মেতে উঠেছে, ক্যাথেরিনের আর্থিক ঐশ্বর্য ছাড়া তাব আর কি কারণ আছে? এর আগে এ বাড়িতে কখনো কোনো প্রেমিক আসে নি, কিন্তু ল্যাভিনিয়াব অনুভূতিপ্রবণ মন এভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নয়। এভাবে ভাবতে হলে তার বঙীন কল্পনা বাধা পায়। নিউ-ইয়র্কের যুবকদের প্রতি সুবিচার করে আমাকে বলতেই হয়, তারা ক্যাথেরিন সম্পর্কে অত্যন্ত নিস্পৃহ বলেই আমাব ধারণা। তারা পছন্দ করে সুন্দরী মেয়ে, প্রাণবন্ত মেয়ে—তোমার মেয়েরা যেমন। ক্যাথেরিন না সুন্দরী, না প্রাণবন্ত।'

'ক্যাথেরিনের আচার ব্যবহার খুবই চমৎকার; সব কিছুতেই ওর একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে, আমার মেবিয়ান মেয়েটার যা একেবারেই নেই। ক্যাথেরিনের দিকে যুবকদের মনোযোগ এত কম পড়েছে, তার কারণ তাদের মনে হয়েছে ক্যাথেরিন ওদেব চাইতে বয়সে বড়ো। তার গড়ন যেমন বাড়ন্ত, তেমনি তার বেশভূষাও বড় জাঁকালো। যুবকরা বোধহয় ওকে এক রকম ভয়ই করে; ওকে দেখলেই মনে হয় ওর যেন বিয়ে হয়ে গেছে, আর যুবকরা বিবাহিতা মেয়েদের পছন্দ করে না, জানোই তো।'

ডাক্তারের বোন আরো বলতে লাগলেন, 'আর ক্যাথেরিন সম্পর্কে এখান-কার যুবকদের যদি নিস্পৃহ বলে মনে হয়ে থাকে, তার কারণ তারা সাধারণতঃ বিয়ে করে বড় অল্প বয়সে, পঁচিশ বছর পুরো হবার আগেই; তখন তারা থাকে নির্দোষ, আন্তরিক, হিসেবী বুদ্ধি পাকে না। ওরা যদি আরেকটু অপেক্ষা করত, তাহলে ক্যাথেরিনের আবো কদর হত।'

'হিসেবীবুদ্ধির দিক থেকে? অনেক ধন্যবাদ।' বললেন ডাক্তার।

মিসেস আমণ্ড বলতে লাগলেন, 'একটু অপেক্ষা করে থাকো। চল্লিশ বছর বয়সের কোনো বুদ্ধিমান পুরুষ কেউ এলে ক্যাথেরিনকে তার ভালো লাগবেই।'

'তাহলে মিস্টার টাউনসেণ্ডের এখনো যথেষ্ট বয়স হয় নি; এবং তার এখানে আসবার প্রেরণা হয়তো নির্দোষ, নিষ্পাপ।'

'খুব সম্ভব তাই; এর বিপরীত ভেবে নিতে হলে আমি বড় দুঃখ পাবো। মরিস যে খাঁটি, এ বিষয়ে ল্যাভিনিয়া একেবারে নিঃসন্দেহ; আর ছেলেটি যখন দেখতে শুনতে আচার-ব্যবহারে এমন চমৎকার, তখন ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ অভাবে ওকে ভালো বলেই মেনে নিতে পারে।' ডাক্তার স্লোপার এক মুহূর্ত চিন্তা করে প্রশ্ন করলেন ঃ

"ওর জীবিকা-অর্জনের উপায়টা কি?"

'তা জানি না। ও থাকে ওর বোনের কাছে, তোমাকে আগেই বলেছি।'

'সেই বিধবা বোন, যাঁর পাঁচটি সন্তান? তাহলে ওর খাওয়া-পরা ঐ বোনের ওপরই চলছে?'

মিসেস আমণ্ড দাঁড়িয়ে উঠে ঈষৎ অধৈর্যের সুরেই বলে উঠলেন, 'সে প্রশ্নটা বরং মিসেস মন্টগোমারিকে করলেই ভালো হয় না কি?'

ডাক্তার বললেন 'হয়তো তাই আমাকে কবতে হবে। সেকেণ্ড অ্যাভেনিউ বলেছিলে না?'

মনের নোট বইতে তিনি লিখে রাখলেন রাস্তার নামটা।

সাত

এ থেকে মনে হতে পারে এ ব্যাপারে ডাক্তার খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন; কিন্তু তা তিনি হন নি। তিনি বরং সমস্ত বিষয়টা কৌতুকের দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। ক্যাথেরিন সম্পর্কে তিনি মোটেই উত্তেজিত বা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন নি; বরং এ বাড়ির ইতিহাসের অভূতপূর্ব ব্যাপার রূপে তাঁর কন্যা এবং উত্তরাধিকারিণীর পাণি-প্রার্থীর আবির্ভাবে বাড়িময় চাঞ্চল্য জেগেছে, এ দৃশ্যটা পাড়াপড়শীর চোখে হাস্যকর ঠেকতে পারে ভেবে তিনি হুঁশিয়ার হয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি মনে মনে ছকেও রেখেছিলেন এই ছোট্ট নাটকটি —মিসেস পেনিম্যান মিস্টার টাউনসেণ্ডকে যার নায়ক বানাতে চাইছিলেন— রসিয়ে উপভোগ করবেন ব'লে। তখন পর্যন্ত এই নাটকের পরিণতি নিয়ন্ত্রণ

করবার কোনো রকম বাসনা তাঁর মনে জাগে নি। এলিজাবেথেরই কথা মতো বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে যুবক টাউনসেণ্ডকে ভালো বলেই মেনে নিতে তিনি সম্পূর্ণ রাজি ছিলেন। এতে খুব বেশী বিপদের সম্ভাবনা ছিল না, কারণ বাইশ বছর বয়সে ক্যাথেরিন কুসুম যে পরিণতি লাভ করেছিল, তাতে খুব জোরালো ঝাঁকি ছাড়া তাকে বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। টাউনসেণ্ড গরিব বলেই তাকে বাতিল করে দেবেন, এমন ভাব ডাক্তারের মনে ছিল না; তিনি কখনো ঠিক করেন নি তাঁর মেয়েকে ধনীর সঙ্গে বিয়ে দেবেন। তিনি ভেবে দেখেছিলেন ক্যাথেরিন যে ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিণী হবে তা দুজন সুবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে প্রচুর, কাজেই কোনো কপর্দকহীন যুবকও যদি ক্যাথেরিনের পাণি-প্রার্থনার প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় তাহলে তিনি তাকে তার ব্যক্তিগত গুণাগুণ দিয়েই বিচার করবেন। তাছাড়া তখন পর্যন্ত একটিও ঐশ্বর্য-শিকারী এসে তাঁর গৃহে হানা দেয় নি, তাই কেউ আর্থিক লাভের মতলবে কিছু করছে বলে চট্ করে সন্দেহ করাটাকে তিনি বড় হীন বলে মনে করতেন; এবং কেউ ক্যাথেরিনকে সত্যিই শুধু তার চরিত্র গুণের জন্যই ভালবাসতে পারে কিনা তা দেখবার জন্য তিনি অত্যন্ত কৌতূহলী ছিলেন। টাউনসেণ্ড বেচারা এ বাড়িতে দুবার মাত্র এসেছে, একথা ভেবে তিনি একটু হাসলেন, আর মিসেস পেনিম্যানকে বললেন মরিস এর পর যেদিন আসবে সেদিন তিনি যেন তাকে ডিনার খেতে নেমন্তন্ন করেন।

এর পর মরিস খুব শীগ্‌গীরই একদিন এলো, আর মিসেস পেনিম্যানও পরম আনন্দে তাকে নিমন্ত্রণ জানালেন। মরিসও তেমনি আনন্দের সঙ্গে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল। ভোজটা হল কয়েকদিন পরে। ডাক্তার মনে মনে ভেবেছিলেন— এবং ঠিকই ভেবেছিলেন—যে শুধু ঐ যুবকটিকেই নিমন্ত্রণ করে আনা ঠিক হবে না, কারণ একা তাকেই আনলে সেটা বড় বেশী রকম তাকে উৎসাহদানের মতো দেখাবে। তাই আরো দুতিন জনকেও সেই সঙ্গে নিমন্ত্রণ করা হল'; কিন্তু বাহ্যতঃ দেখা না গেলেও সেই ভোজের প্রকৃত উপলক্ষ্যই ছিল মরিস টাউনসেণ্ড। নিজের সম্বন্ধে সে উপস্থিত সবার মনে খুব ভালো ধারণার সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিল, একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে; তাতে যদি পূর্ণ সাফল্য সে অর্জন করতে না পেরে থাকে, সে জন্য তার চেষ্টার অভাব দায়ী নয়। খাবার টেবিলে বসে ডাক্তার তার সঙ্গে কথা বেশী বললেন না, কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখলেন; তারপর মহিলারা চলে গেলে মদের পাত্র তার দিকে ঠেলে দিয়ে তাকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। মরিসকে বেশী সাধতে হল না, এবং ক্ল্যারেট মদটিও আশ্চর্য ভালো বলে সে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল। ডাক্তারের মদ

ছিল সত্যিই চমৎকার, আর একটু একটু করে সেই মদে চুমুক দিতে দিতে মরিস ভাবতে লাগল এরকম উঁচু দরের মদে ভর্তি ভাঁড়ার-ঘর রাখার নেশা থাকাটা শ্বশুরের পক্ষে একটি লোভনীয় গুণ। এমন সমঝদার অতিথি পেয়ে ডাক্তার খুব খুশী; তিনি দেখলেন যুবকটির মধ্যে একটু অসাধারণত্ব আছে। ক্যাথেরিনের বাবার মনে হল 'ছেলেটির কার্যদক্ষতা আছে; মাথাটি ভাবি পরিষ্কার, খাটালেই হয়। শরীরের গড়নটিও অসামান্য সুন্দর. ঠিক যেমনটি মেয়েরা পছন্দ করে। কিন্তু আমি ওকে পছন্দ করতে পেরেছি বলে মনে হয় না।' মনের এই ভাব তিনি মনেই গোপন রেখে অতিথিদের কাছে বাইরের নানা দেশের কথা বলতে লাগলেন। সেই দেশগুলো সম্বন্ধে মরিস তাঁকে এত বেশী তথ্য যোগাতে লাগল যে তাঁর মনে হতে লাগল এত তথ্য "গলাধঃকরণ করতে" তিনি প্রস্তুত নন। ডাক্তার স্লোপার বেশী ভ্রমণ করেন নি; এই গল্প-বিশারদ কর্মহীন যুবকের সব কথা তিনি বিশ্বাস করলেন না। তাঁর মনে মনে গর্ব ছিল মুখের চেহারা দেখে তিনি চরিত্র নির্ণয় করতে পারেন; যুবকটি যখন অনায়াসে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে চুরুটে টান দিয়ে হাতের গ্লাসে আবার মদ ভরে নিল, ডাক্তার তখন তার অভিব্যক্তিপূর্ণ উজ্জ্বল মুখটির দিকে স্থির নেত্রে তাকিয়ে বসে রইলেন আর ভাবতে লাগলেন, 'অনায়াস আত্মপ্রত্যয়ে সে স্বয়ং শয়তানের সমকক্ষ। ওর মতো সপ্রতিভ, কুন্ঠাহীন ভাব কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। ওর সৃজনী কল্পনা শক্তিও অসাধারণ। অনেক কিছুই ওর জানা আছে; আমাদের সময়ে ওর বয়সের যুবকরা এত বেশী জানত না। ওর মাথাটা খুব ভালো বলেছিলাম না? নিশ্চয়ই ভালো—নইলে এক বোতল ম্যাডিরা আর দেড় বোতল ক্ল্যারেট পেটে যাবার পরও ঠিক রয়েছে কি করে?'

আহার সাঙ্গ হবার পর মরিস টাউনসেন্ড গিয়ে দাঁড়াল ক্যাথেরিনের সামনে। ক্যাথেরিন তখন দাঁড়িয়ে ছিল লাল সাটিনের গাউন পরে অগ্নিকুণ্ডের সামনে।

মরিস বলল, 'উনি আমায় পছন্দ করেন না, একেবারেই পছন্দ করেন না।'

'কে পছন্দ করেন না তোমাকে?' শুধাল ক্যাথেরিন।

'তোমার বাবা। অসাধারণ মানুষ!'

'জানি না কেমন করে বুঝলে।' ক্যাথেরিন বলল, লজ্জায় লাল হয়ে।

'অনুভব করে বুঝলাম। অনুভব শক্তিটা আমার বড় প্রবল।'

'আমার মনে হয় তোমার বুঝতে ভুল হয়েছে।'

'বেশ, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।'

'তুমি যা বলছ, বাবারও যদি তাই বলার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই না।'

মরিস তার দিকে ছদ্ম বিষণ্নতার ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলল, 'তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে তোমার ভালো লাগবে না?'

ক্যাথেরিন বলল, 'আমি কখনো বাবার কথার প্রতিবাদ করি না।'

'তাঁর মুখে আমার নিন্দা শুনেও আমার সপক্ষে তুমি কিছুই বলবে না?'

'বাবা তোমার নিন্দা করবেন না। তিনি তোমাকে কতটুকুই বা জানেন?'

একথায় মরিস জোরে হেসে উঠতেই ক্যাথেরিন আবার লজ্জায় লাল হতে শুরু করল। বিব্রত অবস্থা থেকে রেহাই পাবার জন্য ক্যাথেরিন বলল, 'আমি কখনো তোমাব নাম উল্লেখ করব না।'

'তা বেশ। কিন্তু তোমার মুখ থেকে ঠিক এই কথাটা আমি শুনতে চাই নি। আমি খুশী হতাম যদি তুমি বলতেঃ বাবার তোমার সম্বন্ধে ভালো ধারণা না হলে কি যায় আসে?'

ক্যাথেরিন উচ্চ কন্ঠে বলে উঠল, 'যায় আসে বই কি! অমন কথা আমি কখ্‌খনো বলতে পারতাম না।'

মরিস এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল একটু; সেই সময় ডাক্তার তার ওপর নজর রাখলে লক্ষ্য করতেন তার বন্ধুত্বপূর্ণ কোমল দুটি চোখের দৃষ্টিতে একটু সূক্ষ্ম অধৈর্যের ভাব জ্বলজ্বল করে উঠেছে। কিন্তু একটি আবেদনপূর্ণ দীর্ঘশ্বাসে যেটুকু প্রকাশ পেয়েছিল তা ছাড়া অন্য কোনো রকম অধৈর্য প্রকাশ না করে সে বলল ঃ

'ওঃ, তাহলে দেখতে পাচ্ছি ওঁর মন আমার দিকে ফেরাবার আশা ছেড়ে দিলে আমার চলবে না।'

পরে সন্ধ্যায় কথাটা সে মিসেস পেনিম্যানকে আরো খোলাখুলি বলল। তার আগে ক্যাথেরিনের সলজ্জ, ভীরু অনুরোধে সে দু তিনখানা গান গেয়ে শোনালো; অবশ্য এতে তার বাবার মন জয় করবার কোনো রকম সুবিধা হবে, এমন আশা সে করে নি। তার গানের গলা চমৎকার; তাই গান শেষ হতেই প্রত্যেকেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন, শুধু ক্যাথেরিন চুপচাপ বসে রইল। মিসেস পেনিম্যান ঘোষণা করলেন মরিসের গান গাইবার ভঙ্গিটি অত্যন্ত উঁচু দরের। ডাঃ স্লোপার বললেন 'ভালো, সত্যিই বেশ ভালো।' কথাটা বেশ জোরে আর স্পষ্ট করেই বললেন বটে, কিন্তু একটু যেন শুষ্কভাবে।

ভাইঝিকে যেমন করে বলেছিল, ঠিক তেমনি করে মরিস পিসীকেও

শুনিয়ে বলল, 'আমাকে উনি পছন্দ করেন না, একেবারেই না। উনি ভাবেন আমার সব কিছুই মন্দ।'

মিসেস পেনিম্যান কিন্তু তাঁর ভাইঝির মতো কোনো প্রশ্ন করলেন না, শুধু মিষ্টি করে হাসলেন, যেন তিনি সব কিছুই বুঝতে পেরেছেন। ক্যাথেরিনের মতো তার কথার প্রতিবাদও তিনি করলেন না, মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'তাতে কি যায় আসে?'

'আঃ! আপনিই ঠিক কথা বলেছেন।' বলল মরিস। শুনে ভারি খুশী হলেন মিসেস পেনিম্যান, যাঁর গর্ব ছিল তিনি সব সময় ঠিক কথা বলেন।

এর পর যখন ভগ্নী এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা হল, ডাক্তার তাঁকে জানিয়ে দিলেন ল্যাভিনিয়ার প্রিয়পাত্রটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। বললেন, 'দেহের গঠনের দিক দিয়ে সে অসাধারণ। শরীরবিজ্ঞানী হিসেবে অমন সুন্দর দেহ-সৌষ্ঠব দেখে আমার সত্যি আনন্দ হয়, যদিও সবাই যদি ওর মতো হত তাহলে বোধহয় ডাক্তারই দরকার হত না।'

মিসেস আমণ্ড বললেন, 'তুমি কি মানুষের মধ্যে হাড় ছাড়া আর কিছু দেখতে পাও না? পিতার চোখ দিয়ে দেখলে ওকে তোমার কেমন মনে হয়?'

'পিতার চোখ দিয়ে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি ওর পিতা নই।'

'না; কিন্তু ক্যাথেরিনের পিতা। ল্যাভিনিয়া আমাকে বলেছে মেয়েটা ওর প্রেমে পড়েছে।'

'তাহলে সেই প্রেম ওকে ভুলে যেতে হবে। ছোকরা ভদ্রলোক নয়।'

'আঃ, একটু হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলো। ভুলে যেয়ো না সে টাউনসেণ্ড বংশোদ্ভূত।'

'আমি ভদ্রলোক বলতে যা বুঝি, তা সে নয়। ওর মধ্যে সে চরিত্রই নেই। কৌশলে খাতির জমাতে সে অসাধারণ দক্ষ, কিন্তু তার স্বভাবটা ইতর। এক মিনিটের ভেতরই আমি ওর ভেতরটা দেখে নিয়েছি। সে চট করে বড় বেশী অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছে; বেশী অন্তরঙ্গতা আমি ঘৃণা করি। ছোকরা আস্ত একটি ভাঁড়।'

মিসেস আমণ্ড বললেন, 'বেশ। তুমি এত সহজেই যে মন স্থির করে ফেল, এটা মস্ত সুবিধা।'

'চট করে আমি কোনো সিদ্ধান্ত করে বসি না। তোমাকে যা বললাম তা আমার ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার ফল। একটি মাত্র সন্ধ্যায় ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার শক্তি অর্জন করতে আমাকে জীবনব্যাপী সাধনা করতে হয়েছে।'

'খুব সম্ভব তুমি নির্ভুল। কিন্তু কথা হচ্ছে এ সত্য ক্যাথেরিনের নজরে আসবে কিনা।'

ডাক্তার বললেন, 'যাতে আসে, সেজন্য তাকে আমি একটা চশমা উপহার দেবো।'

আট

ক্যাথেরিন সত্যি সত্যি প্রেমে পড়ে থাকলেও বাইরে তার কোনো প্রকাশ ছিল না; কিন্তু ডাক্তার অবশ্য একথাটা মানতেন যে তার এই নীরবতাও গভীর অর্থপূর্ণ হতে পারে। মরিস টাউনসেন্ডকে ক্যাথেরিন বলেছিল তার উল্লেখ সে ডাক্তার স্লোপারের কাছে করবে না, আর ভেবে দেখেছিল সতর্কতার এই শপথ ভাঙবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। ওয়াশিংটন স্কোয়্যারে ডিনার খাবার পর যে মরিস আবার এখানে আসবে, সেটা সাধারণ ভদ্রতার চাইতে বেশী কিছু নয়; এবং ডিনারের নিমন্ত্রণে এসে ভালো অভ্যর্থনা পাবার পর সে এখানে আরো আসতে থাকবে, এটাও খুব স্বাভাবিক। তার হাতে ছিল প্রচুর অবসর; আর ত্রিশ বছর আগে নিউ ইয়র্কে এ ধরনের যুবকরা যা নিয়ে ভুলে থাকতে পারে এমন জিনিসের অভাব ছিল না। মরিস যে এর পরও আসতে লাগল সে সম্বন্ধে ক্যাথেরিন তার বাবাকে কিছুই বলল না, যদিও মরিসের এই আসা তার জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, সব চেয়ে বড় নেশা হয়ে দাঁড়াল। সে বড় সুখী বোধ করতে লাগল নিজেকে। এর ভবিষ্যৎ ফল কি হবে তা সে তখনও জানত না· কিন্তু তার বর্তমানটা যেন হঠাৎ ঐশ্বর্যে মহীয়ান হয়ে উঠেছিল। তাকে যদি তখন বলা হত সে প্রেমে পড়েছে তাহলে সে খুবই বিস্মিত হত, কারণ তার ধারণা ছিল প্রেম মানে অত্যন্ত তীব্র এবং আকুল আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু এ সময়ে তাব হৃদয পূর্ণ ছিল আত্মবিলোপী স্বার্থত্যাগের মনোভাবে। এ বাড়ি থেকে মরিস যখনই চলে যেত, সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে কল্পনা করত সে শীগ্‌গীরই আবার আসবে; কিন্তু তখন যদি তাকে বলা হত সে এক বছরের ভেতর ফিরে আসবে না, অথবা এমন কি আর কখনো ফিরে আসবে না, তাহলেও সে নালিশ জানাত না বা বিদ্রোহ করত না, নীরবে শান্ত-ভাবেই এই বিধান মেনে নিত, আর সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করত তার সঙ্গে অতীতের সাক্ষাৎকার, তার কথাবার্তা, তার কণ্ঠস্বর, তার পায়ের ধ্বনি এবং তার মুখে ভাবের অভিব্যক্তির কথা স্মরণ করে। প্রেম তাব স্বাভাবিক অধিকাব হিসেবে কতকগুলো জিনিস দাবী করে; কিন্তু অধিকার বোধ কিছুমাত্র ছিল না ক্যাথেরিনের; তার মন ভরে ছিল এই ভাবে যে সে পেয়েছে প্রচুর অপ্রত্যাশিত

কর্ণা। এজন্য তার কৃতজ্ঞতাবোধই তাকে নীরব করে রেখেছিল; কারণ তার মনে হয়েছিল তার গোপন কথা নিয়ে প্রকাশ্য ঘটা করাটা হবে ধৃষ্টতারই নামান্তর। ক্যাথেরিনের বাবা সন্দেহ করেছিলেন মরিস আসা যাওয়া করছে; ক্যাথেরিনের নীরব গাম্ভীর্যও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। ক্যাথেরিনকে দেখলে মনে হত সে যেন সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে; সে অনবরত তাঁর দিকে নীরবে তাকিয়ে যেন এই কথাটাই বলতে চাইত যে পাছে কিছু বললে তিনি বিরক্ত হন, সেই ভয়েই সে কিছু বলছে না। কিন্তু তার এই সবাক নীরবতাই বরং তাঁকে সব চেয়ে বেশী বিরক্ত করত, আর তিনি প্রায়ই আপন মনে বিড়বিড় করে দুঃখ করতেন তাঁর মেয়েটা হাবা হয়েছে বলে। এই দুঃখ প্রকাশটা অবশ্য কেউ শুনতে পেত না। এবং কিছুদিন ধরে তিনি এবিষয়ে কাউকে কিছু বললেন না। মরিস টাউনসেন্ড ঠিক কতবার আসত জানতে পেলে তিনি খুশী হতেন, কিন্তু তিনি ঠিক করেছিলেন এবিষয়ে মেয়েকে তিনি কোনো প্রশ্ন করবেন না, অথবা এমন কিছু তাকে বলবেন না যাতে সে মনে করতে পারে তিনি ওর ওপর নজর রাখছেন। ডাক্তার এই মহৎ ধারণাটি পোষণ করতেন যে তিনি হবেন সর্বক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ। এবং মেয়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন শুধু তখনই যখন তার বিপত্তি হবে সপ্রমাণ। বাঁকাচোরা পথে সংবাদ সংগ্রহ করা ছিল তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, আর ভৃত্যদের প্রশ্ন করবার কথা তার কখনো মনেই আসে নি। ল্যাভিনিয়ার সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলতেও তিনি ঘৃণাবোধ করতেন; তাঁর রোমান্টিক ন্যাকামি তিনি সইতে পারতেন না। কিন্তু তিনি এই মীমাংসায় এসে পেঁাছেছিলেন যে, চতুর যুবকটি তাদের দুজনের জন্যই এ বাড়িতে আসে।

'বাড়িতে কি ব্যাপার চলছে, দয়া করে আমাকে বলবে কি?' এই কথাটা ডাক্তার তাঁর বোনকে বললেন এমন সুরে, যে সুরটা সেই পরিস্থিতিতে তাঁর নিজের কাছে খুব অমায়িক বলেই মনে হলো।

মিসেস পেনিম্যান উচ্চ কন্ঠে বললেন, 'ব্যাপার জানতে চাইছ, অস্টিন? কই, আমি তো কিছু জানি না। তবে হ্যাঁ, শুনেছি কাল রাত্তিরে বাড়ির বুড়ি বেরালটার কতকগুলো বাচ্চা হয়েছে।'

'এত বয়সে?' বললেন ডাক্তার। 'ভাবতেও চমক লাগে—প্রায় অসহ্য। দেখো যেন সবগুলো বাচ্চাকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হয়। কিন্তু এ ছাড়া আর কি হয়েছে?'

মিসেস পেনিম্যান কাঁদ কাঁদ কন্ঠে বলে উঠলেন, 'আহা বাছা বেরাল ছানাগুলো! ওদের আমি কিছুতেই জলে ডুবিয়ে দেবো না।'

তাঁর ডাক্তার ভাই কয়েক মুহূর্ত নীরবে চুরুট টানলেন। তারপর

বললেন, 'বেরাল ছানাদের জন্যে তোমার এই যে দরদ, ল্যাভানিয়া, তার উৎস তোমার নিজের চরিত্রের বেরাল জাতীয় ভাব।'

মিসেস পেনিম্যান হেসে বললেন, 'বেরালরা বড় সুন্দর, আর বড় পরিষ্কার।'

'আর বড় গোপন স্বভাব। মাধুর্য আর পরিচ্ছন্নতা তোমার মধ্যে আছে, কিন্তু তোমার মধ্যে রয়েছে সরলতার অভাব।'

'সে অভাব তোমার নিশ্চয়ই নেই।'

'আমার মধ্যে মাধুর্য আছে, এমন দাবি আমি করি না, যদিও পরিচ্ছন্ন হতে আমি চেষ্টা করি। মিস্টার টাউনসেন্ড যে এ বাড়িতে হপ্তায় চার বার করে আসছে সে কথা আমাকে জানতে দাও নি কেন?'

মিসেস পেনিম্যান দুচোখ কপালে তুলে বললেন ঃ

'হপ্তায় চার বার?'

'অথবা পাঁচবার। আমি সারাদিন বাইরে থাকি, কিছুই দেখতে পাই না। কিন্তু এরকম ব্যাপার যখন ঘটে, তখন তোমার উচিত আমাকে জানানো।'

মিসেস পেনিম্যান তাঁর দুচোখ বড় করে রেখেই গভীরভাবে চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'ভাই অস্টিন, বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে পারি না। তার বদলে আমি যে কোনো দুঃখ সইতে রাজি।'

'ভয় নেই, কোনো দুঃখ তোমাকে সইতে হবে না। তুমি কার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলছ? ক্যাথেরিন কি তোমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছে তুমি তার গোপন কথা কখনো প্রকাশ করবে না?'

'মোটেই না। ক্যাথেরিন যেটুকু আমাকে বলতে পারত তাও বলে নি; সে খুব বেশী আস্থা স্থাপন করে নি আমার ওপর।'

'তাহলে ঐ যুবকটিই তোমাকে তার বিশ্বাসের পাত্রী বানিয়েছে? তোমাকে আমি এইটে বোঝাতে চাই যে যুবকদের সঙ্গে এ ধরনের গোপন বন্ধুত্ব করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ। এ তোমায় কোথায় নিয়ে যেতে পারে তা তুমি জানো না।'

'জানি না বন্ধুত্ব বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ। মিস্টার টাউনসেন্ড সম্পর্কে আমার বিশেষ উৎসাহ আছে, আমি তা গোপন করব না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।'

'এ অবস্থায় ঐ পর্যন্তই যথেষ্ট। টাউনসেন্ড সম্পর্কে তোমার এত উৎসাহ কেন?'

একটু চিন্তা করে তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'কেন, মানুষটা অমন চিত্তাকর্ষক বলে।

ডাক্তার অনুভব করলেন এইবার তাঁর ধৈর্যশক্তিকে কাজে লাগানো দরকার: শুধালেন, 'কিন্তু কি কারণে তাকে চিত্তাকর্ষক বলছ ? তার ভালো চেহারা ?'

'তার দুর্ভাগ্যগুলো, অস্টিন।'

'ওঃ, কিছু কিছু দুর্ভাগ্যও তাকে সইতে হয়েছে ? দুর্ভাগ্যের ব্যাপারটা সব সময় চিত্তাকর্ষক বটে। তা, মিস্টার টাউনসেন্ডের দুচারটে দুর্ভাগ্যের কথা আমাকে বলবার অধিকার তোমার আছে কি ?'

মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'আমি বললে সেটা হয়তো ওর ভালো লাগবে না। সে আমাকে তার নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছে—বলতে গেলে তার গোটা ইতিহাসটাই। সে সব কথা তোমাকে বলা আমার উচিত হবে বলে মনে হয় না। তুমি যদি দরদ দিয়ে শোনো, তাহলে সে নিশ্চয় তোমাকেও সেইসব কথা বলবে। ভালো ব্যবহার করে তুমি ওকে দিয়ে যা খুশী করাতে পারো।'

ডাক্তার হেসে উঠলেন। বললেন "তাহলে বেশ ভালো ভাবেই তাকে অনুরোধ করব ক্যাথেরিনের সঙ্গ ছেড়ে দিতে।'

মিসেস পেনিম্যান বললেন 'ক্যাথেরিন বোধ হয় তাকে এর চাইতে ভালো কিছু বলেছে।'

'বলেছে সে তাকে ভালবাসে। তুমি কি এই বলতে চাও ?'

মিসেস পেনিম্যান মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, 'তোমাকে তো বলেছি, অস্টিন, ক্যাথেরিন তার মনের গোপন কথা আমাকে বলে না।'

'তাহলেও তোমার নিশ্চয়ই একটা ধারণা আছে। আমি সেটাই জানতে চাইছি তোমার কাছে। যদিও তোমার কাছে এও গোপন করছি না যে তোমার ধারণাটাকেই আমি চূড়ান্ত বলে মেনে নেব না।'

মিসেস পেনিম্যানের দৃষ্টি গালিচার ওপরই নিবদ্ধ রইল কিছুক্ষণ; তারপর তিনি চোখ তুলে ভায়ের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আমার মনে হয় ক্যাথেরিন খুব সুখী। এর বেশী আমি কিছু বলতে পারি না।'

'টাউনসেন্ড তাকে বিয়ে করবার চেষ্টা করছে। তুমি কি এই বলতে চাও ?'

'ক্যাথেরিন সম্বন্ধে সে অত্যন্ত উৎসাহী।'

'ক্যাথেরিনকে সে এমনই আকর্ষণীয়া বলে মনে করে ?'

'ক্যাথেরিনের স্বভাবটা ভারি সুন্দর, আর সেইটে বুঝবার মতো বুদ্ধি মিস্টার টাউনসেন্ডের হয়েছে।'

'বোধ করি তোমার কাছ থেকে কিছুটা সাহায্য পেয়ে। ল্যাভিনিয়া, তুমি একটি পিসীর মতো পিসী বটে।'

ল্যাভিনিয়া হেসে বললেন, 'মিস্টার টাউনসেন্ডও তাই বলে।'

ডাক্তার স্লোপার শুধালেন, 'তোমার কি তাকে আন্তরিক বলে মনে হয় ?'

'ওর ঐ কথায় ?'

'না; ওটা তো একটা কথার কথা। আমি জানতে চাই ক্যাথেরিনের প্রতি ওর আকর্ষণটা আন্তরিক কিনা।'

'গভীরভাবে আন্তরিক। সে আমাকে ক্যাথেরিনের কদর বুঝে অনেক চমৎকার কথা বলেছে। তুমি ভদ্রভাবে শুনবে বলে নিশ্চিত জানতে পারলে তোমাকেও বলবে।'

'তেমন ভরসা আমি দিতে পারব কিনা সন্দেহ। ভদ্রতা জিনিসটা ওর যেন বড় বেশী পরিমাণে দরকার বলে মনে হচ্ছে।'

'ওর স্বভাবটাই বড় স্পর্শকাতর, সহানুভূতিপ্রবণ।' বললেন মিসেস পেনিম্যান।

ডাক্তার স্লোপাব আবার কিছুক্ষণ নীবেব চুরুটের ধোঁয়া টেনে তারপব বললেন, 'তাহলে নানান ঝড়-ঝাপটা সয়েও ওর এই সূক্ষ্ম গুণগুলো বজায় আছে ? অবশ্য ঝড়-ঝাপটাগুলোর কথা এতক্ষণেও আমাকে বলো নি।'

'সে এক লম্বা কাহিনী। আমাকে সে বিশ্বাস কবে সব বলেছে, সে বিশ্বাস রক্ষা করবার নৈতিক দায়িত্ব আমার। কিন্তু এটুকু বলতে বোধহয় বাধা নেই যে সে লাগাম ছাড়া বেপরোয়া উদ্দাম জীবন যাপন করেছে, সে তা অকপটে স্বীকাব করে। সেজন্য তাকে মূল্যও দিতে হয়েছে।'

'তাইতেই বুঝি সে গরিব হয়ে পড়েছে ?'

'আমি শুধু আর্থিক মূল্যের কথা বলছি না। দুনিয়ায় সে বড় একা।'

'তুমি কি বলতে চাইছ তার খারাপ আচরণের জন্যই তার বন্ধুরা তাকে বর্জন করেছে ?'

'তার অনেক কপট বন্ধু ছিল; তারা তাকে ঠকিয়েছে, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

'তার কিছু কিছু ভালো বন্ধুও আছে মনে হচ্ছে—একজন স্নেহময়ী দিদি, আর আধ ডজন ভাগ্নে-ভাগ্নী।'

মিসেস পেনিম্যান মিনিট খানেক নীরব থেকে তারপর বললেন 'ভাগ্নে-ভাগ্নীরা সব ছোট, আর দিদিটিও খুব আকর্ষণীয়া মহিলা নন।'

ডাক্তার বললেন, 'আশা করি তোমার কাছে এসে সে দিদির নিন্দা করে নি। কারণ আমি শুনেছি দিদির ওপরেই সে থাকে।'

'দিদির ওপর থাকে ?'

'দিদির সঙ্গে থাকে, আব নিজের জন্য কিছুই করে না। প্রায় এক কথাই তো হল।'

'সে কাজের জন্য খুবই মন দিয়ে চেষ্টা করছে, আর রোজই আশা করছে পেয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, কাজের জন্যে সে চেষ্টা করছে ঠিকই—ঐ সামনের বসবার ঘরে। বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী একটি দুর্বল-মনা নারীর স্বামীগিরির কাজটা তাকে চমৎকার মানাবে।'

মিসেস পেনিম্যান সত্যি অমায়িক স্বভাবের মহিলা ছিলেন, কিন্তু এবার তিনিও চটে উঠেছেন বলে মনে হল। তিনি খুব উত্তেজিত ভাবে দাঁড়িয়ে উঠলেন, তারপর তাঁর ভায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দ্যাখো অস্টিন, তুমি যদি ক্যাথেরিনকে দুর্বল-মনা বলে মনে করে থাক, তাহলে মস্ত ভুল করেছ।'

এই বলে তিনি গট্ গট্ করে চলে গেলেন।

নয়

ওয়াশিংটন স্কোয়্যারের এই পরিবারটির প্রত্যেক রবিবারের সন্ধ্যা মিসেস আমণ্ডের ওখানে কাটিয়ে আসা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। উল্লিখিত কথাবার্তা হবার পরের রবিবারেও এই নিয়মের অন্যথা হল না; এবং এই সন্ধ্যায় এক সময় মিঃ স্লোপার তাঁর ভায়রাভাই মিঃ আমণ্ডকে নিয়ে কি যেন কাজের কথা বলবার জন্য লাইব্রেরি ঘরের নিরালায় চলে গেলেন। মিনিট কুড়ি অনুপস্থিত থাকার পর তিনি যখন পারিবারিক বৈঠকে ফিরে এলেন তখন পরিবারের কয়েকজন বন্ধুর উপস্থিতির ফলে বৈঠকটি আরো জমে উঠেছে। ডাক্তার দেখলেন মরিসও এসেছে, এবং ক্যাথেরিনের পাশে একটা ছোট সোফার ওপার বসে পড়তে দেরি করে নি। ঘরটা বেশ বড়, আর উপস্থিতেরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বসেছেন, কথাবার্তা আর হাসির আওয়াজে ঘরের আবহাওয়া মুখরিত; এই পরিবেশে ওরা দুটি তরুণ তরুণী অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ না করেই মনের আনন্দে গল্পগুজবে মেতে থাকতে পারে। তিনি এক মুহূর্তেই বুঝতে পারলেন যে তাঁর কন্যা তাঁর নজর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বিশেষ অস্বস্তি বোধ করছে। বেচারা দুটি চোখ নত করে স্থাণুর মতো বসে তার খোলা হাতপাখার দিকে তাকিয়ে রইল, আর নিজের অবিবেচনার অপরাধের লজ্জায় যেন সংকুচিত হয়ে গেল।

ক্যাথেরিনের অবস্থা দেখে ডাক্তারের মায়া হল। মেয়েটা দুর্বিনীত নয়;

সাহসের বড়াই করা তার ধাতে নেই; আর সে যখন বুঝতে পারছিল তার বাবা তার প্রতি তার তরুণ সঙ্গীর এই মনোযোগটা সহানুভূতির চোখে দেখছেন না, তখনো তার মনে আর কিছু ছিল না, ছিল শুধু অস্বস্তি, কারণ দৈবাৎ এই পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে সে তার বাবার বিরুদ্ধতা করছে। ক্যাথেরিনের জন্য ডাক্তারের এত দুঃখ হল যে তিনি তার ওপর নজর রাখছেন ভেবে সে যেন অস্বস্তি বোধ না করে সেই জন্য তিনি ঐ দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন; এবং তিনি এমন বুদ্ধিমান ছিলেন যে মনে মনে তিনি ক্যাথেরিনের ঐ অবস্থার সমর্থনে একটি কবিজনোচিত ব্যাখ্যা খাড়া করে ফেললেন।

ডাক্তার ভাবলেন 'ক্যাথেরিনেব মতো সাদাসিধে নিষ্প্রাণ মেয়ের খুবই আনন্দ হবার কথা, যদি কোনো সুপুরুষ যুবক এসে তার পাশে বসে তার কানে কানে বলে আমি তোমার ক্রীতদাস—ছোকরা হয়তো তাই বলছে। এ অভিজ্ঞতা যে ক্যাথেরিনের ভালো লাগছে আর আমাকে সে নিষ্ঠুর অত্যাচারী বলে ভাবছে এটা কিছু আশ্চর্য নয়; কিন্তু একথাটা সে নিজের মনে মনেও স্বীকার করতে পারছে না, অতটা প্রাণশক্তিও তার নেই। বেচারা ক্যাথেরিন! কিন্তু আমাকে টাউনসেণ্ড নিন্দা করলে আমার পক্ষ সমর্থন করে প্রতিবাদ করবার শক্তি ক্যাথেরিনের আছে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

এই চিন্তাটা তাঁর মনে প্রবল হয়ে ওঠার ফলে তিনি তাঁর নিজের দৃষ্টি-কোণ এবং একটি ভাবমুগ্ধ শিশুর দৃষ্টিকোণের স্বাভাবিক বিরোধটা অনুভব করলেন, ভাবলেন তিনি হয় তো একটা ছোট ব্যাপারকে অকারণ বড় করে দেখে আঘাত পাবার আগেই আর্তনাদ করে উঠছেন। তিনি ভাবলেন মরিস টাউনসেণ্ডের কথা না শুনেই তিনি তাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন না। কোনো কিছু সম্বন্ধে অতিরিক্ত কঠোর হওয়া তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না; তাঁর মনে হত জীবনের অর্ধেক দুঃখ আর অধিকাংশ আশাভঙ্গের মূলে থাকে এই কঠোরতা। একবার তাঁর মনে হল তিনি হাস্যকর রূপে প্রতিভাত হচ্ছেন এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবকটির কাছে, চরিত্রের হাস্যকর অসঙ্গতি লক্ষ্য করবার ক্ষমতা যার খুব বেশী পরিমাণে আছে বলে তাঁর বিশ্বাস। মিনিট পনেরো বাদে ক্যাথেরিনের কাছ থেকে উঠে গিয়ে টাউনসেণ্ড অগ্নিকুণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে মিসেস আমণ্ডের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

ডাক্তার মনে মনে বললেন 'ওকে আবার পরীক্ষা করে দেখব।' বলে ঘরের ওধারে গিয়ে বোনের কাছে দাঁড়িয়ে তাকে ইসারা করলেন যুবক মরিসকে তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে। মিসেস আমণ্ড তাই করে সেখান থেকে সরে গেলেন। মরিস তাঁর দিকে অমায়িক সহজ দৃষ্টিতে তাকাল, ডাক্তারের দৃষ্টি এড়াবার এতটুকু প্রয়াস সে দৃষ্টিতে নেই।

'ছোকরা আশ্চর্য দাম্ভিক!' ভাবলেন ডাক্তার, তারপর বললেন, 'শুনলাম তুমি কাজের খোঁজ করছ।'

মরিস টাউনসেন্ড বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। বড় কিছু নয়—ছোট-খাট নির্ঝঞ্ঝাট কাজ, যা দিয়ে সদুপায়ে কিছু রোজগার হয়।'

'কি রকম কাজ তোমার পছন্দ?'

'আমি কি রকম কাজের যোগ্য, তাই জানতে চাইছেন কি? যোগ্যতা আমার খুবই কম। নাটুকে ভাষায় বলতে গেলে এই বন্ধু ডান হাতটি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই।'

'তুমি অতিশয় বিনয়ী।' বললেন ডাক্তার। 'বন্ধু ডান হাত ছাড়াও তোমার আছে তীক্ষ্নবুদ্ধি। তোমাকে দেখে যা বুঝছি, তার বেশী তোমার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তোমার চেহারা দেখেই আমি বুঝতে পারছি তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমান।'

টাউনসেন্ড মৃদুস্বরে বলল 'আপনার একথার জবাবে আমি কি বলব বুঝতে পারছি না। আপনি তাহলে আমাকে হতাশ হতে মানা করছেন?'

বলে সে ডাক্তারের মুখের দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন তার এ প্রশ্নের দু রকম মানে হয়। ডাক্তার তার এই দৃষ্টি লক্ষ্য করে এক মুহূর্ত চিন্তা করে দেখলেন, তারপর বললেন: 'কোনো বলিষ্ঠ, সুস্থ যুবককে হতাশ হতে হবে, একথা মেনে নিতে আমি দুঃখ বোধ করব। সে এক কাজে সফল না হলে অন্য কাজে সাফল্যের চেষ্টা করতে পারে। শুধু আমি এটুকু বলব, কাজটা তার বেশ সুবিবেচনার সঙ্গে বেছে নিতে হবে।'

টাউনসেন্ড তাঁর কথায় সায় দিয়ে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সুবিবেচনার সঙ্গে। আগে আগে অবিবেচনার কাজ আমি অনেক করেছি, কিন্তু এখন বোধহয় সে দোষটা কাটিয়ে উঠেছি। এখন আমি বেশ স্থিরচরিত্র।'

এক মুহূর্ত নীচু দিকে তাকিয়ে তার আশ্চর্য পরিচ্ছন্ন জুতো জোড়ার উপর চোখ বুলিয়ে সে তারপর হাসিমুখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল 'আপনি কি আমার পক্ষে সুবিধাজনক কোনো প্রস্তাব উত্থাপনের ইচ্ছা করছিলেন?'

ডাক্তার মনে মনে বললেন 'অদ্ভুত বেহায়াপনা!' কিন্তু পরক্ষণেই ভেবে দেখলেন আসলে তিনি নিজেই প্রথমে এই অতি কোমল বিষয়টি তুলেছিলেন, এবং তাঁর কথায় সম্ভবতঃ এটাই প্রকাশ পেয়েছিল যে তিনি কোনোরকম সহায়তাদানেরই ইঙ্গিত করছেন। তিনি বললেন:

'কোনো বিশেষ প্রস্তাব আমার এখন নেই। আমি শুধু তোমাকে এইটুকু জানিয়ে দেওয়া দরকার মনে করেছিলাম যে তোমার কথা আমার মনে

রয়েছে। মাঝে মাঝে সুযোগের খবর পাওয়া যায়। এই যেমন—নিউ ইয়র্ক ছেড়ে দূরে যেতে তুমি আপত্তি করবে কি?'

মরিস বলল, 'বাইরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমার বরাত' এখানেই ফিরবে, না হয় তো ফিরবে না। এখানে আমার অনেক বন্ধন, অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আমার দিদি বিধবা, দীর্ঘকাল আমি যাঁর কাছ থেকে দূরে রয়েছি, আর বলতে গেলে আমিই যাঁর সব কিছু, তাঁকে ছেড়ে চলে যাব, এ আমি তাঁকে কিছুতেই বলতে পারব না। আমারই ওপর যে তাঁর একান্ত নির্ভর।'

ডাক্তার স্লোপার বললেন, 'খুব ঠিক কথা। পারিবারিক কর্তব্যবোধ খুবই ভালো জিনিস। আমি মাঝে মাঝে ভাবি এ শহরে ও জিনিসটির খুবই অভাব আছে। তোমার দিদির কথাও আমি শুনেছি বলে মনে হচ্ছে।'

'শোনা সম্ভব, কিন্তু শোনেন নি বলেই বরং আমার সন্দেহ হচ্ছে, কারণ দিদি খুবই চুপচাপ থাকেন।'

ডাক্তার একটু হেসে বললেন 'অর্থাৎ বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে যতটা চুপচাপ থাকা সম্ভব।'

মরিস বলল, 'হ্যাঁ, আমার ভাগ্নে আর ভাগ্নীগুলোকে নিয়েই তো আসল প্রশ্ন। আমি ওদের মানুষ করে তুলতে সাহায্য করছি। আমি একরকম শখের মাস্টার; ওদের আমিই পড়াই।'

'কাজটা খুবই ভালো, এ কথা বলব; কিন্তু এটাকে তো ঠিক জীবনের বৃত্তি বলা চলে না।'

মরিস তা স্বীকার করে বলল, 'তা ঠিক। এতে আমার বরাত খুলবে না।'

'বিরাটভাবে বরাত খুলে যাবে, এ আশায় খুব বেশী মেতো না।' বললেন ডাক্তার। 'কিন্তু তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি তোমার কথা আমার মনে থাকবে, ভুলব না।'

ডাক্তার চলে যাচ্ছিলেন। মরিস আগের চাইতে আরেকটু চড়া গলায়, আরো উজ্জ্বল হাসি হেসে বলল, 'আমার অবস্থা খুব বেশী শোচনীয় হয়ে উঠলে আমি হয়তো আপনাকে মনে করিয়ে দেবো।'

বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার আগে ডাক্তার মিসেস আমণ্ডের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বললেন। বললেন: 'আমি ওর দিদিব সঙ্গে দেখা করতে চাই। কি যেন ওঁর নাম? মিসেস মন্টগোমারি। আমি ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই।'

মিসেস আমণ্ড বললেন, 'আমি চেষ্টা করে তার ব্যবস্থা করব। প্রথম

সুযোগেই আমি তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আনাব, তুমি এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে। অবশ্য যদি উনি তার আগে অসুস্থ হয়ে পড়ে তোমাকে ডেকে না পাঠান।'

'না, না, অসুস্থ হবেন কেন? এমনিতেই ওঁর যথেষ্ট ঝামেলা আছে। অবশ্য তাহলে কিছু সুবিধাও হবে, আমি ওঁর ছেলেমেয়েদেরও দেখতে চাই।'

'তুমি সব কিছু পুরোপুরি নিখুঁতভাবে করতে চাও। ভাগ্নে-ভাগ্নীগুলোকে তাদের মামা সম্বন্ধে জেরা কববে নাকি?'

'ঠিক তাই। ওদের মামা বলছে ওদের শিক্ষা-দীক্ষার ভার নিয়ে সে ওদের স্কুলে পড়াবার খরচাটা বাঁচিয়ে দিচ্ছে। আমি শিক্ষার কয়েকটি ছোট ছোট ব্যাপারে বাচ্চাদের কয়েকটা প্রশ্ন করব।'

এর কিছু পরে মিসেস আমণ্ড যখন দেখলেন এক কোণে বসে আছে তাঁর ভাইঝি, আর তার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে মরিস টাউনসেণ্ড, তিনি মনে মনে ভাবলেন 'ওকে দেখে তো নিশ্চয়ই মাস্টার বলে মনে হয় না।'

সত্যিই সে সময় মরিস যে সব কথা বলছিল তার ভেতর মাস্টারির কোনো রকম গন্ধ ছিল না। ক্যাথেরিনকে সে নীচু গলায় বলল ঃ 'কাল বা পবশু তুমি কোনো জায়গায় আমার সঙ্গে দেখা করবে?'

ভীরু দুটি চোখ তুলে ক্যাথেরিন প্রশ্ন করল ঃ 'তোমার সঙ্গে দেখা করব?'

'তোমাকে একটা বিশেষ কথা আমাব বলবার আছে। খুব জরুরী কথা।'

'তুমি আমাদের বাড়িতে আসতে পারো না? সেখানে সেই কথাটা বলতে পারো না?'

টাউনসেণ্ড বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল। বলল, 'তোমাদের বাড়িতে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

ক্যাথেরিন বলে উঠল, 'ওঃ, মিস্টার টাউনসেণ্ড।' কি ঘটেছে, তার বাবা মরিসকে আর আসতে মানা করে দিয়েছেন কিনা, এ বিষয়ে চিন্তা করতে করতে ক্যাথেরিন উদ্বেগে শিউরে উঠল।

'আত্মমর্যাদার খ্যাতিরেই আমি যেতে পারব না।' বলল টাউনসেণ্ড। 'তোমার বাবা আমাকে অপমান করেছেন।'

'অপমান করেছেন!'

'আমার দারিদ্র্যকে তিনি উপহাস করেছেন।'

ক্যাথেরিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জোরালো কণ্ঠে বলল, 'তোমার ভুল হয়েছে—বাবাকে তুমি ভুল বুঝেছ।'

মরিস স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলল, 'হয়তো আমি আত্মমর্যাদা সম্পর্কে একটু বেশী সচেতন, একটু বেশী অনুভূতিপ্রবণ। কিন্তু তুমি কি চাও আমি অন্যরকম হই?'

'আমার বাবা সম্বন্ধে তোমার ঐ ধারণায় অমন নিশ্চিত হলে চলবে না। বাবা অত্যন্ত ভালো লোক।'

'আমার কাজ নেই বলে তিনি আমাকে উপহাস করেছেন! আমি চুপ করে তা সয়ে গেছি শুধু তিনি তোমার বাবা বলে।'

ক্যাথেরিন বলল, 'বাবা কি ভাবেন আমি জানি না, কিন্তু নিশ্চয় জানি তিনি তোমার ভালোই করতে চান। তুমি অতি গরবী হয়ো না।'

'আমি শুধু তোমার গরবেই গরবী হবো।' বলল মরিস টাউনসেন্ড। 'বিকেলে স্কোয়্যারে আমার সঙ্গে দেখা করবে?'

টাউনসেন্ডের প্রথম কথাটা শুনে ক্যাথেরিনের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

মরিস আবার বলল 'মিলবে আমার সঙ্গে? ওখানে বেশ নিরালা, কেউ আমাদের দেখবে না। আসবে সন্ধ্যার দিকে?'

'নিষ্ঠুর হচ্ছ তুমিই, যেসব কথা বলছো তাতে উপহাসটা তুমিই করছো।'

মরিস মৃদুস্বরে বলল 'কি বলছ তুমি এসব?'

'তুমি জানো আমার মধ্যে গর্ব করার মতো কিছু নেই। আমি রূপ হীনা, বুদ্ধিহীনা।'

মরিস সুস্পষ্ট কোনো কথা না বলে অস্পষ্ট, আবেগপূর্ণ কন্ঠস্বরে এর জবাব দিল। তা থেকে ক্যাথেরিন কোনো কথা না পেলেও আভাসে এই আশ্বাস পেল সে তার প্রিয়তমা।

কিন্তু তবু ক্যাথেরিন বলল 'তাছাড়া– তাছাড়'

'তাছাড়া কি?'

'আমার সাহসও নেই।'

'তাহলে, তোমার যদি সাহস না হয় তাহলে কি করা যাবে বলো তো?'

একটু ইতস্ততঃ করে ক্যাথেরিন বলল 'আমাদের বাড়িতেই তোমাকে আসতে হবে। তাতে আমি ভয় পাই না।'

'আমি বলি তুমি বরং স্কোয়্যারেই এসো। তুমি তো জানো ওটা অনেক সময় কেমন খালি থাকে। কেউ আমাদের দেখবে না।'

'যেই দেখুক, কিছু পরোয়া নেই আমার। কিন্তু এখন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও।'

মরিস তার কথা মেনে নিয়ে চলে গেল; সে যা চেয়েছিল তা তার পাওয়া

হয়ে গেছে। সৌভাগ্যবশতঃ সে জানতে পারে নি যে এর আধ ঘণ্টা বাদে বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরতে ফিরতে তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করে ক্যাথেরিন বেচারা একটু আগে হঠাৎ সাহস ঘোষণা করলেও এখন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। তার বাবা কিছু বললেন না, কিন্তু তার মনে হলো অন্ধকারে তাঁর দু চোখের নজর রয়েছে তারই ওপর। মিসেস পেনিম্যানও নীরব; মরিস টাউনসেন্ড তাঁকে বলেছিল তাঁর ভাইঝি ঝরা পাতা ছড়ানো ঝর্ণার ধারে মনোরম পরিবেশের বদলে রঙীন ছিট কাপড়ের পর্দা ঝুলানো বসবার ঘরের গদ্যময় পরিবেশেই তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে; একথা শুনে তিনি ভাইঝির এই অদ্ভুত, (প্রায় বিকৃত) পছন্দের কথা ভেবে বিস্মিত হয়েছিলেন।

দশ

পরদিন ক্যাথেরিন যুবক টাউনসেন্ডকে অভ্যর্থনা করল তার নিজের পছন্দ করা পরিবেশে—পঞ্চাশ বছর আগেকার প্রচলিত রুচি অনুযায়ী পরিশোভিত নিউ ইয়র্কের একটি বৈঠকখানায়। এক ঢোকে তার আত্মগরিমা গিলে ফেলেছিল মরিস; ক্যাথেরিনের বাবার কাছ থেকে উপহাসের আঘাত পেয়েও তাঁরই গৃহের চৌকাঠ পেরোতে মরিসকে বেশ একটু চেষ্টা করতে হয়েছিল তার এই মহত্বেই সে যেন আরো বেশী চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল।

'স্থির করতে হবে একটা কিছু একটা কোনও পথ নিতেই হবে আমাদের,' চুলে হাত বুলিয়ে নিয়ে প্রত্যয়ের সঙ্গে বাৎলাল মরিস আর তাকাল দুই জানালার মাঝখানে দাঁড়ানো সরু লম্বা আর্শিটার দিকে। আর্শির তলটায় একটা সোনালী রঙের ব্র্যাকেট, তার ওপর শ্বেত পাথরের একটা পাতলা ফলক চাপানো। সেই ফলকের ওপর রয়েছে ভাঁজ-করা অবস্থায় ব্যাকগ্যামন খেলার বোর্ড- দেখাচ্ছে যেন দুখানা বই—আর রয়েছে সবুজ আভা ধরা সোনালী অক্ষরে খোদাই-করা 'হিস্ট্রি অভ ইংলন্ড'-এর ঝকঝকে ফোলিয়ো দুখানা।

মরিস যে এ বাড়ির কর্তাকে হৃদয়হীন অবজ্ঞাকারী বলে বর্ণনা করেছিল, তার কারণ তার ধারণায় তিনি ছিলেন বড় বেশী সাবধানী। মরিসের বিরক্তি প্রকাশ করবার এটাই ছিল সব চেয়ে সহজ পন্থা- এই বিরক্তির ভাবটা সে ডাক্তারকে কিছুতেই জানতে দেয় নি। পাঠকের কাছে হয় তো মনে হবে ডাক্তারের সাবধানী নজর মোটেই অত্যধিক হয় নি এবং এই দুটি তরুণ-তরুণী

বাধাহীনভাবেই মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিল। তারা এখন খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল, এবং এমন মনে করা অসঙ্গত হবে না যে ক্যাথেরিন তার এই প্রেমিকটির ওপর যতটা সদয় হয়েছিল তা তার মতো সঙ্কোচময়ী আর অমিশুক মেয়ের পক্ষে খুব বেশীই বলতে হবে। মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়েই মরিস তাকে এমন অনেক কথা শুনিয়েছিল যা শুনবার জন্য ক্যাথেরিন নিজেকে তৈরি বলে মনে করে নি। ভবিষ্যতে অনেক অসুবিধা, অনেক বাধা আসবে, মনে মনে তারই পূর্বাভাস অনুভব করে মরিস তার আগেই যতটা জায়গা দখল করে রাখা যায় তারই চেষ্টায় অগ্রসর হল। তার মনে পড়ল সাহসীরাই সৌভাগ্য লাভ করে, কথাটা সে ভুলে গেলেও মিসেস পেনিম্যান তাকে মনে করিয়ে দিতেন। নাটকে তাঁর ছিল সব চেয়ে বেশী উৎসাহ; তিনি এই ভেবে উল্লাসে মেতে উঠলেন যে এবারে একটি নাটক অভিনীত হবে। নাটকের যবনিকা উত্তোলনের কাজটা তিনি আগেই যথাসাধ্য করে রেখেছিলেন; এবারে একাধারে স্মারক এবং দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এবং আশা করলেন এ নাটকের অভিনয়েও বিশিষ্ট অংশ নেবেন, উপসংহারটাও তিনিই বলবেন। এমনও বলা যেতে পারে যে স্বাভাবিকভাবেই নায়কের সঙ্গে তাঁর নিজের যে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ দহরম মহরম হবে সেই ভাবনায় মশগুল হয়ে তিনি মাঝে মাঝে নায়িকার কথাটা একেবারেই ভুলে যেতে লাগলেন।

ক্যাথেরিনকে মরিস শুধু বলেছিল ক্যাথেরিনকে সে ভালবাসে, তাকে ভক্তি করে বললেই আরো ঠিক হয়। প্রকৃতপক্ষে তার এই ভাবটা সে তার আগেই ক্যাথেরিনকে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছিল তার এ বাড়িতে ঘন ঘন আসাই তো তার যথেষ্ট ইঙ্গিত। কিন্তু এখন সে তার মনের কথাটা পাকাপাকি-ভাবে জানিয়ে দিল প্রেমিকের শপথ দিয়ে, এবং তারই স্মরণীয় চিহ্ন রূপে সে ক্যাথেরিনের কটি বেষ্টন করে তাকে চুম্বন করল। এই মধুর নিশ্চয়তা এত তাড়াতাড়ি আসবে এতটা ক্যাথেরিন আশা করেনি, এ অভিজ্ঞতাটিকে সে তার জীবনের এক অমূল্য সম্পদ বলেই ভেবে নিয়েছিল। এ সম্পদ সে কোনোদিন লাভ করবে বলে কখনো আশা করেছিল কিনা, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করা যেতে পারে; সে জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে নি, নিজেকে কখনো বলে নি কোনো এক সময়ে এ সম্পদ মুহূর্তটি আসবেই। যেমন আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি, উদগ্র ব্যাকুলতা বা দাবি তার ছিল না; দিনের পর দিন তার ভাগ্য যা বয়ে নিতে আসত সে তাই মেনে নিত। প্রেমিকের আগমনে তার মন এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে উঠত, যাতে ছিল ভয় আর ভরসার বিচিত্র মিশ্রণ। কিন্তু এই আগমনও যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেত, তাহলেও সে তার দুর্ভাগ্যের জন্য নালিশ জানাত না, নিজেকে ভাগ্যহতা বলেও ভাবত না। শেষবার যখন মরিস তার

সঙ্গে ছিল, তখন মরিস তাকে তার একনিষ্ঠ প্রেমের নিদর্শন রূপে চুম্বন করার পর ক্যাথেরিন তাকে আকুল অনুরোধ জানাল চলে গিয়ে তাকে একা বসে ভাবতে দিতে। মরিস চলে গেল, যাবার আগে দিয়ে গেল আরেকটি চুম্বন। কিন্তু ক্যাথেরিনের চিন্তায় কেমন যেন অসংলগ্নতা ছিল। মরিস চলে যাবার অনেক পরেও ক্যাথেরিন তার অধরে আর দুটি গালে মরিসের চুম্বন অনুভব করতে লাগল; সেই অনুভূতি তার স্থির হয়ে চিন্তা করবার সহায়ক না হয়ে বাধারই সৃষ্টি করল। তার নিজের অবস্থাটা পুরোপুরি স্পষ্টভাবে নিজের সামনে দেখতে পারলে সে খুশী হত, খুশী হত যদি স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারত তার আশঙ্কা অনুযায়ী তার বাবা মরিস টাউনসেন্ডকে অপছন্দ করলে সে কি করবে। কিন্তু সামান্য স্পষ্টভাবেও সে যেটুকু দেখতে পেল তা এই যে মরিসকে কারও অপছন্দ হওয়াটা এক ভীষণ অদ্ভুত ব্যাপার; নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুল, কোনো রহস্য রয়েছে, যা অচিরেই মিটে যাবে। সিদ্ধান্ত করার ব্যাপারটাকে সে দূরে সরিয়ে দিল; বাবার সঙ্গে সংঘর্ষের ছবি কল্পনায় দেখেই সে চোখ নামিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে রইল রুদ্ধ নিঃশ্বাসে, যেন ফলাফলের প্রতীক্ষায়। বুকের ভেতরটা তার ধুক্ ধুক্ করতে লাগল—সে এক অত্যন্ত যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা। মরিস যখন তাকে চুম্বন করেছিল, প্রেমের কথা বলেছিল, তখনও তার হৃৎস্পন্দন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু এখনকার এই স্পন্দন তাকে অনেক বেশী অস্থির করে তুলল। ক্যাথেরিন বড় ভয় পেল।

যাই হোক, আজ যখন মরিস বলল একটা কিছু ঠিক করে ফেলতে হবে, একটা নির্দিষ্ট পথ ধরতে হবে, তখন ক্যাথেরিন অনুভব করল কথাটা সত্যি। একটুও দ্বিধা না করে খুব সরলভাবে সে জবাব দিলঃ

'আমাদের যা কর্তব্য তা আমাদের করতেই হবে। কথাটা বাবাকে বলতেই হবে। আমি বলব আজ রাত্রে; তুমি বলবে কাল।'

মরিস বলল 'কাজটা তুমিই প্রথম করতে যাচ্ছ এটা তোমার খুবই সহৃদয়তার চিহ্ন। প্রেমিক যুবকই এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়। কিন্তু তুমি যা চাও তাই করো।'

মরিসের জন্যই সে একটা সাহসের কাজ করতে যাচ্ছে একথা ভেবেও আনন্দ হল ক্যাথেরিনের; সেই আনন্দে মৃদু হাসিও ফুটে উঠল তার মুখে। সে বলল, 'একাজ মেয়েদেরই প্রথম করা উচিত, কারণ স্থান-কাল-পাত্র বুঝে কথা বলতে আর কাজ করতে মেয়েরাই বেশী ওস্তাদ। তারা পুরুষের চাইতে বেশী মানিয়ে চলতে আর রাজি করাতে জানে।'

'রাজি করাবার যত ক্ষমতা তোমার আছে, সমস্তটাই তোমার দরকার

হবে।' বলে মরিস জুড়ে দিল: 'অবশ্য তোমার প্রভাব এড়াবার ক্ষমতা কারও নেই।'

'অমন করে কথা বোলো না তুমি। আর আমাকে কথা দাও, কাল বাবার সঙ্গে কথা বলবে খুব ভদ্রভাবে আর বাবার মর্যাদা রক্ষা করে।'

মরিস বলল, 'যতটা সম্ভব। তাতে খুব বেশী কাজ হবে না, কিন্তু আমি চেষ্টা করব। তোমাকে লাভ করবার জন্যে লড়াই করতে বাধ্য হওয়ার চাইতে তোমাকে সহজ উপায়ে লাভ করতে পারলেই আমি বেশী খুশী হবো।'

'লড়াইর কথা বোলো না। লড়াই আমরা করব না।'

'কিন্তু লড়াইর জন্য আমাদের তৈরি থাকতেই হবে, বিশেষ করে তোমার, কারণ তোমার পক্ষেই সেটা সব চেয়ে বেশী শক্ত হবে। তোমার বাবা তোমাকে প্রথমেই কি বলবেন জানো?'

'না, মরিস; বলো আমাকে।'

'বলবেন আমি অর্থ-সন্ধানী।'

'অর্থ-সন্ধানী?'

'হ্যাঁ। শব্দটি শ্রুতি-মধুর, কিন্তু তার ইঙ্গিতটি কদর্য। মানে আমার লোভ তোমার অর্থের প্রতি।'

ক্যাথেরিন মৃদু আর্তনাদ করে উঠল: 'ওঃ!'

ক্যাথেরিনের এই আর্তনাদে এমন ধিক্কার আর মর্মবেদনার সুর মেশানো ছিল যে মরিস আরেকবার ক্যাথেরিনকে আদর জানিয়ে তারপর বলল, 'কিন্তু উনি নিশ্চয়ই তা বলবেন।'

'তার জন্যে আগে থেকেই তৈরি রইলাম, ভালোই হল। আমি শুধু বলব এ তাঁর ভুল ধারণা -বলব অন্যেরা ও রকম হতে পারে, কিন্তু তুমি নও।'

'তোমার এই কথাটার ওপর খুব জোর দিতে হবে, কারণ তিনি এই বিষয়টার ওপরই সবচেয়ে বেশী জোর দেবেন।'

ক্যাথেরিন মিনিটখানেক তার প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, 'বাবাকে আমি রাজি করাব। কিন্তু আমরা যে ধনী হবো, আমাদের এই সৌভাগ্যের জন্য আমি আনন্দিত।'

মরিস অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাতের টুপিটার ভেতরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, ওটা দুর্ভাগ্য। ঐ থেকেই আমাদের দুঃখ আসবে।'

'বেশী অর্থ থাকাটাই যদি সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হয়, তাহলে আমরা তেমন অসুখী নই। অনেকেই এ অবস্থাকে তেমন খারাপ ভাববে না। বাবাকে আমি রাজি করাব; তারপর আমাদের অর্থ আছে বলে আমরা সুখীই হবো।'

মরিস নীরবে ক্যাথেরিনের এই যুক্তি শুনল। তারপর বলল, 'আমার

পক্ষ সমর্থনের ভার আমি তোমার ওপরই ছেড়ে দেব। এ অপবাদ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে পুরুষ মানুষকে খানিকটা নেমে আসতেই হয়।'

ক্যাথেরিন কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে দেখতে লাগল মরিস জানালার বাইরের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'মরিস, তুমি কি নিশ্চিত জানো তুমি আমায় ভালবাস?'

মরিস এদিকে ফিরে ক্যাথেরিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল ঃ 'ক্যাথেরিন, তুমি কি তা অবিশ্বাস করতে পারো?'

ক্যাথেরিন বলল, 'তোমার প্রেমের কথা আমি মাত্র পাঁচ দিন হল জেনেছি, কিন্তু এখন আমার মনে হয় তোমার প্রেম ছাড়া আমি থাকতে পারব না।'

'সে চেষ্টাও তোমাকে কোনোদিন করতে হবে না।' বলে সস্নেহ আশ্বাসের হাসি হেসে তারপর মরিস বলল, 'তোমার কাছ থেকেও আমি একটা কথা শুনতে চাই।'

শুনে ক্যাথেরিন ধীরে ধীরে চোখ বুজল, চোখ বুজেই মাথা দোলাল। মরিস বলল, 'বলো তোমার বাবা যদি আমার সম্পূর্ণ বিরোধী হয়ে হুকুম করেন আমাদের বিয়ে কিছুতেই হতে পারবে না, তা হলেও তুমি আমার প্রেমে অটল থাকবে।'

ক্যাথেরিন চোখ মেলে নীরবে তাকাল মরিসের মুখের দিকে, তার সেই দৃষ্টিতে মরিস যে শপথের আলো দেখতে পেল, তার চেয়ে জোরালো শপথ শোনানো ক্যাথেরিনের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মরিস বলল, 'তুমি আমাতেই অবিচল থাকবে? তুমি তো জানো তুমি এখন নিজেই নিজের কর্ত্রী তুমি এখন সাবালিকা।'

ক্যাথেরিন শুধু একবার আবেগভরে মরিসের নাম উচ্চারণ করল। সেই হলো তার সম্পূর্ণ উত্তর। না, সম্পূর্ণ হয়তো নয়, কারণ ক্যাথেরিন তার হাত রাখল মরিসের হাতে। হাতে হাত রেখে মরিস আবার চুম্বন করল ক্যাথেরিনকে। ওদের কথোপকথন সম্বন্ধে এর বেশী বিবরণ লিপিবন্ধ করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মিসেস পেনিম্যান সেখানে হাজির থাকলে সম্ভবতঃ স্বীকার করতেন যে ওদের এই সাক্ষাৎকার ওয়াশিংটন স্কোয়্যারের ফোয়ারার ধারে না হয়ে ভালোই হয়েছিল।

এগারো

সেই সন্ধ্যায় ক্যাথেরিন তার বাবার প্রতীক্ষায় বসেছিল, শুনতে পেল তিনি বাড়িতে ঢুকবার পর তাঁর পায়ের ধ্বনি এগিয়ে যাচ্ছে তাঁর পড়ার ঘরের দিকে। সে প্রায় আধঘন্টা চুপচাপ বসে রইল, কিন্তু তার বুকের ভেতরটা সারাক্ষণ উত্তেজনায় ধুক্ ধুক করতে লাগল। তারপর সে উঠে গিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর ঘরের দরজায় টোকা দিল এভাবে টোকা না দিয়ে সে কখনো এ ঘরের চৌকাঠ পার হতো না। ঘরে ঢুকে ক্যাথেরিন দেখতে পেল তিনি আগুনের ধারে তাঁর চেয়ারে বসে চুরুটের ধূম পান করতে করতে সান্ধ্য সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করেছেন।

'তোমাকে আমার একটা কথা বলবার আছে, বাবা।' খুব আস্তে আস্তে এ কথা বলে ক্যাথেরিন প্রথম যে জায়গা পেল সেখানেই বসে পড়ল।

তার বাবা বললেন, 'শুনতে পেলে আমি খুবই সুখী হবো। বলো।' তিনি তার দিকে তাকিয়ে কান পেতে অপেক্ষা করে রইলেন, আর সে অনেক-ক্ষণ আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। তিনি কৌতূহলী আর অধীর হয়ে উঠলেন, কারণ তিনি জানতেন ক্যাথেরিন মরিস টাউনসেন্ডের কথা বলবে; কিন্তু তিনি তাকে তার সুবিধামতো সময় নিতে দিলেন, কারণ তিনি পণ করেছিলেন মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত কোমল ব্যবহার করবেন।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে আগুনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ক্যাথেরিন বলল, 'আমি একজনকে বিয়ে করব বলে কথা দিয়েছি।'

ডাক্তার চমকে উঠলেন, এত বড় একটা ব্যাপার সম্পাদিত হয়ে যাবার পর তিনি শুনবেন, এ তিনি কখনো ভাবতেও পারেন নি। কিন্তু ভেতরের বিস্ময় তিনি বাইরে প্রকাশ করলেন না। শুধু বললেন, 'আমাকে বলে ভালোই করেছ। কে সেই ভাগ্যবান পুরুষটি?'

'মিস্টার মরিস টাউনসেন্ড।'

প্রেমিকের নামটি উচ্চারণ করে ক্যাথেরিন তার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল তাঁর ধূসর দুটি চোখের তারা স্থির, আর মুখে ফুটে আছে মৃদু, পরিচ্ছন্ন হাসি। তাঁর এই দৃষ্টি আর এই হাসির কথা এক মুহূর্ত চিন্তা করে ক্যাথেরিন আবার তাকিয়ে রইল আগুনের দিকে; উষ্ণতা ওখানেই বেশী।

ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, 'এই ব্যবস্থাটা কখন ঠিক হয়েছে?'

'আজই বিকেলে। দুঘন্টা আগে।'

'মিস্টার টাউনসেন্ড কি এখানে এসেছিল ?'

হ্যাঁ, বাবা। সামনের বসবার ঘরে।' ক্যাথেরিন মনে মনে খুশী হল এই ভেবে, যে তাকে বলতে হল না তাদের বাগ্দান অনুষ্ঠানটা হয়েছিল বাইরে ঐ পাতাঝরা আইল্যান্টাস গাছগুলির তলায়।

ডাক্তার বললেন, 'ব্যাপারটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ?'

'খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বাবা।'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে ডাক্তার বললেন, 'মিস্টার টাউনসেন্ডের উচিত ছিল আমাকে বলা।'

তিনি তোমায় কাল বলবেন ঠিক করেছেন।'

'তোমার কাছ থেকে সব কথা আমি জানবার পর ? তার আগেই আমাকে বলা তার উচিত ছিল। তোমাকে আমি এতটা স্বাধীনতা দিয়েছিলাম বলে সে কি ভেবেছে তোমার জন্যে আমার কোনো ভাবনা নেই ?'

ক্যাথেরিন বলল, 'না না। তিনি জানতেন তোমার ভাবনা আছে। আমরা দুজনই তোমার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ তুমি আমাকে যে স্বাধীনতা দিয়েছ, তার জন্য।

ডাক্তার একটু হেসে উঠলেন। বললেন, 'সেই স্বাধীনতাটা আরেকটু ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারতে, ক্যাথেরিন।'

ক্যাথেরিন তার নিষ্প্রভ, শান্ত দুটি চোখের দৃষ্টি ডাক্তারের মুখের ওপর রেখে বলল, 'ও কথা বোলো না, বাবা।'

ডাক্তার চিন্তান্বিতভাবে কিছুক্ষণ চুরুটের ধূম পান করলেন, তারপর বললেন, ''তোমরা বড় বেশী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেছ।'

ক্যাথেরিন সরলভাবে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বাবা। আমার মনে হয় আমরা তাই করেছি।'

ডাক্তার আগুনের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এক মুহূর্ত মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'টাউনসেন্ড তোমাকে পছন্দ করে, এতে আমি বিস্ময় বোধ করি না। তুমি এত সরল আর এত ভালো।'

'জানি না কেন, কিন্তু আমাকে তিনি সত্যিই পছন্দ করেন। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'তুমিও কি মিস্টার টাউনসেন্ডের খুব ভক্ত ?'

'হ্যাঁ, তাঁকে খুবই পছন্দ করি বই কি। তা না হলে তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হতাম না।'

'কিন্তু ক্যাথেরিন, তাকে তো তুমি খুবই অল্প সময় জেনেছ।'

ক্যাথেরিন বেশ একটু আগ্রহ সহকারেই বলল, 'একজন মানুষকে ভালো লাগতে বেশী সময় লাগে না, বাবা, একবার যদি শুরু করা যায়।'

'শুরুটাই নিশ্চয় বড় বেশী তাড়াতাড়ি করে ফেলেছ। তোমার মাসির বাড়ির পার্টিতে সেই রাতেই কি ওকে প্রথম দেখেছিলে?'

ক্যাথেরিন জবাব দিল, 'জানি না, বাবা। ও বিষয়ে আমি তোমাকে বলতে পারি না।'

'নিশ্চয়; ওটা তোমার নিজের ব্যাপার। তুমি লক্ষ্য করে থাকবে আমি সর্বদা ঐ নীতি অনুসারেই কাজ করেছি। তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি নি, তোমাকে স্বাধীনতা দিয়েছি, মনে রেখেছি তুমি আর ছোট্ট মেয়ে নও 'নিজের দায়িত্ব বুঝবার বয়স তোমার হয়েছে।'

ক্যাথেরিন ক্ষীণভাবে হেসে বলল, 'মনে হচ্ছে বয়সে আর জ্ঞান বুদ্ধিতে —অনেক বুড়িয়ে গেছি আমি।'

'আমার ভয় হচ্ছে শীগগীরই তুমি আরো অনেক বেশী বয়স অনুভব করবে, আরো অনেক বেশী জ্ঞান। তোমার এই বাগ্দান-বন্ধন আমি ভালো মনে করছি না।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল ক্যাথেরিন। একটা অস্ফুট আর্ত-স্বব বেরিয়ে এলো তার কন্ঠ থেকে।

'তোমাকে ব্যথা দিতে হচ্ছে, কিন্তু এ আমার ভালো লাগছে না।' বললেন ডাক্তার। 'ব্যাপারটা পাকা করে ফেলবার আগে তোমার একবার উচিত ছিল আমার সঙ্গে পরামর্শ করা। আমি তোমার সঙ্গে বড় বেশী সহজ ব্যবহার করেছি, মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার সেই সহজ ব্যবহারের বড় বেশী সুযোগ নিয়েছ। আগে আমাকে বলা তোমার অবশ্যই উচিত ছিল।'

ক্যাথেরিন এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল, তারপর অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গিতে বলল 'তোমাকে আগে বলতে সাহস পাই নি তুমি ব্যাপারটা পছন্দ করবে না বলে।'

'হ্যাঁ, তাই বলো। তোমার বিবেক ছিল অপরাধী।'

ব্যথিত অথচ দৃঢ় কন্ঠে ক্যাথেরিন বলে উঠল 'না বাবা, বিবেক আমার অপরাধী নয়। অমন ভয়ঙ্কর দোষে তুমি আমাকে দোষী কোরো না।'

ক্যাথেরিনের কল্পনায় 'অপরাধী বিবেক' শব্দ দুটি এমন ভয়ংকর, নীচ এবং নিষ্ঠুর কিছু বোঝাত যা শুধু নিকৃষ্ট অপরাধী আর কয়েদীদের মধ্যেই থাকে।

ক্যাথেরিন বলতে লাগল 'তোমাকে বলি নি, তার কারণ আমি ভয় করেছিলাম হয়তো- হয়তো—'

'যদি ভয় করে থাক, তাহলে আগে বোকামির কাজ কিছু করেছিলে বলেই তা করেছিলে।'

'আমি ভয় করেছিলাম মিস্টার টাউনসেন্ডকে তুমি পছন্দ করো না।'

'ঠিকই ভয় করেছিলে। তাকে আমার পছন্দ নয়।'

'তুমি ওকে ভালো করে জানো না, বাবা' মৃদু মিনতিভরা কণ্ঠে বলল ক্যাথেরিন। তার সেই মিনতি হয়তো ডাক্তার স্লোপারের হৃদয়কে স্পর্শ করল। তিনি বললেন :

'খুব সত্যি কথা। তার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ পরিচয় নেই। কিন্তু তাকে যেটুকু জেনেছি তা যথেষ্ট; তা থেকেই তার সম্বন্ধে আমি আমার যা ধারণা করবার করে নিয়েছি। তাকে তো তুমিও ভালো করে জানো না।'

সামনের দিকে হাল্‌কাভাবে দুহাত একত্র করে ক্যাথেরিন আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। চেয়ারে বসে পিছন দিকে হেলে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে ডাক্তার স্লোপার এমন প্রশান্তভাবে এই মন্তব্য করলেন যাতে ক্যাথেরিনের মনে জ্বালা ধরতে পারত।

ক্যাথেরিনের মনে ঠিক জ্বালা ধরেছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু সে এই মন্তব্যের প্রতিবাদ বেশ জোরালোভাবেই করল। বেশ আবেগের সুরেই বলে উঠল 'ওকে আমি জানি না? ওকে যত ভালো করে জেনেছি, অত ভালো করে আমি আর কাউকে জানি নি।'

'তুমি তার খানিকটা মাত্র জানো, যেটুকু সে তোমাকে দেখতে দিয়েছে। কিন্তু ঐটুকু ছাড়া তুমি ওর আর কিছু জানো না।'

'আর কিছু? আর কি আছে জানবার?'

'যাই হোক না কেন। জানবার নিশ্চয় অনেক কিছু আছে।'

মরিস তাকে আগেই যে সাবধান বাণী শুনিয়েছিল তাই মনে করে ক্যাথেরিন বলল, 'আমি জানি তুমি কি বলতে চাও। তুমি বলতে চাও ওর লক্ষ্য শুধু টাকার দিকে।'

ডাক্তার স্লোপার তার দিকে দুটি আবেগহীন প্রশান্ত এবং যুক্তিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে বললেন, 'ওকথা বলতে চাইলে আমি খুলেই বলতাম, ক্যাথেরিন। কিন্তু একটা ভুল আমি বিশেষভাবেই এড়াতে চাই—টাউনসেন্ড সম্বন্ধে রূঢ় কথা বলে তাকে তোমার চোখে আরো মোহনীয় করে তুলতে চাই না।'

'কথাগুলো সত্য হলে আমি তাদের রূঢ় বলে মনে করব না।' বলল ক্যাথেরিন।

• 'যদি না করো তাহলে তোমাকে অসামান্য বুদ্ধিমতী মেয়ে বলে মনে করব।'

'তবু তোমার ওই যুক্তিগুলো তুমি নিশ্চয় আমাকে শোনাতে চাইবে।'

মৃদু হেসে ডাক্তার বললেন, 'খুব সত্যি। সেগুলি শুনতে চাইবার পুরো অধিকার তোমার আছে।' বলে কয়েকবার চুরুটে টান দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন। 'বেশ, তাহলে বলি শোনো। শুধু তোমার আর্থিক ঐশ্বর্যেরই প্রেমে পড়েছে, টাউনসেন্ডের ওপর এ দোষ না চাপিয়ে আমি এ কথা বলব যে শুধু তোমার সুখের জন্য যতটা দরকার, টাউনসেন্ড তোমার ঐশ্বর্য নিয়ে তার চাইতে অনেক বেশী মাথা ঘামিয়েছে। কোনো বুদ্ধিমান যুবকের পক্ষে শুধু তোমার জন্যেই তোমাকে ভালোবাসা অবশ্য মোটেই অসম্ভব নয়, কারণ সে সহজেই বুঝতে পারবে তুমি কত সরল, কত অমায়িক। এই যুবকটি সত্যিই খুবই বুদ্ধিমান, কিন্তু এর সম্বন্ধে প্রধান জিনিস যা জেনেছি তাতে মনে হয় তোমার ব্যক্তিগত গুণাবলীকে সে যতই পছন্দ করুক না কেন, তার চেয়ে তোমার টাকার দাম তার কাছে বেশী। সে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে নিজের প্রচুর টাকা উড়িয়েছে। আমার পক্ষে এই জানাই যথেষ্ট। আমার ইচ্ছে তুমি বিয়ে করো এমন কোনো যুবককে, যার অতীত এ থেকে অন্য ধরনের, যে তোমাকে নিশ্চিত ভবিষ্যতের আশ্বাস দিতে পারবে। মরিস যদি তার নিজের ঐশ্বর্য খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে উড়িয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে তোমার ঐশ্বর্যও সে তেমনি করেই উড়িয়ে দেবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

ডাক্তার এই কথাগুলো এমন ধীরে ধীরে, সুচিন্তিতভাবে, মাঝে মাঝে থেমে এবং জায়গায় জায়গায় বিশেষ ঝোঁক দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করলেন যে তাঁর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ক্যাথেরিনের মনে কোনো সন্দেহ রইল না। অবশেষে ক্যাথেরিন তার বাবার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে পড়ল; তারপর ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত হলেও—ডাক্তারের কথাগুলো ভীষণভাবে তার বিরুদ্ধে গেলেও ক্যাথেরিন কথাগুলোর পরিচ্ছন্ন এবং মহৎ প্রকাশভঙ্গির তারিফ না করে পারল না। বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করার ব্যাপারটাই তার ভারি বিশ্রী লাগছিল কিন্তু তবু তর মনে হলো তাকেও তার নিজের দিক থেকে পরিষ্কার থাকবার চেষ্টা করতে হবে। বাবা কেমন শান্ত, আর কখখনো রাগেন না; তেমনি শান্ত থাকতে হবে ক্যাথেরিনকেও। কিন্তু শান্ত থাকবার চেষ্টা করতে গিয়েই সে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

'ওর সম্বন্ধে আমরা যা জানি, তার ভেতর ওটাই প্রধান নয়।' বলল ক্যাথেরিন কাঁপা গলায়। 'আরো কিছু আছে আরো অনেক কিছু আছে।

ওর মধ্যে রয়েছে অপূর্ব কর্মক্ষমতা- আর, কিছু করবার এক তীব্র ইচ্ছা। সে সদয়, উদার আর খাঁটি। আর সে যে টাকা উড়িয়েছে, তার পরিমাণ খুবই সামান্য মাত্র।'

ডাক্তার দাঁড়িয়ে উঠে হেসে বললেন, 'খুবই সামান্য? সেই জন্যেই তো আরো বেশী উচিত ছিল ও টাকা খরচ না করা।'

ক্যাথেরিনও দাঁড়িয়ে উঠল, গভীর আবেগে অনেক কিছু বলবার চেষ্টা করেও যেন কিছুই বলতে পারল না। ডাক্তার মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে চুম্বন করে বললেন, 'তুমি আমায় নিষ্ঠুর বলে ভাবছ না তো?'

এ প্রশ্ন স্বস্তিদায়ক নয়; বরং এতে অপ্রিয় সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়ে ক্যাথেরিন রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করল। কিন্তু সে বেশ গুছিয়েই জবাবটা দিল : 'না বাবা। কারণ আমার মনেব ভাবটা তুমি জানলে—আর তুমি তা নিশ্চয় জানো, তুমি সব কিছুই জানো নিশ্চয় তুমি দয়ালু হবে, কঠোর হতে পারবে না।'

ডাক্তার বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার মনের ভেতর কি হচ্ছে তা আমি জানি বলেই মনে হয়। আমি খুব দয়ালু হবো - এ বিষয়ে নিশ্চিত থাক। টাউন সেন্ডের সঙ্গে আমি কালই দেখা করব। তার আগে কাউকেই জানিও না তুমি বাগ্‌দত্তা।'

বারো

পরদিন বিকেলে তিনি বাড়িতে রইলেন টাউনসেন্ড আসবে বলে, তারই প্রতীক্ষায়। তাঁর মনে হল (বোধ হয় মনে হওয়াটা উচিতই হল, কারণ সত্যিই তিনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত ছিলেন) এভাবে প্রতীক্ষা করে তিনি ক্যাথেরিনেব পাণি-প্রার্থীকে বিরাট মর্যাদা দিচ্ছেন, অতএব ওদের দুজনের আর কোনো নালিশ থাকতে পারে না।

মরিস এসে উপস্থিত হলো খুব প্রশান্তভাবে, দু সন্ধ্যা আগে যে 'অপমান'-এর জন্য সে ক্যাথেরিনের সহানুভূতি প্রার্থনা করে ছিল, মনে হলো সেই অপমানের কথা সে ভুলে গেছে। ডাক্তার স্লোপারও কাল বিলম্ব না করেই তাকে জানিয়ে দিলেন মরিস আসবে বলে তিনি তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

'তোমাদের ভেতর কি কথাবার্তা হয়েছে তা কাল ক্যাথেরিন আমাকে বলেছে।' বললেন তিনি। 'কিন্তু এতদূর এগোবার আগে তোমার ইচ্ছাটা আমাকে জানালেই সেটা তোমার পক্ষে শোভন হতো।'

'তাই আমি করতাম, যদি না মনে হতো আপনি আপনার মেয়েকে এ-সব ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন। আমার মনে হয় সে নিজেই নিজের কর্ত্রী।'

'আক্ষরিকভাবে সে তাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস সে নীতির দিক দিয়ে এতটা অগ্রসর হয় নি যে আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই সে স্বামী নির্বাচন করে বসবে। আমি তাকে স্বাধীনতা দিয়েছি, কিন্তু মোটেই তার সম্বন্ধে উদাসীন হই নি। সত্যি বলতে কি, তোমাদের এই ছোট্ট ব্যাপারটা এত চট্ করে চরমে পৌছে গেছে যে আমি বিস্মিত হয়েছি। ক্যাথেরিন তো এই সেদিন মাত্র তোমার সঙ্গে পরিচিত হলো।'

মরিস খুব গম্ভীরভাবেই বলল, 'আমাদের পরিচয় সত্যিই বেশী দিনের নয়। বোঝাপড়ায় আসতে আমরা বেশী সময় নিই নি, তাও স্বীকার করি। কিন্তু আমরা যে মুহূর্তে নিজেদের এবং পরস্পরের সম্বন্ধে নিশ্চিত হলাম, তারপর থেকে সেটা খুবই স্বাভাবিক। মিস স্লোপারকে প্রথম দেখেই আমি তাঁর সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়েছিলাম।'

ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, 'উৎসাহটা কোনো রকমে প্রথম দর্শনের আগে হয় নি কি?'

মরিস এক মুহূর্ত তাঁর দিকে তাকাল। তারপর বলল · 'আগেই অবশ্য শুনেছিলাম মিস স্লোপার মনোহারিনী।'

'মনোহারিনী- তুমি তাকে তাই মনে করো?'

'নিশ্চয়। তা না হলে আমি এখন এখানে বসতাম না।'

ডাক্তার এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'যুবক, তাহলে তুমি নিশ্চয় সহজেই অভিভূত হয়ে পড। পিতা হিসাবে বোধহয় ক্যাথেরিনের গুণাবলীর প্রতি আমার সস্নেহ অনুভূতি রয়েছে, কিন্তু তোমাকে বলতে বাধা নেই আমি কখনো ওকে ঠিক মনোহারিনী বলে ভাবি নি, কেউ তা ভাববে বলেও মনে করতে পারি নি।'

এ কথা শুনে মরিসের মুখে যে হাসি ফুটে উঠল তা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন নয়। সে বলল, 'আমি ওর পিতা হলে ওঁর সম্বন্ধে কি ভাবতাম জানি না। ও জায়গায় আমি নিজেকে বসাতে পারি না। আমি শুধু আমার দৃষ্টিকোণ থেকেই কথা বলি।'

ডাক্তার বললেন, 'কথা তুমি খুব ভালো বলতে পার। কিন্তু শুধু ভাল কথা বলাটাই সব নয়। আমি কাল ক্যাথেরিনকে বলেছি যে তার বাগ্দানে আমার সম্মতি নেই।'

'ক্যাথেরিনের কাছে তা আমি শুনেছি, আর শুনে খুবই দুঃখিত হয়েছি।' মেঝের দিকে চোখ রেখে মরিস কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল।

'তুমি কি সত্যিই আশা করেছিলে আমি খুশী হয়ে আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দেবো ?'

'না না। আমার ধারণা ছিল আপনি আমাকে পছন্দ করেন না।'

'অমন ধরণা তোমার কেন হয়েছিল ?'

'আমি গরিব, সেই জন্য।'

'কথাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু তোমাকে জামাতারূপে বিচার করতে গেলে প্রায় সত্যি।' বললেন ডাক্তার। 'তোমার সঙ্গতি নেই, পেশা নেই, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও কিছু চোখে পড়ে না। কাজেই তুমি এমন শ্রেণীতে পড় যেখান থেকে আমার মেয়ের জন্য স্বামী পছন্দ করে নেওয়া আমার পক্ষে অবিবেচনার কাজ হবে। কারণ আমার মেয়ে নিতান্তই অবলা অথচ প্রচুর ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিণী। অন্য যে কোনো রূপে আমি তোমাকে সানন্দে পছন্দ করতে রাজি। কিন্তু জামাতা রূপে তোমাকে আমি একেবারেই অপছন্দ করি।'

মরিস টাউনসেন্ড খুব সম্ভ্রমের সঙ্গেই কথাগুলি শুনে বলল, 'আমার মনে হয় না মিস স্লোপার একজন অবলা নারী।'

'হ্যাঁ, তুমি তো তার পক্ষ সমর্থন করবেই এটুকু অন্ততঃ তার জন্য তোমাকে করতেই হবে। কিন্তু আমি আমার মেয়েকে কুড়ি বছর ধরে জানি, আর তুমি তাকে জেনেছ মাত্র ছয় হপ্তা। ক্যাথেরিন যদি অবলা নাও হয়, তবু তুমি তো কপর্দকহীন পুরুষ বটেই।'

'হ্যাঁ, তা সত্যি। সেটা আমারই দুর্বলতা। সেজন্যই আপনি বলতে চান আমি শুধু অর্থলোভী, আমার লক্ষ্য আপনার মেয়ের টাকার দিকে।'

'আমি তা বলি না। আমি তা বলতে বাধ্যও নই; এবং নেহাৎ দায়ে না ঠেকলে অমন কথা বলা অত্যন্ত কুরুচির পরিচায়ক হবে। আমি শুধু এই বলি যে তুমি যে শ্রেণীর অন্তর্গত, তার সঙ্গে আমাদের খাপ খায় না।'

'কিন্তু আপনার কন্যা তো একটি শ্রেণীকে বিয়ে করবে না, করবে একটি ব্যক্তিকে। যাকে সে ভালবাসে বলেছে।'

'যে সেই ভালবাসার অতি সামান্য প্রতিদান মাত্র দিতে পারে।'

যুবক দৃঢ়কন্ঠে জবাব দাবি করার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল 'অত্যন্ত গভীর প্রেম এবং জীবনব্যাপী একনিষ্ঠতা—এর বেশী কিছু কি দেওয়া সম্ভব ?'

'সেটা নির্ভর করে আমাদের যার যার মনোভাবের ওপর। বিনিময়ে আরো কিছুও দিতে চাওয়া সম্ভব; শুধু সম্ভব নয়, সেটাই স্বাভাবিক। জীবনব্যাপী একনিষ্ঠতার পরিমাপ হবে জীবনের শেষের দিকে; কিন্তু তার আগে এ ধরনের ক্ষেত্রে রেওয়াজ হচ্ছে সত্যিকারের এমন কিছু দেওয়া, যার

মূল্য তখন তখন অনুভব করা যায়। তা তোমার কি আছে? সুন্দর চেহারা, সুঠাম দেহ আর চমৎকার আদবকায়দা। এগুলো ভালো জিনিস বটে, কিন্তু এ দিয়ে তো খুব বেশী কাজ হবে না।'

'এদের সঙ্গে আরেকটি জিনিস আপনার যোগ দেওয়া উচিত- ভদ্রলোকের মুখের কথা।'

'ভদ্রলোকের এই কথা যে ক্যাথেরিনকে তুমি সব সময় ভালোবাসবে? সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে গেলে তোমাকে খুব উঁচু দরের ভদ্রলোক হতে হবে।'

'ভদ্রলোকের এই কথা যে আমি অর্থ-সন্ধানী নই, মিস স্লোপারের প্রতি আমার ভালবাসা সম্পূর্ণ খাঁটি এবং নিঃস্বার্থ। ঐ চুল্লীর ছাইগুলোর প্রতি আমার যতটুকু আগ্রহ, ক্যাথেরিনেব অর্থের প্রতি তার চাইতে বেশী নয়।'

ডাক্তার বললেন, 'তোমার কথাটা শুনে রাখলাম। কিন্তু এবার শ্রেণী প্রসঙ্গে ফিরে আসি। তোমার মুখের শপথ যত গুরুগম্ভীরই হোক না কেন, শ্রেণীর প্রভাব তোমার ওপর থাকবেই। তুমি বলতে পারো যে শ্রেণীতে তুমি জন্মেছ, সেই শ্রেণীতে তোমার জন্ম নিতান্তই দৈবায়ত্ত, এবং এ ছাড়া তোমার বিরুদ্ধে বলবার আর কিছু নেই। কিন্তু আমাব এই ত্রিশ বছরের ডাক্তারী জীবনে আমি দেখেছি এই দৈবায়ত্ত ব্যাপারগুলির প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে।'

মরিসের টুপিটা বেশ চকচকেই ছিল, তবু সে যেন মোলায়েম করবার জন্যই তার ওপর হাত বুলোতে লাগল। নিজেকে সে যে ভাবে সংযত করে রাখল, ডাক্তার মনে মনে তার বিশেষ তারিফ করলেন। কিন্তু তার আশাভঙ্গের তীব্রতাও তিনি অনুভব করলেন।

'এমন কিছু কি নেই, যা করে আমি আপনার আস্থাভাজন হতে পারি?'

মরিসের এই প্রশ্নের জবাবে ডাক্তার হেসে বললেন, 'থাকলেও তোমাকে আমি তা বলতে চাইতাম না, কারণ—বুঝতে পারছ না?- আমি তোমার ওপব আস্থা রাখতে চাই না!'

'আমি ক্ষেত চাষ করব।'

'সেটা বোকামির কাজ হবে।'

'কাল প্রথম যে কাজ পাব, তাই নিয়ে নেব।'

'তা নিও, কিন্তু তোমার নিজের খাতিরে, আমার খাতিরে নয়।'

'বুঝেছি। আপনার ধারণা আমি একটি অকেজো মানুষ।' কথাটা মরিস চড়া গলায় এমন ভাবে বলল যেন সে মস্ত একটা আবিষ্কার করে ফেলেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে লজ্জিত হয়ে উঠল।

'তোমাকে যখন একবার বলেছি তোমাকে আমি জামাতা বলে ভাবি না, তখন আমি কি ভাবি তাতে যায় আসে না।'

কিন্তু মরিস তবু বলল, 'আপনি মনে করেন আমি ওর টাকা অপব্যয় করব।'

ডাক্তার হেসে বললেন, 'বলেছি তো আমার মনে করাতে কিছু যায় আসে না; কিন্তু তুমি যা বলছ তা সত্যি, স্বীকার করছি।'

মরিস বলল, 'আপনি ঐরকম ভাবেন, তার কারণ আমি আমার নিজের টাকা খরচ করে ফেলেছি। আমি তা অকপটে স্বীকার করছি। আমি অসংযত হয়েছি, আমি বোকামি করেছি। আমি যত রকমের পাগলামি করেছি সব আপনাকে বলব, যদি শুনতে চান। তাদের মধ্যে কতকগুলো বড় রকমের বোকামি ছিল--আমি তা কখনো গোপন করি নি। যৌবনের দোষও আমি করেছি। সংশোধিত লম্পট সম্বন্ধে প্রবাদ আছে না? আমি লম্পট ছিলাম না, কিন্তু আমার সংশোধন হয়েছে, এ বিষয়ে আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি। একটু আমোদ আহ্লাদ করে নিয়ে আশ মিটিয়ে ফেলাই বরং ভালো। মিন-মিনে মেয়েলী পুরুষকে আপনার মেয়ের কখনো পছন্দ হত না, আপনিও নিশ্চয়ই পছন্দ করতেন না। তাছাড়া আমার টাকায় আর ওর টাকায় অনেক তফাৎ। আমার টাকা আমি উড়িয়ে দিয়েছি আমার নিজের বলে। কোনো দেনা করি নি; টাকা যখন ফুরিয়ে গেল তখন খরচ করাও থামিয়ে দিলাম। দুনিয়ায় কারো কাছে আমি একটি পেনিও ধারি না।'

ডাক্তার বললেন, 'আমার পক্ষে একটু অসংগত হলেও প্রশ্ন করছি, তোমার এখন চলছে কি করে?'

'আমার সম্পত্তির যা অবশিষ্ট আছে তারই ওপর।' বলল মরিস টাউনসেন্ড।

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বললেন, 'ধন্যবাদ!'

হ্যাঁ, সত্যিই মরিসের আত্মসংযম ছিল প্রশংসনীয়। সে এর পরও বলতে লাগল, 'আমি মিস্ স্লোপারের টাকার ওপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করছি এ কথা মেনে নিলেও, ঠিক তা থেকেই কি এটা প্রমাণ হয় না আমি ঐ টাকা সম্বন্ধে খুব বেশী রকম যত্নবান হব?'

'খুব বেশী যত্নবান হওয়া খুব কম যত্নবান হওয়ার মতোই খারাপ। তুমি উড়নচন্ডী হলে ক্যাথেরিন যে দুঃখ পাবে, তুমি কঞ্জুষপনা করলেও তাই পাবে।'

মরিস অত্যন্ত শোভন, ভদ্র এবং ধীরভাবে বলল, 'আমার মনে হয় আপনি খুব অবিচার করছেন।'

'তা তুমি ভাবতে পার। আমি আমার সুনাম তোমার হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি। তোমাকে খুশী করছি, এটা অবশ্য আমার খুব গর্বের বিষয় নয়।'

'কন্যাকে খুশী করতেও কি একটু ইচ্ছে আপনার হয় না? তাকে দুঃখ দেবার কল্পনাটা কি আপনার উপভোগ্য মনে হয়?'

'এক বছরের জন্য সে যদি আমাকে অত্যাচারী বলে মনে করে, আমি তাতে খুব রাজি আছি।'

'এক বছরের জন্য!' উ'চু গলায় একথা বলে মরিস হেসে উঠল।

ডাক্তার বললেন, 'বেশ, তাহলে সারা জীবনের জন্যই।'

এইবার মরিসের মেজাজ গরম হয়ে উঠল। সে চীৎকার করে বলল, 'আপনার আচরণ খুব মার্জিত হচ্ছে না।'

'তার জন্যে তুমিই দায়ী— তুমি বড় বেশী তর্ক কর।'

'এর ওপর নির্ভর করছে আমার অনেক কিছু।'

ডাক্তার বললেন, 'তা যাই হোক, তুমি তা হারিয়েছ।'

'আপনি কি সে বিষয়ে নিশ্চিত?' মরিস প্রশ্ন করল। 'আপনি নিশ্চিত জানেন আপনার কন্যা আমাকে পরিত্যাগ করবে?'

'আমি অবশ্য বলতে চাইছি, এ ব্যাপারে আমার যেটুকু অংশ আছে. তাতে তোমার হার হয়েছে। ক্যাথেরিন তোমায় পরিত্যাগ করবে কিনা, সে বিষয়ে—না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু আমি তাকে তাই করতে খুব জোরালোভাবে পরামর্শ দেব, কারণ, আমার প্রতি আমার মেয়ের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার ওপর আমি আস্থা রাখতে পারি, এবং তার কর্তব্য বোধও অসাধারণ, কাজেই ক্যাথেরিন কর্তৃক তোমাকে বর্জনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।'

মরিস আবার তাব টুপির ওপর হাত ঘষতে শুরু করল, তারপর বলল. 'আমিও তার ভালোবাসার ওপর ভরসা করতে পারি।'

ডাক্তারও এইবাব প্রথম তাঁর মেজাজ গরম হবাব লক্ষণ দেখালেন। বললেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে বিরোধ করতে চাইছ?'

'একে আপনি যা বলতে চান বলুন। আপনার মেয়েকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছে আমার নেই।'

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, 'জীবনটা তুমি হাহুতাশ করে কাটিয়ে দেবে, এমন ভয় আমার নেই। জীবনকে উপভোগ করবার জন্যেই তুমি তৈরি।'

মরিস হেসে উঠে বলল, 'তা হলে তো আমার বিয়েতে আপনার বিরোধিতা আরো বেশী নির্মম। আপনি কি চাইছেন আপনার মেয়েকে আমার সঙ্গে আর দেখা করতে মানা করে দিতে?'

'মানা করবার বয়স সে পেরিয়ে গেছে, এবং আমিও সেকেলে উপন্যাসের

পিতা নই। কিন্তু আমি বেশ জোরালো ভাবেই তাকে অনুরোধ করব, সে যেন তোমার সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ ছিন্ন করে দেয়।'

'সে তা করবে বলে মনে হয় না।'

'হয়তো করবে না। কিন্তু আমার দিক থেকে যেটুকু করা সম্ভব, সেটুকু তো করা হবে।'

মরিস বলল, 'সে খুব বেশী দূর এগিয়ে গেছে।'

'আর পিছু হটতে পারবে না? তাহলে সে যেখানে আছে সেখানেই থেমে থাক।'

'আমি বলতে চাই, থেমে থাকাও ওর পক্ষে অসম্ভব।'

বলে মরিস দরজায় হাত লাগাল। ডাক্তার তার দিকে এক মুহূর্ত তাকালেন, তারপর বললেন, 'এ কথায় তোমার অনেকখানি ধৃষ্টতা প্রকাশ পাচ্ছে।'

'আর বলব না।' বলে অভিবাদন জানিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তেরো

মনে হতে পারে ডাক্তার নিজের সিদ্ধান্তের ওপর বড় বেশী আস্থা স্থাপন করেছিলেন; এবং মিসেস আমণ্ড মুখ ফুটে তা বলেও ছিলেন। কিন্তু ডাক্তার বলতেন তিনি তাঁর ধারণা করে নিয়েছেন; তাঁর কাছে তাই যথেষ্ট বলে মনে হয়েছিল, এবং তার কোনো পরিবর্তনও তিনি প্রয়োজন মনে করেন নি। চিকিৎসা বৃত্তির অঙ্গ হিসেবেই তিনি বহু মানুষের মূল্য বিচার করে এসেছেন —প্রতি কুড়িজনের ভেতর উনিশজনের ক্ষেত্রেই তাঁর মূল্যায়ন নির্ভুল হয়েছে।

মিসেস আমণ্ড বললেন, 'তাহলে মিস্টার টাউনসেণ্ড বোধ হয় উনিশজন বাদ দিয়ে সেই বাকি একজন।'

'হতে পারে, যদিও তাকে কুড়ি নম্বরের মতো বলে আমার একেবারেই মনে হয় না। কিন্তু আমি সংশয়ের সুযোগই তাকে দেব, এবং নিশ্চিত হবার জন্য আমি গিয়ে মিসেস মন্টগোমারির সঙ্গে কথা বলব। তিনি মনে হয় নিশ্চয়ই বলবেন আমি ঠিক করেছি; কিন্তু এও একেবারে অসম্ভব নয় যে তিনি বলবেন আমি জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছি। তিনি যদি তাই করেন, তাহলে আমি মিস্টার টাউনসেণ্ডের কাছে ক্ষমা চাইব। তুমি বলেছিলে ওঁকে লিখবে আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের জন্যে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে,

কিন্তু তার দরকার নেই. আমি তাঁকে খোলাখুলি একখানা চিঠি লিখব গোটা পরিস্থিতিটা জানিয়ে, আর তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবার অনুমতি চেয়ে।'

'আমার মনে হয় খোলাখুলি ভাবটা শুধু তোমারই থাকবে। ভাই তাঁর যাই হোক না কেন, বেচারা ভদ্রমহিলা তার পক্ষ টেনেই কথা বলবেন।'

'তাঁর ভাই যাই হোক না কেন? সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। লোকে সব সময় অত বেশী ভ্রাতৃভক্ত হয় না।'

মিসেস আমণ্ড বললেন, 'কিন্তু যখন পরিবারে বছরে ত্রিশ হাজার ডলার আয় আসবার সম্ভাবনা থাকে—'

'এই টাকার জন্যই যদি তিনি তার পক্ষ নেন, তাহলে তাঁকে একজন ধাপ্পাবাজ হতে হবে, আর তাহলেই আমি তাঁর ধাপ্পা ধরে ফেলব। আর তাঁকে ধাপ্পাবাজ বলে বুঝতে পারলে আমি তাঁর জন্যে আর সময় নষ্ট করব না।'

'তিনি ধাপ্পাবাজ নন, একজন আদর্শ মহিলা। সে স্বার্থপর, শুধু এই কারণেই তিনি তাঁর ভায়ের সঙ্গে ছলনা করবেন না।'

'তিনি যদি আলাপ করবার যোগ্যা মহিলা হন তাহলে ক্যাথেরিনকে ছলনা করবার আগে তাঁর ভাইকে ছলনা করবেন। ভালো কথা, তিনি কি ক্যাথেরিনকে দেখেছেন? চেনেন কি ক্যাথেরিনকে?'

'চেনেন বলে আমার তো জানা নেই। ওদের দুজনের ভেতব পরিচয় ঘটাতে মিস্টার টাউনসেণ্ডের আগ্রহ হবার বিশেষ কোনো কারণ ছিল না।'

'তিনি আদর্শ মহিলা হলে কারণ ছিল না বটে। দেখতেই পাব তিনি তোমার বর্ণনার সঙ্গে কতটা মেলেন।' মিসেস আমণ্ড হেসে বললেন, 'তাঁর মুখে তোমার বর্ণনা শুনবার জন্য কৌতূহল হচ্ছে। এদিকে ক্যাথেরিন ব্যাপারটাকে কিভাবে নিয়েছে?'

'সব ব্যাপারকেই যেমন নেয়—গতানুগতিকভাবে।'

'চেঁচামেচি করছে না? নাটক রুয়ে নি তো?'

'নাটুকেপনা করবার মেয়ে সে নয়।'

'আমার ধারণা ছিল প্রেমে পড়লেই কুমারী মেয়েরা নাটুকেপনা করে।'

'উদ্ভট খেয়ালী বিধবারাই বরং আরো বেশী নাটুকেপনা করে। ল্যাভিনিয়া আমার ওপর একটি বক্তৃতা ঝেড়েছে; তার ধারণা আমি অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী।'

মিসেস আমণ্ড বললেন, 'ভুল করবার ব্যাপারে ওর বিশেষ দক্ষতা আছে। কিন্তু, তা যাই হোক, ক্যাথেরিনের জন্যে সত্যি আমার বড় দুঃখ হয়।'

'আমারও তাই। কিন্তু ক্যাথেরিন তার এই ভাবটা কাটিয়ে উঠবে।'

'তোমার বিশ্বাস মরিসকে সে পরিত্যাগ করবে?'

'আমি তারই ওপর নির্ভর করছি। ক্যাথেরিন তার বাবাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে।'

'হ্যাঁ, আমরা তা সবই জানি। কিন্তু তাতেই ওর ওপর আরো বেশী অনুকম্পা হয়। এর ফলেই তার উভয়সঙ্কট আরো যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে: তুমি আর ওর প্রেমিক, এই দুজনের ভেতর একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনকে বেছে নেওয়া প্রায় অসম্ভব।'

'সে যদি তার পছন্দ ঠিক করতে না পারে, তাহলে তো আরো ভালো।'

'হ্যাঁ, কিন্তু মরিস ওখানে দাঁড়িয়ে তাকে বেছে নেবার জন্য অনুনয় বিনয় করবে, আর ল্যাভিনিয়াও ওকে ঐ দিকেই টানবে।'

'সে আমার দিকে নয় জেনে আমি খুশী। একটা চমৎকার মহান ব্রতকে সে ধ্বংস করে দিতে পারে। ল্যাভিনিয়া তোমার নৌকোতে ঢুকলেই সেদিন তোমার নৌকো ডুববে। কিন্তু তার একটু সাবধান হওয়া ভাল। আমার বাড়িতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা আমি থাকতে দেবো না।'

'আমার সন্দেহ হয় সে হুঁশিয়ার হবে, কারণ আসলে সে তোমাকে খুব বেশী রকম ভয় করে।'

'ওরা দুজনই আমাকে ভয় করে, যদিও আমি কারও কোনো ক্ষতি করি না।' ডাক্তার বললেন। 'ওদের মনে আমি যে কল্যাণময় ভীতি উৎপাদন করি, তারই ওপর আমার নির্ভর।'

চোদ্দ

ডাক্তার মিসেস মন্টগোমারিকে খোলাখুলি চিঠি লিখলেন, তিনিও পত্রপাঠ তার জবাব দিলেন; তাতে ডাক্তারের সেকেণ্ড অ্যাভিনিউতে আসবার জন্য একটা সময়ের নির্দেশও দিয়ে দিলেন। তিনি থাকতেন লাল ইঁটের তৈরি একটি ছিমছাম ছোট্ট বাড়িতে। সে বাড়িতে তখন সদ্য রং লাগানো হয়েছে। ইঁটের কিনারায় কিনারায় সুস্পষ্ট সাদা রেখা। এখন সে বাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেছে আশেপাশের অন্যান্য বাড়ির সঙ্গে, তাদের জায়গা দখল করেছে সারি সারি বড় বাড়ি। জানালার সার্শীগুলো ছিল সবুজ, ছোট ছোট ছেঁদাওয়ালা; আর বাড়ির সামনে ছিল ছোট্ট একটি উঠোন, তাতে একটি রহস্যময় ধরনের ঝোপ, আর উঠোনের চারদিকে সার্শীগুলোর মতোই সবুজ রং করা কাঠের নীচু বেড়া। জায়গাটিকে দেখে মনে হতো যেন একটি শিশুমহলেরই বড় সংস্করণ, কোনো

খেলনার দোকানের তাকের ওপর থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে এসব দেখে ডাক্তার স্লোপার মনে মনে বললেন মিসেস মন্টগোমারি নিঃসন্দেহে মিতব্যয়ী এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্না ছোটখাট মানুষ—তাঁর বাসগৃহের সব কিছুরই ছোট মাপ থেকে বোঝা যাচ্ছিল তিনিও মাপে ছোটই হবেন—যিনি ছিমছাম রাখতে খুব ভালোবাসেন, এবং যিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে চমৎকার বা জমকালো হতে না পারলেও অন্ততঃ পরিপাটির দিক দিয়ে নিখুঁত হবেন। তিনি ডাক্তার স্লোপারকে একটি ছোট্ট বসবার ঘরে অভ্যর্থনা করে বসালেন; ডাক্তার ঠিক এমনই একটি পরিচ্ছন্ন বসবার ঘর আশা করেছিলেন—এলোমেলোভাবে পাতলা কাগজের তৈরি পাতার গুচ্ছ আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে কাঁচের গুটি দিয়ে সাজানো, আর বসন্ত ঋতুর তাপমাত্রা বজায় রাখছে ঢালাই লোহার তৈরি একটি চুল্লী, যার মুখ থেকে বেরোচ্ছে শুকনো নীল আগুন আর গা থেকে বার্নিশের তীব্র গন্ধ। দেয়ালগুলির গায়ে খোদাই করা নানারকম ছবি পাতলা গোলাপী রঙের কাপড় দিয়ে ঘেরা, আর টেবিলের ওপর পাতা কালো কাপড়ের বুকে সোনালী হরফে নানা কবির কবিতা থেকে উদ্ধৃতি। ডাক্তার এই সব খুঁটিনাটি লক্ষ্য করবার সময় পেয়েছিলেন, কারণ মিসেস মন্টগোমারি—এ অবস্থায় যাঁর আচরণ তিনি ক্ষমার অযোগ্য বলেই মনে করছিলেন—এসে হাজির হবার আগে তাঁকে দশ মিনিট অপেক্ষা করিয়ে রেখেছিলেন। যাই হোক, অবশেষে তিনি একটি পপলিনের পোশাকের খস্‌খস আওয়াজ ছড়াতে ছড়াতে দ্রুতবেগে এসে হাজির হলেন, তাঁর সুন্দর গোল দুটি গালে ঈষৎ সন্ত্রস্ত ভাবের রক্তিম আভা।

ভদ্রমহিলা ছোটখাট, গোলগাল এবং ফর্‌সা, চোখ দুটি উজ্জ্বল পরিষ্কার, এবং তাঁর চলাফেরা হাবভাব পরিচ্ছন্ন এবং সতেজ। কিন্তু এ সবের সঙ্গে নিঃসন্দেহে যুক্ত ছিল অকৃত্রিম বিনয়; তাঁকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হলেন। ডাক্তার স্লোপার মনে মনে তাঁর সম্বন্ধে চট করে ধারণা করে নিলেন তাঁর সাহস আর ব্যবহারিক দিকটা দেখবার ক্ষমতা থাকলেও সামাজিকতার ক্ষেত্রে নিজের প্রতিভা সম্পর্কে তাঁর আস্থা নেই, এবং ডাক্তার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসায় তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। সেকেন্ড অ্যাভিনিউর ছোট্ট লাল বাড়ির মিসেস মন্টগোমারির কাছে ডাক্তার স্লোপার ছিলেন একজন মস্ত মানুষ, নিউ ইয়র্কের একজন চমৎকার ভদ্র লোক। ভদ্রমহিলা যখন আবেগোচ্ছল দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, আর দস্তানা-পরা হাত দুটি কোলের মোলায়েম পপলিন কাপড়ের ওপর একত্রিত করছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল তিনি মনে মনে বলছেন বিশিষ্ট অতিথি যেমনটি হওয়া উচিত বলে ভেবেছিলেন, ডাক্তার স্লোপার ঠিক তাই। আসতে দেরি

করে ফেলেছেন বলে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করতেই ডাক্তার তাঁকে বাধা দিলেন। বললেন, 'তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ এখানে বসে থাকতে থাকতে ভেবে নেবার সময় পেয়েছি আপনাকে আমি কি বলতে চাই আর কি ভাবে কথাটা শুরু করব।'

মিসেস মন্টগোমারি মৃদুকন্ঠে বললেন 'শুরু করুন।'

ডাক্তার হেসে বললেন, 'শুরু করাটা খুব সহজ নয়। আমার চিঠি থেকে বোধ হয় জানতে পেরেছেন আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই যেগুলোর জবাব দিতে আপনার ভালো নাও লাগতে পারে।'

'হ্যাঁ, আমি কি বলব তা আমি ভেবে রেখেছি। কথাটা বলা খুব সহজ নয়।'

'কিন্তু আমার মনের অবস্থাটা আপনি বুঝুন। আপনার ভাই আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, আর আমি জানতে চাই সে কি ধরণের যুবক। সেটা জানবার একটা ভালো উপায় হচ্ছে আপনার কাছে আসা, একথা ভেবেই আমি আপনার কাছে এসেছি।'

মিসেস মন্টগোমারি ব্যাপারটাকে খুবই গুরুত্ব দিলেন; বোঝা গেল এ বিষয়ে তিনি খুব গভীরভাবে চিন্তা করছেন। তিনি তাঁর উজ্জ্বল অথচ বিনীত দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে তাঁর প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা গেল ডাক্তারের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসাটাকে তিনি অতি উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনা বলে মনে করছেন, কিন্তু অদ্ভুত, অপরিচিত বিষয়টিতে মতামত দিতে বাস্তবিকই ভয় পাচ্ছেন।

মিসেস মন্টগোমারি বললেন, 'আপনাকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম।' কথাটা তিনি এমন সুরে বললেন যেন প্রশ্নটির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

ডাক্তার এই স্বীকৃতির সুযোগ নিলেন। বললেন, 'আমি ঠিক আপনাকে আনন্দ দেবার জন্য আসি নি; এসেছি আপনাকে অপ্রিয় কথা বলাবার জন্যে-- যা আপনার ভালো লাগতে পারে না। আপনার ভাইটি কি ধরনের ভদ্রলোক?'

মিসেস মন্টগোমারির উজ্জ্বল দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে উঠে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে লাগল। তিনি একটু হাসলেন, এবং কিছুক্ষণ কোনো জবাবই দিলেন না; ডাক্তার অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। মিসেস মন্টগোমারি পরে যে জবাব দিলেন সেটা সন্তোষজনক হলো না; তিনি বললেন: 'নিজের ভায়ের সম্বন্ধে বলা শক্ত।'

'ভায়ের ওপর ভালোবাসা থাকলে বা তার সম্বন্ধে অনেক কিছু ভালো বলবার থাকলে শক্ত নয়।'

'হ্যাঁ, তখনো শক্ত, যখন ওর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে।'

'আপনার কোনো কিছু এর ওপর নির্ভর করছে না।'

মিসেস মন্টগোমারি ইস্ততঃ করে বললেন, 'আমার কিছু নয়। কিন্তু--'

'বুঝতে পেরেছি, আপনার ভায়ের।'

'না, মিস স্লোপারের।' বললেন মিসেস মন্টগোমারি।

একথায় ছিল খাঁটি আন্তরিকতার সুর ; ভারি ভালো লাগল ডাক্তারের। তিনি বললেন, 'ঠিক তাই। আমার বেচারা মেয়েটা আপনার ভাইকে বিয়ে করলে ওর জীবনের সব কিছু নির্ভর করবে আপনার ভাইটি ভালো লোক কি না তার ওপর। আমার মেয়েটার মতো অমন ভালো মেয়ে দুনিয়ায় আর নেই, মেয়েটা কখনো ওর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করবে না। কিন্তু আপনার ভাইটি আমরা ঠিক যেমন চাই তেমনটি না হলে আমার মেয়েকে অত্যন্ত অসুখী করতে পারে। সেই জন্যেই আমি চাইছি আপনি ওর চরিত্রের ওপর খানিকটা আলোকপাত করুন। অবশ্য আপনি তা করতে বাধ্য নন। আপনি আমার মেয়েকে কখনো দেখেন নি, সে আপনার কাছে কিছু নয়; আর আপনার কাছে আমি বোধ হয় শুধু একজন অবিবেচক এবং বেয়াদব বৃদ্ধ। আপনি অনায়াসেই বলতে পারেন আপনার সঙ্গে এভাবে দেখা করতে আসা আমার পক্ষে খুবই কুরুচির পরিচায়ক এবং আমার উচিত নিজের চরকায় তেল দেওয়া। কিন্তু আপনি তা করবেন বলে মনে হয় না, কারণ আমার ধারণা আমরা আপনার মনে কিছুটা আগ্রহ জাগাতে পারব– আমার মেয়ে আর আমি। আমি নিশ্চিত জানি ক্যাথেরিনকে দেখলে আপনার খুবই ভালো লাগবে। মনোহারিনী বলতে যা বোঝায় সে তা নয়, কিন্তু ওর ওপর আপনার মায়া হবে। সে এত কোমল, এত সরল যে তাকে অনায়াসে ঠকানো যায়। খারাপ স্বামীর পক্ষে তাকে দুঃখ দেওয়া খুব সহজ হবে, কারণ স্বামীকে জব্দ করবার মতো বুদ্ধি বা দৃঢ়সংকল্প তার হবে না অথচ দুঃখ অনুভব করবার ক্ষমতাটা থাকবে খুব বেশী।'

বলে ইঙ্গিতপূর্ণ, পেশাদারী ভঙ্গিতে হেসে ডাক্তার বললেন, 'আপনি দেখছি এখনই উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন।'

মিসেস মন্টগোমারি বললেন, 'ভায়ের মুখে যখন শুনলাম সে বাগ্‌দত্তা, তখন থেকেই আমি উৎসাহিত।'

'ব্যাপারটাকে সে বাগ্‌দান আখ্যা দিয়েছে?'

'ও, আপনার এটা পছন্দ হয়নি এ কথা সে আমাকে বলেছে।'

'সে কি বলেছে তাকে আমি পছন্দ করি না?'

'হ্যাঁ, সে তাও বলেছে। আমি বলেছি এ ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারি না।'

'তা পারেন না বটে। কিন্তু আপনি এইটে বলতে পারেন যে আমার সিদ্ধান্ত নির্ভুল। অর্থাৎ আমাকে সমর্থন করতে পারেন।' বলতে বলতে ডাক্তারের মুখে আরেকবার তাঁর পেশাদারী হাসি ফুটে উঠল।

মিসেস মন্টগোমারি কিন্তু একটুও হাসলেন না, পরিষ্কার বোঝা গেল ডাক্তারের আবেদনে তিনি কৌতুকের কিছু পেলেন না। একটু ভেবে তিনি বললেন, 'আপনার অনুরোধের দাবিটা বড় বেশী।'

'সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার বিবেক অনুযায়ী আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য মনে করি আমার মেয়েকে যে যুবক বিয়ে করবে সে কি কি সুবিধা লাভ করবে। আমার মেয়ের আয় তার মায়ের রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে বছরে দশ হাজার ডলার; আমার অনুমোদিত পাত্রকে স্বামী রূপে গ্রহণ করলে আমার মৃত্যুর পর সে এর দ্বিগুণ আয়ের উত্তরাধিকারিণী হবে।'

মিসেস মন্টগোমারি প্রচন্ড আগ্রহের সঙ্গে অর্থসম্পর্কিত এই চমকদার বিবৃতিটি শুনলেন; হাজার হাজার টাকার কথা এমন সহজ অন্তরঙ্গভাবে তিনি কাউকে কখনো বলতে শোনেন নি। তিনি মৃদুকন্ঠে বললেন, 'আপনার মেয়ে অসামান্য ধনী হবে।'

'ঠিক তাই সেটাই হচ্ছে ভাবনার কথা।'

'মরিস যদি তাকে বিয়ে করে তাহলে তাহলে- ' বলে মিসেস মন্টগোমারি ঈষৎ ভীতভাবে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

'সে আমার মেয়ের ঐ সব টাকার মালিক হবে? কখখনো না। সে পাবে শুধু ঐ বছরে দশ হাজার টাকা, আমার মেয়ে যা তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে; কিন্তু আমি আমার ডাক্তারী পেশায় অনেক মেহনত করে যা কিছু আয় করেছি, তার প্রতিটি পেনি আমি দান করে দিয়ে যাব বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে।'

এ কথা শুনিয়ে মিসেস মন্টগোমারি চোখ নামিয়ে নিলেন এবং কিছুক্ষণ ধরে মেঝের ওপর বিছানো খড়ের মাদুরের দিতে তাকিয়ে রইলেন।

ডাক্তার সরবে হেসে বললেন, 'আপনার বোধ হয় মনে হচ্ছে আমার ঐ রকম করা মানে আপনার ভাইকে বিশ্রীভাবে জব্দ করা।'

'মোটেই নয়। বিয়ে করে অত সহজে পাওয়ার পক্ষে ও-টাকা অত্যন্ত বেশী। আমার মনে হয় না সেটা ঠিক হবে।'

'যা কিছু পাওয়া যায় তাই ঠিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনার ভাই সফল হবে না। আমার বিনা সম্মতিতে বিয়ে করলে ক্যাথেরিন আমার কাছ থেকে একটি কপর্দকও পাবে না।'

• মিসেস মন্টগোমারি দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করলেন, 'সেটা কি একেবারে নিশ্চিত?'

'আমি এখানে বসে আছি, এটা যেমন নিশ্চিত, তেমনি নিশ্চিত।'

'এতে যদি আপনার মেয়ে মনের দুঃখে দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে থাকে, তাহলেও না?'

'শুকিয়ে শুকিয়ে ছায়ার মতো হয়ে গেলেও না; অবশ্য তেমনটি হওয়াব সম্ভাবনাও কম।'

'মরিস কি এ কথা জানে?'

ডাক্তার উচ্চ কন্ঠে বললেন, 'এ কথা মরিসকে জানাতে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করব।'

মিসেস মন্টগোমারি আবার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। ডাক্তার এ ব্যাপারে একটু সময় দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁর মনে হলো মিসেস মন্ট-গোমারিকে হাবভাবে খানিকটা বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্না মনে হলেও তিনি যেন তাঁর ভায়ের হাতের পুতুল হয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খানিকটা লজ্জিত বোধ করলেন এই ভেবে যে তিনি ভদ্রমহিলাকে একটি কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন; ভদ্রমহিলা যে চমৎকার নম্রতার সঙ্গে তা সহ্য করে নিলেন তাতে তিনি অভিভূতও বোধ করলেন। তিনি ভাবলেন, 'ভদ্রমহিলা মেকি হলে চটে উঠতেন; অবশ্য যদি খুব গভীর জলের মাছ হয়ে থাকেন তো সে কথা আলাদা। কিন্তু অতটা বোধ হয় তিনি নন।'

চিন্তার গভীর থেকে মাথা তুলে মিসেস মন্টগোমারি অচিরেই প্রশ্ন করলেন, 'মরিসকে আপনার এত বেশী অপছন্দ কেন?'

'বন্ধু বা সঙ্গী হিসেবে তাকে আমি মোটেই অপছন্দ করি না। আমার তো তাকে চমৎকার মানুষ বলেই মনে হয়। তাকে আমি অপছন্দ করি কেবল-মাত্র জামাতা রূপে। জামাতার একমাত্র কাজ যদি হত শ্বশুরের টেবিলে বসে বসে খানা খাওয়া, তাহলে আমি জামাতা হিসেবে আপনার ভাইকে খুব মূল্য-বান মনে করতাম। খানা খেতে সে খুব ওস্তাদ। কিন্তু জামাতা হিসেবে ওটা তার কাজের একটা ছোট্ট অংশ মাত্র; তার কাজ হচ্ছে প্রধানতঃ আমার মেয়ের রক্ষক-অভিভাবক রূপে তার যত্ন নেওয়া, কারণ নিজের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে সে অদ্ভুত রকম আনাড়ি। এইখানেই আমি মরিসের ওপর খুশী নই। কেবলমাত্র আমার অনুভূতি ছাড়া এর আর কোনো ভিত্তি নেই, তা আমি স্বীকার করছি, কিন্তু আমার অনুভূতিকে বিশ্বাস করতেই আমি অভ্যস্ত। অবশ্য আপনারও অধিকার আছে তা সোজাসুজি অস্বীকার করবার। আমার মনে হয় সে স্বার্থপর এবং অগভীর।'

মিসেস মন্টগোমারির চোখ দুটি ঈষৎ বিস্ফারিত হলো; ডাক্তারের মনে হলো তিনি সেই দু চোখের দৃষ্টিতে দেখলেন সপ্রশংস বিস্ময়ের আলো। ভদ্রমহিলা উচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'কি আশ্চর্য, সে যে স্বার্থপর, আপনি তা আবিষ্কার করে ফেলেছেন?'

'আপনি কি মনে করেন সে সেটা খুব ভালোভাবে লুকিয়ে রাখে?'

'খুবই ভালোভাবে।' বললেন মিসেস মন্টগোমারি। বলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যোগ দিলেন, 'আর আমার মনে হয় আমরা সবাই বেশ একটু স্বার্থপর।'

'আমারও তাই ধারণা; কিন্তু আমি দেখেছি লোকে ওর চাইতে ভালোভাবে স্বার্থপরতা লুকিয়ে রাখে। দেখুন, লোককে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করবার একটা অভ্যাস আমার হয়ে গেছে, সেটা আমাকে খুব সাহায্য করে। আপনার ভায়ের বেলায় একক ক্ষেত্রে আমার সহজেই ভুল হতে পারে, কিন্তু ওর বিশেষ শ্রেণীর ছাপ আঁকা রয়েছে ওর সারা শরীরে।'

মিসেস মণ্টগোমারি বললেন, 'সে ভারি সুন্দর দেখতে।'

ডাক্তার তাঁর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'আপনারা মেয়েরা দেখছি সবাই এই রকম! কিন্তু আপনার ভাইটি হচ্ছে সেই জাতের পুরুষ, যাদের জন্ম আপনাদের সর্বনাশ করতে, আর আপনাদের জন্ম যাদের দাসী এবং শিকার হতে। এজাতের পুরুষদের চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ এই যে এরা জীবনের আনন্দ ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করবে না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আর এই আনন্দ তারা সংগ্রহ করবে আপনাদেরই সাগ্রহ সহায়তায়। এজাতের যুবকেরা অন্যকে দিয়ে যা করিয়ে নিতে পারে তা নিজেরা কখনো করে না, আর এদের জীবন চলে অন্যের মোহাচ্ছন্ন আসক্তি, ভক্তি আর কুসংস্কারের ওপর। এই অন্যদের শতকরা নিরানব্বই জনই স্ত্রীলোক। আমাদের এই যুবক বন্ধুরা প্রধানতঃ জিদ ধরে যে অন্য কেউ তাদের জন্য দুঃখ ভোগ করুক; আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন এ ধরনের দুঃখ ভোগে মেয়েরা বিশেষ পারদর্শিনী।'

ডাক্তার এক মুহূর্তের জন্য থামলেন, তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আপনি অনেক দুঃখ ভোগ করেছেন, আপনার ভায়ের জন্য।'

এই শেষের উক্তিটা আকস্মিক, কিন্তু নিখুঁতভাবে হিসেব করা। মরিস টাউনসেণ্ডের চরিত্রের দোষগুলো তাঁকে খুব আঘাত দিয়েছে, এমন লক্ষণ এই ভদ্রমহিলাকে ঘিরে থাকবে এই তিনি আশা করেছিলেন; সে আশায় বিফল হয়ে তিনি ভেবে নিয়েছিলেন টাউনসেণ্ড যে তাঁকে রেহাই দিয়েছে তা নয়, বরং তিনি তাঁর আঘাতগুলোতে প্রলেপ লাগিয়ে ঢেকে রেখেছেন মাত্র, কোনো আহত

স্থানে স্পর্শ করতে পারলেই ভদ্রমহিলা চমকে উঠে ধরা পড়ে যাবেন। এই-মাত্র ডাক্তার যে কথা বললেন, তা হলো এই আহত স্থানে হঠাৎ স্পর্শ করে চমকে দেবার চেষ্টা, আর সে চেষ্টায় তিনি খানিকটা সাফল্যও লাভ করলেন। এক মুহূর্তের জন্য মিসেস মন্টগোমারির চোখে জল দেখা দিল। তিনি ঈষৎ গর্বিত ভঙ্গিতে একবার মাথা ঝাঁকালেন। বললেনঃ

'জানি না আপনি কি ভাবে তা বুঝে ফেলেছেন।'

'একটি দার্শনিক কৌশলে, যাকে বলা হয় আরোহ পদ্ধতি। আপনি জানেন আমার কথার প্রতিবাদ আপনি ইচ্ছা করলেই করতে পারেন। কিন্তু দয়া করে আমার একটা কথার জবাব দিন। আপনি কি আপনার ভাইকে টাকা দেন না? আমার মনে হয় এ প্রশ্নের জবাব আপনার দেওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, টাকা আমি তাকে দিয়েছি।'

'এবং তাকে দেবার জন্য বেশী টাকা আপনার ছিল না?'

মিসেস মণ্টগোমারি এক মুহূর্ত নীরব রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনি যদি আমার দারিদ্রের কথা স্বীকার করতে বলেন, তা আমি সহজেই করতে পারি। আমি খুবই দরিদ্র।'

ডাক্তার বললেন, 'আপনার এই চমৎকার বাড়িটি দেখে সেকথা কেউ মনে করবে না। আমি আমার বোনের কাছে জেনেছিলাম আপনার আয় সামান্য কিন্তু পরিবার বড়।'

'আমার পাঁচটি সন্তান, কিন্তু আমি বলতে আনন্দ বোধ করছি যে তাদের ভালভাবে মানুষ করে তুলবার সামর্থ্য আমার আছে।'

'তা আছে- আপনি গুণবতী মহিলা, এবং সন্তানদের প্রতি আপনার গভীর অনুরাগ আছে। কিন্তু আপনার ভাই আশা করি আপনার সন্তানদের গুনে দেখেছে?'

'গুণে দেখেছে?'

'অর্থাৎ সে জানে আপনার পাঁচজন সন্তান। সে আমাকে বলে সেই তাদের মানুষ করে তুলছে।'

মিসেস মন্টগোমারি এক মুহূর্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, তারপর তাড়াতাড়ি বললেন, 'ও হ্যাঁ, সে ওদের শেখায় স্প্যানিশ ভাষা।'

ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'সে তো এক মস্ত সাহায্য বলতে হবে! আপনার ভাই নিশ্চয় এও জানেন যে আপনার খুবই অল্প টাকা আছে।'

মিসেস মণ্টগোমারি উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'আমি তাকে সে কথা অনেকবার বলেছি।' এমন খোলাখুলিভাবে এর আগে তিনি ডাক্তারকে কিছু বলেন নি।

মনে হলো ডাক্তারের আশ্চর্য অলোকদৃষ্টি থেকে তিনি যেন সান্ত্বনা গ্রহণ করেছেন।

'তার মানে প্রায়ই সে আপনার কাছ থেকে টাকা শুষে নেয়, আর আপনাকে ও কথা বলতে হয়। ভাষাটা একটু কঠোর হয়ে গেল, ক্ষমা করবেন; কিন্তু আমি শুধু সত্যি কথাটাই বলেছি। সে আপনার কত টাকা নিয়েছে তা আমি জানতে চাইনে, ও আমার মাথা ঘামাবার ব্যাপার নয়।• আমি যা সন্দেহ করেছিলাম, যা ইচ্ছে করেছিলাম, তা সত্য বলে জেনে গেলাম।' বলে ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে টুপির ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'আপনার ভাই আপনার ওপর বসে বসে খায়।'

মিসেস মণ্টগোমারি তাড়াতাড়ি তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ডাক্তারের গতি অনুসরণ করে; কিন্তু তারপব খানিকটা অবান্তরভাবে বললেন, 'তার সম্বন্ধে তো আমি কোন নালিশ জানাই নি।'

'আপনার প্রতিবাদ জানাবার প্রয়োজন নেই; আপনি তার গোপন কথা ফাঁস করে দেন নি। কিন্তু আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি তাকে আর টাকা দেবেন না।'

মিসেস মণ্টগোমারি বললেন, 'আপনি কি বুঝছেন না আমার ভাই কোনো ধনবতীকে বিয়ে করলেই আমার সুবিধা? আপনি যে বলছেন সে আমার ওপর বসে খাচ্ছে, তাই যদি সত্যি হয়, তা হলে আমার একমাত্র ইচ্ছা হবে তাকে ঘাড়ের ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলা; আর তার বিয়ের পথে বাধার সৃষ্টি করা মানে আমার নিজেরই অসুবিধা বাড়িয়ে তোলা।'

ডাক্তার বললেন, 'আমার খুব ইচ্ছা আপনি আপনার সব অসুবিধার কথা আমাকে বলেন। আমি যদি ওকে আপনার ওপরই ফেলে দিই, তা হলে নিশ্চয়ই অন্ততঃ ওর বোঝা বইতে আপনাকে সাহায্য করা উচিত। অতএব আপনি অনুমতি দিলে বলতে পারি, আপাততঃ আপনার ভায়ের ভরণ পোষণের জন্য আমি কিছু টাকা আপনার হাতে দেব।'

মিসেস মণ্টগোমারি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। পরিষ্কার বোঝা গেল তিনি ভাবছেন ডাক্তার তামাসা করছেন। কিন্তু একটু পরেই যখন বুঝলেন ডাক্তার তামাসা করছেন না তখন অত্যন্ত গভীর বেদনা বোধ করলেন; তিনি মৃদুস্বরে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে আপনার ওপর আমার খুব বেশী-রকম রাগ করা উচিত।'

'কারণ আমি আপনাকে টাকা দিতে চেয়েছি? ওটা একটা কুসংস্কার।' বললেন ডাক্তার। 'আমাকে আবার এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে দিতেই হবে,

এসে তখন আপনার সঙ্গে এসব বিষয়ে আলোচনা করব। আপনার বোধ হয় মেয়েও আছে?'

'আমার দুটি মেয়ে।' বললেন মিসেস মণ্টগোমারি।

ডাক্তার বললেন, 'ওরা যখন বড় হবে আর তাদের বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করবে, তখন দেখবেন তাদের ভাবী স্বামীদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে আপনি কি রকম উদ্বেগ বোধ করবেন। আপনার সঙ্গে আমার আজকের এই সাক্ষাৎকারের তাৎপর্য আপনি তখন বুঝবেন।'

'আপনি একথা ভাববেন না যে মরিসের নৈতিক চরিত্র খারাপ।'

ডাক্তার বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'নীতির দিক দিয়ে তৃপ্তি পাবার জন্য একটা জিনিস আমি খুব ইচ্ছা করি। আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই "মরিস বিশ্রীরকম স্বার্থপর"।'

গম্ভীর এবং সুস্পষ্ট স্বরে ডাক্তার এই শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন। তারা যেন মিসেস মণ্টগোমারির অশান্ত দৃষ্টির সামনে একটি বাস্তব মূর্তি ধারণ করল। তিনি যেন এই মুহূর্তটির দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। তারপর চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'আপনি আমাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিচ্ছেন, ডাক্তার। হাজার হোক, সে আমার সহোদর ভাই, এবং তার নানা কাজে দক্ষতা—' শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠল, আর ডাক্তার টের পাবার আগেই তাঁর দুচোখ বেয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়ল।

ডাক্তার বললেন, 'তার দক্ষতা প্রথম শ্রেণীর। তার জন্য একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র যোগাড় করে দিতে হবে।' বলে তিনি যে মিসেস মণ্টগোমারির মর্ম বেদনার কারণ হয়েছেন সেজন্য গভীর মর্যাদার সঙ্গে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর বলতে লাগলেন 'এসবই আমার ঐ বেচারা ক্যাথেরিনের জন্য। আপনি তাকে চিনুন, জানুন; তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

মিসেস মণ্টগোমারি তাঁর চোখেব জল মুছে ফেললেন, আর তাঁর হঠাৎ দুর্বলতার জন্য একটু লজ্জা বোধ করলেন। বললেন, 'আপনার মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হলে খুশী হবো।' তারপর এক মুহূর্ত বাদেই যোগ দিলেন 'দেখবেন সে যেন মরিসকে বিয়ে না করে।'

ডাক্তার স্লোপার বিদায় নিয়ে যখন বেরিয়ে পড়লেন তখনও তাঁর কানের পাশে গুঞ্জন করতে লাগলঃ 'দেখবেন সে যেন মরিসকে বিয়ে না করে।' যে মানসিক তৃপ্তি তিনি চেয়েছিলেন, এই শব্দগুলো থেকে তিনি তা পেলেন, এবং মিসেস মণ্টগোমারির পারিবারিক মর্যাদাবোধে আঘাত দেবার বিনিময়েই পাওয়া গেছে বলেই যেন তাদের মূল্য তাঁর কাছে বেশী বলে মনে হলো।

পনেরো

ক্যাথেরিনের আচরণ ডাক্তারের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছিল; তাঁর মনে হয়েছিল হৃদয়ঘটিত এই সংকটে ক্যাথেরিন যেন অস্বাভাবিক রকম নিষ্ক্রিয়। ডাক্তারের সঙ্গে মরিসের সাক্ষাৎকারের আগের দিন লাইব্রেরিতে যে দৃশ্যের অবতারণা ঘটেছিল, তারপর ক্যাথেরিন ডাক্তারের সঙ্গে আর কথা বলে নি; এবং একটি সপ্তাহ কেটে গেছে, কিন্তু তার আচরণ-ভঙ্গির কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। অনুকম্পার জন্য কোনোরকম আবেদনের ইঙ্গিতমাত্র তার আচরণে ছিল না, এবং ক্যাথেরিনের সঙ্গে তিনি যে রূঢ় ব্যবহার করেছেন, খানিকটা উদারতা দেখিয়ে তিনি যে তার ক্ষতিপূরণ করবেন এমন সুযোগ মেয়েটা তাঁকে দিল না বলে তিনি বরং একটু দুঃখিতই হলেন। ক্যাথেরিনকে ইউরোপ ভ্রমণে নিয়ে যাবার কথা তুলবেন বলে একটু একটু ভেবেছিলেন ডাক্তার স্লোপার, কিন্তু ঠিক করেছিলেন তিনি তা করবেন শুধু ক্যাথেরিনের মনে তার বিরুদ্ধে নীবব অভিযোগ জমা হয়েছে বলে মনে হলেই। তাঁব মনে একটা ধারণা ছিল ক্যাথেরিন নীরব ভর্ৎসনায় দক্ষতা দেখাবে, কিন্তু তেমন কিছুর সম্মুখীন হতে হলো না দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। ক্যাথেরিন খোলাখুলি বা আভাসে ইঙ্গিতে কিছুই বলল না; এবং বরাবরই সে কম কথা বলে, কাজেই তার এখনকার গাম্ভীর্য থেকে বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। তাছাড়া ক্যাথেরিন বেচারা যে গোমড়া মুখে বসে থেকে রাগ প্রকাশ করবে, তেমন ভাবের অভি-ব্যক্তির ক্ষমতা তার ছিল না; সে সহজ সরলভাবে শুধু ধৈর্য ধরে রইল। অবশ্য সে তার অবস্থার সম্বন্ধেই চিন্তা করছিল, কিন্তু নিতান্তই ধীর এবং নিরুত্তাপভাবে।

ডাক্তার মনে মনে বললেন, 'আমি যা করতে বলেছি, ক্যাথেরিন ঠিক তাই করবে।' আর ভাবলেন তাঁর মেয়ে মোটেই তেজস্বিনী নয়। ক্যাথেরিনের দিক থেকে প্রতিরোধ এসে ব্যাপারটা আরেকটু উপভোগ্য হয়ে উঠুক এই তিনি চেয়েছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু আগেও যেমন বলতেন এখনও তেমনি মনে মনে বললেন মাঝে মাঝে সাময়িক উদ্বেগ একটু আধটু থাকলেও পিতৃত্ব করায় মোটের ওপর তেমন উত্তেজনা নেই।

ইতিমধ্যে ক্যাথেরিন একটি অত্যন্ত বিভিন্ন রকমের আবিষ্কার করে ফেলেছিল; সে খুব স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে পিতার কাছে ভালো মেয়ে হবার চেষ্টা একটি অত্যন্ত উত্তেজনাময় অভিজ্ঞতা। তার সম্পূর্ণ নূতন অনুভূতিকে বলা যায় তার নিজেরই ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা।

পরের ওপর নজর রাখার মতোই সে নিজের ওপর নজর রাখতে লাগল, আর সবিস্ময়ে ভাবতে লাগল এর পর সে কি করবে। এই অন্য লোকটি—যে সে নিজেও বটে, সে নয়ও বটে--যেন হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে এবং অপরীক্ষিত কার্যাবলী সম্বন্ধে তার মনে স্বাভাবিক কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে।

কয়েকদিন বাদে ক্যাথেরিনকে চুম্বন করে তার বাবা বললেন, 'আমার এমন একটি ভালো মেয়ে আছে ভাবতেও আমার বড় ভালো লাগছে।'

অন্যদিকে ফিরে ক্যাথেরিন বলল, 'ভালো হতে আমি চেষ্টা করছি, বাবা।' তার বিবেক তখন সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়।

ডাক্তার বললেন, 'তোমার যদি আমাকে কিছু বলবার থাকে, তাহলে ইতস্ততঃ করবার কোন দরকার নেই জেনো। তোমাকে যে এমন চুপচাপ থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ঘন ঘন টাউনসেণ্ড আমাদের আলোচনার বিষয় হবে এ আমার খুব পছন্দ নয়, কিন্তু ওর সম্বন্ধে যখনই বিশেষ কোনো কথা তোমার বলবার থাকবে আমি তা খুশী হয়ে শুনব।'

ক্যাথেরিন বলল, 'ধন্যবাদ। বর্তমানে আমার বিশেষ কিছুই বলবার নেই।'

ডাক্তার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন না মরিসের সঙ্গে তার আবার দেখা হয়েছে কিনা, কারণ তাঁর মনে হলো দেখা হয়ে থাকলে ক্যাথেরিন নিজেই তাঁকে বলত। বাস্তবিকই ক্যাথেরিন তার সঙ্গে দেখা করে নি, শুধু একটা লম্বা চিঠি লিখেছিল মাত্র। তার মনে হয়েছিল চিঠিখানা লম্বা, কিন্তু মরিসের তা মনে হয় নি। পাঁচ পৃষ্ঠা চিঠি, চমৎকার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা। ক্যাথেরিনের হাতের লেখা ছিল সুন্দর, সেজন্য একটু গর্বও ছিল তাঁর মনে। নকল করতে সে খুব ভালবাসত, নিজের হাতে নকল করা লেখার কয়েকখানা বাঁধানো খাতাও তার ছিল। এই খাতাগুলো সে তার প্রেমিককে দেখিয়েওছিল যখন সে তীব্র ভাবে অনুভব করেছিল প্রেমিকের কাছে তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। মরিসকে সে লিখে জানিয়েছিল তার বাবা বলেছেন সে যেন মরিসের সঙ্গে আর দেখা না করে, এবং তাকে অনুরোধ করেছিল সে মন ঠিক করবার আগে মরিস যেন এবাড়িতে আর না আসে। মরিস এই চিঠির জবাবে একটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠিতে তাকে প্রশ্ন করেছিল সে আর কি সম্বন্ধে মন ঠিক করবে? দুসপ্তাহ আগেই কি তার মন ঠিক করা হয়ে যায় নি, আর এও কি সম্ভব যে ক্যাথেরিন এখন তাকে বর্জন করবার কথা ভাবছে? তাদের অগ্নি-পরীক্ষার একেবারে শুরুতেই কি সে ভেঙে পড়তে চাইছে, বিশ্বস্ততার এত অঙ্গীকার দেওয়া-নেওয়ার পর? ডাক্তার স্লোপারের সঙ্গে তার নিজের সাক্ষাৎ কারের বর্ণনাও সে তার চিঠিতে দিল অবশ্য আমরা যে বর্ণনা দিয়েছি তার

সঙ্গে সব বিষয়ে মরিসের চিঠির বর্ণনার মিল ছিল না। মরিস লিখেছিল, 'তিনি ভীষণ মারমুখো হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তুমি তো আমার আত্ম-সংযমের কথা জানো। যখন মনে হয় তোমার এই দুঃসহ বন্দিদশায় তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার সাধ্যায়ত্ত, তখনই আমার এই আত্ম-সংযমের বেশী প্রয়োজন।' এর জবাবে ক্যাথেরিন লিখেছিল একটি তিন লাইনের চিঠিঃ 'আমি বড় অসুবিধায় আছি; আমার ভালোবাসায় অবিশ্বাস কোরো না; আমাকে একটু অপেক্ষা করতে আর ভাবতে দাও।' ভারি বোঝার চাপে আমরা যেমন গতিহীন হয়ে পড়ি, পিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং তাঁর মতের বিরুদ্ধে তার নিজের মত খাড়া করার চিন্তাটাও তেমনি ক্যাথেরিনকে দমিয়ে রেখেছিল। প্রেমাস্পদকে বর্জন করার কল্পনা তার মনে স্থান পায় নি, কিন্তু প্রথম থেকেই সে নিজেকে এইটে বোঝাতে চেয়েছে যে এই সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এ আশ্বাসটা ছিল অস্পষ্ট, কারণ তার বাবার মতের পরিবর্তন হবে এই নিশ্চিত বিশ্বাস এর পিছনে ছিল না। তার মনে শুধু এই একটি ধারনা ছিল যে সে নিজে খুব ভালো হলে কোনো রহস্যময় উপায়ে অবস্থার উন্নতি ঘটবে। ভালো হতে হলে তাকে সহিষ্ণু এবং শ্রদ্ধাবতী হতে হবে, এবং বাবার সম্বন্ধে রূঢ় ধারণা পোষণ অথবা খোলাখুলিভাবে তার বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ক্যাথেরিন ভেবেছিল বাবা যা ভেবেছেন, তা ভাবা মোটের ওপর হয়তো তাঁর পক্ষে ঠিকই হয়েছে। অবশ্য ক্যাথেরিনের এরূপ ভাববার মানে এই নয় যে তাকে বিয়ে করতে চাওয়ার পিছনে মরিসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি যা ভেবেছেন তা ঠিক; ক্যাথেরিনের মনে হয়েছিল সন্তানদের কল্যাণ সম্বন্ধে যে বাবা-মায়েরা মাথা ঘামান, তাঁদের বোধ হয় সন্দেহপ্রবণ হওয়া আর অবিচার করাই স্বাভাবিক, এমনকি বাঞ্ছনীয়। মরিস যেমন খারাপ লোক বলে তার বাবার ধারণা, ক্যাথেরিনের মনে হলো পৃথিবীতে তেমন খারাপ লোক সত্যিই আছে, আর মরিসের সে রকম খারাপ লোক হবার যদি এতটুকুও সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেই সম্ভাবনার কথাটা বিবেচনা করা ডাক্তারের পক্ষে উচিতই হয়েছে। ক্যাথেরিন জানে খাঁটি প্রেম আর সত্যের আলো রয়েছে মরিসের দুটি চোখে; ক্যাথেরিন যা জেনেছে ডাক্তারের পক্ষে তা জানা সম্ভব হয় নি, কিন্তু দৈব কৃপায় কখনো হয়তো তা সম্ভব হয়ে যাবে। তার সমস্যার সমাধানে দৈবের ওপর অনেকখানি নির্ভর করত ক্যাথেরিন। বাবাকে কোনো রকম জ্ঞান দানের কথা ক্যাথেরিন ভাবতেই পারত না; বাবার অবিচার এবং ভুলের মধ্যেও যেন এমন কিছু ছিল যাকে উচ্চ মর্যাদা দিতে হয়। কিন্তু সে ভাবত সে অন্তত ভালো হতে পারে, আর সে যদি যথেষ্ট ভালো হয় তাহলে দৈব কৃপাতেই মিটে যাবে সমস্ত দ্বন্দ্ব, বিরোধ থাকবে না তার বাবার

স্কুলের মর্যাদার সঙ্গে তার আপন বিশ্বাসের মাধুরীর, এবং তার পিতার প্রতি কর্তব্যের সঙ্গে মরিসের ভালোবাসা উপভোগের। এ বিষয়ে ক্যাথেরিন বেচারা মিসেস পেনিম্যানকে তার জ্ঞানদাত্রী বা পরামর্শদাত্রী রূপে পেলে খুশী হতো, কিন্তু এ ভূমিকায় নামবার জন্য তিনি পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলেন না। এই ছোট্ট নাটকটির ভাবাবেগময় আবহাওয়াটি তার এত বেশী ভালো লাগছিল যে তার অবসান ঘটাবার ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি চাইলেন এ নাটকের জটিলতা আরেকটু বাড়ুক, এবং তিনি তাঁর ভাইঝিকে যে পরামর্শ দিলেন তাতে ফলটা সেইরকম হবার দিকে ঝুঁকেছে বলে তাঁর মনে হলো। তাঁর পরামর্শগুলো অসংলগ্ন, একদিনের সঙ্গে অন্যদিনেরটার অমিল ; শুধু আগাগোড়াই তাঁর মোদ্দা কথাটা এই যে ক্যাথেরিনের চমকপ্রদ একটা কিছু করা উচিত।

'তোমাকে একটা কিছু করতে হবে, বাছা। তোমার এই অবস্থায় সব চেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে কিছু একটা করা, নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা নয়।' বললেন তিনি। তাঁর ধারণা তাঁর ভাইঝিটির সুযোগ পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করার যোগ্যতা নেই। তাঁর আসল ইচ্ছেটা ছিল মেয়েটা যেন গোপনে মরিসকে বিয়ে করে আর তাইতে তিনি কন্যাপক্ষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। তিনি তাঁর কল্পনার চোখে দেখেছিলেন ভূগর্ভস্থ কোনো ভজনালয়ে ক্যাথেরিন আর মরিসের বিবাহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সে ধরনের ভজনালয় নিউ ইয়র্ক শহরে খুব যে সুলভ ছিল তা নয়, কিন্তু তাতে মিসেস পেনিম্যানের কল্পনা কিছুমাত্র বাধা পায় নি। তাঁর ভাবতে ভালো লাগত ক্যাথেরিন আর মরিস, এই অপরাধী প্রেমিক যুগলকে বিবাহ অনুষ্ঠানের পরেই দ্রুতগামী গাড়িতে চড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শহরের উপকণ্ঠে কোনো এক অজানা বাড়িতে, সেখানে তিনি পুরু ওড়নায় মুখ ঢেকে লুকিয়ে চুরিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। সেখানে প্রেমিক যুগল প্রেমের জন্য অনেক অসুবিধা হাসিমুখে সহ্য করবে, আর বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের তিনিই হবেন একমাত্র মাধ্যম, তারপর একদিন একটি মনোরম নাটকীয় দৃশ্যে তাঁর ভায়ের সঙ্গে এদের পুনর্মিলন ঘটবে, আর সেই দৃশ্যে তাঁরই হবে মুখ্য ভূমিকা। মিসেস পেনিম্যান এখনও সোজাসুজি ক্যাথেরিনকে বিয়ের পরামর্শটা দিলেন না, কিন্তু মরিস টাউনসেন্ডের চোখের সামনে তাদের বিবাহিত জীবনের একটি সুন্দর ছবি আঁকতে চেষ্টা করলেন। মরিসের সঙ্গে তিনি প্রতিদিন যোগাযোগ রাখতেন, ওয়াশিংটন স্কোয়্যারের প্রতিদিনের হালচালের খবর তিনি তাকে চিঠিতে লিখে জানাতেন। তিনি মরিসকে লিখেছিলেন এ বাড়ি থেকে সে নির্বাসিত হয়েছে বলেই তিনি তার সঙ্গে দেখা করছেন

না; শেষ পর্যন্ত তিনি লিখলেন তিনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উৎসুক। এই সাক্ষাৎকার হওয়া সম্ভব কোনো নিরপেক্ষ স্থানে, এই স্থানটি ঠিক করবার আগে তিনি অনেক মাথা ঘামালেন। একবার তাঁর মন ঝুঁকেছিল গ্রীনউডের দিকে, কিন্তু বড় বেশি দূর বলে তিনি গ্রীনউডকে বাতিল করে দিলেন; তিনি ভাবলেন সন্দেহের উদ্রেক না করে অতক্ষণ বাইরে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। অবশেষে সাক্ষাতের স্থান তিনি ঠিক করলেন সেভেন্থ অ্যাভিনিউতে একটি নিগ্রো পরিচালিত রেস্তোরাঁয়, এই রেস্তোরাঁটি সম্পর্কে তাঁর আর কোনো রকম অভিজ্ঞতাই ছিল না, শুধু পথ দিয়ে যেতে যেতে একদিন তাঁর চোখে পড়েছিল মাত্র। মরিসের সঙ্গে সেখানে দেখা করবার সময় ঠিক করে নিয়ে তিনি পুরু ওড়নায় মুখ ঢেকে সন্ধ্যাবেলায় সেখানে গেলেন। তাঁকে মরিসের জন্য আধঘণ্টা প্রতীক্ষা কবতে হলো, কারণ মরিসকে প্রায় শহরের পুরো প্রস্থটাই অতিক্রম করে আসতে হয়েছিল। কিন্তু এই প্রতীক্ষা তাঁর ভালই লাগল, তাঁর মনে হলো এর ফলে পরিস্থিতিটা আরো বেশি উত্তেজনাময় হয়ে উঠছে। তিনি এক পেয়ালা চায়ের অর্ডার দিলেন। চা এলে দেখা গেল অত্যন্ত খারাপ; কিন্তু তাতে তিনি খুশিই হলেন, ভাবলেন একটি রোমান্টিক ব্যাপারে দুঃখ সহ্য করছেন। শেষকালে মরিস এসে যখন উপস্থিত হলো, তখন তাকে নিয়ে তিনি বসে আধঘণ্টা কাটালেন রেস্তোরাঁর পেছন দিকের এক অন্ধকাব কোণে, এমন মধুর আধঘণ্টা অনেক বছরের ভেতর তিনি উপভোগ করেন নি বললে একটুও বাড়াবাড়ি হবে না। পরিস্থিতিটা তাঁর কাছে বাস্তবিকই রোমাঞ্চকর বলে মনে হলো; মরিস যখন ভাপে সেদ্ধ করা ঝিনুকের মাংস আনিয়ে তাঁর সামনে খেতে শুরু করল, সেটাও তাঁর মোটেই এই পরিস্থিতিব সঙ্গে বেমানান বলে মনে হলো না। এই আহারের তৃপ্তিটুকু মরিসের মেজাজ ঠিক রাখার জন্য বিশেষ দরকার ছিল, কারণ মিসেস পেনিম্যান সম্বন্ধে তার মনে হতো তিনি যেন তার গাড়ির পাঁচ নম্বর চাকা। গুণের দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর কোনো তরুণীকে বিশেষ মর্যাদা দেবার উদার প্রচেষ্টা কবতে গিয়ে ধমক খেলে নানা গুণে গুণী ভদ্রলোকের মেজাজ যেমন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক, মরিসের ঠিক তেমনিই হয়েছিল; এই শুষ্ক মহিলাটির ইঙ্গিতপূর্ণ সহানুভূতি থেকে সে কার্যতঃ কোন রকম স্বস্তি পাচ্ছিল না। তার বিশ্বাস ছিল ভান করাই এঁর স্বভাব; এবং এধরনের মানুষকে সহজেই চিনতে পারে বলেই সে মনে করত। ওয়াশিংটন স্কোয়্যারে নিজের দাঁড়াবার জায়গা করে নেবার মতলবেই সে প্রথমে মিসেস পেনিম্যানের কথায় কান দিত আর তাঁর প্রিয়পাত্র হবার চেষ্টা করত; এখন মোটামুটি ভদ্রতা বজায় রাখতেও তাকে বেশ চেষ্টা করতে হচ্ছিল। তাঁকে এক অদ্ভুত, সৃষ্টিছাড়া বুড়ী বলতে পারলে তার তৃপ্তি হতো; তার এক একবার

ইচ্ছা হচ্ছিল তাঁকে বাড়ি ফিরবার বাসে তুলে দিতে। যাই হোক, আমরা জানি মরিসের নিজেকে সংযত রাখবার ক্ষমতা ছিল, আর ছিল সব সময় অমায়িক হবার চেষ্টা; তাই মিসেস পেনিম্যানের হাবভাব কথাবার্তা তার অশান্ত স্নায়ুগুলোকে আরো বেশি উত্তেজিত করে তুললেও সে তাঁর কথাগুলো এমন গম্ভীরভাবে মর্যাদা দেখিয়ে শুনতে লাগল যে ভদ্রমহিলা তাতে বেশ প্রীতি লাভ করলেন।

ষোলো

অনতিবিলম্বেই ক্যাথেরিনের প্রসঙ্গ আলোচিত হতে থাকলে মরিস জিগ্যেস করল, 'ক্যাথেরিন কি আমাকে কোনো খবর পাঠিয়েছে—অথবা অন্য কিছু?' মনে হলো তার ধারণা ক্যাথেরিন হয় তো তাকে তার কোনো ছোট্ট অলঙ্কার বা তার চুলের একটি গুচ্ছ পাঠিয়েছে।

মিসেস পেনিম্যান বড় বিব্রত বোধ করলেন, কারণ তিনি ক্যাথেরিনকে তাঁর এই সাক্ষাৎকার-অভিযানের কথা বলেন নি। তিনি বললেন, 'না, বার্তা পাঠায় নি কিছু। আমি তা চাই নি তার কাছে, পাছে তার মনে উত্তেজনা হয়।'

ঈষৎ তিক্ত হাসি হেসে মরিস বলল, 'আমার তো ধারণা সে মোটেই উত্তেজনাপ্রবণ মেয়ে নয়।'

'সে তার চাইতে ভালো। সে ধীর, সে খাঁটি।'

'আপনার কি মনে হয় সে অটল থাকবে?'

'সেজন্য প্রাণ দিতে হলেও।'

মরিস বলল, 'আশা করি ব্যাপারটা অতদূর পর্যন্ত গড়াবে না।'

'সব চেয়ে বেশি খারাপ ব্যাপারের জন্যই আমাদের তৈরী থাকতে হবে। আমি সেই বিষয়েই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'সেই সব চেয়ে বেশি খারাপটা কি?'

'আমার ভায়ের কঠিন, বুদ্ধিপ্রধান স্বভাব।' বললেন মিসেস পেনিম্যান।

'অসহ্য!'

'এতটুকু দরদ নেই তার প্রাণে।' টীকা হিসেবে যোগ দিলেন মিসেস পেনিম্যান।

'আপনি কি বলতে চান তাঁর মত বদলাবে না?'

'তর্ক করে তাকে কখনো হারানো যাবে না। আমি তাকে বেশ ভালো করে চিনবার চেষ্টা করেছি। তাকে জব্দ করতে পারে শুধু সম্পাদিত কাজ।'

'অর্থাৎ?'

গভীর তাৎপর্যের সুরে মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'কোনো ঘটনা ঘটে গেলে সে আর তা বদলাতে পারবে না। তখন তাকে পথে আসতেই হবে। বাস্তব ঘটনা ছাড়া সে আর কিছুই গ্রাহ্য করে না; তাকে কাবু করতে হবে বাস্তব ঘটনা দিয়ে।'

মরিস তার জবাবে বলল, 'আমি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চাই, এও তো একটি বাস্তব সত্য। এই সত্য নিয়েই সেদিন তাঁর সম্মুখীন হয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তাতে মোটেই কাবু হন নি।'

মিসেস পেনিম্যান কিছুক্ষণ নীরব রইলেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'আগে তার মেয়েকে বিয়ে করো, তারপর তার সঙ্গে দেখা করো।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে মরিস বলল, 'আপনি কি সেই পরামর্শ দেন?'

মিসেস পেনিম্যান প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও তারপর বেশ সাহসের সঙ্গেই বললেন, 'আমার তো মনে হয় এই এক উপায়—গোপনে বিবাহ।' 'গোপনে বিবাহ' কথাটার তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন, কারণ কথাটা তার খুব ভাল লাগছিল।

'আপনি কি বলতে চান আমার উচিত ক্যাথেরিনকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া? যাকে বলে ইলোপ করা?'

'বাধ্য হয়ে যদি তাই করতে হয়, তাহলে তা অপরাধ নয়।' বললেন মিসেস পেনিম্যান। 'আমি তো তোমাকে বলেছি, আমার স্বামী ছিলেন এক-জন বিশিষ্ট ধর্মযাজক, তাঁর সময়কার সেরা বক্তাদের মধ্যে একজন। তিনি এক প্রেমিক যুগলের বিয়ে দিয়েছিলেন, মেয়েটি তার পিত্রালয় থেকে পালিয়ে এসেছিল। তাঁদের প্রেমের ব্যাপারে আমার স্বামী খুবই উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, এবং মোটেই ইতস্ততঃ করেন নি। এর ফল খুবই ভালো হয়েছিল। মেয়েটির বাবারও মন বদলে গিয়েছিল, এবং যুবকটিকে তিনি খুবই পছন্দ করেছিলেন; আমার স্বামী যখন তাদের বিয়ে দিয়েছিলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা সাতটা। গীর্জার ভেতরটা ছিল এমনি অন্ধকার যে ভালো করে চোখে দেখা যাচ্ছিল না। মিস্টার পেনিম্যান ওদের প্রতি সহানুভূতিতে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন।'

মরিস বলল, 'দুঃখের বিষয় ক্যাথেরিন আর আমার বিয়ে দেবার জন্য মিস্টার পেনিম্যান নেই।'

'কিন্তু আমি আছি।' বেশ জোরের সঙ্গে বললেন মিসেস পেনিম্যান।

'আমি অবশ্য অনুষ্ঠানটা করতে পারব না, কিন্তু তোমাদের সাহায্য করতে পারব। আমি তোমাদের বিয়ে দেখতে পারব।'

মরিসের মনে হলো, 'স্ত্রীলোকটি ডাহা মূর্খ।' কিন্তু মুখে সে অন্যরকম বলল, যদিও মুখের কথাটা আসলে মনের কথার চাইতে বেশি সৌজন্যপূর্ণ নয়। সে বলল, 'এই কথাটা বলবার জন্যই কি আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন?'

মিসেস পেনিম্যান নিজেও এবিষয়ে সচেতন ছিলেন যে তাঁর এই আগমনের উদ্দেশ্যটা কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট, এবং এতটা পথ কষ্ট করে হেঁটে আসার বিনিময়ে মরিসকে তিনি দেবার মতো কিছুই দিতে পারলেন না। তিনি বেশ একটু জম-কালো ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম ক্যাথেরিনের সঙ্গে যাঁর এত নিকট সম্পর্ক, তাঁকে দেখলে তুমি খুশি হবে. এবং তাকে কিছু পাঠাবার এই সুযোগকেও মূল্যবান বলে মনে করবে।'

মরিস তার শূন্য হাত দুটি সামনের দিকে বাড়িয়ে বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু পাঠাবার মতো কিছুই আমার নেই।'

'একটি কথাও পাঠাবার নেই?' শুধালেন মিসেস পেনিম্যান; তাঁর মুখে ফিরে এলো ইঙ্গিতময় হাসি।

মরিসের মুখে আবার ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। সে একটু রূঢ় ভাবেই বলে উঠল, 'তাকে বলবেন অটল থাকতে।'

'বাঃ, এইতো ভাল কথা, চমৎকার কথা। এ তাকে অনেক দিন খুশী রাখবে।' বললেন মিসেস পেনিম্যান, ফেরৎ রওনা হবার জন্য তৈরী হতে হতে। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। তিনি যে পথ ধরেছেন তার সমর্থনে যে কথাটি তিনি জোর গলায় বলতে পারবেন সেই কথাটিই তিনি পেয়ে গেলেন। বললেন, 'সমস্ত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে যদি তুমি ক্যাথেরিনকে বিয়ে করো, তাহলে তাদ্বারা তুমি আমার ভায়ের কাছে প্রমাণ করবে যে তুমি যা নও বলে সে সন্দেহের ভাণ করে তুমি ঠিক তাই।'

'আমি কি নই বলে তিনি সন্দেহের ভান করেন?'

মিসেস পেনিম্যান যেন প্রায় খেলার ছলেই শুধালেন, 'তা কি তুমি জান না?'

মরিস গম্ভীর চালে বলল, 'তা জানা আমার কোনো দরকার করে না।'

'তাতে তোমার নিশ্চয় রাগ হয়?'

'জিনিসটাকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি।'

'তাহলে জিনিসটা তুমি জানো?' মরিসের দিকে আঙ্গুল নাড়িয়ে

বললেন মিসেস পেনিম্যান। 'সে এইটে বিশ্বাস করবার ভান করে যে তার টাকার ওপর তোমার লোভ আছে।'

মরিস একটু ভেবে যেন উচিত কথাই বলছে এই ভাবে বলল, 'আমি সত্যিই তাঁর টাকা পছন্দ করি।'

'হ্যাঁ, তা করো, কিন্তু সে যে ভাবে মনে করে সে ভাবে নয়। ক্যাথেরিনের চাইতে তুমি নিশ্চয় ঐ টাকা বেশি ভালবাস না?'

টেবিলের ওপর দুই কনুই রেখে দুহাতে নিজের মাথা চেপে ধরল মরিস; অস্ফুট স্বরে বলল, 'আপনি আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছেন।' এবং এই ভদ্রমহিলার এ ব্যাপারে মাথা গলানোর ফলটা সত্যিই তাই দাঁড়িয়েছিল।

মিসেস পেনিম্যান কিন্তু তবু তাঁর নিজের কথাটাই ধরে রইলেন, বললেন, 'তার আপত্তি সত্ত্বেও যদি তুমি ক্যাথেরিনকে বিয়ে করো তাহলে সে ধরে নেবে তুমি তার কাছ থেকে কিছু আশা করো না, তার টাকা ছাড়াই তোমার চলবে। তখন সে বুঝবে তোমার প্রেম স্বার্থশূন্য।'

মরিস ঈষৎ মাথা তুলে প্রশ্ন করল, 'তাতে আমার কি লাভ হবে?'

'লাভ হবে এই যে সে বুঝবে তুমি তার টাকা পেতে চেয়েছিল, একথা ভাবা তার ভুল হয়েছিল।'

'এবং যখন তিনি দেখবেন তাঁর টাকা তিনি যা খুশি করবেন, এই আমার ইচ্ছা, তখন তিনি তাঁর সব টাকা কোনো এক হাসপাতালে দিয়ে যাবেন। এই তো আপনি বলতে চান?'

'অমন হলে ভারি চমৎকার হতো বটে, কিন্তু আমি ঠিক তা বলতে চাই নি।' বললেন মিসেস পেনিম্যান। 'আমি বলতে চাই তোমার প্রতি এমন অবিচার করার পর অবশেষে তার নিশ্চয়ই মনে হবে সেজন্য তার কিছুটা প্রায়-শ্চিত্ত করা কর্তব্য।'

মরিস মাথা নাড়ল, যদিও এই কথাটা তাব বেশ মনে লেগেছিল। সে বলল, 'আপনার কি তাঁকে এমনই আবেগপ্রবণ মানুষ বলে মনে হয়?'

'না, আবেগপ্রবণ নয়। কিন্তু তার প্রতি সুবিচার করতে গেলে বলতে হয় তার নিজস্ব সংকীর্ণ ধারা অনুযায়ী হলেও তার আছে খাঁটি কর্তব্যবোধ।'

মরিস চট করে ভেবে দেখল ডাক্তারের এই কর্তব্যবোধের কাছে ঋণী থাকার সুদূর সম্ভাবনাও কিছু আছে কিনা। ভাবতে গিয়ে ব্যাপারটাকে তার হাস্যকর বলে মনে হলো। সে বলল, 'আপনার ভায়ের আমার প্রতি কোনো কর্তব্য নেই, তাঁর প্রতি আমারও নেই।'

'কিন্তু ক্যাথেরিনের প্রতি তার কর্তব্য আছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ভেবে দেখুন সে হিসেবে ক্যাথেরিনেরও তাঁর প্রতি অনেক কর্তব্য আছে।'

মিসেস পেনিম্যান একটা সকরুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন; মনে হলো তিনি যেন ভাবছেন মরিসের কল্পনা শক্তি একেবারেই নেই। তিনি বললেন, 'সেই কর্তব্যগুলি সে সর্বদাই যথাযথভাবে পালন করেছে। আর এখন, তুমি কি মনে করো তোমার প্রতি ক্যাথেরিনের কোনো কর্তব্য নেই?' মিসেস পেনিম্যান তাঁর কথাবার্তায় সর্বদাই ব্যক্তিগত সর্বনামগুলির ওপর জোর দিয়ে থাকেন; এবারেও তাই দিলেন।

'সে কথাটা বললে খুব কর্কশ শোনাবে।' বলল মরিস। 'সে যে আমাকে ভালবেসেছে, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

'আমি তাকে বলব তুমি একথা বলেছ। আর মনে রেখো আমাকে তোমার যখনই দরকার হবে, আমি আছি।'

মিসেস পেনিম্যান এর চেয়ে বেশি আর কি বলবেন ভেবে না পেয়ে ওয়াশিংটন স্কোয়ারের দিকে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করলেন।

মরিস কয়েক মুহূর্ত রেস্তোরাঁর অমসৃণ মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে প্রশ্ন করল, 'আপনার কি বিশ্বাস ক্যাথেরিন আমাকে বিয়ে করলে তার বাবা তাকে ত্যাজ্য কন্যা করবেন?'

মিসেস পেনিম্যান স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'আমি তো তোমাকে বলেইছি কি হবে বলে আমার মনে হয়—তোমাদের বিয়ে করাটাই সব চেয়ে ভালো হবে, তাতে শেষ পর্যন্ত ফল ভালোই হবে।'

'আপনি বলতে চাইছেন ক্যাথেরিন যাই করুক না কেন, শেষ কালে পৈতৃক টাকাটা সে পাবেই?'

'সেটা নির্ভর করছে তার ওপর নয়, তোমার ওপর। তুমি যে নিস্পৃহ সাহস করে এই ভাবটাই দেখিয়ে যাও।' কায়দা করে বললেন মিসেস পেনিম্যান। মরিস এই কথাটা ভাবতে ভাবতে আবার দৃষ্টি নামিয়ে দিল মেঝের দিকে। মিসেস পেনিম্যান বলতে লাগলেন, 'মিস্টার পেনিম্যানের আর আমার কিছুই ছিল না, তবু আমরা বেশ সুখী ছিলাম। ক্যাথেরিন পেয়েছে তার মায়ের টাকা, যার পরিমাণ কিছু কম নয়।'

'ঐ টাকার কথা বলবেন না।' বলল মরিস। সত্যিই ও কথার আর দরকার ছিল না, কারণ বিষয়টা মরিস নানা দিক থেকেই ভেবে দেখেছিল।

'অস্টিন বিয়ে করেছিল একটি এমন মেয়েকে, যার টাকা আছে। তুমিই বা তাই করবে না কেন?'

'কিন্তু আপনার ভাই যে ছিলেন ডাক্তার।' বলল মরিস।

'সব যুবকই যে ডাক্তার হবে এমন কোনো কথা নেই।'

'আমার মনে হয় ডাক্তারী একটা জঘন্য পেশা।' এমন ভঙ্গিতে বলল মরিস, যেন উঁচু দরের স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিচ্ছে। তার পর মুহূর্তেই সে একটু যেন অসংলগ্নভাবেই প্রশ্ন করল, 'আপনার কি মনে হয় ক্যাথেরিনের নামে উইল করা হয়ে গেছে?'

'আমার তাই মনে হয়—কারণ ডাক্তারদেরও মৃত্যু হবেই।' বলে মিসেস পেনিম্যান যোগ দিলেন, 'উইলে বোধ হয় আমার নামেও কিছু দেওয়া আছে।'

'এবং আপনার বিশ্বাস ডাক্তার সে উইল নিশ্চয়ই বদ্‌লে ফেলবেন-ক্যাথেরিন সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ। তারপর আবার বদ্‌লে যা ছিল তাই করবে।'

'কিন্তু এর ওপর তো আর নির্ভর করা যায় না।' বলল মরিস।

মিসেস পেনিম্যান প্রশ্ন করলেন. 'তুমি কি এর ওপর নির্ভর করতে চাও?'

মরিস একটু লজ্জা পেল। বলল, 'ঠিক তা নয়, কিন্তু আমার ভয় হয় পাছে আমি ক্যাথেরিনের ক্ষতির কারণ হই।'

'আহা, তোমার ভয় পাওয়া চলবে না কিছুতেই। কোনো কিছুকেই ভয় কোরো না, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তারপর মিসেস পেনিম্যান তাঁর চায়ের দাম দিলেন, মরিস তার খাবারের দাম দিল, এবং শুরু হলো দুজনের স্বল্পালোকিত সেভেন্থ অ্যাভেনিউর জনারণ্যে একসঙ্গে হাঁটা। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছিল, রাস্তার আলোগুলো ছিল ফুটপাতের ওপর অনেক দূরে দূরে, আর ফুটপাথের ওপর ছিল অনেক গর্ত আর ফাটল। গায়ে নানারকম অদ্ভূত ছবি আঁকা একটা বাস চলে গেল এলোমেলো খোয়া ছড়ানো রাস্তার ওপর দিয়ে।

অপসৃয়মান বাসটার দিকে আগ্রহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে মরিস বলল, 'বাড়ি যাবেন কি করে?' মিসেস পেনিম্যান তার আগেই মরিসের হাত ধরেছেন।

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় এই ভাবে যেতেই ভালো লাগবে।' বলে মরিসকে এটা বুঝতে দিলেন তার এই সাহায্য তাঁর কাছে কত মূল্যবান।

মরিস তখন তাঁর সঙ্গে হেঁটে চলল শহরের পশ্চিম অংশের আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে, তারপর রাত্রিকালীন কোলাহলমুখর জনবহুল পথ পেরিয়ে এসে উপনীত হলো ওয়াশিংটন স্কোয়্যারের শান্ত সীমান্তে। মিসেস পেনিম্যানের সঙ্গে সে এক মুহূর্ত দাঁড়াল ডাক্তার স্লোপারের শ্বেতপাথরের সিঁড়ির সব

চেয়ে নীচের ধাপের পাশে, যে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেই একটি নিখুঁত নিদাগ সাদা দরজা, তার ওপর একটা ঝকঝকে রুপোর প্লেট। মরিসের মনে হলো ঐ দরজাটা যেন তারই সুখের ঘরের বন্ধ দরজার প্রতীক; তারপর সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বাড়ির ওপর দিকে একটি আলোকিত জানালার দিকে তাকাল।

মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'ওটা আমার ঘর—আমার বড় প্রিয় ছোট্ট ঘর।'

মরিস চমকে উঠল। বলল, 'তাহলে ঐ ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকতে আমাকে স্কোয়্যারের পাশ দিয়ে ঘুরে আসতে হবে না।'

'তা তোমার যেমন খুশি। কিন্তু ক্যাথেরিনের ঘরটা পিছনদিকে; তেতলায় দুটি মস্ত জানালা। আমার মনে হয় জানালাগুলো তুমি দেখতে পাবে ওপাশের রাস্তা থেকে।'

'না, ঐ জানালাগুলো আমি দেখতে চাই না।' বলে মরিস বাড়িটার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

'তা যাই হোক, ক্যাথেরিনকে আমি বলব তুমি এখানে এসেছিলে।' বললেন মিসেস পেনিম্যান, যেখানে তাঁরা দুজনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই জায়গা-টিকে দেখিয়ে। 'তুমি তাকে যা বলতে বলেছ তাও তাকে বলব—সে যেন অটল থাকে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই বলবেন। আমি তাকে ঐ কথাই লিখি।'

'লেখার চাইতে মুখের কথা অনেক বেশি জোরালো। আর মনে রেখো, তোমার যখনই আমার সাহায্য দরকার হবে, আমি আছি।' বলে মিসেস পেনিম্যান তাকালেন চারতলার দিকে।

মিসেস পেনিম্যান চলে গেলেন বাড়ির ভেতর, মরিস একা দাঁড়িয়ে রইল বাড়ির দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তের জন্য; তারপর সে স্কোয়্যারের পাশ দিয়ে ঘুরে বিষণ্ণভাবে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল কাঠের তৈরী বেড়ার কাছে। তার-পর ঘুরে দাঁড়িয়ে মিনিট খানেক ডাক্তার স্লোপারের বাসভবনটির ওপর দৃষ্টি বুলোতে লাগল, এমন কি মিসেস পেনিম্যানের লাল জানালাগুলির দিকেও তাকাল কিছুক্ষণ। তার মনে হলো বড় আরামের আশ্রয় এই বাড়িটি।

সতেরো

এই সন্ধ্যায় পিছন দিকের বসবার ঘরে বসে মিসেস পেনিম্যান ক্যাথেরিনকে বললেন মরিসের সঙ্গে তাঁর দেখা আর কথাবার্তা হয়েছে। এ খবরটা শুনে ক্যাথেরিন হঠাৎ যেন আঘাত পেয়ে চমকে উঠল। এই বোধহয় সে প্রথম রাগ করল। তার মনে হলো পিসি তার ব্যাপারে বড় বেশি নাক লগাচ্ছেন আর তাই থেকেই তার মনে একটা অস্পষ্ট ভয় ঢুকল তিনি একটা কিছু পণ্ড করবেন।

ক্যাথেরিন বলল, 'কেন তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলে, আমি তা বুঝতে পারি না। তোমার যাওয়াটা ঠিক হয় নি।'

'ওর জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়েছিল, মনে হয়েছিল আমাদের কারও উচিত ওর সঙ্গে দেখা করা।'

'আমি ছাড়া আর কারও নয়।' বলল ক্যাথেরিন। তার মনে হলো জীবনে এমন স্পর্ধা দেখিয়ে সে আর কখনো কথা বলে নি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে এও অনুভব করল যে একথা এমন করে বলে সে ঠিকই করেছে।

'কিন্তু তুমি তো ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতে না বাছা।' বললেন ল্যাভিনিয়া পিসি। 'আর তার ফলে ওর কি হতে পারত তা আমি ভাবতে পারি নি।'

ক্যাথেরিন খুব সোজাসুজিভাবে বলল, 'বাবা মানা করে দিয়েছেন বলেই আমি ওর সঙ্গে দেখা করি নি।'

এতে বাস্তবিকই এমন একটা সাবল্য ছিল যাতে মিসেস পেনিম্যান বিরক্তি বোধ করলেন। বললেন, 'তোমার বাবা যদি তোমাকে ঘুমোতে মানা করেন তাহলে তুমি বোধ হয় জেগেই কাটাবে?'

ক্যাথেরিন তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি যেন ভারি অদ্ভুত হয়ে গেছ।'

'বাছা, একদিন তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে।' বললেন মিসেস পেনিম্যান। বলে তিনি আবার যেমন সান্ধ্য খবরের কাগজ পড়ছিলেন— রোজকার মতোই প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত—তেমনি পড়তে লাগলেন। নিজেকে তিনি ঢেকে ফেললেন নীরবতার আবরণে: তাঁর প্রবল ইচ্ছা ক্যাথেরিন যেন তাঁর কাছে জানতে চায় মরিসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ। কিন্তু ক্যাথেরিন তাঁকে কোনো প্রশ্নই না করে এতক্ষণ নীরব রইল যে তিনি প্রায় ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। তিনি প্রায় বলতে যাচ্ছিলেন

ক্যাথেরিনের হৃদয় বলে কোনো পদার্থ নেই. এমন সময় ক্যাথেরিন বলল, 'মরিস কি বলল তোমাকে?'

'বলল সে তোমাকে যে কোনো দিন বিয়ে করতে রাজি, তার ফলাফল যাই হোক না কেন।'

শুনে ক্যাথেরিন কিছু বলল না। তাতে মিসেস পেনিম্যান আবার প্রায় ধৈর্য হারাবার উপক্রম করে নিজেই যেচে বললেন মরিসকে ভারি সুন্দর অথচ ভারি উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছিল।

ক্যাথেরিন শুধাল. 'তাকে কি বিষণ্ণ মনে হয়েছিল?'

মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'দেখলাম তার চোখের তলায় কালি পড়েছে। প্রথম তাকে যেমন দেখেছিলাম, তা থেকে অনেক বদলে গেছে। অবশ্য প্রথম যদি তাকে ঠিক এই রকমই দেখতাম, তাহলে যে তাকে আরো ভালো লাগত না সে কথাও বলতে পারিনে। তার দুঃখের মধ্যেও যেন কেমন একটা জমকালো রূপ আছে।'

এটুকুতেই যেন ক্যাথেরিনের চোখের সামনে একটি ছবি আঁকা হয়ে গেল, এবং এ ছবি তার মনের মতো না হলেও সে বার বার এ ছবির দিকেই তাকাতে লাগল। একটু পরেই সে প্রশ্ন করল, 'তার সঙ্গে কোথায় দেখা করেছিলে?'

'বাওয়ারি-তে একটা খাবারের দোকানে।' বললেন মিসেস পেনিম্যান। তাঁর মনে কেমন একটা ধারণা ছিল যে এ ব্যাপারে তাঁর একটু মিছে কথা বলা উচিত।

আবার একটুক্ষণ নীরব থেকে ক্যাথেরিন প্রশ্ন করল. 'জায়গাটা কোথায়?'

'তুমি কি সেখানে যেতে চাও?'

'না, না।' বলে ক্যাথেরিন তার আসন ছেড়ে উঠে চলে গেল আগুনের ধারে. আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল জ্বলন্ত কয়লাগুলোর দিকে।

অবশেষে মিসেস পেনিম্যান বললেন. 'এত শুষ্ক কেন তুমি, ক্যাথেরিন?'

'এত শুষ্ক?'

'এমন নিষ্প্রাণ উদাসীন. দরদহীন।'

ক্যাথেরিন দ্রুত তাঁর দিকে ফিরে বলল,

'একথা কি মরিস বলেছে?'

মিসেস পেনিম্যান এক মুহূর্তে ইতস্ততঃ করলেন। তারপর বললেন, 'সে কি বলেছে তা আমি বলছি তোমাকে। সে বলেছে তার একমাত্র ভয় যে তুমি ভয় পাবে।'

'কিসের ভয়?'

'তোমার বাবার।'

ক্যাথেরিন আবার আগুনের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর একটুক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'সত্যিই আমি বাবাকে ভয় করি।'

মিসেস পেনিম্যান চট্ করে তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁর ভাইঝির সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'তাহলে মরিসকে তুমি ছেড়েই দিতে চাও?'

কিছুক্ষণের জন্য ক্যাথেরিন একটুও না নড়ে জ্বলন্ত কয়লার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মাথা তুলে পিসির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আমায় তুমি এমন করে ঠেল কেন?'

'আমি তোমায় ঠেলি না। এ বিষয়ে এর আগে আমি কখন তোমাকে বলেছি?'

'আমার মনে হয় অনেকবার বলেছ।'

মিসেস পেনিম্যান খুব গম্ভীরভাবে বললেন, 'তাহলে বলাটা দরকারই হয়ে পড়েছে, ক্যাথেরিন। তুমি বোধ হয় বুঝতে পারছ না ওর তরুণ প্রেমিক হৃদয়ে হতাশার ব্যথা না দেওয়া তোমার কত বড় কর্তব্য।' বলে তিনি প্রদীপের পাশে তাঁর চেয়ারে ফিরে গেলেন, তারপর চট্ করে খবরের কাগজটা আবার হাতে তুলে নিলেন।

ক্যাথেরিন তার দুটি হাত পিছনে রেখে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে রইল তার পিসির দিকে তাকিয়ে। পিসি মিসেস পেনিম্যানের মনে হলো ভাইঝির চোখে ঠিক এমন গুরুগম্ভীর স্থির দৃষ্টি আর কখনো তিনি দেখেন নি। ক্যাথেরিন বলল, 'আমার মনে হয় না তুমি আমাকে বোঝো, কিম্বা চেনো।'

'যদি না বুঝি, না চিনি, সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। আমার ওপর তোমার বিশ্বাস বড় কম।'

এ অভিযোগ অস্বীকার করবার কোনো চেষ্টা করল না ক্যাথেরিন। এরপর কিছুক্ষণ কোনো কথা হলো না। কিন্তু মিসেস পেনিম্যানের কল্পনার চাঞ্চল্য অব্যাহতই রইল, খবরের কাগজও এক্ষেত্রে তার কল্পনাকে আটকে রাখতে পারল না। তিনি বললেন, 'তুমি যদি তোমার বাবার রাগের ভয়েই কাবু হয়ে পড়ো তাহলে জানি না আমাদের কি হবে।'

'মরিস কি তোমাকে বলেছে এসব কথা আমাকে শোনাতে?'

'সে আমাকে বলেছে আমার প্রভাব কাজে লাগাতে।'

ক্যাথেরিন বলল, 'তুমি নিশ্চয় ভুল করেছ। সে আমাকে বিশ্বাস করে।'

'আশা করি সেজন্য তাকে পস্তাতে হবে না।' বললেন মিসেস পেনিম্যান, তাঁর হাতের খবরের কাগজে চট্ করে ছোট্ট একটি চড় মেরে। তিনি বুঝতে

•পারলেন না তাঁর ভাইঝি হঠাৎ এমন একরোখা আর প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল কেন।

ক্যাথেরিনের এই ভাবটা অচিরেই আরো প্রকট হয়ে উঠল। সে বলল, 'মিস্টার টাউনসেণ্ডের সঙ্গে আর কখ্খনো এভাবে দেখা কোরো না। আমার মনে হয় না এটা ঠিক।'

মিসেস পেনিম্যান খুব ভারিক্কি চালে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'বাছা, তুমি কি আমাকে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী বলে সন্দেহ করো?'

ক্যাথেরিন লজ্জা পেয়ে বলল, 'আঃ, ল্যাভিনিয়া পিসি!'

'আমাকে উচিত-অনুচিত শেখানো তোমার কাজ নয় বলেই আমার মনে হয়।'

এ বিষয়ে ক্যাথেরিন তার পিসিকে ছেড়ে কথা বলল না। বলল, 'কাউকে ঠকানো কখনোই উচিত হতে পারে না।'

'তোমাকে আমি নিশ্চয়ই ঠকাই নি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি আমার বাবাকে কথা দিয়েছিলাম- '

'তুমি দিয়েছিলে, কিন্তু আমি তাকে কোনো কথা দিই নি।'

ক্যাথেরিন এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলো; কথাটার সত্যতা সে নীরবে মেনে নিল। তারপর বলল, 'মিস্টার টাউনসেণ্ডের নিজেরও এটা অপছন্দ বলেই আমার বিশ্বাস।'

'আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ সে পছন্দ করে না?'

'গোপনে সাক্ষাৎ পছন্দ করে না।'

'গোপনে নয় তো। সে জায়গায় অনেক লোক ছিল।'

'কিন্তু জায়গাটা তো গোপন। অনেক দূরে বাওয়ারিতে।'

মিসেস পেনিম্যান একটু সংকুচিত হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'ভদ্রলোকেরা এসব ভালোবাসেন। আমি জানি ভদ্রলোকদের কি পছন্দ।'

'বাবা জানলে পছন্দ করতেন না।'

'তুমি কি তোমার বাবার কাছে সব বলে দিতে চাও?'

'না, পিসি. কিন্তু আর এরকমটি কোরো না।'

'আবার যদি করি, তাহলে তুমি তাকে জানিয়ে দেবে; এই কি তুমি বলতে চাও? তোমার বাবাকে আমি তোমার মতো ভয় করি না; আমার নিজের দিকটা কি ভাবে ঠিক রাখতে হয় তা আমি জানি। কিন্তু তোমার হয়ে আমি নিশ্চয়ই আর কিছু করব না; তুমি বড় অকৃতজ্ঞ। আমি জানতাম তুমি স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাবের নও, কিন্তু তুমি দৃঢ় বলেই আমার বিশ্বাস ছিল, আর

তোমার বাবাকেও আমি তাই বলেছিলাম। তুমি আমাকে হতাশ করেছ, কিন্তু তোমার বাবা হতাশ হবে না।'

এই বলে মিসেস পেনিম্যান তাঁর ভাইঝিকে খুব সংক্ষেপে সে রাতের মতো বিদায় জানিয়ে তাঁর নিজের ঘরে চলে গেলেন।

আঠারো

এক ঘন্টার বেশি সময় ক্যাথেরিন বসবার ঘরে আগুনের ধারে একা বসে রইল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে। পিসিকে তার বোকা আর পরের ব্যাপারে বড় বেশি উৎসাহী বলে মনে হলো, এবং মিসেস পেনিম্যানের চরিত্রটি অমন পরিষ্কারভাবে দেখে তার সম্বন্ধে অমন একটা স্পষ্ট ধারণায় উপনীত হবার ফলে তার নিজেকে যেন বেশী বয়সী আর গম্ভীর বলে মনে হলো। পিসি যে তাকে দুর্বল বলেছেন, তাতে সে আপত্তি অনুভব করে নি; তার মনে তা কোনো দাগই কাটে নি, কারণ দুর্বলতা-বোধ তার ছিল না, এবং পিসি তার গুণের মূল্য বুঝতে পারেন নি বলে সে আহতও বোধ করে নি। বাবার ওপর ছিল তার অসীম শ্রদ্ধা, এবং তার মনে হলো তাঁকে অসন্তুষ্ট করা কোনো মহান মন্দিরের মর্যাদা হানি করার মতোই অপরাধ হবে; কিন্তু তার উদ্দেশ্যটি ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগিয়ে এসেছে, এবং তার বিশ্বাস তার প্রার্থনার আন্তরিকতায় তার অপরাধ ধুয়ে মুছে গেছে। সন্ধ্যা ঘনাতে লাগল, প্রদীপের শিখা জ্বলতে লাগল মৃদু মৃদু, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই; তার দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ তার ভীষণ পরিকল্পনাটির ওপর। সে জানত তার বাবা তখন তাঁর পড়ার ঘরে, সারা সন্ধ্যা তিনি সেখানেই রয়েছেন; ক্ষণে ক্ষণে সে তাঁর নড়াচড়ার শব্দ শুনবার আশা করতে লাগল। তার মনে হলো বাবা হয়তো বসবার ঘরের ভেতর চলে আসবেন, যেমন আগে এসে পড়তেন মাঝে মাঝে। অবশেষে ঘড়িতে এগারোটা বাজল, সারা বাড়ি নীরবতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল; দাস দাসীরা তার আগেই ঘুমোতে চলে গেছে। ক্যাথেরিন উঠে আস্তে আস্তে লাইব্রেরির দরজার কাছে চলে গেল, সেখানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর দরজার গায়ে টোকা দিয়ে আবার অপেক্ষা করতে লাগল। তার বাবা তার টোকা শুনে সাড়া দিয়েছিলেন, কিন্তু দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে তার সাহস হলো না। পিসিকে সে ঠিক কথাই বলেছিল, বাবাকে সে ভয় করত; তার মনে যে দুর্বলতা বোধ নেই বলেছিল, তার মানে এই যে সে নিজেকে

ভয়•করত না। ক্যাথেরিন ঘরের ভেতর তার বাবার নড়াচড়ার আওয়াজ শ্নতে পেল; তিনি এসে ক্যাথেরিনের জন্য দরজা খ্লে দিলেন।

'কি ব্যাপার? তুমি ওখানে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন?' প্রশ্ন করলেন ডাক্তার।

ক্যাথেরিন ঘরের ভেতর ঢুকে গেল, কিন্তু যে কথা সে বলতে এসেছিল, সেই কথাটুকু বলতে তার বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগে গেল। তার বাবার পরনে ছিল ড্রেসিং গাউন আর পায়ে স্লিপার; তিনি তাঁর লেখার টেবিলে কাজ করছিলেন, মেয়ে কি বলে শ্নবার জন্য কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে সেই টেবিলেই ফিরে গিয়ে আবার তাঁর কাগজপত্রে মন দিলেন। তিনি বসে ছিলেন মেয়ের দিকে পিছন ফিরে; ক্যাথেরিন কাগজের ওপর তাঁর কলমের আঁচড়ের আওয়াজ শ্নতে পেল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ক্যাথেরিনের বুকের ভেতরটা ধুক্ ধুক্ করতে লাগল; বাবা যে তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে রয়েছেন এতে সে খুশীই হলো, কারণ তার মনে হলো বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার চাইতে পিছন দিক থেকে কথা বলাই তার পক্ষে বেশি সহজ হবে।

কিছুক্ষণ পর সে বলল, 'তুমি বলেছিলে মিস্টার টাউনসেন্ড সম্বন্ধে আমার আরো কিছু বলবার থাকলে তুমি তা শ্নলে খুশী হবে।'

'সত্যিই খুশী হবো।' বললেন ডাক্তার। তিনি পিছন ফিরে তাকালেন না, কিন্তু লেখা থামালেন।

কলমটা চলতে থাকলেই ভালো হতো ভাবতে ভাবতে ক্যাথেরিন বলল, 'ভেবেছিলাম তোমাকে বলব তার সঙ্গে আমি আর দেখা করি নি, কিন্তু দেখা করতে পারলে খুশী হবো।'

'তার কাছ থেকে বিদায় নিতে?' শুধালেন ডাক্তার।

ক্যাথেরিন এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে বলল, 'সে তো চলে যাচ্ছে না।'

ডাক্তার তাঁর চেয়ারের ওপর বসেই আস্তে আস্তে ঘুরলেন, তাঁর মুখের হাসিতে যেন ক্যাথেরিনের ওপর ঈষৎ দোষারোপের ইঙ্গিত রয়ে গেছে।

'তাহলে তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাও তার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে নয়?' বললেন তিনি।

'না, বাবা, বিদায় নেবার জন্য নয় অন্ততঃ চিরদিনের জন্য নয়।' বলে ক্যাথেরিন আবার বলল, 'আমি তার সঙ্গে আর দেখা করি নি, কিন্তু দেখা করতে ইচ্ছা করে।'

ডাক্তার তাঁর কলমের পালকটি আস্তে আস্তে অধরোষ্ঠের ওপর বুলিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি তাকে চিঠি লিখেছ?'

'হ্যাঁ, চার বার।'

'তাহলে তাকে বাতিল করে দাওনি?'

'না। আমি তাকে অনুরোধ করেছি—অনুরোধ করেছি অপেক্ষা করতে।'

ডাক্তার তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইলেন যে ক্যাথেরিনের ভয় হলো তিনি এখনই রাগে ফেটে পড়বেন। কিছুক্ষণ ঐ ভাবে তাকিয়ে থেকে অবশেষে তিনি বললেন, 'তুমি আমার বিশ্বস্ত, লক্ষ্মী মেয়ে। এসো আমার কাছে।' বলে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি ক্যাথেরিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

কথাগুলো বড় বিস্ময় জাগাল, অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠল ক্যাথেরিনের মন। ক্যাথেরিন তার বাবার কাছে এগিয়ে যেতে তিনি পরম আদরে জড়িয়ে ধরে তাকে চুম্বন করলেন। তারপর তাকে বললেনঃ

'তুমি কি আমাকে খুব খুশী করতে চাও?'

ক্যাথেরিন বলল, 'করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে তা বোধ হয় করতে পারব না।'

'ইচ্ছা করলেই পারবে। সবই নির্ভর করছে তোমার ইচ্ছার ওপর।'

'কিসের ইচ্ছা? তাকে বর্জন করবার?'

'হ্যাঁ, তাকে বর্জন করবার।'

ডাক্তার তখনও সস্নেহে ক্যাথেরিনকে হাত দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে, ক্যাথেরিন অন্যদিকে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টি এড়াচ্ছিল। অনেকক্ষণ কারও মুখে কথা নেই; ক্যাথেরিনের মনে হতে লাগল বাবা তাকে ছেড়ে দিলে ভালো হয়। শেষকালে ক্যাথেরিন বলল, 'তুমি আমার চাইতে সুখী, বাবা।'

ডাক্তার বললেন, 'এখন তুমি অসুখী, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক বছর ধরে অসুখী থেকে সেই দুঃখ কখনো কাটিয়ে উঠতে না পারার চাইতে তিনমাস অসুখী থেকে সেই দুঃখ কাটিয়ে ওঠা ভালো।'

'হ্যাঁ, যদি তাই হতো।' বলল ক্যাথেরিন।

'তাই হবে; সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। বললেন ডাক্তার। ক্যাথেরিন কোনো জবাব দিল না। তিনি বলতে লাগলেন, 'আমার জ্ঞান, আমার স্নেহ, তোমার ভবিষ্যতের জন্য আমার উদ্বেগ—এদের ওপর তোমার কি কিছুমাত্র আস্থা নেই?'

ক্যাথেরিন আর্তকন্ঠে বলে উঠল, 'ওঃ বাবা!'

'তুমি কি ভেবে দেখ না যে আমি পুরুষ চরিত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু জানি—তাদের চরিত্রের নানা দোষ, নানা রকমের বোকামি আর ছলনা?'

ক্যাথেরিন নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ডাক্তারের মুখোমুখী ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'সে দুষ্টচরিত্র নয়, তার মধ্যে কোনো ছলনা নেই।'

তার বাবা তার মুখের দিকে তীক্ষ্ম, অনাবিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে আমার অভিমতটাকে তুমি আমলই দিতে চাইছ না?'

'তোমার অভিমতটা নির্ভুল বলে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না, আমার ওপর আস্থা রেখে মেনে নিতে বলছি।'

কথাটাকে ক্যাথেরিন যে কুতর্কের একটি চাতুর্যপূর্ণ উদাহরণ বলে মনে করল তা মোটেই নয়, কিন্তু তবু দৃঢ়তার সঙ্গেই সে তার বাবার এই আবেদনটির সম্মুখীন হলো। বলল, 'সে কি করেছে? কি জান তুমি?'

'সে কখনো কিছু করে নি। সে একটি স্বার্থসর্বস্ব অলস লোক।'

ক্যাথেরিন অনুনয়েব সুবে বলল, 'ওকে তুমি গালি দিয়ো না, বাবা।'

'আমি তাকে গালি দিতে চাই না, সেটা মস্ত বড় ভুল হবে। তোমার যা খুশি তুমি করতে পার।' বলে ডাক্তার মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

'তার সঙ্গে আমি আবার দেখা করতে পারি?'

'তোমার যেমন খুশি।'

'আমাকে তুমি ক্ষমা করবে?'

'মোটেই না।'

'আর একবার মাত্র দেখা করব।'

'একবার বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও জানি না। তুমি হয় তাকে ত্যাগ করবে, না হয় তার সঙ্গে সম্পর্কটা চালু রাখবে।'

'আমি তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে চাই বলতে চাই সে যেন অপেক্ষা করে।'

'কিসের জন্য অপেক্ষা?'

'যে পর্যন্ত না তুমি তাকে আবো ভালো করে জান—যে পর্যন্ত না তুমি মত দাও।'

'তাকে ওধরনের আবোল তাবোল কিছু বোলো না। আমি তাকে বেশ ভালো করেই জানি; মত আমি কখনো দেব না।'

ক্যাথেরিন বলল, 'কিন্তু আমরা অনেকদিন অপেক্ষা করতে পারি।' তার কথায় ছিল মিনতি-ভরা আনুগত্যের সুর, কিন্তু সময় আর মেজাজ বুঝে কথা বলতে না পারলে যা হয় তাই হলো—ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি ডাক্তারের স্নায়ুতে অপ্রীতিকর ভাবে আঘাত করল। ডাক্তার তবু যথেষ্ট শান্তভাবে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে আমার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারো।'

ক্যাথেরিন স্বাভাবিক আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল।

'তোমাদের পারস্পরিক বাগ্‌দানের প্রভাবটা তোমাদের ওপর বেশ চমৎকার হবে; সেই ঘটনাটির জন্য তোমরা অত্যন্ত অধীর হয়ে অপেক্ষা করবে।'

ক্যাথেরিন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল; তাঁর কথার খোঁচাটা ঠিক মতো লেগেছে দেখে ডাক্তার সেটা বেশ উপভোগ করলেন। কথাটা ন্যায়শাস্ত্রের একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মতো ক্যাথেরিনকে আঘাত করল, অভিভূত করল, এ যুক্তি খণ্ডন করার ক্ষমতা তার নেই; কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত সত্য হলেও কথাটাকে ক্যাথেরিন পুরোপুরি মেনে নিতে পারল না। সে বলল :

'তা সত্যি হলে আমি বরং বিয়েই করব না।'

'তাহলে আমাকে তার প্রমাণ দাও। কারণ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তুমি মরিস টাউনসেণ্ডকে বিয়ে করবে কথা দেওয়া মানেই আমার মৃত্যুর জন্য তুমি অপেক্ষা করবে।'

ক্যাথেরিন নিদারুণ অস্বস্তিতে ম্রিয়মান হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ডাক্তার বলতে লাগলেন, 'আর তুমিই যদি ঐ ব্যাপারটার জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করো, তাহলে ভেবে দেখ ওর অধীরতাটা কি রকম হবে!'

ক্যাথেরিন কথাটা ভেবে দেখল—তার বাবার কথার এমনই প্রভাব যে তার চিন্তাধারা পর্যন্ত তাঁর হুকুম মেনে নিল। কথাটার মধ্যে যে ভয়ঙ্কর বীভৎসতা ছিল সেটা যেন তার ক্ষীণ বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। হঠাৎ যেন সে একটা প্রেরণা অনুভব করল; বলল, 'আমি তোমার মৃত্যুর আগে বিয়ে না করলে পরেও করব না।'

কিন্তু একথা বলতেই হবে যে এটাও তার বাবার কানে আরেকটা চমক-লাগানো বুলি বলেই মনে হলো; এবং অসংস্কৃত মনের একগুয়েমি সাধারণতঃ এভাবে আত্মপ্রকাশ করে না বলেই তিনি একটি স্থির ধারণার এই খামখেয়ালী অভিব্যক্তিতে আরো বেশরকম বিস্মিত হলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি ধৃষ্টতা দেখাবার জন্য ও কথা বললে?' প্রশ্নটা করে ফেলেই তিনি অনুভব করলেন বড় রূঢ় প্রশ্ন হয়ে গেছে।

'ধৃষ্টতা? ওঃ, বাবা, কি সব ভয়ঙ্কর কথা তুমি বলো!'

'তুমি যদি আমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করো তাহলে এখনই বিয়ে করে ফেলতে পারো; আর কিছুর জন্য অপেক্ষা করবার দরকার নেই।'

ক্যাথেরিন কিছুক্ষণ কোনো জবাব দিল না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বলল, 'আমার মনে হয় মরিস হয় তো একটু একটু করে তোমাকে রাজি করাতে পারবে।'

'আমি তাকে আমার সঙ্গে আর কথা বলতেই দেব না। আমি তাকে অত্যন্ত বেশি অপছন্দ করি।'

ক্যাথেরিন একটি লম্বা, মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলল; সেটাকে সে চেপে রাখতে চেষ্টা করল কারণ সে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল যে নিজের দুঃখ ফলাও করে জাহির করাটা অন্যায়, এবং জমকালোভাবে আবেগ দেখিয়ে বাবাকে অভিভূত করবার চেষ্টা করবে না। বাস্তবিক তাঁর অনুভূতির সুযোগ নেওয়া পর্যন্ত সে অন্যায়, অবিবেচনার কাজ বলে মনে করত; সে ভাবত তার কাজ হচ্ছে বেচারা মরিসের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বিনা আবেগে, নিছক বুদ্ধি দিয়ে যাতে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারেন সেই ভাবে তার মনে পরিবর্তন ঘটানো। কিন্তু সেই পরিবর্তন ঘটাবার উপায়টি তখন রহস্যের আড়ালে ঢাকা, তাই সে বড় অসহায়, বড় নিরাশ বোধ করতে লাগল। তার সমস্ত যুক্তি আর সমস্ত উত্তর শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার বাবার তার ওপর অনুকম্পা হতে পারত, আর হয়েছিলও, কিন্তু তাঁর নিশ্চিত ধারণা ছিল তিনি যা ভেবেছেন, যা করেছেন তাই ঠিক।

'আবার যখন তার সঙ্গে দেখা করবে, তাকে একটি কথা বলতে পারো' বললেন তিনি, 'যে তুমি যদি আমার বিনা সম্মতিতে বিয়ে করো, তাহলে আমি তোমার জন্য একটি কপর্দকও রেখে যাব না। তোমার এই কথা তার মনোযোগ যত আকর্ষণ করবে, তোমার অন্য কোনো কথাই তত করবে না।'

ক্যাথেরিন বলল, 'সেটা খুব ঠিক হবে। সেক্ষেত্রে তোমার অর্থের একটি কপর্দকও আমার নেওয়া উচিত নয়।'

ডাক্তার উচ্চহাস্য করে বললেন, 'বৎসে, তোমার সরলতা বড় মর্মস্পর্শী। ঠিক ঐ কথাটাই অমনি সুরে, অমনি ভঙ্গিতে মিস্টার টাউনসেন্ডকে শুনিয়ে সে কি জবাব দেয় সেটা লক্ষ্য কোরো। জবাবটা খুব মোলায়েম হবে না, তাতে বিরক্তির ঝাঁজ থাকবে; আমি তাতে খুশীই হবো, কারণ আমার নির্ভুলতাই তাতে প্রমাণিত হবে; অবশ্য যদি না—যা খুবই সম্ভব—তোমার প্রতি অভদ্র ব্যবহার করার জন্যই তুমি তাকে আরো বেশি পছন্দ করো।'

ক্যাথেরিন মৃদুস্বরে বলল, 'আমার প্রতি সে কখনো রূঢ় হবে না।'

'তা যাই হোক, আমি যা বলেছি তাই তাকে বোলো।'

ক্যাথেরিন তার বাবার দিকে তাকাল; তার দুটি চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। সে তার ভীরু কণ্ঠে বলল. 'তাহলে মনে হচ্ছে আমি তার সঙ্গে দেখা করব।'

'ঠিক যেমন তোমার পছন্দ।' বলে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুললেন,

ক্যাথেরিন যেন বেরিয়ে যেতে পারে। ডাক্তারের এই ব্যাপারে ক্যাথেরিনের ভীষণভাবে মনে হলো তিনি যেন তাকে বাইরে তাড়িয়ে দিলেন।

একটুক্ষণ নীরব থেকে ক্যাথেরিন বলল, 'এখনকার মতো তার সঙ্গে শুধু একবারই দেখা করব।'

দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাক্তার আবার বললেন, 'ঠিক যেমন তোমার পছন্দ। আমার কি মনে হয় তা আমি তোমাকে বলেছি। তার সঙ্গে দেখা করলে তুমি হবে অকৃতজ্ঞ, নিষ্ঠুর সন্তান, এবং তোমার বৃদ্ধ পিতাকে তার জীবনের সব চেয়ে বড় ব্যথা দেবে।'

বেচারা ক্যাথেরিনের আর সহ্য হলো না; তার দুচোখ জলে ভরে উঠল, সে করুণ আর্তনাদ করে তার অটল কঠোর পিতার দিকে অগ্রসর হলো তার দুটি হাত আবেদনের ভঙ্গিতে তুলে। কিন্তু তিনি কঠোরভাবে সেই আবেদন এড়িয়ে গেলেন। তাঁর কাঁধে মাথা রেখে তাকে কাঁদবার সুযোগ না দিয়ে তিনি সোজাসুজি তার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চৌকাঠ পার করিয়ে দিয়ে তার পিছনে দরজাটা মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করে দিলেন। এবং তারপর কান পেতে রইলেন। অনেকক্ষণ কোনো আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল না, কিন্তু ক্যাথেরিন যে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা তিনি জানতেন। আগেই বলেছি তিনি তার জন্য দুঃখ বোধ করছিলেন, কিন্তু তিনি যে ঠিকই করেছেন সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। অবশেষে তিনি তার চলে যাওয়ার আওয়াজ পেলেন; তারপর শুনলেন সিঁড়ির ওপর তার মৃদু পায়ের শব্দ।

দু পকেটে দুহাত গুঁজে ডাক্তার তাঁর পড়ার ঘরে কয়েকবার এদিক ওদিক পায়চারি করলেন, তাঁর চোখে কিছুটা বিরক্তি আর কিছুটা কৌতুকের আভাস। 'নিশ্চয় জানি সে আমার কথা রাখবে। আমার বিশ্বাস সে আমার কথা রাখবে।' এই কল্পনার একটা কৌতুককর দিকও রয়েছে বলে তাঁর মনে হলো। তিনি মনে মনে পণ করলেন এটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন।

উনিশ

সেই উদ্দেশ্যেই তিনি পরদিন ভোরে মিসেস পেনিম্যানের সঙ্গে গোপনে কিছু কথাবার্তা বলতে চাইলেন, তাঁকে ডেকে আনালেন লাইব্রেরি ঘরে। সেখানে তিনি তাঁকে বললেন, 'আমি খুব আশা করি ক্যাথেরিনের এই ব্যাপারে তুমি তোমার মাত্রাজ্ঞান ঠিক রাখবে।'

মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'তোমার কথার মানে আমি বুঝতে পারছি না। তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন আমি এখনও আনাড়ি।'

ডাক্তার বললেন, 'সাংসারিক ব্যাপারে তোমার কাণ্ডজ্ঞান কখনো হবে না।'

'তুমি কি আমাকে অপমান করবার জন্যই এখানে আমাকে ডেকে এনেছ ?'

'মোটেই না। ডেকে এনেছি শুধু উপদেশ দিতে। তুমি টাউনসেণ্ড ছোকরাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ; সে তোমার নিজের ব্যাপার। তোমার ভাব, কল্পনা, অনুভূতি, মোহ যাই থাক তাতে আমার কিছু যায় আসে না; আমার শুধু অনুরোধ এগুলো তুমি নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখো। আমার মতামতগুলো আমি ক্যাথেরিনকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছি; সে সেগুলো বেশ ভালো করে বুঝেও নিয়েছে, এর পর সে যদি টাউনসেণ্ডকে আসকারা দেয় তাহলে সে জেনেশুনে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করবে। ওকে সহায়তা বা সান্ত্বনা দিতে তুমি যা কিছু করবে তাই হবে—তোমাকে সোজা বলে দিচ্ছি- আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। চরম বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি চরম দণ্ড—সেই দণ্ড মাথা বাড়িয়ে নিতে যেয়ো না।'

মিসেস পেনিম্যান পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে দিয়ে তাঁর অভ্যস্ত বিশেষ ভঙ্গিতে দুচোখ বড় করে বললেন, 'তুমি যেন এক মস্ত স্বৈরাচারী শাসকের মতো কথা বলছ মনে হচ্ছে।'

'আমি আমার কন্যার পিতার মতো কথা বলছি।'

'তোমার বোনের ভায়ের মতো নয়!'

'শোনো, ল্যাভিনিয়া।' বললেন ডাক্তার। 'মাঝে মাঝে আমি ভাবি সত্যি আমি তোমার ভাই কিনা। আমরা দুজন এত আলাদা ধরনের। যাই হোক, তা সত্ত্বেও আমরা দুজনে দুজনকে বুঝতে পারি, আর সেই বোঝাটাই এখন সব চেয়ে বেশি দরকার। টাউনসেণ্ড সম্বন্ধে আমাকে সাফ কথা খুলে বলো। এর বেশি আমি আর কিছু চাই না। খুব সম্ভব গত তিন

সপ্তাহ ধরে তুমি তার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করেছ, এমন কি হয়তো তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও করেছ। না না, আমাকে তোমার কিছু বলার দরকার নেই, আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি না।' তাঁর মনে বদ্ধমূল এই ধারণা ছিল যে মিসেস পেনিম্যান এ ব্যাপারে তাঁকে এমন মিছে কথা বানিয়ে বলবেন যা তাঁর অসহ্য বলে মনে হবে। তিনি আরো বললেন, 'তুমি যা করেছ করেছ, আর কোরো না। আমি শুধু এটুকুই চাই।'

'তোমার মেয়েকে মেরে ফেলতেও চাও না কি?' প্রশ্ন করলেন মিসেস পেনিম্যান।

'ঠিক তার উলটো। আমি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে আর সুখী করতে চাই।'

'তুমি তাকে মেরে ফেলবে। সারারাত মেয়েটার যে কি যন্ত্রণায় কেটেছে!'

'একটা রাত যন্ত্রণায় কাটলে সে মরবে না, এক ডজন রাতেও নয়। মনে রেখো আমি একজন বিচক্ষণ ডাক্তার।'

মিসেস পেনিম্যান এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলেন। তারপর ডাক্তারের রূঢ় জবাব শুনবার ঝুঁকি নিয়েই বললেন, 'তবু কিন্তু এরি মধ্যে তোমার পরিবারের দু'জনের মৃত্যু আটকায় নি।'

ডাক্তার তীক্ষ্ন ছুরির মতো এমন ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন যে মিসেস পেনিম্যান নিজের দুঃসাহসে নিজেই ভয় পেয়ে গেলেন। ডাক্তার তাঁর দৃষ্টির মতোই ভয়ঙ্কর জবাব দিলেন, বললেন, 'হয় তো আরেক-জনের মৃত্যুও তাতে আটকাবে না।'

অন্যায় অমর্যাদার আঘাতে জর্জর হয়েছেন, এই ভাবটাই ফোটাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে মিসেস পেনিম্যান চলে গেলেন ক্যাথেরিনের ঘরে, ক্যাথেরিন বেচারা যেখানে একা নিজেকে গোপন করে রেখেছিল। তিনি জানতেন ক্যাথেরিন সারা রাত কি যন্ত্রণায় কাটিয়েছে, কারণ ক্যাথেরিন তার বাবার কাছ থেকে চলে আসবার পর তার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা তাঁর দেখা হয়েছিল। ক্যাথেরিন যখন ওপরতলায় উঠে এল তখন মিসেস পেনিম্যান ছিলেন তিন-তলার সিঁড়ির প্রান্তে দাঁড়িয়ে। তাঁর মতো তীক্ষ্নবুদ্ধিশালিনী যে বুঝতে পেরেছিলেন ক্যাথেরিন ডাক্তারের সঙ্গে একই ঘরে কিছুক্ষণ আবদ্ধ থেকে এসেছে, সেটা বিস্ময়ের কিছু নয়। তিনি যে এই সাক্ষাৎকারের ফলাফল জানবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, এটা তার চাইতে কম বিস্ময়ের ব্যাপার। এই কৌতূহলের সঙ্গে যখন তার অমায়িকতা আর উদারতা মিলিত হলো, তখন একটু আগে ক্যাথেরিনকে যে কড়া কথা শুনিয়েছেন সেকথা ভেবে তাঁর আফশোষ হতে লাগল। স্বল্পালোকিত বারান্দায় দুঃখিনী মেয়েটাকে

দেখা যেতেই তিনি বেশ স্পষ্টভাবেই সহানুভূতি প্রদর্শন করলেন। ক্যাথেরিনের বুক তখন যেন ব্যথায় ফেটে যাচ্ছিল, তার বাহ্যজ্ঞান যেন প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সে শুধু এটুকু খেয়াল করল যে তার পিসি তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরছেন। মিসেস পেনিম্যান ক্যাথেরিনকে ক্যাথেরিনের নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন; সেখানে দুজনে শেষ রাত্রি পর্যন্ত একসঙ্গে বসে রইলেন; ক্যাথেরিন তার পিসির কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অবশেষে সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে রইল। মিসেস পেনিম্যান এতে এই ভেবে খুশী হলেন যে মরিস টাউনসেন্ডের সঙ্গে তাঁকে আর দেখা করতে ক্যাথেরিন যে মানা করে দিয়েছিল, সেই মানাটা এ দ্বারা বাতিল হয়ে গেল। কিন্তু তিনি খুশী হলেন না যখন প্রাতরাশের আগে ক্যাথেরিনের ঘরে ফিরে এসে তিনি দেখলেন ক্যাথেরিন উঠে পড়েছে এবং আহারের জন্য তৈরি হচ্ছে।

মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'অমন ভয়ঙ্কর রাতের পর এখনো তুমি যথেষ্ট সুস্থ হয়ে ওঠো নি। এখন তোমার প্রাতরাশ খেতে যাওয়া উচিত হবে না।'

'হ্যাঁ, আমি এখন বেশ ভালোই আছি। এখন আমার একমাত্র ভয় হচ্ছে প্রাতরাশে যোগ দিতে যেতে দেরি হয়ে যাবে।'

'তোমার কান্ডকারখানা আমি কিছুই বুঝতে পারি না।' বললেন মিসেস পেনিম্যান। 'তিন দিন তোমার বিছানায় শুয়ে থাকা উচিত।'

এ কল্পনাটা ক্যাথেরিনের মোটেই মনঃপুত হলো না। সে বলল, 'উঃ, আমার দ্বারা তা কখনো সম্ভব নয়।'

মিসেস পেনিম্যান হতাশ হলেন; তিনি গভীর বিরক্তির সঙ্গে দেখলেন ক্যাথেরিনের দুটি চোখ থেকে গত রাত্রির অশ্রুর চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে। ওর শরীরের ধাতটাই যেন কেমন বেয়াড়া রকমের। কৈফিয়ৎ দাবি করার সুরে মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'যদি দিব্বি বহাল তবিয়তে খুশ মেজাজে নেমে আস, যেন কিছুই হয় নি, তাহলে তার ফলটা তোমার বাবার ওপর কি রকম হবে বলে আশা করো?'

ক্যাথেরিন সহজ সবলভাবে বলল, 'আমার বিছানায় শুয়ে থাকা বাবা পছন্দ করবেন না।'

'সেই জন্যেই তো আরো বেশি করে তোমার তাই করা উচিত। নইলে তাকে টলাবে কি করে?'

ক্যাথেরিন একটু চিন্তা করল। বলল, 'জানি না কি করে টলাব, কিন্তু অমন করে যে নয় তা জানি। আমি সাধারণতঃ যে রকম ঠিক তেমনটিই থাকতে চাই।' সে পোশাক পরা শেষ করল, তারপর তার পিসির বর্ণনা মতোই

খুশ মেজাজে বাবার সকাশে নেমে চলল। তার মতো নম্র, লাজুক স্বভাবের মেয়ের পক্ষে একটানা করুণ ভাব বজায় রাখা সম্ভব নয়।

তবু এটা সম্পূর্ণ সত্য যে একটি রাত ক্যাথেরিনের বড় ভীষণভাবে কেটেছে। এমন কি মিসেস পেনিম্যান তাকে ছেড়ে চলে যাবার পরও তার ঘুম হয় নি। সে ঐ দুঃসহ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল; তার বাবা যে তাকে ঘর থেকে বাইরে বার করে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন ক্যাথেরিন এক হৃদয়-হীনা কন্যা, তাই তার বার বার মনে হতে লাগল। তার হৃদয় যেন চূর্ণ হয়ে যেতে লাগল। কোনো কোনো মুহূর্তে তার মনে হতে লাগল ডাক্তারের ওপর তার আস্থা আছে, এবং সে যা করছে কোনো মেয়ে তা করলে তাকে ভালো মেয়ে বলা চলবে না। ক্যাথেরিনের মনে হলো সে সত্যিই খারাপ, কিন্তু তা না হয়ে তার উপায় ছিল না। সে ঠিক করল চেষ্টা করবে যেন তাকে ভালো মেয়ে বলেই মনে হয়, তার মনে যতই পাপ থাকুক না কেন; মাঝে মাঝে তার মনে হতে লাগল ভেতরে ভেতরে মরিসের জন্য ভাবলেও বাইরের আদবকায়দা ঠিক মতো বজায় রেখে কিছু কাজ হয়। ক্যাথেরিনের এই 'কায়দা'গুলো ছিল অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট, কিতু তাদের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ করবার কোনো দরকার নেই। তাদের একটি সেরা উদাহরণ ছিল ক্যাথেরিনের তাজা চেহারা, যা দেখে মিসেস পেনিম্যান হতাশ হয়েছিলেন; একটি তরুণী মেয়ে সারা রাত তার বাবার অভিশাপে জর্জরিত থাকার পরও তার চেহারা বিশ্রী হয়ে যায় নি দেখে তিনি বিস্ময়ে মুহ্যমান হয়েছিলেন। ক্যাথেরিন তার এই তাজা চেহারা সম্বন্ধে সচেতন ছিল; এতে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে অনুভূতি হলো তাতে তার মনের দুশ্চিন্তার বোঝা বাড়ল বই কমল না। এতে যেন এটাই প্রমাণিত হলো যে সে বেশ শক্ত, নিরেট আর স্বল্পানুভূতিপ্রবণ, এবং এত বেশি দিন বাঁচবে যে তত বেশি দিন বাঁচা খুব সুবিধাজনক নয়। এই ধারনাটা তাকে বিষণ্ণ করে তুলল, কারণ তার আরো বেশি করে মনে হতে লাগল সে ভান করছে এবং ভান করা মানেই সত্য পথে না থাকা। সেদিনই সে মরিস টাউনসেন্ডকে চিঠি লিখে দিল আগামী কাল এসে তার সঙ্গে দেখা করতে। চিঠিতে সে খুব অল্প কথা ব্যবহার করল, আর কিছুই বুঝিয়ে বলল না। বুঝিয়ে যা বলবার তা দেখা হলে মুখোমুখী বলবে।

কুড়ি

পরদিন অপরাহ্নে ক্যাথেরিন দরজায় তার কন্ঠস্বর শুনতে পেল, তারপর হলের ভেতর তার পদক্ষেপের শব্দ। তার সঙ্গে দেখা হলো সামনের দিকের বড়, উজ্জ্বল বৈঠকখানায়; ক্যাথেরিন ভৃত্যকে বলে দিল কেউ এলে যেন বলে দেয় সে এখন বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছে। বাবা এসে পড়বেন এ ভয় তার ছিল না, কারণ এ সময়টা তিনি শহরে বেরিয়ে যান। মরিস যখন সামনে এসে দাঁড়াল, তখন ক্যাথেরিনের সর্বপ্রথমেই মনে হলো মনে মনে সে তার যে ছবি এঁকে রেখেছিল, মরিস দেখতে তার চাইতেও অনেক বেশি সুন্দর; তারপরই সে অনুভব করল সে ধরা পড়েছে মরিসের বাহু বন্ধনে। সেই বন্ধন থেকে সে যখন মুক্ত হলো, তখন তার মনে হল এবার সে পুরোপুরি বিদ্রোহিনী হয়ে উঠেছে; এমন কি একটি মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো মরিসের সঙ্গে তার যেন বিয়ে হয়ে গেছে।

মরিস বলল ক্যাথেরিন তার প্রতি বড় নিষ্ঠুর হয়েছে, বড় অসুখী করেছে তাকে; আর ক্যাথেরিন তীব্রভাবে অনুভব করল তার নিদারুণ নিয়তির কথা, যার দরুণ তাকে বাধ্য হয়ে এভাবে দুঃখের কারণ হতে হচ্ছে। কিন্তু সে চাইল মরিস তাকে অনুযোগ না জানিয়ে বরং তাকে যেন সাহায্য করে; নিশ্চয়ই যথেষ্ট জ্ঞান আর বুদ্ধি তার আছে, তাদের এই দুঃখের মধ্য থেকে মুক্তির কোন উপায় সে নিশ্চয় উদ্ভাবন করতে পারবে। ক্যাথেরিন এই বিশ্বাস প্রকাশ করল, এবং মরিস এই আশ্বাসটিকে এমন ভাবে গ্রহণ করল যেন একে সে স্বাভাবিক বলেই মনে করে; কিন্তু কোনো পন্থা নির্ধারণের আগে সে স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে প্রশ্ন শুরু করল।

'আমাকে এমন দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়ে রাখা তোমার উচিত হয় নি।' বলল মরিস। 'কি করে যে বেঁচে আছি আমি জানি না; এক একটি ঘন্টাকে এক একটি বছর বলে মনে হয়েছে। আরো আগেই তোমার ঠিক করে ফেলা উচিত ছিল।'

'কি ঠিক করে ফেলা?'

'আমাকে গ্রহণ করবে, না বর্জন করবে।'

কোমল, মৃদু কণ্ঠে ক্যাথেরিন বলল, 'তোমাকে বর্জন করবার কথা আমি কখনো ভাবি নি।'

'তাহলে কিসের জন্য অপেক্ষা করছিলে?'

'ভেবেছিলাম বাবা হয়তো—হয়তো—'

'দেখতে পাবেন তুমি কি রকম অসুখী ?'

'না না। কিন্তু ব্যাপারটা তিনি হয় তো অন্যভাবে দেখতে পারবেন।'

'এখন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ এই খবর দিতে, যে তিনি ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অন্যভাবে দেখছেন। তাই কি ?'

এই আশাবাদী কল্পনা ক্যাথেরিনকে ব্যথিত করে তুলল। সে বলল, 'না, মরিস। বাবা ব্যাপারটাকে এখনো সেই একই ভাবে দেখছেন।'

'তাহলে আমাকে ডেকেছ কেন ?'

ক্যাথেরিন করুণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'কারণ তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছা হলো।'

'তা একটা খুব চমৎকার কারণ, তা সত্যি। কিন্তু শুধু আমাকে দেখবার জন্যেই ডেকে এনেছ ? আমাকে তোমার কিছু বলবার নেই ?'

মরিসের সুন্দর, প্রভাববিস্তারী দুটি চোখের দৃষ্টি পড়ল ক্যাথেরিনের মুখের ওপর। ক্যাথেরিন ভাবতে লাগল অমন আশ্চর্য দৃষ্টির উপযুক্ত জবাব কি দেওয়া যেতে পারে। এক মুহূর্ত ক্যাথেরিন ঐ দুটি চোখের দৃষ্টি নিজের দুই চোখে গ্রহণ করে মৃদুস্বরে বলল, 'আমি তোমার দিকে তাকিয়ে দেখতেই চেয়েছিলাম।' কিন্তু এর পরই সে এই কথার সঙ্গে বেমানান ভাবে নিজের মুখ লুকিয়ে ফেলল।

মরিস তার দিকে এক মুহূর্ত মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'তুমি কাল আমাকে বিয়ে কববে ?'

'কালই ?'

'অথবা আগামী সপ্তাহে ? কিংবা এক মাসের ভেতর ?'

'তার চাইতে অপেক্ষা করলে ভাল হয় না ?'

'কিসের জন্য অপেক্ষা ?'

অপেক্ষাটা কিসের জন্য, তা ক্যাথেরিনেরও ঠিক জানা ছিল না; কিন্তু এই বিরাট ব্যবধান তাকে আতঙ্কিত করে তুলল। সে বলল, 'এ বিষয়ে আরো একটু ভেবে দেখবাব জন্য।'

মরিস বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল; সেই ভঙ্গিতে ছিল ভর্ৎসনা মেশানো। সে বলল, 'আমার ধারণা ছিল এ নিয়ে তুমি গত তিন সপ্তাহ ধরে ভেবেছ। তুমি কি চাও এ নিয়ে পাঁচ বছর ধরে ভাববে ? যথেষ্টর চাইতে বেশি সময় তুমি আমাকে দিয়েছ।' বলে তার এক মুহর্ত বাদে সে যোগ দিল, 'ক্যাথেরিন, তোমার মধ্যে আন্তরিকতা নেই।'

ক্যাথেরিনের মুখ লাল হয়ে উঠল, জলে ভরে উঠল চোখ দুটি। সে মৃদু আর্তস্বরে বলে উঠল, 'একথা তুমি কি করে বলতে পারলে ?'

• মরিস বেশ যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলল, 'কেন, এতো সোজা কথা। তুমি আমাকে হয় গ্রহণ করবে, না হয় বর্জন করবে। তোমার বাবাকে আর আমাকে, দুজনকেই খুশী করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়; তোমাকে আমাদের দুজনের ভেতর একজনকে বেছে নিতে হবে।'

ক্যাথেরিন গভীর আবেগের সঙ্গে বলল, 'আমি বেছে নিয়েছি তোমাকে।'

'তাহলে আগামী সপ্তাহে আমাকে বিয়ে করো।'

ক্যাথেরিন স্থির দৃষ্টিতে মরিসের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, 'এছাড়া কি আর কোনো উপায় নেই?'

'ঐ একই ফল পাবার জন্য আর কোনো উপায় আছে বলে আমার জানা নেই। যদি থাকে তো সেটা কি তা শুনতে পেলে সুখী হবো।'

অন্য কোনো উপায় ক্যাথেরিনের জানা ছিল না, এবং মরিসের স্পষ্ট কথা প্রায় হৃদয়হীন বলে মনে হচ্ছিল। সে শুধু একটি সম্ভাবনার কথাই ভাবতে পারছিল—শেষ পর্যন্ত বাবা হয়তো মত বদলাবেন। নিজের অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি নিয়ে সে এই ইচ্ছা প্রকাশ করল যেন এই অসম্ভবই সম্ভব হয়।

মরিস প্রশ্ন করল, 'তুমি কি মনে করো তার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে?'

'সম্ভব হতো, বাবা যদি তোমাকে জানতে পারতেন।'

'তিনি ইচ্ছা করলেই তো আমাকে জানতে পারেন। তাতে বাধা কোথায়?'

'তাঁর ধারণা আর যুক্তিগুলো।' বলল ক্যাথেরিন। 'সেগুলো ভয়ানক রকম জোরালো।' তাদের কথা মনে হতেই সে শিউরে উঠল।

মরিস উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, 'জোরালো? আমার তো মনে হয় তোমার বরং তাদের দুর্বল বলেই মনে করা উচিত।'

ক্যাথেরিন বলল, 'দুর্বল? আমার বাবার কিছুই দুর্বল নয়।'

মরিস মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জানালার ধারে চলে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'তুমি তাঁকে ভীষণ ভয় করো।'

কথাটা অস্বীকার করবার কোনোরকম ইচ্ছা হলো না ক্যাথেরিনের, কারণ এতে তার কোনো লজ্জা-বোধ ছিল না, কারণ এতে তার নিজের সম্মান না হলেও অন্ততঃ তার বাবার পক্ষে এটা সম্মানজনক। সে সরলভাবে বলল, 'তাই তো করা উচিত বলে আমার মনে হয়।'

'তাহলে তুমি আমাকে ভালবাস না—অন্ততঃ আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি তেমন নয়। আমাকে যত ভালবাস তার চাইতে যদি তোমার বাবাকে

বেশি ভয় করো, তাহলে তোমার ভালবাসা যেমন বলে আমি আশা করেছিলাম তেমন নয়।'

ক্যাথেরিন তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'বন্ধু আমার!'

ক্যাথেরিনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মরিস জোর গলায় বলল, 'আমি কিসের ভয় করি? এমন কি আছে, তোমার জন্যে যার মুখোমুখী আমি দাঁড়াতে পারি না?'

যেন শ্রদ্ধার খাতিরেই কিঞ্চিৎ দূরত্ব বজায় রেখে ক্যাথেরিন জবাব দিল, 'তুমি মহৎ—তুমি সাহসী।'

'তাতে আমার বিশেষ কোনো লাভ হয় না, যদি তুমি এত ভীরু হয়ে থাক।'

ক্যাথেরিন বলল, 'আমার মনে হয় না আমি ভীরু—বাস্তবিকই।'

' "বাস্তবিকই" বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও জানিনে, কিন্তু আমাদের দুজনকে দুঃখী বানাবার পক্ষে তুমি যতটা ভয় পাও তাই যথেষ্ট।'

'দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকার মতো শক্ত আমাকে হতেই হবে।'

'কিন্তু যদি দীর্ঘকাল পরে তোমার বাবা আমাকে আগেকার চাইতে আরো বেশি ঘৃণা করেন?'

'তিনি তা করবেন না—করতে পারেন না।'

'তিনি আমার একনিষ্ঠা দেখে অভিভূত হবেন, তাই বলতে চাও তুমি? অত সহজেই যদি তিনি অভিভূত হন, তাহলে তুমি তাঁকে অত ভয় করো কেন?'

প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রসঙ্গোচিত; ক্যাথেরিন তা বিশেষ করে অনুভব করে বলল, 'আমি চেষ্টা করব তাঁকে ভয় না করতে।' বলে সে স্ত্রী হবার আগেই কর্তব্যপরায়ণা এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্না স্ত্রীর মতোই বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর এই রূপটি মরিসকে অভিভূত না করে পারল না; এবং মরিসও ক্যাথেরিনকে সে কত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে তার প্রমাণ দিতে লাগল।

মরিস ক্রমে ক্রমে ক্যাথেরিনকে জানাল মিসেস পেনিম্যান পরামর্শ দিয়েছেন ফলাফলের কথা কিছুমাত্র না ভেবে তাদের দুজনকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে।

ক্যাথেরিন সরলভাবে, এবং একটু চাতুর্যের সঙ্গেও বলল, 'হ্যাঁ, পিসি সেটা খুব পছন্দ করবেন।' তারপর সে যখন মরিসকে বলল তার বাবা তার মারফৎ মরিসকে একটি বার্তা পাঠিয়েছেন, তার সেই বলায় ছিল নিছক সারল্য, ব্যঙ্গের কিছুমাত্র উদ্দেশ্য তাতে ছিল না। এই বার্তাটি তাকে পৌঁছে দেবার

জন্য সে তার বিবেকের কাছে দায়িত্ব বোধ করছিল; এ কাজটা দশ গুণ বেদনা দায়ক হলেও সে নিখুঁতভাবে তার কর্তব্য পালন করত।

ক্যাথেরিন বলল, 'বাবা তোমাকে বলেছেন এই কথাটা তোমাকে জানাতে, তাঁর পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে জানাতে, যে তাঁর অমতেই যদি আমি তোমাকে বিয়ে করি তাহলে তাঁর সম্পত্তির এতটুকু অংশও আমি পাবো না। এটা তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। মনে হলো তাঁর ধারণা - তাঁর ধারণা—'

মরিস উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল; চারিত্রিক নীচতার প্রতি ইঙ্গিত করা হলে যে কোনো তেজস্বী যুবকের পক্ষে যেমনটি স্বাভাবিক। সে প্রশ্ন করল ঃ

'তাঁর কি ধারণা বলে তোমার মনে হয়েছিল?'

'যে তার ফলে কিছু পার্থক্য হবে।'

'নিশ্চয়ই হবে—অনেক ব্যাপারে। আমরা অনেক হাজার ডলার থেকে বঞ্চিত হবো; সেটা একটা বড় রকমের পার্থক্য। কিন্তু তাতে আমার ভাল-বাসায় কোনো পার্থক্য হবে না।'

'ও টাকা না পেলেও আমাদের আসবে যাবে না।' ক্যাথেরিন বলল। 'কারণ আমার নিজেরই অনেক টাকা আছে।'

'হ্যাঁ, তোমার কিছু টাকা আছে তা জানি। এবং উনি তোমার সে টাকায় হাত দিতে পারবেন না।'

'হাত তিনি দেবেনও না। ও টাকা আমাকে আমার মা দিয়ে গেছেন।'

কিছুক্ষণ নীরব রইল মরিস। অবশেষে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাই না? তিনি ভেবেছিলেন তাঁর প্রেরিত বার্তা আমাকে ভীষণভাবে রাগিয়ে তুলবে আর আমার মুখোস খসে পড়বে। কি বলো?'

ক্যাথেরিন অবসন্নভাবে বলল, 'তিনি কি ভেবেছিলেন তা আমি জানি না।'

'দয়া করে তাঁকে বলে দিও তাঁর বার্তাকে আমি পরোয়া করি এই রকম।' বলে সে একটা তুড়ি দিল।

'একথা বাবাকে আমি বলতে পারব বলে মনে হয় না।'

মরিস বলল, 'তুমি কি জানো কখনো কখনো তুমি আমাকে বড় হতাশ করে দাও?'

'আমার বিশ্বাস তা আমি করে থাকতে পারি। সবাইকে আমি হতাশ করি—বাবাকে, আর পেনিম্যান পিসিকেও।'

'কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না, কারণ তাঁদের চাইতে আমি তোমাকে বেশি পছন্দ করি।'

ক্যাথেরিন বলল, 'হ্যাঁ, মরিস।' তার কল্পনা যেন এই মধুর সত্যের সায়রে আনন্দে সাঁতার কাটতে লাগল।

'তোমার কি বিশ্বাস উত্তরাধিকার থেকে তোমাকে বঞ্চিত করবার এই সিদ্ধান্তটাই তিনি বরাবর আঁকড়ে ধরে থাকবেন? তুমি যে এত ভালো আর এত সহিষ্ণু, তাতে তাঁর নিষ্ঠুরতা নরম হবে না?'

'বিপদ এই যে তোমাকে আমি বিয়ে করলে তিনি ভাববেন ওতেই প্রমাণিত হচ্ছে আমি ভালো নই।'

'আর তোমার সেই অপরাধ তিনি কোনোদিন ক্ষমা করবেন না!'

মরিসের দুটি সুন্দর অধরের এই তীক্ষ্ম উক্তিটুকু ক্যাথেরিনের সাময়িক-ভাবে শান্ত বিবেকটাকে যেন হঠাৎ ভীষণ ভাবে জাগিয়ে তুলল। সে বলল, 'কিন্তু তুমি তো আমাকে খুব ভালবাস?'

'সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, ক্যাথেরিন। কিন্তু তোমার দেখছি "উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত" কথাটা পছন্দ নয়।'

'টাকাটার জন্য দুঃখ নয়; আমার দুঃখ শুধু এই যে বাবা অমন করে ভাবতে পারলেন।'

মরিস বলল, 'আমার মনে হয় এটা তোমার কাছে একটা অভিশাপের মতো মনে হচ্ছে। অবস্থাটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত অপ্রীতিকর। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না তুমি যদি খুব বুদ্ধিমতী হতে চেষ্টা করে ঠিক মতো কাজ করে যাও, তাহলে সব বাধা কাটিয়ে উঠতে পারবে?' তারপর সহানুভূতির সংগে ভবিষ্যৎ-কল্পনার সুরে বলতে লাগল, 'তোমার কি মনে হয় না কোনো প্রকৃত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক তোমার অবস্থায় পড়লে তোমার বাবাকে শেষ পর্যন্ত বাগে আনতে পারত? তুমি কি মনে করো না'

এইখানে মরিস হঠাৎ বাধা পেল। এই চতুর প্রশ্নগুলি ক্যাথেরিনের কানে পৌঁছায় নি। 'উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত' এই ক'টি তীব্র নিন্দাসূচক শব্দ এখনও তার কানের পাশে বেজে চলেছিল, এবং তাদের তীব্রতা যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। তার অবস্থার নিদারুণ শোচনীয়তা তার শিশুসুলভ হৃদয়ে আরো গভীরভাবে আঘাত হানছিল; নিঃসঙ্গতা আর বিপদের এক বিচিত্র অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিন্তু তার আশ্রয় ছিল তার সামনেই, সেই দিকেই সে হাত বাড়িয়ে দিল, এবং কম্পিত দেহে বলে উঠল, 'মরিস, তুমি যখন বলবে তখনই আমি তোমাকে বিয়ে করব।' বলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে সে মরিসের কাঁধে মাথা রাখল।

'লক্ষ্মীটি আমার!' বলে মরিস মুখ নীচু করে তাকাল ক্যাথেরিনের

দিকে। তারপর ধীরে ধীরে যেন উদ্দেশ্যবিহীন ভাবেই ওপর দিকে তাকাল। চিন্তাকুল সে তখন; তার ওষ্ঠদ্বয় বিভক্ত, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত।

একুশ

ডাক্তার স্লোপার মনে মনে যে স্থির ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন, তাঁর ঠিক সেই ধারণাই তিনি অকপটভাবে মিসেস আমন্ডকে শীঘ্রই জানিয়ে দিলেন। এবং বললেন, 'মেয়েটা তার জেদ বজায় রাখবে। আশ্চর্য!'

মিসেস আমন্ড শুধালেন, 'আপনি কি বলতে চান ক্যাথেরিন বিয়ে করবে মরিসকে?'

'তা আমি জানি না, কিন্তু সে ভাঙবে না কিছুতেই। সে তাদের বিয়ের শপথটা বজায় রেখেই চলবে এই আশায়, যে আমি শেষ পর্যন্ত নরম হয়ে মত বদলাবো।'

'আপনি কি মত বদলাবেন না?'

'জ্যামিতির কোনো প্রতিজ্ঞা কি কখনো মত বদলায়? আমি অমন ওপর ওপর ভাসা-ভাসা বিচারের মানুষ নই।'

'জ্যামিতির কারবার কি ওপর নিয়েই নয়?' হেসে প্রশ্ন করলেন তীক্ষ্মবুদ্ধি মিসেস আমন্ড।

'হ্যাঁ, কিন্তু তার সিদ্ধান্তগুলো অভ্রান্ত। ক্যাথেরিন আর তার প্রিয়-পাত্র যুবকটি আমার কাছে সেই ওপরকার জিনিস; আমি তাদের পরিমাপ করে ফেলেছি।'

'আপনার কথা শুনে মনে হয় ওরা আপনাকে অপ্রত্যাশিতভাবে চমকে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, ভীষণ চমকে দিয়েছে। আরো অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করতে হবে।'

মিসেস আমন্ড বললেন, 'আপনি ভয়ঙ্কর রকম ঠাণ্ডা রক্তের মানুষ।'

ডাক্তার স্লোপার বললেন, 'না হয়ে উপায় নেই, আমার চার পাশে যখন এত উষ্ণ রক্ত। টাউনসেন্ড ছোকরা অবশ্য সত্যিই ঠাণ্ডা; তার এই গুণটি আমাকে স্বীকার করতেই হবে।'

মিসেস আমন্ড বললেন, 'ওর বিচার আমি করতে পারি না, কিন্তু ক্যাথেরিন আমাকে মোটেই বিস্মিত করে নি।'

'আমাকে একটু করেছে, স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। নিশ্চয় সে বিশ্রী দোটানায় পড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল।'

'বলুন আপনি তাতে খুব মজা পেয়েছেন! আপনার মেয়ে আপনাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, এতে মজার কি আছে তা আমি বুঝতে পারি না।'

'তার সেই শ্রদ্ধাটা কোনখানে এসে থেমেছে, সেইটে ঠিক করার চেষ্টাতেই মজা।'

'শ্রদ্ধাটা থেমেছে যেখানে তার হৃদয়ের আরেকটি অনুভূতি শুরু হয়েছে।'

'মোটেই না তাহলে তো ব্যাপারটা বেশ সহজ হয়ে যেত। দুটো জিনিসই বেশিরকম মিশ্রিত হয়ে গেছে, তার মিশ্রণের ফলটাও হয়েছে অদ্ভুত। এর ফলে একটি তৃতীয় পদার্থের উৎপত্তি হবে, আমি সেটাই দেখবার অপেক্ষায় রয়েছি। আমি অপেক্ষা করছি উৎকণ্ঠ হয়ে, রীতিমতো উত্তেজনা নিয়ে; ক্যাথেরিন আমাকে এমন আবেগের সুযোগ যোগাবে, এ আমি কখনো ভাবি নি। আমি সত্যিই এজন্য তার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।'

'সে তার আশ্রয় অবলম্বন করে থাকবে।' বললেন মিসেস আমন্ড। 'নিশ্চয় সে তার আশ্রয়কে অবলম্বন করে থাকবে।'

'হ্যাঁ, আমি তো বলি সে ঠিকই লেগে থাকবে।'

'অবলম্বন করে থাকবে বললেই ভালো শোনায়। সরল স্বভাব যাদের তারা তাই করে, আর ক্যাথেরিনের চাইতে সরল কেউ হতে পারে না। তার মনে সহজে ছাপ পড়ে না, কিন্তু একবার ছাপ পড়লে সে ছাপ টিকে থাকে। সে যেন এক তামার কেৎলি, যার ওপর খোঁচা লেগে খাঁজ পড়ে গেলে কেৎলিকে হাজার পালিশ করলেও সেই খাঁজটুকু মোছা যায় না।'

ডাক্তার বললেন, 'ক্যাথেরিনকে পালিশ করে তুলতেই হবে। আমি তাকে ইউরোপে নিয়ে যাবো।'

'ইউরোপে গিয়েও সে মরিসকে ভুলবে না।'

'তাহলে মরিস তাকে ভুলে যাবে।'

মিসেস আমন্ড গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'সেটা কি আপনার সত্যিই ভালো লাগবে?'

ডাক্তার বললেন, 'খুব বেশি রকম।'

এর ভেতরে মিসেস পেনিম্যান মরিস টাউনসেন্ডের সঙ্গে আবার যোগাযোগ শুরু করতে দেরি করেন নি। তিনি তাকে অনুরোধ জানালেন আরেকটি সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করতে। এবার আর সাক্ষাৎ স্থানের জন্য কোনো রেস্তোরাঁ ঠিক করলেন না, প্রস্তাব করলেন সে যেন একটি বিশেষ গীর্জার দরজায়

রবিবার অপরাহ্ণবেলা উপাসনা অনুষ্ঠানের শেষে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। যে গীর্জায় তিনি সাধারণতঃ যেতেন, এই সাক্ষাতের জন্য তিনি সে গীর্জাটি নির্বাচন করলেন না, কারণ সেখানে গেলে অনেকেই তাঁকে চিনে ফেলে তাঁর ওপর নজর রাখতে পারত। নির্দিষ্ট গীর্জার দরজা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে বেরিয়ে এসেই তিনি দেখতে পেলেন মরিস একান্তে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে চিনতে পারার কোনো লক্ষণ না দেখিয়েই তিনি রাস্তায় এসে পড়লেন, মরিস তাঁর অনুসরণ করে বেশ কিছুদূর চলে এলো। তারপর তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'আপাত অভদ্রতাটুকু ক্ষমা কোরো। কেন এমন করলাম বুঝতেই পারছ। সাবধানের মার নেই।' মরিস যখন প্রশ্ন করল এবার কোনদিকে যাওয়া হবে, তিনি খুব আস্তে আস্তে মৃদুস্বরে বললেন, 'যেখানে আমাদের ওপর সবচেয়ে কম নজর পড়বে।'

মরিস খুব খুশ মেজাজে ছিল না, তাই একথার জবাবে সে যা বলল তা খুব শ্রুতিমধুর হলো না। সে বলল, 'যেখানেই যাই না কেন, আমাদের দিকে বেশি কেউ নজর দেবে বলে মনে হয় না।' তারপর সে বেপরোয়াভাবেই শহরের কেন্দ্রের দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'আশা করি আপনি আমাকে বলতে এসেছেন যে তিনি সব উল্টে দিয়েছেন।'

মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'পুরোপুরি ভালো খবর নিয়ে এসেছি, এমন কথা বলতে পারিনে বটে; তবু এক হিসেবে আমি শান্তির দূতী। আমি ক'দিন ধরে খুব ভাবছি, মিঃ টাউনসেন্ড।'

'আপনি অনাবশ্যক বেশি ভাবেন।'

'বোধ হয় তাই ভাবি। কিন্তু না ভেবে পারি না, আমার মনটা কিছুতেই অলস থাকতে পারে না। কোনো কিছুতে একবার মন দিলাম তো মেতে গেলাম। তার মাশুল দিই মাথাব্যথায় ভুগে, আমার বিখ্যাত মাথাব্যথা—উঃ! সে যে কি যন্ত্রণা! কিন্তু রাণীর মাথায় মুকুটের মতোই আমি আমার মাথায় ব্যথা বয়ে বেড়াই। এখনো আমার মাথাটা ভীষণ ধরে আছে, শুনলে বিশ্বাস করবে? কিন্তু কথা দিয়েছি যখন, তখন আসতেই হলো। তোমাকে একটা ভারি দরকারী কথা বলার অছে।'

'বেশ, বলে ফেলুন।'

'তোমাকে সেদিন যে পরামর্শ দিয়েছিলাম এখ্খুনি বিয়ে করে ফেল, সেটা বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। ও বিষয়ে তারপর ভেবে দেখেছি, তার ফলে এখন ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে দেখছি।'

'আপনি দেখছি একই জিনিসকে অনেক ভাবে দেখতে পারেন।'

'হ্যাঁ, অসংখ্য রকমে।' মিসেস পেনিম্যান একথাটা এমন সুরে বললেন যেন এটি তাঁর মহৎ গুণাবলীর অন্যতম।

'আমি বলি আপনি আপনার এই অনেক ভাবের একটি ভাব বেছে নিয়ে সেটাতেই লেগে থাকুন।'

'তা তো বলছ, কিন্তু বেছে নেওয়াটাই যে সহজ নয়। আমার কল্পনা কখনো শান্ত হয়ে বসে থাকে না, কিছুতেই তার তৃপ্তি নেই। পরামর্শদাতা হিসেবে সে হয়তো তেমন সুবিধের নয়, কিন্তু বন্ধু হিসেবে চমৎকার।'

মরিস বলল, 'কুপরামর্শদাতা চমৎকার বন্ধু!'

'ইচ্ছে করে কুপরামর্শ দেয় না। আর যে কোনো বিপদের সময় দূরে সরে গিয়ে খুব বিনীতভাবে অজুহাত দিতে থাকে।'

'আচ্ছা, আমাকে এখন কি করতে পরামর্শ দেন?'

'ধৈর্য ধরতে; নজর রাখতে আর অপেক্ষা করতে।'

'এটা কি খারাপ পরামর্শ, না ভালো?'

মিসেস পেনিম্যান বেশ ভারিক্কি চালে বললেন, 'তা আমি বলতে পারব না। পরামর্শটা খাঁটি আন্তরিক, এটুকুই বলতে পারি।'

'এরপর আগামী সপ্তাহে এসে কি আমাকে অন্য রকম আর এমনি আন্তরিক পরামর্শ দেবেন?'

'আগামী সপ্তাহে এসে হয়তো তোমাকে বলব আমি রাস্তায় দাঁড়িয়েছি!'

'রাস্তায় দাঁড়িয়েছেন?'

'ভায়ের সঙ্গে আমার তুমুল কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে; তিনি বলেছেন কোনো কিছু ঘটলেই আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবেন। তুমি তো জানো আমি একজন গরিব স্ত্রীলোক।'

মরিস অনুমান করে নিয়েছিল মিসেস পেনিম্যানের কিছু সম্পত্তি আছে; কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই সে কথাটা সে তুলল না। বলল, 'আমার জন্য আপনাকে শহীদ হতে দেখলে আমি দুঃখ পাব। কিন্তু আপনি যা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনার দাদাটি রীতি মতো বর্বর।'

মিসেস পেনিম্যান একটু ভেবে বললেন, 'অন্ততঃ আমি তো অস্টিনকে ভালো খ্রীষ্টান বলে মনে করি না।'

'তিনি কবে ভালো খ্রীষ্টান হবেন, সেই আশায় কি আমাকে বসে থাকতে হবে?'

'অন্ততঃ যে পর্যন্ত না সে একটু কম মারমুখো হচ্ছে, সে পর্যন্ত অপেক্ষা করো। একটু সবুর করো, মিস্টার টাউনসেন্ড। সবুরে মেওয়া ফলতে পারে, আর এই মেওয়াটি খুব দামী।'

মরিস কিছুক্ষণ নীরবে হেঁটে চলল, চলার পথে রেলিং আর গেটের থামগুলোতে হাতের ছড়ির টোকা মারতে মারতে। তারপর সে একবার হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনি বড় যাচ্ছেতাই রকম কথা বদলান। আমি এর ভেতর ক্যাথেরিনকে গোপন বিবাহে রাজি করে ফেলেছি।'

মিসেস পেনিম্যান সত্যিই অসঙ্গতিতে ভরা। মরিসের কথা শুনেই তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'তাই নাকি? বিয়েটা হচ্ছে কবে, কোথায়?'

মরিস এ প্রশ্নের কোনো পরিষ্কার জবাব দিল না।

'তা ঠিক হয় নি, কিন্তু ক্যাথেরিন মত দিয়েছে। এখন পিছিয়ে আসাটা বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে।'

মিসেস পেনিম্যান উজ্জ্বল চোখে স্থির দৃষ্টিতে মরিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিস্টার টাউনসেন্ড, তোমাকে একটা কথা বলব? ক্যাথেরিন তোমাকে এত বেশি ভালবাসে যে তুমি যা খুশী করতে পারো।'

কথাটা একটু দ্ব্যর্থবোধক। মরিস বলল, 'শুনে খুশী হলাম। কিন্তু "যা খুশী" মানে কি?'

'মানে বিয়েটা তুমি পিছিয়ে দিতে পারো—কথা বদলাতে পারো; কিছুতেই ক্যাথেরিনের তোমার সম্বন্ধে ধারণা খারাপ হবে না।'

মরিস চোখ বড় করে এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে নীরস কণ্ঠে বলল, "ওঃ!" তারপর চলতে চলতে মিসেস পেনিম্যানকে জানাল তিনি অত আস্তে আস্তে হাঁটলে তাঁর ওপর লোকের নজর পড়বে। এই বলে তাঁর হাঁটা একটু দ্রুততর করে সে তাড়াতাড়ি করে পৌঁছে দিল সেই আশ্রয়ে, যেখানে তাঁর অবস্থান অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

বাইশ

ক্যাথেরিন গোপনে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে বলে মরিস একটু বাড়াবাড়ি করেছিল। ক্যাথেরিনকে আমরা বলতে শুনেছিলাম সে আর পিছু হটবার কোনো উপায় না রেখেই এগিয়ে আসবে; কিন্তু মরিস তার কাছ থেকে এই কথাটা বার করে নেবার পর ভেবে দেখেছিল ক্যাথেরিনের এই স্বীকৃতির সুযোগ এখন না নেওয়ার পক্ষে অনেক ভাল যুক্তি আছে। সে বেশ শোভন-

ভাবেই তাদের বিয়ের তারিখ ঠিক করার ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে লাগল, যদিও ক্যাথেরিনের ধারণা হলো মরিস সত্যিই তারিখ ঠিক করে ফেলবার কথা ভাবছে। ক্যাথেরিনের হয়তো নানা অসুবিধা ছিল, কিন্তু তার সতর্ক পাণিপ্রার্থীটির অসুবিধাগুলিও বিবেচনার যোগ্য। পুরস্কারটি সত্যিই বিরাট, কিন্তু সেটি লাভ করবার পথটি ছিল হঠকারিতা আর হুঁশিয়ারির মাঝখান দিয়ে। ঈশ্বরের কৃপার ওপর ভরসা করে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় বটে; কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা পড়ে বিশেষ করে বুদ্ধিমানদের ওপরই, আর বুদ্ধিমানেরা সাধারণতঃ বিপদের ঝুঁকি নিতে নারাজ। এক অসুন্দরী ও বিত্তহীনা যুবতীকে জীবনসঙ্গিনী-রূপে লাভের পুরস্কারটির সঙ্গে সঙ্গে তার অসুবিধাগুলির প্রত্যক্ষ যোগ-সূত্র সম্বন্ধে অবহিত থাকা উচিত। একটি ভয় ক্যাথেরিনকে, এবং সেই সঙ্গে তার সম্ভাব্য ঐশ্বর্য পুরোপুরি হারাবার; অন্যদিকে তেমনি আরেকটি ভয় তাকে একটু বেশি আগে গ্রহণ করে ফেলে তারপর হয় তো দেখা যাবে তার এই সম্ভাব্য ঐশ্বর্য কতকগুলো খালি বোতলের মতোই ফাঁকা। এই দুটি সম্ভাবনার মধ্যে একটি বেছে নেওয়া মরিসের পক্ষে ছিল একটি অস্বস্তিকর সমস্যা; নিজের স্বাভাবিক গুণগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারছে না বলে পাঠক পাঠিকাদের ভেতর যাঁদের মনে মরিসের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা সঞ্চারিত হয়েছে, তাঁদের এই কথাটা মনে রাখা উচিত। যাই হোক না কেন ক্যাথেরিনের নিজেরই যে বছরে দশ হাজার ডলার রয়েছে, একথাটা মরিস ভোলে নি: এ বিষয়ে সে প্রচুর ভেবেছে। কিন্তু নিজের গুণাবলী সম্বন্ধে তার উচ্চ ধারণার ফলে নিজের মূল্য সম্বন্ধে সে বেশ স্পষ্টভাবেই সচেতন ছিল; তার মনে হলো বার্ষিক দশ হাজার ডলারের চাইতে তার মূল্য বেশি। সঙ্গে সঙ্গে সে এও ভাবল যে টাকার অঙ্ক হিসাবে এটা বেশ বড়, দুনিয়ায় বড় ছোট সব কিছুই আপেক্ষিক, এবং অল্প আয়ের চাইতে বেশি আয় বেশি ভালো হলেও আয় একেবারে না থাকাটা মোটেই সুবিধাজনক নয়। এই সব চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামানো তার বেশ একটা কাজ হয়ে দাঁড়াল, সে বুঝতে পারল অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। যে ধাঁধার অঙ্কটি কষে সে ফল বার করবে, ডাক্তার স্লোপারের বিরোধিতাই সেই ধাঁধার অজানা অংশ। ধাঁধাটি সমাধানের স্বাভাবিক উপায় ক্যাথেরিনকে বিয়ে করা; কিন্তু অঙ্ক কষে ফল বার করবার অনেক সহজ পন্থা আছে, এবং মরিসের মনে আশা ছিল একটা সহজ পন্থা সে আবিষ্কার করে ফেলবেই। ক্যাথেরিন যখন তার কথায় সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গিয়ে বাবাকে আর খোসামোদ করার চেষ্টা ছেড়ে দেবে বলল, সে বেশ দক্ষতার সঙ্গেই পিছিয়ে এসে বিয়ের তারিখের প্রশ্নটা অমীমাংসিতই রেখে দিল। ক্যাথেরিন মরিসের আন্তরিকতায় এত বেশি আস্থাবতী যে মরিস

তাকে নিয়ে খেলা করছে, এই সন্দেহ তার মনে জাগতে পারে নি; এখন ক্যাথেরিনের ঝামেলা অন্যরকম। বেচারা মেয়েটির সম্মানবোধ ছিল বিস্ময়-কর; যে মুহূর্তে সে তার বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেল, তার মনে হলো এর পর আর তাঁর আশ্রয়ের সুবিধা নেওয়া উচিত হবে না। তার বিবেক তাকে বলে দিচ্ছিল যতদিন বাবার বুদ্ধি মানবে ততদিনই তাঁর বাড়িতে থাকবে, তার বেশি নয়। এই ধরনের পরিস্থিতির একটা নিজস্ব মহান গৌরব আছে, কিন্তু ক্যাথেরিন বেচারার মনে হলো সেই গৌরবের অধিকার সে হারিয়েছে। সে নিজের ভাগ্য যুক্ত করেছে এমন একটি যুবকের সঙ্গে যার বিরুদ্ধে বাবা তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, এবং যে চুক্তি অনুযায়ী তিনি তাকে একটি সুখময় গৃহের আশ্রয় দিয়েছিলেন সেই চুক্তি সে এইভাবে ভঙ্গ করেছে। এই যুবকটিকে সে ত্যাগ করতে পারবে না, সুতরাং তাকে গৃহের আশ্রয় ত্যাগ করতেই হবে; এবং তার প্রেমাস্পদ তার অন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেই তার বেকায়দা অবস্থার শেষ হবে। এ হলো যুক্তির কথা; এ ছাড়াও তার মন ভরে গিয়ে-ছিল অসীম অনুতাপের অনুভূতিতে। ক্যাথেরিনের দিনগুলো এসময় কাটছিল নিদারুণ বিষণ্ণতায়, মাঝে মাঝে সে যেন আর সইতে পারছিল না। তার বাবা আর তার দিকে তাকাতেন না, তার সঙ্গে আর কথা বলতেন না। তিনি বুঝেই এরকম করতেন: এও তাঁর পরিকল্পনারই অংশমাত্র। ক্যাথেরিন যতটুকু সাহস পেতো তাঁর দিকে তাকাত (তার মনে ভয় ছিল পাছে বাবা বুঝতে পারেন সে তাঁর চোখে পড়বার চেষ্টাই করছে); বাবার দুঃখের কারণ হয়েছে ভেবে বাবার জন্য তার দুঃখ হতো। মাথা উঁচু রেখে সে তার হাত দুটিকে ব্যস্ত রাখবার চেষ্টা করত বাড়ির নানা কাজে: আর যখন ওয়াশিংটন স্কোয়্যারের হালচাল অসহ্য বলে মনে হতো তখন সে দুচোখ বন্ধ করে ভাবত সেই মানুষটির কথা, যার জন্য সে একটি পবিত্র নিয়ম ভঙ্গ করেছে। ওয়াশিংটন স্কোয়্যারের তিনজনের মধ্যে মিসেস পেনিম্যানের মধ্যেই সেই লক্ষণটি সব চেয়ে বেশি ফুটে উঠেছিল, গভীর সঙ্কটকালে যে লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। ক্যাথেরিন শান্ত ছিল বললে বলতে হয় মিসেস পেনিম্যান ছিলেন পরম শান্ত; তাঁর চেহারায় যে করুণ ভাব ফুটে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ অকৃত্রিম। ডাক্তার যে একগুঁয়ে আর নীরস ভাব অবলম্বন করে যেন বাড়িতে আর কারও উপস্থিতি সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হয়ে রইলেন, তাও এমন নিখুঁত সহজভাবে যে তাঁর চরিত্র ভালভাবে জানা না থাকলে বোঝা যেত না যে মোটের ওপর এভাবে নিজেকে অপ্রীতিকর করে রাখাটা তিনি মনে মনে বেশ উপভোগ করতেন। কিন্তু মিসেস পেনিম্যানের গাম্ভীর্য আর নীরবতা, দুই ছিল গভীর অর্থ-পূর্ণ, তাঁর সীমাবদ্ধ চলাফেরার মধ্যেও কেমন একটা গুরুত্ব ছিল; আর অতি

তুচ্ছ ব্যাপার সম্পর্কেও কিছু বলার সময় তিনি তা এমন ভঙ্গিতে বলতেন যেন খুব গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বলছেন। পড়ার ঘরে সেই কথাবার্তার পর ক্যাথেরিন আর তার বাবার সঙ্গে কোনো রকম আদান-প্রদান হয় নি। ক্যাথেরিনের তার বাবাকে বলার কিছু ছিল—তার মনে হচ্ছিল সেটা বলে ফেলা উচিত, কিন্তু পাছে তিনি তা শুনে বিরক্ত হন এই ভয়ে বলতে পারছিল না। ডাক্তারেরও ক্যাথেরিনকে কিছু বলার ছিল, কিন্তু তিনি পণ করেছিলেন প্রথম কথা বলবেন না। তিনি দেখতে চাইছিলেন ক্যাথেরিনকে একেবারে একা রেখে দিলে সে অটল থাকতে পারে কিনা। শেষ পর্যন্ত ক্যাথেরিন তার বাবাকে বলল সে আবার মরিসের সঙ্গে দেখা করেছে, এবং তাদের সম্পর্ক আগের মতোই আছে।

'আমার মনে হয় আমরা বিয়ে করব—শীগ্গীরই।' বলল ক্যাথেরিন। 'আর সম্ভবতঃ এর ভেতরে তার সঙ্গে আমি প্রায়ই দেখা করব; সপ্তাহে এক-বারের মতো, তার বেশি নয়।'

ডাক্তার আবেগহীন দৃষ্টিতে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমনভাবে দেখলেন যেন তাকে তিনি চেনেন না। এক সপ্তাহের মধ্যে তাকে তিনি এই প্রথম তাকিয়ে দেখলেন। অমন দৃষ্টিতে যে তার দিকে আর বেশি তাকান নি সেটা সুখেরই বিষয়।

ডাক্তার বললেন, 'দিনে তিনবার নয় কেন? যতবার তোমার খুশী তার সঙ্গে দেখা করতে বাধা কোথায়?'

ক্যাথেরিন এক মুহূর্তের জন্য তার জলভরা চোখে অন্য দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'সপ্তাহে একদিনই তার চাইতে ভাল।'

'কেমন করে ভাল তা বুঝতে পারছি না। বরং যত খারাপ হতে পারে তাই। তুমি যদি ভেবে থাক ঐ রকম অদলবদলে আমি খুশী হই তাহলে ভুল ভেবেছ। সপ্তাহে একদিন তাকে দেখা তাকে সারা দিন দেখার চাইতে কিছু কম অন্যায় নয়। অবশ্য আমার তাতে কিছুই যায়-আসে না।'

ক্যাথেরিন এই কথাগুলোর মর্ম উপলব্ধি করবার চেষ্টা করল, কিন্তু কথাগুলো তাকে একটা ধোঁয়াটে বিভীষিকার দিকে নিয়ে যেতে লাগল যা থেকে সে যেন আতঙ্কে পিছু হটে এলো। শেষ পর্যন্ত সে আবার বলল, 'আমরা বোধ হয় খুব শীগ্গীরই বিয়ে করব।'

তার বাবা আবার তার দিকে ভীষণ দৃষ্টিতে তাকালেন, যেন সে ক্যাথেরিন নয়, অন্য কেউ। তিনি বললেন, 'আমাকে আর ও কথা কেন বলছ? ওতে তো আমার কিছু যায়-আসে না।'

'উঃ বাবা!' আর্তস্বরে বলে উঠল ক্যাথেরিন। 'সত্যিই কি তোমার কিছু যায়-আসে না?'

'কিছুমাত্র না। তুমি বিয়ে করলে সেটা কবে, কোথায় আর কেন করবে সবই আমার কাছে সমান। আর যদি মনে করো এভাবে নিশান তুলে তোমার অপরাধটাকে আমার কাছে হাল্‌কা করবে, তাহলে সে পরিশ্রমটা না করলেও পারো।'

এই বলে তিনি চলে গেলেন। কিন্তু পরদিন তিনি নিজে থেকেই তার সঙ্গে কথা বললেন, তখন তার ভঙ্গিটাও খানিকটা বদলে গেছে। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ 'তোমরা কি আগামী চার-পাঁচ মাসের ভেতরই বিয়ে করবে?'

'তা তো জানি না, বাবা।' বলল ক্যাথেরিন। 'মন ঠিক করা আমাদের পক্ষে খুব সহজ নয়।'

'তা হলে ওটা ছ মাসের জন্য মুলতুবি রাখ। আর এর ভেতর আমি তোমাকে ইউরোপে নিয়ে যাবো। যদি যাও তো খুব খুশী হবো।'

আগের দিন অমন কথা বলার পর ডাক্তার আজ যখন বললেন সে কিছু করলে তিনি 'খুশী' হবেন, তখন তাঁর হৃদয়ে যে তখনো তার জন্য একটু কোমলতা রয়েছে সেটা বুঝতে পেরে ক্যাথেরিন অতি আনন্দে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলল। কিন্তু তার পরই সে খেয়াল করল ডাক্তারের এই প্রস্তাবে মরিসের কোনো স্থান নেই, এবং ইউরোপে বেড়াতে যাবার চাইতে বরং তার সঙ্গে বাড়িতে থাকাটাই বেশী ভালো। যাই হোক সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, গত কয়েকদিনের তুলনায় অনেক বেশি স্বস্তির সঙ্গে। তারপর বলল, 'ইউরোপে যাওয়াটা খুবই আনন্দের হবে।' বলেই তার মনে হলো কথাটায় কিছু মৌলিকত্ব নেই আর বলার সুরটাও যেন একটু কেমন হয়ে গেল।

ডাক্তার বললেন, 'বেশ, তাহলে আমরা যাবো। তোমার কাপড় চোপড় গুছিয়ে নাও।'

'মিস্টার টাউনসেন্ডকে একবার আমার কথা বললে ভালো হয়।' বলল ক্যাথেরিন।

তার বাবা তার দিকে আবেগহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'যদি তোমার কথার মানে এই হয় যে তুমি তার অনুমতি প্রার্থনা করে নিতে চাও, তাহলে আমার জন্যে বাকি থাকে শুধু এই আশা করা যে সে অনুমতি দেবে।'

ডাক্তার এমন সুপরিকল্পিত নাটকীয় ভঙ্গিতে আর কখনো কথা বলেন নি, তাঁর কথাগুলোর করুণ সুর ক্যাথেরিনের অন্তর স্পর্শ করল। তার মনে হলো বাবাকে সে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে, কত সেটা দেখাবার এই সুবর্ণ সুযোগ; কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটি ভাবও তার মনে জেগে উঠল এবং সেটাই

সে প্রকাশ করল। ক্যাথেরিন বলল, 'আমার মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি যা অত অপছন্দ করো আমি যদি তাই করি, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার থাকা উচিত নয়।'

'উচিত নয়?'

'তোমার সঙ্গে থাকলে আমার উচিত তোমাকে মেনে চলা।'

'তাই যদি তোমার ধারণা, আমারও ঠিক তাই।' নীরস ভঙ্গিতে হেসে বললেন ডাক্তার।

'কিন্তু আমি যদি তোমার কথা মেনে না চলি তাহলে আমার উচিত নয় তোমার সঙ্গে থাকা, তোমার স্নেহ আর আশ্রয়ের সুযোগ নেওয়া।'

এই মর্মস্পর্শী যুক্তিটি ডাক্তারকে চমকে দিল: তাঁর মনে হলো তিনি তাঁর মেয়ের মূল্য ভুল করে কম বুঝে এসেছেন: যে মেয়ে এতদিন শুধু নিরুপদ্রব একগুঁয়েমিই দেখিয়ে এসেছে তার পক্ষে এ হেন উক্তি করা অসামান্য প্রশংসার দাবি করতে পারে। কিন্তু তবু তিনি এতে খুব বেশি রকম অসন্তুষ্ট হলেন এবং সেই অসন্তোষ স্পষ্টভাষায় প্রকাশও করলেন, বললেন, 'তোমার এই ধারণা অত্যন্ত কুরুচির পরিচায়ক। এটা কি তুমি মিস্টার টাউনসেন্ডের কাছ থেকে পেয়েছ?'

ক্যাথেরিন আকুলকণ্ঠে বলল, 'না না, এ ধারণা আমার নিজের।'

'তাহলে ওটা নিজের কাছেই রেখে দাও।' বললেন ডাক্তার। ক্যাথেরিনের ইউরোপে যাওয়া সম্বন্ধে আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন তিনি।

তেইশ

ইউরোপ যাত্রার প্রস্তাবে মরিস টাউনসেন্ডকে যেমন ধরা হলো না, তেমনি বাদ পড়লেন মিসেস পেনিম্যান। তিনি আমন্ত্রণ পেলে বাধিত হতেন, কিন্তু (তাঁর প্রতি সুবিচার করতে গেলে বলতেই হয়) তিনি তাঁর আশাভঙ্গের বেদনা অতি শোভনভাবেই সয়ে নিলেন। তিনি মিসেস আমন্ডকে বললেন, 'রাফায়েলের আঁকা ছবিগুলো আর রোমের দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলে খুবই ভালো লাগত বটে, কিন্তু আগামী কয়েক মাস ওয়াশিংটন স্কোয়্যারে শান্তিতে একা থাকতেও কিছু খারাপ লাগবে না। আমি একটু বিশ্রাম চাই; গত চার মাসে আমাকে অনেক সইতে হয়েছে।'

মিসেস আমন্ডের মনে হলো তার ভাই যে ল্যাভিনিয়াকে বাইরে নিয়ে

যাচ্ছে না এটা তার পক্ষে হৃদয়হীনতা, কিন্তু তিনি সহজেই বুঝে নিলেন যে এ যাত্রার উদ্দেশ্য যদি হয় ক্যাথেরিনকে তার প্রেমিকের কথা ভুলিয়ে দেওয়া তাহলে সেই যুবকটির সেরা বন্ধুকে তার সঙ্গিনী করে নিয়ে না যাওয়াই ভালো। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'ল্যাভিনিয়া অমন বোকা না হলে রোমের দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে আসতে পারত।' বোনের বোকামির কথা ভেবে তিনি আফসোস করেই চললেন, যদিও মিসেস পেনিম্যান তাঁকে বলেছেন যে তিনি মিস্টার পেনিম্যানের মুখে ঐ ধ্বংসাবশেষের চমৎকার বর্ণনা শুনেছেন। মিসেস পেনিম্যান পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ভায়ের এই বিদেশ সফরের আসল মতলব; তিনি সেটা তাঁর ভাইঝিকে খুলে বললেন। তিনি বললেন, 'সে ভাবছে তোমাকে সে মরিসের কথা ভুলিয়ে দেবে। জানো তো, দৃষ্টির বাইরে যাওয়া মানেই মনের বাইরে চলে যাওয়া। সে ভাবছে ইউরোপে গিয়ে তুমি এত জিনিস দেখবে যে, তারা মরিসকে তোমার মন থেকে ঠেলে বাইরে সরিয়ে দেবে।'

ক্যাথেরিন ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। বলল, 'তিনি যদি তাই ভেবে থাকেন, তাহলে আমার উচিত আগেই তাঁকে বলে দেওয়া।'

মিসেস পেনিম্যান মাথা নাড়ালেন। বললেন, 'এখন নয়, তাকে পরে বোলো, বাছা। আগে সে অনেক মেহনত আর অনেক খরচা করুক, তারপর। ওকে উচিত শিক্ষা দেবার ঐ উপায়।' তারপর তিনি কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললেন, 'রোমের দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে দেখতে প্রিয়জনের কথা ভাবতে বড় ভালো লাগে।'

বাবার অসন্তোষের কারণ হয়ে মেয়েটার মনের ভেতর জমে উঠেছিল গভীর বেদনা যেমন নির্মল তেমনই উদার. তাতে বিরক্তি বা ঘৃণার লেশমাত্র ছিল না; কিন্তু তাঁর আশ্রয়ে থাকা সম্বন্ধে সে যখন সঙ্কোচ প্রকাশ করেছিল তখন তিনি যে গভীর অবজ্ঞাভরা সংক্ষিপ্ত উক্তি করেছিলেন তারপর এই প্রথম তার মনে বেদনাবোধের সঙ্গে ক্রোধ মিশ্রিত হলো। তাঁর ঘৃণাভরা তাচ্ছিল্য যেন তার দেহে মনে তীব্র জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল; তিনি তার কুরুচি সম্বন্ধে যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেগুলো তিন দিন ধরে তার কান দুটিকে পোড়াতে লাগল। এই ক'দিন তার মনের সংযমটা একটু কম ছিল; তার মনে একটা অস্পষ্ট—কিন্তু তার আহত মর্যাদাবোধের পক্ষে প্রীতিকর—ধারণা হলো যে এখন সে প্রায়শ্চিত্ত করার দায়িত্ব থেকে মুক্ত, এখন সে যা খুশী করতে পারে। সে মরিসকে লিখে দিল মরিস যেন স্কোয়্যারে এসে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে শহরে বেড়াতে নিয়ে যায়। তার মনে হলো বাবার সম্মান রাখবার জন্য সে যখন ইউরোপ যাচ্ছে, তখন এটুকু তৃপ্তি নিজেকে দেবার অধিকার তার

আছে। এখন সে সব রকমেই আরো স্বাধীন, আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অনুভব করতে লাগল; একটা শক্তি যেন তাকে উদ্বুদ্ধ করছিল। অবশেষে এখন তার প্রচণ্ড আবেগ সম্পূর্ণভাবে বিনা বাধায় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

মরিস এসে দেখা করল ক্যাথেরিনের সঙ্গে, তারপর তারা দুজনে অনেক-ক্ষণ একসঙ্গে হাঁটল। ক্যাথেরিন তাকে বলল তার বাবা তাকে নিয়ে বাইরে চলে যেতে চাইছেন। ঠিক হয়েছে ইউরোপে যাওয়া হবে ছ' মাসের জন্য; এখন মরিস যা ভাল মনে করবে ক্যাথেরিন হুবহু তাই করবে। মুখ ফুটে না বললেও মনে মনে সে আশা করল মরিস বলবে ক্যাথেরিনের বাড়িতে থাকাই সবচেয়ে ভাল হবে। কিন্তু মরিস তার মনের ভাবটা চট করে প্রকাশ করল না; হাঁটতে হাঁটতে সে অনেক প্রশ্ন করতে লাগল। একটি প্রশ্ন তাকে বিশেষভাবে বিস্মিত করল, একটু বেখাপ্পাও মনে হলো।

'ইউরোপের বিখ্যাত জিনিসগুলো তোমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে?' শুধাল মরিস।

ক্যাথেরিন আপত্তির সুরে বলল, 'মোটেই না, মরিস।'

'হা ঈশ্বর! কি ভোঁতা মেয়েমানুষ!' নিজের মনেই বলে উঠল মরিস।

ক্যাথেরিন বলল, 'বাবা ভাবছেন আমি তোমাকে ভুলে যাবো, এসব জিনিস তোমাকে আমার মন থেকে বার করে দেবে।'

'বোধ হয় তাই দেবে, ক্যাথেরিন।'

ক্যাথেরিন চলতে চলতেই শান্তভাবে বলল, 'অমন কথা বোলো না, দোহাই তোমার। বাবা বেচারা দুঃখ পাবেন।'

মরিস হেসে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, তোমার বেচারা বাবা দুঃখ পাবেন তা আমি সত্যি বিশ্বাস করি। কিন্তু তোমার তো ইউরোপ দেখা হয়ে যাবে! কি চমৎকার জব্দ হবেন তিনি!'

ক্যাথেরিন বলল, 'ইউরোপ দেখবার গরজ আমার নেই।'

'কিন্তু থাকা উচিত। তাতে তোমার বাবা একটু নরম হতে পারেন।'

নিজের একগুঁয়েমি সম্বন্ধে সচেতন ক্যাথেরিন এদিকটা একেবারেই ভেবে দেখে নি; এখন তার কেবলই মনে হতে লাগল বাইরে গিয়েও ভেতরে ভেতরে অটল থাকলে বাবার সঙ্গে ছলনা করা হবে। সে প্রশ্ন করল, 'তোমার কি মনে হয় না সেটা এক ধরনের প্রতারণা হবে?'

মরিস উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, 'তিনি কি তোমাকে প্রতারিত করতে চান না? এ ঠিক শঠে শাঠ্যং হবে। আমার সত্যি মনে হয় তোমার যাওয়াই ভালো।'

'এতদিন আমাদের বিয়ে হবে না?'

• 'ফিরে এসে বিয়ে কোরো। তোমার বিয়ের বেশভূষা কিনে আনতে পারবে প্যারিস থেকে।' বলে মরিস সদয় কণ্ঠে এ বিষয়ে তার কি ধারণা সেটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল। বলল ক্যাথেরিনের যাওয়াই ভালো হবে, সে গেলে এইটেই প্রমাণিত হবে তারা দুজনেই সম্পূর্ণ ঠিক পথে চলেছে। এ থেকে বোঝা যাবে তারা অবুঝ নয়, এবং অপেক্ষা করতে রাজি আছে। তাবা দুজনেই যখন পরস্পরের সম্বন্ধে অমন আস্থাবান, তখন তারা অপেক্ষা করতে পারে—ভয় কিসের? তার ইউরোপ যাত্রার ফলে তার বাবার সদয় হবার যদি এতটুকু সম্ভাবনাও থাকে, তাহলে তার যাওয়াই উচিত; কারণ মরিস চায় না তার জন্যে ক্যাথেরিন তার ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এ চিন্তা তার নিজের জন্য নয়, ক্যাথেরিনের এবং তার ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্য। সে তার জন্য অপেক্ষা করতে রাজি; অপেক্ষা করাটা শক্ত হবে, তবু সে তা করতে পারবে। তারপর ইউরোপে নানা মনোরম দৃশ্যাদির মধ্যে হয় তো বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মন নরম হবে: এ ধরনের আবহাওয়া মনে মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। তিনি ক্যাথেরিনের নম্রতা, সহিষ্ণুতা, আর শুধু একটি ছাড়া অন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি দেখে হয়তো অভিভূত হবেন; তারপর কোনো দিন কোনো বিখ্যাত স্থানে হয়তো ইটালিতেই, কোনো সন্ধ্যাবেলায়· কিম্বা চাঁদের আলোয় ভেনিস নগরীতে গণ্ডোলায় চড়ে—হয়তো সে বাবার কাছে আবেদন জানাবে; তখন সে যদি একটু চালাক হয় আর তাঁর হৃদয়ের ঠিক জায়গাটিতে ঘা দিতে পারে, তাহলে হয়তো তিনি মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

পরিস্থিতির এই ব্যাখ্যাটা ক্যাথেরিনের ভারি মনে লাগল; মনে হলো এ তার প্রেমিকের আশ্চর্য বুদ্ধির উপযুক্তই বটে, যদিও এই পরিকল্পনাটা কার্যকরী করে তোলা তার দক্ষতায় কুলোবে কিনা, চাঁদের আলোয় গণ্ডোলার ওপর কি চাতুর্যের অভিনয় করবে, সে ভেবেই পেল না। শেষ পর্যন্ত তারা দুজনে মাথা খাটিয়ে এই ঠিক করল যে ক্যাথেরিন তার বাবাকে বলবে তাব বাবা তাকে যেখানে যেতে বলবেন সেখানেই সে তাঁর সঙ্গে যেতে প্রস্তুত। ক্যাথেরিনের মনে হলো মরিসকে সে এমন ভালো আর কখনো বাসে নি।

ক্যাথেরিন ডাক্তারকে বলল সে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত; ডাক্তারও সেই অনুসারে দ্রুত তৈরি হতে লাগলেন। ক্যাথেরিনের বিদায় নেবার ছিল অনেকের কাছ থেকে, কিন্তু তাঁদের মাত্র দুজনের সঙ্গে আমরা সক্রিয়ভাবে জড়িত। মিসেস পেনিম্যান তাঁর ভাইঝির এই বিদেশ যাত্রা একটু অন্যভাবে দেখলেন; তাঁর মনে হলো মিস্টার টাউনসেণ্ডের ভাবী বধূর যে বিদেশ ভ্রমণ করে মনটাকে উন্নততর করে আনবার ইচ্ছা হবে সেটা খুবই ভালো কথা।

ক্যাথেরিনের কপালে চুমু খেয়ে মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'ওকে তুমি ভালো জিম্মায় রেখে যাচ্ছ।' (ভদ্রমহিলা কপালে চুমু খেতে ভারি ভাল-বাসতেন; সেটা ছিল মানুষের বুদ্ধি-সম্পর্কিত অংশটির প্রতি তাঁর সহানুভূতির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি।) 'আমি প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা করব', বললেন তিনি। 'আমার মনে হবে আমি যেন অতীত যুগের মন্দিরের পূজারিণীর মতো, পবিত্র শিখাটিকে সযত্নে অনির্বাণ রেখে চলেছি।'

এই উপমাটির যথার্থতা পরীক্ষা করার ধৃষ্টতা না করে ক্যাথেরিন বলল, 'তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ না, কিন্তু তোমার ব্যবহারটি ভারি সুন্দর রেখেছ।'

'আমার আত্মমর্যাদা-বোধই আমাকে ঠিক রেখেছে।' মিসেস পেনিম্যান বললেন তার পরনের পোশাকের ওপর হাতের চাপড় মেরে এক রকমের ধাতব আওয়াজ তুলে।

ক্যাথেরিন খুব সংক্ষেপে তার প্রেমিকের কাছ থেকে বিদায় নিল, দুজনে কথার বিনিময় হলো অতি সামান্য।

'ফিরে এসে কি তোমাকে ঠিক এই রকম দেখতে পাবো ?' প্রশ্ন করল ক্যাথেরিন, কিন্তু এ প্রশ্নে কোনোরকম সন্দেহ প্রচ্ছন্ন ছিল না।

মরিস হেসে বলল, 'ঠিক এই রকমই দেখবে—এর চেয়েও বেশি।'

পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে ডাক্তার স্লোপারের সফরের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নয়। তিনি বেশ ঘটা করে ইউরোপের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন, এবং ইউরোপের শিল্প এবং প্রাচীন ঐশ্বর্য দেখে তিনি এমন মুগ্ধ হলেন—তাঁর মতো উন্নত রুচির লোকের পক্ষে যা খুব স্বাভাবিক—যে ছমাসের বদলে তিনি এক বছর বিদেশে রইলেন। ওয়াশিংটন স্কোয়ারে মিসেস পেনিম্যান ডাক্তারের অনুপস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলেন। শূন্য গৃহে নিজের বাধাহীন একাধিপত্য তিনি বেশ রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে লাগলেন, আর এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন যে ভাই থাকতে এ বাড়ি যেমন ছিল, তার চাইতে বাড়িটিকে বন্ধু বান্ধবদের কাছে অনেক বেশি আনন্দময় করে তুলেছেন। অন্ততঃ মরিস টাউনসেণ্ডের কাছে তো বটেই। মরিস টাউনসেণ্ডই তাঁর কাছে আসতে লাগল সব চেয়ে বেশি; তিনি মরিসকে চায়ের নিমন্ত্রণ করতে বড় ভালবাসতেন। মরিসের জন্য একটা আলাদা চেয়ার ছিল—পিছন দিকের বসবার ঘরে অগ্নিকুণ্ডের ধারে বেশ আরামদায়ক চেয়ারটি। মাঝে মাঝে সে ডাক্তারের পড়ার ঘরে চুরুট ফুঁকত আর মালিকের অনুপস্থিতিতে অনেক সময় ঘণ্টাখানেক ধরে তাঁর অদ্ভুত নানা রকমের সংগ্রহ দেখত। মিসেস পেনিম্যানকে সে বোকা বলে ভাবত, তা আমরা জানি; কিন্তু সে নিজে বোকা

ছিল না, এবং বিলাসী স্বভাব অথচ শূন্য পকেট নিয়ে এই বাড়িটিতে সে একটি চমৎকার আরামের আশ্রয় পেয়েছিল। এবাড়ি তার কাছে হয়ে উঠল এমন এক ক্লাব যাতে সভ্য মাত্র একজন। ডাক্তার থাকতে মিসেস পেনিম্যান বোনের সঙ্গে দেখা করতে যত যেতেন, এখন তার চাইতে কম যেতে লাগলেন, কারণ তাঁব সঙ্গে টাউনসেন্ডের এত ঘনিষ্ঠতা মিসেস আমন্ড অপছন্দ করেছিলেন, বলেছিলেন যে যুবকের সম্বন্ধে তাঁদের ভায়ের অমন খারাপ ধারণা, তার সঙ্গে অমন খাতির জমানো তাঁর উচিত নয়। মিসেস পেনিম্যান যে ক্যাথেরিনের ওপর এমন একটি অবাঞ্ছনীয় বাগ্দান চাপিয়ে দিয়েছেন তাতেও মিসেস আমন্ড বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

ল্যাভিনিয়া বললেন, 'অবাঞ্ছনীয়? মরিস কি সুন্দর স্বামী হবে ক্যাথেরিনের!'

'সুন্দর স্বামীদের ওপর আমাব আস্থা নেই।' বললেন মিসেস আমন্ড। 'আমার আস্থা ভালো স্বামীদের ওপর। মরিস যদি ক্যাথেরিনেকে বিয়ে করে আর ক্যাথেরিন তার বাবার টাকাগুলো সব পায়, তাহলে তারা দুজনে মানিয়ে চলতে পারে। মরিস হবে অলস, অমায়িক, স্বার্থপর, আর নিঃসন্দেহে ভালো স্বভাবের মানুষ। কিন্তু ক্যাথেরিন যদি তার বাবাব টাকা না পায়, আর মরিস দেখে ক্যাথেরিনের সঙ্গে সে একসূত্রে বাঁধা, তাহলে ঈশ্বব যেন ক্যাথেরিনকে দয়া করেন, কারণ মরিস তা করবে না। মরিস তার আশাভঙ্গের জন্য ক্যাথেরিনকে ঘৃণা করবে আর প্রতিশোধ নেবে, সে হবে দয়াহীন, নিষ্ঠুর। ক্যাথেবিনের দুঃখের অন্ত থাকবে না। আমি বলি তুমি মবিসের দিদির সঙ্গে একটু কথা বলে এসো। দুঃখের বিষয় মরিসের বদলে তার দিদিকে বিয়ে করা ক্যাথেরিনের পক্ষে সম্ভব নয়।'

মিসেস পেনিম্যানের মোটেই আগ্রহ ছিল না মিসেস মণ্টগোমারির সঙ্গে কথা বলবার, তাঁব সঙ্গে পরিচয় করবার কেনো চেষ্টাই তিনি করেন নি। ক্যাথেরিন সম্বন্ধে এই ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বানী শুনে তাঁর মনে হলো টাউনসেন্ডের সদয় স্বভাব অমন তিক্ত হয়ে গেলে সেটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হবে। আনন্দ উপভোগই ছিল মরিসের স্বভাব, উপভোগের কিছু না থাকলে সে স্বস্তি পাবে কি করে? মিসেস পেনিম্যানের মনে এই ধারণাটাই দৃঢ় হয়ে লেগে রইল যে তার ভ্রাতার ঐশ্বর্য মবিসের ভোগে লাগা উচিত; এ ঐশ্বর্যের অংশ লাভে তাঁর নিজের দাবি যে খুবই কম, তা বুঝবার মতো বুদ্ধি তাঁর ছিল।

'অস্টিন যদি তার ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার ক্যাথেরিনকে দিয়ে না যায়, তাহলে আমাকে নিশ্চয়ই দিযে যাবে না।' ভাবলেন তিনি।

চব্বিশ

বিদেশে ভ্রমণের প্রথম ছ'মাস ডাক্তার তাঁদের মনান্তর সম্বন্ধে ক্যাথেরিনকে কিছুই বলেন নি; কিছুটা ইচ্ছা করে, কিছুটা অন্যান্য নানা দিকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় পরিষ্কার প্রশ্ন করে ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে ক্যাথেরিনেব মনের অবস্থা জানবার চেষ্টা অর্থহীন হতো, কারণ বাড়ির চেনা পরিবেশেই যে ক্যাথেরিনের বাইরের হাব ভাব দেখে তার মনের ভেতরের অবস্থা বোঝা যেত না, সুইট্‌জারল্যাণ্ডের আর ইটালির পর্বতমালা দেখে সেই ক্যাথেরিন প্রেরণা পেল না। সব সময় সে হয়ে রইল তার বাবার পরম বশম্বদ এবং বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন সাথী; নানা দর্শনীয় স্থান দেখে বেড়াবার সময় সে সসম্ভ্রম নীরবতা বজায় রাখত, কখনো ক্লান্তি বা অবসাদ প্রকাশ করত না, সব সময় নির্দিষ্ট ক্ষণে রওনা হবার জন্য তৈরি থাকত, কখনো বোকার মতো সমালোচনা করত না বা উচ্চাঙ্গের সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দেবার চেষ্টা করত না। ডাক্তারের মনে হতো 'শাল-আলোয়ানের একটা পুঁটলির যেটুকু বুদ্ধি আছে, মেয়েটারও তাই'; তার তফাৎ শুধু এইটুকু যে পুঁটলিটা হারিয়ে যেতে বা গাড়ির ভেতর থেকে বাইরে ছিটকে পড়ে যেতে পারত, কিন্তু ক্যাথেরিন সব সময় তার জায়গায় ঠিক থাকত, হারাত না বা ছিটকে পড়ত না। তার বাবা আগে থেকেই আশা করে-ছিলেন এই রকম হবে, এবং পর্যটক হিসেবে সে যে বুদ্ধি বা রসবোধের পরিচয় দিতে পারছিল না তাব জন্য তিনি তাব হৃদয় বেদনাকে দায়ী করতে পারেন নি। তার ওপর অন্যায় বা অবিচার করা হচ্ছে এমন কোনো বোধের লক্ষণ সে দেখায় নি, এবং যতদিন প্রবাসে ছিল ততদিনের ভেতর একটিবারও সে এমন দীর্ঘশ্বাস ফেলে নি যা কানে শোনা যায়। তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন ক্যাথেরিন আর মরিস টাউনসেণ্ডের ভেতব পত্র বিনিময় চলে, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি নীরব ছিলেন, কারণ তিনি মরিসের চিঠি দেখেন নি কখনও, আর ক্যাথেরিন তার সব চিঠি ভৃত্যকে দিয়ে ডাকে পাঠাত। ক্যাথেরিন বেশ নিয়মিতভাবেই তার প্রেমিকের চিঠি পেত, কিন্তু সেই চিঠিগুলো আসত মিসেস পেনিম্যানের খামের ভেতর, কাজেই ডাক্তার যখনি তাঁর বোনের হাতে নাম ঠিকানা লেখা চিঠি এনে ক্যাথেরিনের হাতে দিতেন তখনই তিনি যে প্রণয় ব্যাপারের বিরোধী, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরোক্ষভাবে তারই সহায়ক হয়ে পড়তেন। ক্যাথেরিনের মনেও এ চিন্তাটা এসেছিল; ছমাস আগে হলে সে ডাক্তারকে এ বিষয়ে অবহিত করে দেওয়া নিজের অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করত, কিন্তু এখন সে দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত মনে হলো। একবার সে কর্তব্য বোধের প্রেরণায় তার বাবাকে

একটি কথা বলতে গিয়ে যে আঘাত পেয়েছিল তার স্মৃতি সে ভুলতে পারে নি; এখন সে তাঁকে খুশী করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, কিন্তু অমন করে কথা বলতে আর যাবে না তাঁর কাছে। সে তাই তার প্রেমিকের চিঠিগুলো গোপনেই পড়তে লাগল।

গ্রীষ্মের শেষ দিকে একদিন ক্যাথেরিন তার বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে উপস্থিত হলো আল্‌প্‌স্‌ পর্বতমালার একটি নিরালা উপত্যকায়। একটি গিরিপথ অতিক্রম করছিল তারা; লম্বা উৎরাই বেয়ে পায়ে হেঁটে তারা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল তাদের গাড়িটাকে পিছনে রেখে। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার দেখতে পেলেন একটি পায়ে চলা পথ আড়াআড়ি একটি উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলে গেছে, এই পথ বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেলে বাইরে যাবার পথ পাওয়া যাবে। ক্যাথেরিনকে নিয়ে তিনি এই আঁকা-বাঁকা পথে গিয়ে শেষকালে রাস্তা হারিয়ে ফেললেন। উপত্যকাটি যেমন জঙ্গলে ভরা তেমনি এবড়োখেবড়ো, দুজনেরই হাঁটতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। দুজনেরই হাঁটার ভালোরকম অভ্যাস ছিল, তাই এই অ্যাডভেঞ্চারটাকে তাঁরা সহজভাবে নিতে পেরেছিলেন: ক্যাথেরিনের বিশ্রামের জন্য ডাক্তার মাঝে মাঝে থামতে লাগলেন তারপর ক্যাথেরিন একটা পাথরের ওপর বসে চারদিকের কঠিন চেহারার পাথরের স্তূপগুলো আর উজ্জ্বল আকাশ দেখতে লাগল। অগাস্ট মাসের শেষের দিক তখন, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হতে হতে রাত্রির দিকে এগিয়ে চলেছিল। ওরা দুজনেই তখন পাহাড়ের অনেক উঁচুতে, হাওয়াটা তাই যেমন তীক্ষ্ম তেমনি ঠান্ডা। পশ্চিম দিকে তখন ঠান্ডা, লাল আলোর প্রাচুর্য, সেই আলোয় ছোট্ট উপত্যকাটিকে আরো বেশী রুক্ষ আর কাল্‌চে দেখাতে লাগল। একবার এক জায়গায় ক্যাথেরিনকে রেখে ডাক্তার কিছু দূরে একটা উঁচু জায়গায় উঠে গেলেন, সেখান থেকে দূরের দৃশ্য দেখবেন বলে। তিনি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন; ক্যাথেরিন বসে রইল একা—তার চারদিকের স্তব্ধতাকে স্পর্শ করছে কোথায় কোন পাহাড়ী স্রোতস্বিনীর মৃদু কলতান। তার মনে পড়ল মরিস টাউনসেন্ডের কথা; এ জায়গাটা এত বেশী নিরালা বলেই তার আরো বেশী করে মনে হতে লাগল মরিস তার কাছ থেকে বহু দূরে। ডাক্তার অনেকক্ষণ অনুপস্থিত রইলেন, ক্যাথেরিন চিন্তা করতে লাগল কি হয়েছে বাবার। অবশেষে তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটল, গোধূলি আলোয় তাঁকে ক্যাথেরিনের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ক্যাথেরিন উঠে দাঁড়িয়ে আবার চলা শুরু করবার জন্য তৈরি হল। কিন্তু তিনি আবার যাত্রা শুরু করবার কোনো লক্ষণ দেখালেন না, এগিয়ে এলেন ক্যাথেরিনের কাছে যেন কিছু তাকে বলবেন বলে। তিনি তার সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে

রইলেন; তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়ের মাথায় যে আলো কিছুক্ষণ আগে দেখে এসেছিলেন, সেই আলো যেন তখনো তাঁর দুচোখে লেগে রয়েছে। তারপর তিনি হঠাৎ মৃদুকণ্ঠে তাকে অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করলেন ঃ

'তুমি কি ওকে ত্যাগ করেছ?'

প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিত হলেও ক্যাথেরিন দমে গেল না। বলল, 'না বাবা।'

ডাক্তার আবার তার দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁকালেন, মুখে কিছু বললেন না।

'সে কি তোমার কাছে চিঠি লেখে?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, মাসে প্রায় দু'বার।'

ডাক্তার হাতের লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে উপত্যকার এদিকে ওদিকে তাকালেন; তারপর আগেকার মতোই মৃদু স্বরে বললেন ঃ

'আমি অত্যন্ত রাগ করেছি।'

ক্যাথেরিন চিন্তা করতে লাগল এ কথার অর্থ কি তিনি কি তাকে ভয় দেখাতে চাইছেন? তা যদি হয়, তাহলে ভয় দেখাবার জায়গাটা তিনি ভালোই বেছেছেন, কারণ এই আলোবিহীন বিষণ্ণ উপত্যকাটি যেন তাকে তার নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিল। নিজের চারদিকে তাকিয়ে তার মনটা যেন দমে গেল, এক মুহূর্তের জন্য তার ভীষণ ভয় লাগল। কিন্তু 'আমি দুঃখিত', শুধু এইটুকু কথা ছাড়া বলবার মতো আর কোনো কথা তার মনে এলো না।

ডাক্তার বলতে লাগলেন, 'তুমি আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছ। আমি যে ভালো লোক নই তা তোমার জানা উচিত। বাইরে আমি খুব মোলায়েম, ভেতরে ভেতরে আমি ভয়ঙ্কর মেজাজী। তোমাকে বলে রাখছি আমি খুব বেশী রকম শক্ত হতে পারি।'

এসব কথা তিনি তাকে কেন শোনালেন, ক্যাথেরিন তা বুঝতে পারল না। ডাক্তার কি তাকে ইচ্ছা করেই এখানে নিয়ে এসেছেন? এটা কি তাঁর পরিকল্পনারই একটি অংশ? পরিকল্পনাটি কি? এই সব প্রশ্ন জাগল তার মনে। ডাক্তারের কি মতলব ছিল হঠাৎ তাকে ভয় দেখিয়ে সেই সুযোগে তাকে দিয়ে তার প্রেম অস্বীকার করানো? কিসের ভয়? এ জায়গাটি অত্যন্ত বিশ্রী আর নির্জন হলেও জায়গাটি তার কোনো ক্ষতি করতে পারত না। যে-তীব্র স্তব্ধতা তার বাবার চারপাশে ঘনিয়ে উঠেছিল, সেটাই কেমন যেন ভয়াবহ ঠেকছিল, কিন্তু তাই বলে ক্যাথেরিন এ ভয় করে নি যে তিনি তাঁর ঐ পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, সুদক্ষ হাত দুটি দিয়ে তার গলা টিপে ধরবেন।

তবু সে এক পা পিছু হটে এলো। তারপর বলল, 'তুমি যা খুশি তাই হতে পারো, তা আমি জানি।' সে তাই সরলভাবে বিশ্বাস করত।

ডাক্তার আরো তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আমি ভীষণ রাগ করেছি।'

'কেন তোমার হঠাৎ এমন রাগ হল?'

'হঠাৎ হয় নি। গত ছ' মাস ধরে আমি ভেতরে ভেতরে জ্বলছি। এখন এখানে সেই আগুনটাই হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে পড়ল। জায়গাটা এমন নিরালা, আর আমরা ছাড়া আর কেউ এখানে নেই।'

'হ্যাঁ, জায়গাটা খুব নিরালা।' নিজের চারদিকে তাকিয়ে ক্যাথেরিন বলল অস্পষ্টভাবে। 'গাড়িতে ফিরে আসবে না?'

'এখখুনি আসব। তুমি কি বলতে চাও এত দিনের ভেতর তুমি এতটুকুও দাবি ছাড়ো নি?'

'পারলে ছাড়তাম, বাবা। কিন্তু তা আমি পারি না।'

ডাক্তারও একবার চারদিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'এ রকম জায়গায় পরিত্যক্ত হয়ে অনাহারে মরতে তোমার ভালো লাগবে?'

'তুমি কি বলছ, বাবা?' ক্যাথেরিন উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল।

'ঠিক তাই ঘটবে তোমার বরাতে। সে তোমাকে ঐ ভাবেই ফেলে যাবে।'

ডাক্তার তাকে আঘাত করবেন না, আঘাত করেছেন মরিসকে। ক্যাথেরিন আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল 'ও কথা সত্যি নয়, বাবা। আর তোমার অমন কথা বলাও উচিত নয়!'

ডাক্তার মৃদু মাথা নাড়লেন। বললেন, 'না, কথাটা বলা ঠিক নয়, কারণ কথাটা তুমি বিশ্বাস করবে না। কিন্তু কথাটা সত্যি। এসো, ফিরে এসো গাড়ির ভেতর।'

ডাক্তার পিঠ ফিরিয়ে চলে গেলেন, ক্যাথেরিন তাঁর পিছনে পিছনে গেল; তিনি আরো দ্রুত বেগে হাঁটতে হাঁটতে শীঘ্রই তাকে ছাড়িয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেলেন। পিছন দিকে ফিরে না তাকিয়েই তিনি মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়াতে লাগলেন যেন ক্যাথেরিন তাঁকে এসে ধরতে পারে। ক্যাথেরিন বেশ কষ্টেই এগোতে লাগল, বাবাকে এই প্রথম শক্ত কথা বলার উত্তেজনায় তার বুকের ভেতরটা তখন ধুক ধুক করছে। ততক্ষণে প্রায় অন্ধকার হয়ে এসে-ছিল, শেষকালে একবার ডাক্তার চলে গেলেন ক্যাথেরিনের দৃষ্টির বাইরে। কিন্তু সে ঠিকমতো এগিয়েই চলল, তারপর কিছুক্ষণ বাদে উপত্যকাটা এক জায়গায় হঠাৎ ঘুরে গেল, ক্যাথেরিন এসে পড়ল সেই রাস্তায়, যেখানে

গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির ভেতর তার বাবা নিশ্চল আর নীরব হয়ে বসে ছিলেন; ক্যাথেরিনও নীরবে গিয়ে তাঁর পাশে বসে পড়ল।

পরে এই সব কথা স্মরণ করে ক্যাথেরিনের মনে হয়েছিল যেন এরপর বেশ কিছুদিন তাদের মধ্যে একটি শব্দও বিনিময় হয় নি। দৃশ্যটা অদ্ভুতই হয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে বাবার ওপর ক্যাথেরিনের মনোভাবটা পাকাপাকি ভাবে বদলে যায় নি, কারণ তার মনে হয়েছিল আর যাই হোক না কেন তিনি যে মাঝে মাঝে এই ধরণের দৃশ্যের অবতারণা করবেন এটাই স্বাভাবিক, এবং ছ মাস তিনি ক্যাথেরিনকে কিছুই বলেন নি। সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে তিনি বলেছিলেন তিনি ভালো লোক নন; তিনি একথা কি অর্থে বলেছিলেন তাই নিয়ে ক্যাথেরিন অনেক মাথা ঘামাল। কথাটা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না, তাঁর বিরুদ্ধে তার যতই রাগ বা ক্ষোভ থাকুক না কেন। মনে তিক্ততার চরম অবস্থা এলেও বাবাকে ত্রুটিপূর্ণ ভাবতে সে কিছুমাত্র আনন্দ পেতো না। ঐ ধরণের উক্তি করা ছিল তাঁর মহা চাতুর্যের একটি অংশমাত্র—তাঁর মতো চতুর লোক যে কোনো রকম অর্থে যে কোনো কথা বলতে পারেন। এবং তাঁর মধ্যে যে কঠোরতা ছিল, পুরুষ মানুষের চরিত্রে নিশ্চয়ই তা সদ্‌গুণ।

এর পর আরো ছ'মাস তিনি ক্যাথেরিনের সঙ্গ এড়িয়ে রইলেন--এই ছ মাস সে তাদের সফরের মেয়াদ বৃদ্ধিতে কোনো রকম আপত্তি বা প্রতিবাদই জানাল না। কিন্তু এই ছ'মাসের মেয়াদ শেষ হবার মুখে ডাক্তার আবার তার সঙ্গে কথা বললেন, লিভারপুলের একটি হোটেলে, নিউ ইয়র্ক রওনা হবার আগের রাত্রে। তিনি ক্যাথেরিনের সঙ্গে একটি বড়, মৃদু-আলোকিত বসবার ঘরে বসে নৈশ ভোজন করছিলেন। ভোজন সাঙ্গ হতে টেবিলের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, ডাক্তার উঠে ধীরে ধীরে এদিক ওদিক পায়-চারি করতে লাগলেন। ক্যাথেরিন হাতে মোমবাতি নিয়ে শুতে চলে যাবে, এমন সময় ডাক্তার তাকে থাকবার জন্য ইসারা করলেন।

হাতে মোমের দীপ নিয়ে ক্যাথেরিন দাঁড়িয়ে। ডাক্তার প্রশ্ন করলেন 'দেশে ফিরে গিয়ে কি করবে ভেবেছ ?'

'তুমি কি বলতে চাইছ মিঃ টাউনসেন্ড সম্বন্ধে ?'

'মিঃ টাউনসেন্ড সম্বন্ধে।'

'আমরা খুব সম্ভব বিয়ে করব।'

ডাক্তার কয়েকবার এদিক ওদিক পায়চারি করলেন, তারপর শুধালেন; 'তার কাছ থেকে কি আগে যেমন চিঠি পেতে তেমনি পাও ?'

'হ্যাঁ। মাসে দুবার।' সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথেরিন জবাব দিল।

'সে কি চিঠিতে সব সময় বিয়ের কথাই বলে?'

'তাতো বলেই। তার মানে, সে অন্যান্য বিষয়েও বলে, কিন্তু ও বিষয়ে সব সময় কিছু না কিছু বলেই।'

'চিঠিতে সে বৈচিত্র্যের আমদানী করে জেনে খুশী হলাম; তা না হলে তার চিঠিগুলো একঘেয়ে হয়ে পড়তে পারত।'

'ভারি সুন্দর চিঠি লেখে সে।' কথাটা বলবার সুযোগ পেয়ে ক্যাথেরিন বড় খুশী হল।

'চিঠি এরা সব সময় সুন্দরই লেখে। বললেন ডাক্তার। 'তা যাই হোক, ভালো চিঠি লেখাটা কিছু খারাপ নয়। তাহলে বাড়ী পেঁাছেই তুমি তার সঙ্গে চলে যাবে?'

কথাটা বলার ভঙ্গিতে একটা স্থূলতা ছিল, যা ক্যাথেরিনের রুচিবোধকে আঘাত করল। সে বলল, 'বাড়ি না পেঁাছে তোমাকে কিছু বলতে পারি না।'

তার বাবা বললেন, 'সেটা যুক্তিসঙ্গতই বটে। তোমার কাছে আমি শুধু এইটুকুই চাই যে তুমি আমাকে অবশ্যই বলবে, আমাকে স্পষ্টভাবে আগেই জানিয়ে দেবে। যে হতভাগ্য বাপ তার একমাত্র সন্তানকে হারাবেই, সে অন্তত আগে থেকেই তার একটু আভাস পেতে চায়।'

'তুমি আমাকে হারাবে না বাবা।' বলে উঠল ক্যাথেরিন। তার হাত কেঁপে উঠে মোমবাতি থেকে কয়েক ফোঁটা মোম পড়ল মেঝের ওপর।

ডাক্তার বলতে লাগলেন, 'তিনদিন আগে জানালেই হবে, অবশ্য তখন যদি তুমি নিশ্চিত হতে পারো। আমার প্রতি ওর খুবই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত জানবে। তোমাকে বাইরে ঘুরিয়ে এনে আমি তার খুব উপকার করেছি; তোমার মূল্য এখন আগেকার দ্বিগুণ, কারণ বিদেশ ভ্রমণের ফলে তোমার জ্ঞান এবং রুচিব অনেক উন্নতি হয়েছে। এক বছর আগে এ দুটোই তোমার ছিল একটু বোধ হয় সীমাবদ্ধ, একটু যেন গ্রাম্যভাবাপন্ন, কিন্তু এখন তুমি অনেক কিছু দেখেছ, অনেক কিছুর কদর বুঝতে শিখেছ, আর সঙ্গিনী হিসেবেও তুমি হবে পরম আনন্দদায়িনী। আমার মেষ শাবকটিকে পুষ্ট করে তুলেছি, তার হাতে নিহত হবার জন্য।' ক্যাথেরিন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সরে গিয়ে খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। ডাক্তার বললেন, 'এবার বিছানায় শুয়ে পড়োগে যাও। দুপুরের আগে আমরা জাহাজে উঠব না, কাজেই ঘুম থেকে দেরিতে উঠলেও চলবে। আমাদের এবারকার যাত্রাটা বোধ হয় তেমন সুখের হবে না।'

পঁচিশ

ফেরার পথে ভ্রমণটা সত্যিই অস্বস্তিকর হয়েছিল, এবং নিউ ইয়র্কে পেঁছে সে যে মরিসের সঙ্গে চলে গিয়ে তার ক্ষতিপূরণ পাবে, তাও হয় নি। যাই হোক, জাহাজ থেকে নেমে ক্যাথেরিন পরদিনই মরিসের সঙ্গে দেখা করেছিল, এবং তার আগে অনেক রাত পর্যন্ত ল্যাভিনিয়া পিসির সঙ্গে তার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছিল।

মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'আমি তাকে অনেক দেখেছি, অনেক জেনেছি। তাকে চেনা খুব সহজ নয়। তোমার বোধ হয় ধারণা তুমি তাকে চেন, কিন্তু বাছা, তুমি তাকে চেন না। একদিন তুমি তাকে চিনবে, কিন্তু তার সঙ্গে কিছুদিন বাস করবার পর, তার আগে নয়। আমি প্রায় বলতে পারি তার সঙ্গে আমি বাস করেছি।' শুনে ক্যাথেরিন চমকে উঠল। মিসেস পেনিম্যান বলে চললেন, 'আমার মনে হয় এখন আমি তাকে জেনেছি, তাকে জানবার এমন চমৎকার সুযোগ আমি পেয়েছি। তুমিও তেমনি সুযোগ পাবে, বরং আরো ভালো সুযোগ পাবে।'

বলে মৃদু হাসলেন ল্যাভিনিয়া পিসি। বললেন, 'তখন তুমি বুঝতে পারবে আমি কি বোঝাতে চাইছি। আশ্চর্য একটি চরিত্র, আবেগে আর উৎসাহে ভরা, আর একেবারে খাঁটি।'

ক্যাথেরিন এই কথাগুলো শুনল আগ্রহ আর আশংকার মিশ্রভাব নিয়ে। ল্যাভিনিয়া পিসির সহানুভূতি বড় গভীর। বিদেশে গত এক বছর নানা দ্রষ্টব্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মনের অনেক কথা মনেই রেখে দিত ক্যাথেরিন, অনেক সময় সে সঙ্গ কামনা করত একজন বুদ্ধিমতী নারী সহচরীর। কখনো কখনো তার মনে হতো কোনো সহৃদয় স্ত্রীলোককে তার কাহিনী শোনাতে পারলে সে কিছুটা শান্তি পাবে; এই ভেবে সে একাধিক বার তার গৃহকর্ত্রীকে বা পোষাকের দোকানের কোনো মেয়েকে নিজের কথা সব খুলে বলবে বলে ঠিক করেছিল। মাঝে মাঝে তার এমন অবস্থা হত যে তখন তার কাছে কোনো স্ত্রীলোক থাকলে তার সামনে সে কান্নায় ভেঙে পড়ত; এবং তার মনে এই ভয় ছিল যে বাড়ি ফিরলে ল্যাভিনিয়া পিসি যখন তাকে প্রথম বুকে টেনে নেবেন, তখন সে ঠিক তাই করবে। কার্যতঃ কিন্তু ওয়াশিংটন স্কোয়ারে এদের দুজনে যখন দেখা হ'ল তখন দুজনের কারও চোখেই জল নেই, ক্যাথেরিনের মনের ভেতর কেমন যেন একটা শুষ্কতা এসে গিয়েছিল। এই শুষ্কতাটা আরো বেশী জোরালোভাবে এসেছিল এই কারণে যে মিসেস পেনিম্যান পুরো এক বছর

উপভোগ করেছে তার প্রেমিকের সাহচর্যের আনন্দ; তাছাড়া; এও তার ভাল লাগছিল না যে তার পিসি তাকে মরিসের চরিত্র এমনভাবে ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ করে বোঝাচ্ছেন যেন এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানটাই চরম। ক্যাথেরিনের মনে যে ঈর্ষার উদ্রেক হয়েছিল তা নয়; কিন্তু পিসির সারল্যের ভাণ সম্বন্ধে যে বোধটা তার মনে সুপ্ত ছিল, সেটা আবার জেগে উঠতে লাগল, এবং বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এসেছে ভেবে আনন্দ বোধ করল। এর ওপর সে আরো আনন্দ পেল আবার সেই মরিসের সঙ্গে কথা বলতে, তার নাম উচ্চারণ করতে, এবং তার সাহচর্য লাভ করতে পেরে, যে মানুষটি তার প্রতি অন্যায় করে নি।

ক্যাথেরিন বলল, 'তুমি তার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছ, একথা সে আমাকে লিখে জানিয়েছে, প্রায়ই। আমি তা কোনোদিন ভুলব না, ল্যাভিনিয়া পিসি।'

মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'যেটুকু পেরেছি করেছি; বেশী কিছু করতে পারি নি। তাকে আমার কাছে এসে কথা বলতে দিয়েছি, আর এলে এক পেয়ালা চা খাইয়েছি—এর বেশী কিছু নয়। তোমার আমন্ড পিসি মনে করতেন এটা খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে, আর ভীষণভাবে বকতেন আমাকে; কিন্তু তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন অন্ততঃ আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা তিনি করবেন না।'

'তার মানে?'

'তোমার বাবাকে কথাটা বলে দেবেন না। মরিস এসে বসত তোমার বাবার পড়বার ঘরে।' হাসতে হাসতে কথাটা বললেন মিসেস পেনিম্যান।

ক্যাথেরিন এক মুহূর্ত নীরব রইল। এ ব্যাপারটা তার বড় অপ্রীতিকর মনে হল; অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তার পিসির লুকোচুরি অভ্যাসের কথাটা নতুন করে মনে পড়ল। এখানে বলে রাখা ভাল, মরিস ক্যাথেরিনকে বলেনি সে তার বাবার পড়ার ঘরে বসেছিল—এটুকু বাস্তব বুদ্ধি তার ছিল। ক্যাথেরিনের সঙ্গে তার পরিচয় মাত্র কয়েক মাসের. ক্যাথেরিনের পিসি ক্যাথেরিনকে জেনেছেন পনেরো বছর ধরে, তবু সে একথা ভাবার মতো ভুল করত না যে ক্যাথেরিন এ ব্যাপারটাকে কৌতুক ভেবে উপভোগ করবে। ক্যাথেরিন একটু পরে বলল, 'তুমি যে ওকে বাবার ঘরে ঢুকিয়েছিলে এতে আমি দুঃখিত।'

'আমি ঢোকাই নি, সে নিজেই ঢুকেছিল। তার ইচ্ছা হয়েছিল বইগুলো আর কাঁচের আলমারির ভেতরকার জিনিসগুলো দেখতে। ওগুলোর বিষয়ে সে সব জানে; সব বিষয়েই সে সব জানে।'

ক্যাথেরিন আবার নীরব রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'ও একটা কাজ পেলে আমি খুশী হতাম।'

'কাজ সে একটা পেয়েছে বইকি। ভারি চমৎকার খবর; সে আমাকে বলে দিয়েছে তুমি এসে পৌঁছলেই যেন তোমাকে বলি। একজন ব্যবসাদারের ব্যবসায়ে সে অংশীদার হয়েছে। এক সপ্তাহ আগে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

ক্যাথেরিনের কাছে সত্যিই এটা চমৎকার খবর বলে মনে হল। সে বলল, 'আঃ, কি খুশীই আমি হয়েছি।' মনে হল সে যেন এখনই ল্যাভিনিয়া পিসির গলা জড়িয়ে ধরবে।

মিসেস পেনিম্যান বলতে লাগলেন, 'কারো অধীনে থাকার চাইতে এ অনেক ভালো। আর ওর অভ্যাসও নয় কারো অধীনে থাকা। সে আর তার অংশীদার দুজনেই সমান সমান। তাহলেই দেখতে পাচ্ছ অপেক্ষা করে সে কত ভালো করেছিল। এখন তোমার বাবা কি বলবে সেইটে আমি জানতে চাই। তাদের অফিস ডুয়েন স্ট্রীটে; ছোট ছোট ছাপানো কার্ডও তাদের আছে, একখানা সে আমাকে দেখাতে এনেছিল। ওটা আমার ঘরে আছে, কাল দেখতে পাবে। শেষ যেবার সে এখানে এসেছিল, সে ঠিক এই কথাই আমাকে বলেছিল, "দেখলেন তো, অপেক্ষা করে কত ভালো করেছি!" সে কারও অধীন নয়, তার অধীনেই অন্যেরা কাজ করে। অন্যের অধীন হয়ে কাজ করা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব; আমি তাকে অনেকবার বলেছি তাকে ওভাবে আমি ভাবতেই পারি না।'

ক্যাথেরিন তার পিসির এই মন্তব্যে সায় দিল; মরিস যে নিজেই নিজের মনিব, সে কথা ভেবে সে খুশীও হল; কিন্তু বিজয়গর্বে এ খবরটা বাবাকে শোনাবার কথা ভেবে খুশী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হল না, কারণ সে জানত মরিস ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও যেমন তাঁর যায় আসে না, মরিস যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড পেলেও তাই। ক্যাথেরিনের ট্রাঙ্কগুলি তার ঘরের ভেতর নিয়ে আসা হয়েছিল। ট্রাঙ্কগুলো খুলে সে পিসিকে দেখাতে লাগল বিদেশ থেকে কি কি চমৎকার জিনিস নিয়ে এসেছে; তখন তার প্রেমিকের সম্বন্ধে কথাবার্তা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রইল। জিনিসগুলো যেমন নানা রকমের, তেমনি দামী; ক্যাথেরিন প্রত্যেকের জন্য একটি করে উপহার নিয়ে এসেছিল বিদেশ থেকে, আনে নি শুধু মরিসের জন্য—মরিসের জন্য ছিল তার একনিষ্ঠ হৃদয়। মিসেস পেনিম্যানের ওপর তার দাক্ষিণ্যের বহরটা ছিল অসামান্য, তিনি আধ-ঘণ্টা ধরে উপহারগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আর ভাইঝির রুচির প্রশংসা করতে লাগলেন। একটা চমৎকার কাশ্মীরী শাল নেবার জন্য ক্যাথেরিন তাঁকে পীড়াপীড়ি করেছিল, সেই শালটা গায়ে জড়িয়ে তিনি কিছুক্ষণ পায়চারি করে বেড়ালেন, ঘাড় বাঁকিয়ে পিছনে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন শালটা পিছনদিকে কতটা ঝুলে পড়ে।

তিনি বললেন, 'আমি এটা শুধু ঋণ হিসেবে নেব, মরবার সময় তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব, অথবা—'ভাইঝিকে আবার চুম্বন করে—'তোমার প্রথম যে মেয়ে হবে, তার জন্যে রেখে যাব।' বলে শালটা গায়ে জড়িয়ে রেখেই তিনি হাসতে লাগলেন।

ক্যাথেরিন বলল, 'সবুর করো, আগে সে আসুক তো।'

'তোমার কথার ধরণটা আমার ভালো লাগছে না।' বললেন মিসেস পেনিম্যান। 'ক্যাথেরিন, তুমি কি বদলে গেছ?'

'না; যা ছিলাম তাই আছি।'

'একটু বদলাও নি?'

'একটুও না।' ক্যাথেরিনের মনে হল পিসির দরদটা একটু কম হলেই ভালো হতো।

'বেশ, শুনে খুব খুশী হলাম।' আয়নায় তার গায়ের কাশ্মীরী শালটি দেখতে দেখতে মিসেস পেনিম্যান বললেন। তারপরই ভাইঝির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার বাবা কেমন আছে? তোমার চিঠিগুলো ছিল এমনি সংক্ষিপ্ত যে তা থেকে কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না।'

'বাবা খুব ভালো আছেন।'

'আঃ, আমি কি বলতে চাইছি তা তো বুঝতেই পারছ।'

মিসেস পেনিম্যান বেশ ভারিক্কি চালে বললেন। কাশ্মীরী শালের দরুণ তার কথাটা যেন আরো ভারিক্কি শোনাল। তিনি আরো বললেন, 'সে কি এখনো তার জিদ আঁকড়ে ধরে বসে আছে?'

'তা তো আছেনই।'

'এটুও বদলায় নি?'

'সম্ভব হলে আরো শক্ত হয়েছেন।'

মিসেস পেনিম্যান গায়ের শালটা খুলে ফেলে আস্তে আস্তে ভাঁজ করে ফেললেন। তারপর বললেন, 'এতো ভালো নয়। তোমার ফন্দিটা তাহলে সফল হয় নি?'

'কি ফন্দি?'

'মরিস আমাকে সব বলেছে। বলেছে ইউরোপে তাকে উল্‌টো জব্দ করার ফন্দির কথা; তার ওপর নজর রাখা, তারপর কোনো বিখ্যাত দ্রষ্টব্য বস্তু বা দৃশ্য দেখে সে যখন মুগ্ধ হবে—জানোই তো সে নিজেকে মহা শিল্পরসিক বলে জাহির করতে চায়—তখনই তার কাছে কথাটা পেড়ে তাকে পথে আনা।'

'সে চেষ্টা আমি কখনো করি নি। ওটা ছিল মরিসের বুদ্ধি; কিন্তু সে যদি আমাদের সঙ্গে ইউরোপে বেড়াত তাহলে দেখতে পেত বাবা ওভাবে কখনো

মুগ্ধ হন নি। বাবা সত্যিই শিল্পরসিক, খুব বেশীরকম শিল্পরসিক; কিন্তু যত বেশী বিখ্যাত জায়গা আমরা দেখতে যেতাম, তিনি তার তত বেশী তারিফ করতেন, আর তাঁকে যুক্তি দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা ততই বৃথা হত। বরং তিনি তার ফলে আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আরো ভীষণ হতেন। তাঁর মত আমি কখনো বদ্‌লাতে পারব না, এখনও আমি কোনো কিছু আশা করি না।'

মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'তুমি এমন করে হাল ছেড়ে দেবে আমি তা কখনো ভাবি নি।'

'আমি ব্যাপারটা ছেড়েই দিয়েছি। ওতে এখন আর আমার কোনো উৎসাহ নেই।'

একটু হেসে মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'তুমি খুব সাহসী হয়ে উঠেছ। আমি তোমাকে তোমার সম্পত্তি ত্যাগ করতে বলি নি।'

'হ্যাঁ, আমি আগের চাইতে বেশী সাহসী হয়েছি। তুমি প্রশ্ন করেছিলে আমি বদ্‌লে গেছি কিনা; আমি ঐভাবে বদলেছি। হ্যাঁ, আমি খুব বেশী রকম বদলে গেছি। আর এতো আমার সম্পত্তি নয়। তার যদি এ সম্পত্তিতে কোনো আগ্রহ না থাকে, আমিই বা কেন আগ্রহ রাখতে যাব?'

মিসেস পেনিম্যান একটু ইতস্ততঃ করলেন, তারপর বললেন, 'সম্ভবতঃ আগ্রহ তার আছে।'

'আগ্রহ আছে আমার খাতিরে, কারণ সে আমার ক্ষতি করতে চায় না। কিন্তু সে জানবে সে এখনই জানে সে বিষয়ে তার ভয় পাবার বিশেষ দরকার নেই। তাছাড়া আমার নিজেরই প্রচুর টাকা আছে। তাতে আমাদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালোই হবে; আর এখন তো নিজেরও একটা ব্যবসা রয়েছে। ঐ ব্যবসাটার কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।'

ক্যাথেরিন কথা বলেই চলল, আর বলতে বলতে তার উত্তেজনা যেন বেড়ে উঠল। মিসেস পেনিম্যান তার ভাইঝিকে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে কখনো দেখেন নি, তিনি ভাবলেন বিদেশে ভ্রমণের ফলেই সে আরো দৃঢ়, আরো পরিণত হয়ে উঠেছে। চেহারার দিক দিয়েও ক্যাথেরিনের উন্নতি হয়েছে বলে তাঁর মনে হল; তাকে রীতিমতো সুন্দর দেখা যাচ্ছিল। মিসেস পেনিম্যান ভাবতে লাগলেন মরিস টাউনসেন্ড মুগ্ধ হবে কিনা। তিনি যখন এই ভাবনায় মশগুল, তখন ক্যাথেরিন হঠাৎ একটু তীক্ষ্ণভাবেই বলে উঠল 'তুমি এমন উল্‌টো পাল্‌টা কথা বলো কেন, পিসি? মনে হয় তুমি এক সময় যা ভাবো, অন্য সময় তার উল্‌টোটা ভাবো। এক বছর আগে—তখনো আমি বিদেশ যাত্রায় রওনা হই নি—তুমি চেয়েছিলে বাবা অসন্তুষ্ট হবেন কিনা তা নিয়ে যেন মাথা না

ঘামাই; আর এখন মনে হচ্ছে যেন তুমি আমায় অন্য পথ ধরতে বলছ। তুমি এত বদলে যাও!'

এ আক্রমণ অপ্রত্যাশিত, কারণ কোনো আলোচনাতেই কোণঠাসা হতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না -সেটা বোধ হয় এইজন্য, যে তাঁর এলাকায় প্রবেশ করে কিছু লাভ হবে বলে তাঁর প্রতিপক্ষের মনে হতো না। তাঁর যুক্তির কুসুমোদ্যানে তাঁর জ্ঞাতসারে শত্রুশক্তির হামলা কদাচিৎ ঘটেছে। সেইজন্যেই বোধ হয় তিনি তাঁর যুক্তির সমর্থনে চটপটে ভাবের বদলে ভারিক্কি চাল অবলম্বন করলেন। বললেন .

'জানি না তুমি আমাকে কি দোষে দোষী করছ—তোমার সুখের জন্য অত্যধিক ব্যগ্র হওয়া ছাড়া। আমি চঞ্চলমতি, একথা এই প্রথম শুনলাম। আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ বড একটা শুনি নি।'

'গত বছর তুমি রাগ করেছিলে অবিলম্বে বিয়ে করতে রাজি হইনি বলে, আর এখন বলছ আমার বাবার সঙ্গে খাতির জমিয়ে নেবার কথা। তুমি বলেছিলে আমাকে ইউরোপ ভ্রমণ করিয়েও যখন কোনো ফল হবে না, তখন তিনি ঠিক উচিত শিক্ষা পাবেন। তাহলে বলি শোনো, আমাকে ইউরোপ ভ্রমণ করানো তাঁর বৃথা হয়েছে, সুতরাং তুমি খুশী হতে পারো। কিছুই বদলায় নি—শুধু বাবার সম্বন্ধে আমার মনোভাব ছাড়া। এখন আর আমি তেমন মাথা ঘামাইনে। আমি যতদূর সাধ্য ভালো হতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন নি। এখন আমিও ভ্রূক্ষেপ করি না। জানি না আমি মন্দ হয়েছি কিনা, হয় তো তাই হয়েছি। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি বিয়ে করব বলেই ঘরে ফিরেছি—এই জানি। এতে তোমার খুশী হওয়া উচিত, অবশ্য এর মধ্যে যদি তোমার মাথায় কোনোরকম নতুন খেয়াল ঢুকে না থাকে; তুমি যে রকম অদ্ভুত মানুষ! তুমি যা খুশী তাই করতে পারো; কিন্তু বাবার মন গলাবার চেষ্টা করতে আমাকে আর কখনো বোলো না। আমি আর কখনো তাঁকে কিছু বোঝাতে যাবো না; তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। তিনি আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। আমি ঘরে ফিরেছি বিয়ে করবার জন্য।'

মিসেস পেনিম্যান চমকে উঠলেন: তিনি তার ভাইঝিকে এমন কর্তৃত্বপূর্ণ ভাষায় কথা বলতে কখনো শোনেন নি। তিনি একটু ভয়ই পেলেন; মেয়েটার জোরালো আবেগ আব দৃঢ়তার মুখোমুখী কোনো জবাবই তাঁর দেবার রইল না। তিনি সহজেই ভয় পেতেন, এবং নিজের পরাজয়কে সব সময় অপর পক্ষকে বিশেষ সুবিধা দেবার ভঙ্গিতে হাল্‌কা করে ফেলতেন, আর সেই সঙ্গে প্রায়ই একটু কাষ্ঠহাসি হাসতেন। এখনও তিনি তাই কবলেন।

ছাব্বিশ

যদি মিসেস পেনিম্যান তাঁর ভাইঝির মেজাজ খারাপ ক'রে দিয়ে থাকেন—অতঃপর প্রায়ই ঘুরে ফিরে তাঁর আলোচনার বিষয় হচ্ছিল ক্যাথেরিনের মেজাজ, যে-বস্তুটির কোন উল্লেখই এযাবৎ হয় নি আমাদের নায়িকার প্রসঙ্গে—তবে পরদিনই ক্যাথেরিনের সুযোগ মিলেছিল তার মানসিক শান্তি ফিরে পাবার। মিসেস পেনিম্যান তাকে মরিসের এই বার্তাটি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে মরিস আসবে ক্যাথেরিনের ফিরে আসার পরদিন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে। মরিস এলো বিকালবেলা; কিন্তু এবার যে তাকে ডাঃ স্লোপারেব পড়ার ঘরে বসতে দেওয়া হলো না সেটা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। গত এক বছর ধরে সে এমন আরামে আর বেপরোয়া ভাবে আসা-যাওয়া করেছে, যে এবার যখন সে দেখতে পেল তাকে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে ক্যাথেরিনের যেটা নিজস্ব এলাকা, সেই সামনের দিকের বসবার ঘরে, তখন তার যেন মনে হলো তার ওপর অন্যায় করা হচ্ছে।

মরিস বলল, 'তুমি যে ফিরে এসেছ, তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি। আমার তোমায় দেখে বড় ভালো লাগছে।' সে হাসিমুখে ক্যাথেবিনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখল; যদিও এর পর এমন বোঝা যায় নি যে মিসেস পেনিম্যান (যিনি স্ত্রীলোকের স্বভাব অনুযায়ী আরো বেশী খুঁটি-নাটির ভেতর যেতেন) যে ভেবেছিলেন ক্যাথেরিনেব সৌষ্ঠব বেড়েছে, সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মরিস একমত হতে পেরেছে।

ক্যাথেরিনের কিন্তু মরিসকে বড় আশ্চর্যরকম উজ্জ্বল মনে হলো, এই সুন্দর যুবকটি যে একান্তভাবে তারই সম্পত্তি, একথাটা আবার বিশ্বাস করতে তার অনেকক্ষণ লাগল। প্রেমিক প্রেমিকাদের ভেতর যে বিশেষ রকমের কথা-বার্তা চলে, তারা অনেকক্ষণ তাইতে মেতে রইল—মৃদু প্রশ্ন আর আশ্বাসের বিনিময়। এসব ব্যাপারে মরিসের ছিল একটি চমৎকার সহজ মাধুর্য। ক্যাথেরিনের সাগ্রহ প্রশ্নের জবাবে সে যখন তার দালালী ব্যবসাটির বর্ণনা দিল, তার সেই সহজ মাধুর্যই সেই বর্ণনাবে অপরূপ করে তুলল। যে সোফার ওপর তারা একসঙ্গে বসেছিল, মরিস মাঝে মাঝে সেই সোফা ছেড়ে উঠে ঘরের ভেতর পায়চারি করে বেড়াতে লাগল, আর হাসিমুখে মাথার চুলেব ভেতর দিয়ে হাতের আঙুলগুলো চালাতে চালাতে ফিরে এসে বসতে লাগল। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রথম প্রিয়া-মিলনের সময় প্রেমিকের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, মরিস ছিল তেমনই অশান্ত; ক্যাথেরিনের মনে হলো সে মরিসকে কখনো

এত উত্তেজিত দেখেনি। এটা লক্ষ্য করে সে মনের ভেতর কেমন একটা আনন্দ অনুভব করল। ক্যাথেরিনকে মরিস তার ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগল, তাদের কতকগুলোর জবাব ক্যাথেরিন দিতে পারল না কারণ সে ভুলে গিয়েছিল জায়গার নামগুলো আর তার বাবার ভ্রমণের ক্রমপর্যায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে এত সুখী, অবশেষে তার সমস্ত দুঃখ দুর্দশার অবসান হয়েছে, এই বিশ্বাস তাকে এমন উঁচুতে তুলে দিয়েছে, যে সে তার অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরগুলির জন্য লজ্জা পেতেও ভুলে গেল। এখন তার মনে হলো যে এবার মরিসকে সে বিয়ে করতে পারে, তাতে একমাত্র পুলকের ছাড়া আর কোনো রকম শিহরণ কিছুমাত্র অনুভব করতে হবে না। মরিস কখন প্রশ্ন করবে সেজন্য অপেক্ষা না করেই ক্যাথেরিন তাকে বলল তার বাবা যে মনোভাব নিয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক তাই নিয়ে ফিরে এসেছেন, নিজের মত থেকে একচুলও হটেন নি।

ক্যাথেরিন বলল, 'এখন সেটা আশা করাই আমাদের উচিত হবে না। সেটা ছাড়াই আমাদের চলতে হবে।'

মরিস মৃদু হাসতে হাসতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেচারা লক্ষ্মী মেয়ে!'

ক্যাথেরিন বলল, 'না না, আমাকে সমবেদনা জানিও না। আমি এখন ও নিয়ে মাথা ঘামাই না, ও আমার সয়ে গেছে।'

মরিস হাসতেই লাগল, তারপর উঠে আবার কিছুক্ষণ পায়চারি করল। বলল, 'বরং আমি তাঁকে একবার বাজিয়ে দেখি।'

'তাঁকে পথে আনতে? তুমি চেষ্টা করতে গেলে আরো খারাপ হবে।' বেশ দৃঢ়তার সংগেই বলল ক্যাথেরিন।

মরিস বলল, 'একবার আমি গোলমাল করে ফেলেছিলাম বলেই তুমি এ কথা বলছ। কিন্তু এখন আমি কাজ হাসিল করব একটু অন্যভাবে। আগেকার চাইতে আমার জ্ঞান অনেক বেড়েছে এ বিষয়ে চিন্তা করবার জন্য এক বছর সময় পেয়েছি। পরের মন বুঝে চলবার ক্ষমতাও আমার বেড়েছে।

'এক বছর ধরে তুমি কি এই চিন্তাই করেছ?'

'অনেকটা সময়। এই চিন্তাটা আমার মনে প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি হার মানতে চাই না।'

'আমরা বিয়ে করলে তোমার হার হবে কি করে?'

'প্রধান বিষয়ে অবশ্য আমার হার হবে না; কিন্তু, তুমি কি বুঝতে পারছ না, অন্য সব বিষয়ে আমি হেরে যাবো আমার সুনামের বিষয়ে, তোমার বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কের বিষয়ে, এবং আমার সন্তানদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের বিষয়ে, যদি আমাদের কোনো সন্তান হয়।'

'আমাদের সন্তানদের জন্য আমাদের যথেষ্ট থাকবে। কোনো কিছুরই অভাব আমাদের হবে না। তুমি কি তোমার ব্যবসাতে সাফল্য আশা করো না?'

'চমৎকার সাফল্য আশা করি। আমরা খুবই ভালোভাবে থাকব, তা ঠিক। কিন্তু আমি শুধু বাইরের সুখ স্বাচ্ছন্দোর কথা বলছি না, বলছি নৈতিক আত্মপ্রসাদের কথা, মানসিক তৃপ্তির কথা।'

ক্যাথেরিন সরলভাবে বলল, 'নীতির দিক থেকে আমি এখন গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি।'

'তা তুমি করছ সত্যি। কিন্তু আমার কথা আলাদা। তোমার বাবা ভ্রান্ত, এইটে প্রমাণ করবার জন্য আমি আমার আত্মসম্মানকে বাজি রেখেছি; আর এখন যখন আমি একটি উন্নতিশীল ব্যবসার পরিচালনায় রয়েছি, আমি তাঁর সংগে সমানে সমানে চলতে পারি। আমার একটা চমৎকার পরিকল্পনা রয়েছে--আমাকে একবার তাঁর কাছে যেতে দাও।'

উজ্জবল মুখ, বেপরোয়া ভঙ্গি আর পকেটে দুহাত নিয়ে সে ক্যাথেরিনের সামনে দাঁড়াল, ক্যাথেরিনও তার মুখের দিকে দৃষ্টি রেখে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'না না, যেও না, মরিস। বাবার কাছে তুমি যেও না।' তার কণ্ঠস্বরে এমন একটি মৃদু, বিষণ্ণ দৃঢ়তার সুর ছিল যা মরিস এই প্রথম শুনল। ক্যাথেরিন বলতে লাগল, 'তাঁর কাছে আমরা কোনোরকম অনুগ্রহই চাইব না, আর কিছুই চাইব না তার কাছে। তিনি নরম হবেন না, তাঁর কাছে যাওয়া বৃথা হবে। এ আমি এখন জানি- জানবার বিশেষ একটা কারণ ঘটেছে।'

ক্যাথেরিন সেটা বলতে ইতস্ততঃ করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললঃ 'বাবা আমাকে খুব বেশী ভালবাসেন না!'

মরিস ক্রুদ্ধস্বরে বলল, 'আচ্ছা জ্বালাতন!'

'নিশ্চিত না হলে অমন কথা আমি বলতাম না। ইংল্যাণ্ডে আমি এ জিনিষ দেখেছি, অনুভব করেছি, ঠিক তাঁর চলে আসবার আগে। এক রাত্রে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল ঐ এক রাত্রিই, সব বুঝে নিয়েছিলাম। কারো মনের ভাব ও রকম হলে তার আঁচ পাওয়া যায়। উনি আমাকে অমন ভাবে অনুভব না করালে আমি ওঁকে দোষ দিতাম না। আমি তাঁকে দোষ দিচ্ছি না, আমি শুধু তোমাকে অবস্থাটা বোঝাচ্ছি। তিনি অমন অনুভব না করে পারেন না; আমরা কেউই আমাদের আবেগ আর অনুভূতিগুলোর ওপর কর্তৃত্ব করতে পারি না। আমি কি নিজের গুলোকে শাসন করতে পারি? বাবা কি এ প্রশ্ন আমাকে করতে পারেন না? এমনটি হয়েছে বাবা মা'কে খুব বেশী ভালবাসেন বলে, যে মাকে আমরা অনেকদিন হলো হারিয়েছি। মা ছিলেন সুন্দরী, আর অসামান্য দীপ্তিময়ী; বাবা সর্বদা তাঁরই কথা ভাবেন।

আমি মোটেই মায়ের মতো নই; একথা পেনিম্যান পিসি আমাকে বলেছেন। অবশ্য এটা আমার অপরাধ নয়; তেমনি বাবারও এটা অপরাধ নয়। আমি বলতে চাইছি যে এটা সত্যি; তোমাকে যে তিনি একটু অপছন্দ করেন, তার চাইতে এটাই হচ্ছে তাঁর বিরূপ মনোভাবের আরো জোরালো কারণ।'

'আমাকে "একটু" অপছন্দ করেন?' হেসে উচ্চকণ্ঠে বলল মরিস। 'আমি সেজন্য খুব কৃতজ্ঞ।'

'এখন তিনি তোমাকে অপছন্দ করলেও তাতে আমি ভ্রূক্ষেপও করি না। কোনো কিছুর জন্যেই আমি এখন ভ্রূক্ষেপ করি না। আমি যেন আগের চাইতে আলাদা; মনে হচ্ছে বাবার কাছ থেকে আমি যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি।'

মরিস বলল, 'অদ্ভুত! তোমাদের পরিবারটা অদ্ভুত!'

'অমন কথা বোলো না। নিষ্ঠুর কোনো কথা বোলো না।' বলল ক্যাথেরিন। 'আমার প্রতি তোমাকে এখন খুব সদয় হতেই হবে, মরিস, কারণ —কারণ তোমার জন্য আমি অনেক কিছু করেছি।'

'তা আমি জানি, ক্যাথেরিন।'

এ পর্যন্ত ক্যাথেরিন কথা বলছিল শান্তভাবে, বাইরে কোনো রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে, যুক্তি দেখিয়ে দেখিয়ে, শুধু বোঝাবার জন্য। কিন্তু মনের আবেগকে সে খুব ভালোভাবে চেপে রাখতে পারে নি, তাই অবশেষে তার কণ্ঠস্বরের কম্পনে আবেগ ধরা পড়ে গেল। ক্যাথেরিন বলল, 'যে বাবাকে আগে প্রায় পূজোই করতাম, সেই বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কি বিরাট ব্যাপার বুঝতেই পারো। এতে আমি বড় অসুখী হয়েছি; অথবা হতাম, যদি তোমাকে ভালো না বাসতাম। তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারবে যখন কেউ তোমাকে এমনভাবে কথা বলবে যেন- যেন --'

'যেন কি?'

'যেন সে তোমাকে ঘৃণা করে!' আবেগভরা কণ্ঠে বলল ক্যাথেরিন। জাহাজে চড়ে রওনা হয়ে আসবার আগের রাতে বাবা ঐ ভাবে কথা বলেছিলেন। বেশী কিছু নয়, কিন্তু ঐটুকুই যথেষ্ট ছিল: জাহাজে আসতে আসতে সারাক্ষণ আমি ঐ কথাই ভেবেছি। তারপরই আমি মন ঠিক করে ফেললাম। আমি তাঁর কাছে আর কখনো কিছু চাইব না, কখনো কিছু আশা করব না। এখন সেটা স্বাভাবিক হবে না। আমরা দুজনে একসঙ্গে খুব সুখী হবো, এমন ভাব দেখাব না যেন আমরা তাঁর ক্ষমার ওপর নির্ভর করছি। আর মরিস, মরিস, তুমি যেন আমায় ঘৃণা কোরো না!'

শপথটা সহজ; মরিস এ শপথটি করল অতি সুন্দর ভাবে। কিন্তু তখনকার মতো সে এর বেশী কোনোরকম দায়িত্ব স্বীকার করে নিল না।

সাতাশ

ডাক্তার অবশ্য ফিরে এসে তাঁর দুই বোনের সঙ্গে অনেক কথাই বললেন। মিসেস পেনিম্যানকে তিনি তাঁর ভ্রমণের বর্ণনা বা বিভিন্ন দেশগুলো সম্বন্ধে তাঁর ধারণা শোনাবার জন্য বিশেষ মেহনত করলেন না, তাঁর মনোরম অভিজ্ঞতার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি ভেলভেটের গাউন উপহার দিয়েই খুশী রইলেন। কিন্তু ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা চালালেন, এবং তাঁকে অবিলম্বেই বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি তখনও অনমনীয়ই রয়েছেন।

তিনি বললেন, 'মিস্টার টাউনসেণ্ডের সঙ্গে তোমার অনেক দেখা হয়েছে এবং ক্যাথেরিনের অনুপস্থিতির জন্য তুমি যথাসাধ্য তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছ, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি তোমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করছি না, কাজেই তোমার অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই। সারা পৃথিবীর বিনিময়েও আমি তোমাকে প্রশ্ন করতাম না, কারণ তাতে তুমি অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে, জবাবের জন্য তোমাকে অনেক মাথা খাটাতে হত। তোমার গোপন কথা কেউ ফাঁস করে দেয় নি, তোমার কার্যকলাপের ওপর গোয়েন্দাগিরিও কেউ করে নি। এলিজাবেথ আমাকে তোমার কোনো কাহিনী শোনায় নি, তোমার ভালো চেহারা আর চমৎকার উৎসাহ ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গে তোমার নাম উল্লেখ করে নি। আমি শুধু দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে যা বুঝবার বুঝে নিয়েছি—যাকে দার্শনিকরা বলেন অনুমান। এটা আমার সম্ভাব্য বলে মনে হয় যে চিত্তাকর্ষক কোনো মানুষকে দুঃখ পেতে দেখলে তুমি তাকে আশ্রয় দিতে। মিস্টার টাউনসেণ্ড এ বাড়িতে অনেক এসেছে; এ বাড়িতে এমন কিছু আছে যা থেকে আমি তার আঁচ পাচ্ছি। জানো তো আমরা ডাক্তারেরা অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি অর্জন করে ফেলি; তারই ফলে আমি অনুভব করতে পারছি সে এই চেয়ারগুলোতে বেশ আরাম করে বসেছে আর ঐ আগুনের উত্তাপ উপভোগ করেছে। তার সেই আরাম উপভোগের জন্য আমি নারাজ হচ্ছি না; আমার খরচে সে ঐটুকু ছাড়া আর কোনো আরামই পাবে না। এমন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি যে তার খরচে আমার কিছু আর্থিক সাশ্রয় হবে। জানি না তুমি তাকে কি বলেছ অথবা কি বলবে, কিন্তু এটা ঠিক জেনো যে তাকে যদি আশা দিয়ে থাক আমার পিছনে লেগে থাকলে তার কিছু সুবিধা হবে, অথবা এক বছর আগের সিদ্ধান্ত থেকে আমি এক চুলও সরেছি, তাহলে তাকে তুমি এমন ধাপ্পা দিয়েছ যার জন্য সে খেসারত দাবি করতে পারে। তোমার বিরুদ্ধে সে মামলা দায়ের করবে না, এমন কথাও জোর করে

বলতে পারি না। তুমি অবশ্য যা করেছ বিবেকের সঙ্গে পরামর্শ করেই করেছ, ভেবে নিয়েছ আমাকে হয়রান করে করেই শেষ পর্যন্ত রাজি করানো যাবে। এর চাইতে ভিত্তিহীন অলীক স্বপ্ন কোনো আশাবাদী মগজে হানা দেয় নি। হয়রান আমি মোটেই হই নি: রওনা হবার সময় যেমন তাজা ছিলাম, এখনও তেমনি আছি, এখনো আরো পঞ্চাশ বছর বাঁচবার লায়েক রয়েছি। ক্যাথেবিনও তাব মতলব থেকে এক ইঞ্চিও সরেনি মনে হচ্ছে, সেও তেমনি তাজা রয়েছে, কাজেই আমরা দুজনই প্রায় যেমন ছিলাম তেমনই আছি। অবশ্য একথা আমি যেমন জানি, তেমনি তুমিও জান। আমি তোমাকে যা জানাতে চাই তা হচ্ছে আমার নিজের মনের অবস্থা। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে দেখো, ল্যাভিনিয়া। ব্যর্থমনোরথ সৌভাগ্য-সন্ধানীর ন্যায্য ক্ষোভ আর ক্রোধ সম্বন্ধে সাবধান।'

মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'এমনটি আমি আশা করি নি। আমি বোকার মতো আশা করেছিলাম অতি পবিত্র বিষয়গুলোকেও তুমি যে রকম ব্যঙ্গ করে কথা বলো, ফিরে এসে তোমার সেই ভাবটা থাকবে না।'

'ব্যঙ্গকে তুচ্ছ কোরো না, অনেক সময় এটা খুব কাজে লাগে। অবশ্য এ জিনিষ সব সময় দরকার হয় না, আমি তোমায় দেখিয়ে দেব কেমন সুন্দরভাবে আমি এটিকে সরিয়ে রাখতে পারি। আমার জানতে ইচ্ছে কবে মরিস লেগে থাকবে বলে তুমি মনে করো কিনা।'

'আমি তোমাব অস্ত্র দিয়েই তোমার প্রশ্নের জবাব দেব।' বললেন মিসেস পেনিম্যান। 'অপেক্ষা করেই দেখ।'

'এ ধরণের কথাকেই কি তুমি আমার অন্যতম অস্ত্র বলে মনে করো? আমি অমন রূঢ় কথা কখনো বলি নি।'

'তাহলে বলি সে যতদিন লেগে থাকবে তা তোমাকে অস্বস্তি বোধ করাবার পক্ষে যথেষ্ট।'

ডাক্তার বললেন, 'ল্যাভিনিয়া, তুমি কি এটাকে ব্যঙ্গ বলো? আমি তো একে বলি ঘুঁষিবাজি।'

মিসেস পেনিম্যান তাঁর ঘুঁষিবাজি সত্ত্বেও খুবই ভয় পেয়েছিলেন, আর ভয় পেয়ে তিনি সাবধান হয়ে গেলেন। তাঁর ভাই ইতিমধ্যে, অনেক কথা মনেই গোপন রেখে, আলোচনা করতে লাগলেন মিসেস আমণ্ডের সঙ্গে। ল্যাভিনিয়াব প্রতি ডাক্তার যতটা সদয় ছিলেন, মিসেস আমণ্ডের প্রতি তার চাইতে কিছু কম ছিলেন না, এবং তাঁকে মনের কথা আরো বেশী খুলে বলতেন।

ডাক্তার বললেন, 'আমার মনে হয় ল্যাভিনিয়া মরিসকে সব সময় এখানে আনত। আমাব মদের ভাণ্ডারের অবস্থাটা একবার দেখতে হবে। আমাকে

সব কথা খুলে বলতে তোমার দ্বিধা করবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি এ বিষয়ে ল্যাভিনিয়াকে যা যা বলতে চাই সবই বলেছি।'

মিসেস আমণ্ড জবাব দিলেন, 'আমার বিশ্বাস মরিস তোমার বাড়িতে খুব বেশী আসত। কিন্তু একথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তুমি ল্যাভিনিয়াকে একেবারে একা ছেড়ে গিয়েছিলে, সেটা তার পক্ষে একটা মস্ত বড় পরিবর্তন, আর এটাও স্বাভাবিক যে সে কিছু সাহচর্য চাইবে।'

'আমি তা স্বীকার করি। তাই তো মদের ব্যাপার নিয়ে আমি কোনো গোলমাল করব না, ভেবে নেব ওটা ল্যাভিনিয়ার ক্ষতিপূরণ বাবদ গেছে। সে আমাকে এও বলতে পারে সবটা মদই সে একাই গিলেছে। ভেবে দেখ এ অবস্থায় এ বাড়িটাকে যেন নিজের বাড়ির মতোই ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা— অথবা আদৌ এ বাড়িতে আসা ঐ লোকটার কি কল্পনাতীত কুরুচির পরিচয় দেয়! এতেও যদি তার বর্ণনা না হয়, তাহলে সে বর্ণনার বাইরে।'

'ওর মতলব হচ্ছে যতটা পারে হাতিয়ে নিতে। এই এক বছর হয় তো ল্যাভিনিয়াই ওর খরচ চালিয়েছে। ঐটুকুই ওর লাভ।'

ডাক্তার বলে উঠলেন, 'তাহলে মরিসের বাকি জীবনটাও ল্যাভিনিয়াকেই চালিয়ে নিতে হবে। কিন্তু মদ ছাড়া।'

'ক্যাথেরিন আমাকে বলেছে মরিস একটা ব্যবসা শুরু করেছে, আর তাতে তার বেশ টাকা হচ্ছে।'

ডাক্তার চোখ বড় করে তাকালেন। বললেন, 'ক্যাথেরিন আমাকে একথাটা বলে নি, আর ল্যাভিনিয়া বলা দরকাব মনে করে নি। ক্যাথেরিন আমাকে ত্যাগ করেছে। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না, মরিসের ব্যবসাটার মূল্য যাই হোক না কেন।'

মিসেস আমণ্ড বললেন, 'ক্যাথেরিন মিস্টার টাউনসেণ্ডকে ত্যাগ করে নি। আমি সেটা প্রথম আধ মিনিটের ভেতরই বুঝতে পেরেছিলাম। সে যেমন গিয়েছিল ঠিক তেমনই ফিরে এসেছে।'

'হ্যাঁ, হুবহু তেমনি; বুদ্ধি এক ফোঁটাও বাড়ে নি। যতদিন ধরে বিদেশে ভ্রমণ করেছি, কোনো কিছুই সে নজর দিয়ে দেখেনি—ছবি নয়, দৃশ্য নয়, পাথরের মূর্তি নয়, গীর্জা নয়, কিছু নয়।

'কি করে দেখবে? ওর মন যে ভরে ছিল অন্য নানা বিষয়ের চিন্তায়। সেই চিন্তাগুলো এক মুহূর্তও তার মনকে রেহাই দেয় না। ওর জন্যে আমার বড় মায়া হয়।'

'আমারও হতো যদি সে আমার মেজাজ অমন খারাপ করে না দিত। ওর ওপর আমার মনটা বিরক্ত হয়ে রয়েছে। আমি ওর ওপর সব কিছু চেষ্টা

করে দেখেছি, ওর ওপর বাস্তবিকই নির্মম হয়েছি। তাতে কিছুমাত্র ফল হয় নি, সে যেন আঠার সঙ্গে লেগে রয়েছে। আমি তাই সহ্যের সীমা পেরিয়ে এসেছি। প্রথমে আমার বেশ একটু কৌতূহল হয়েছিল, আমি দেখতে চেয়েছিলাম সে সত্যিই লেগে থাকবে কিনা। কিন্তু মানুষের কৌতূহল মিটে যায়। আমি দেখছি লেগে থাকবার ক্ষমতা তার আছে। এখন সে ছেড়ে দিতে পারে।'

মিসেস আমণ্ড বললেন, 'ছেড়ে সে কখনো দেবে না।'

'সাবধানে কথা বোলো। নইলে তুমিও আমাকে ক্ষেপিয়ে দেবে। ক্যাথেরিন যদি ওকে ছেড়ে না দেয়, তাহলে আমি মেয়েটাকে ঝেড়ে ফেলব, ছুঁড়ে ফেলে দেবো ধুলোর ভেতর। আমার মেয়ের পক্ষে সে এক চমৎকার অবস্থা হবে। এটা সে বোঝে না যে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়ার চাইতে লাফিয়ে পড়া ভালো। এর পর সে নালিশ জানাবে চোট লেগেছে বলে।'

'নালিশ সে কখনও জানাবে না।'

'তাতে আমার আরো বেশী আপত্তি। কিন্তু বিরক্তিকর ব্যাপার এই যে কিছুই আমি প্রতিরোধ কবতে পারি না।'

মিসেস আমণ্ড মৃদু হেসে বললেন, 'ক্যাথেবিন যদি পড়েই যায়, তাহলে তার তলায় আমরা যতগুলো গালিচা বিছিয়ে রাখতে পারি রাখব।' এবং এই কল্পনাটিকে তিনি বাস্তব রূপ দিলেন মেয়েটার প্রতি মাতৃসুলভ স্নেহের পবিচয় দিয়ে।

মিসেস পেনিম্যান অবিলম্বে মরিস টাউনসেন্ডকে চিঠি লিখলেন। দুজনেব মধ্যে অন্তবঙ্গতা এই সময়ের ভেতর বেশ গভীর হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আমি শুধু তাব কযেকটি মাত্র বৈশিষ্ট্যেব বর্ণনা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকব। এ ব্যাপাবে মিসেস পেনিম্যানের অংশ ছিল এক অদ্ভুত ধরণের ভাবানুভূতি, যার ভুল ব্যাখ্যা হবাব সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু যা তার নিজস্ব রূপে এই বেচারা ভদ্রমহিলার পক্ষে অশোভন ছিল না। তাঁর মনোভাবটা ছিল এই আকর্ষণীয় এবং দুর্ভাগ্যবান যুবকটি সম্বন্ধে রোমান্টিক উৎসাহ, কিন্তু এই উৎসাহটা এমন নয় যার জন্য ক্যাথেরিনের মনে ঈর্ষা জাগতে পারে। তাঁর ওপর তাঁর ভাইঝির এতটুকুও ঈর্ষা ছিল না। তাঁর নিজের মনে হত তিনি যেন মরিসের মা অথবা দিদি, এবং তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল মরিসকে সুখী করবার ইচ্ছা। যে বছব তাঁর ভাই তাঁকে খোলা মাঠে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল, সে বছর তিনি সেই চেষ্টাই কবেছিলেন; তাঁর চেষ্টার সাফল্যের কথা বলা হয়েছে। তাঁর নিজের কখনো সন্তান ছিল না; নিজের সন্তান থাকলে তাকে তিনি যত-খানি গুরুত্ব দিতেন, ক্যাথেরিনকে তিনি তাই দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে-

ছিলেন, কিন্তু ক্যাথেরিন তাঁর সেই উৎসাহকে মাত্র আংশিকভাবে পুরস্কৃত করেছিল। তাঁর নিজের সন্তান হলে যেমন আকর্ষণীয় সুন্দর হত (তাঁর নিজের কল্পনায়), স্নেহ এবং যত্নের পাত্রী হিসাবে ক্যাথেরিন কখনো তেমন ছিল না। মিসেস পেনিম্যানের মাতৃস্নেহেও খানিকটা রোমান্টিক এবং কৃত্রিম ভাব থাকত, কিন্তু রোমান্টিক আবেগ জাগাবার মতো কিছুই ক্যাথেরিনের ভেতব ছিল না। মিসেস পেনিম্যানের ক্যাথেরিনের প্রতি ভালোবাসা আগেকার মতোই ছিল, কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে অনুভব করেছিলেন যে ক্যাথেরিনের বেলায় তিনি তাঁর প্রতিভা কার্যকরী করবার সুযোগ পাচ্ছেন না। সুতরাং ভাবানুভূতির দিক থেকে বলতে গেলে তিনি তাঁর ভাইঝিকে বর্জন না করলেও যেন পোষ্য-রূপে গ্রহণ করেছিলেন মরিস টাউনসেন্ডকে, যে তাঁকে সেই সুযোগ প্রচুর-ভাবে দিয়েছিল। তাঁর একটি সুপুরুষ এবং খামখেয়ালী ছেলে থাকলে তিনি অত্যন্ত সুখী হতেন এবং তার প্রেম ব্যাপারে তাঁর গভীর উৎসাহ থাকত। মরিসকে তিনি এই ভাবেই দেখেছিলেন। মরিস অতি মার্জিতভাবে সম্ভ্রম দেখিয়ে প্রথমেই তাঁকে খুশী করে ফেলেছিল—এ ধরণের ব্যবহারে মিসেস পেনিম্যান সহজেই অভিভূত হতেন। পরে সে তার এই সম্ভ্রম প্রদর্শন খুব বেশী পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু মিসেস পেনিম্যানের মনে যে ছাপ পড়বার তা পড়েই গিয়েছিল, এবং এই যুবকটির নিষ্ঠুরতাই যেন একটি পুত্রসুলভ গুণ বলে তিনি ভাবতে লাগলেন। মিসেস পেনিম্যানের ছেলে থাকলে তিনি হয়তো তাকে ভয় করতেন, এবং আমাদেব কাহিনীর এই পর্যায়ে তিনি নিঃসন্দেহে মরিস টাউনসেন্ডকে ভয় করতে শুরু করেছিলেন। ওয়াশিংটন স্কোয়্যারের বাড়িতে বার বার তাকে নিয়ে আসার এটা হচ্ছে অন্যতম ফল। সে মিসেস পেনিম্যানের সঙ্গে নিজের খুশিমতো ব্যবহার করত। তার নিজের মা থাকলে তাঁর সঙ্গেও সে নিশ্চয় ঠিক ঐ রকম ব্যবহারই কবত।

আঠাশ

মিসেস পেনিম্যানের চিঠিখানা মরিসকে সাবধান করে দিল যে ডাক্তার বাড়ি ফিরেছেন আগেকার চাইতে বেশী অনমনীয় হয়ে। এ কথা তিনি ভেবে নিতে পারতেন যে এ বিষয়ে যা কিছু জানবার ক্যাথেরিনই মরিসকে তা জানিয়ে দেবে; কিন্তু আমরা জানি যে মিসেস পেনিম্যানের ভাবনাগুলো কদাচিৎ ঠিক

হত; তিনি ভাবতেন ক্যাথেরিন কি করতে পারে তার ওপর তাঁর নির্ভর করা উচিত নয়। তিনি ক্যাথেরিনের কথা না ভেবে নিজের কর্তব্য করে যাবেন। আমি বলেছি যে তাঁর তরুণ বন্ধুটি তাঁকে তেমন কিছু গুরুত্ব দিত না; তার একটি প্রমাণ এই যে সে তাঁর চিঠির কোনো জবাব দিল না। সে চিঠিখানা খুব ভালো করে খুঁটিয়ে পড়ল, কিন্তু সেটায় আগুন জেবলে সে সিগারেট ধরাল, তারপর নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে আরেকখানা চিঠির প্রতীক্ষায় রইল। মিসেস পেনিম্যান তাঁর ভাই সম্বন্ধে লিখেছিলেন, 'ওর মনের অবস্থা সত্যি আমার রক্ত জমিয়ে দেয়।' মনে হতে পারত যে এই উক্তির ওপর টেক্কা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু তিনি আরেকটি চিঠিতে আরেক রকম বাচনভঙ্গির প্রয়োগ করলেন। লিখলেন, 'তোমার ওপর তার ঘৃণা জ্বলছে অনির্বাণ বীভৎস অগ্নিশিখার মতো। কিন্তু সে শিখা তোমার ভবিষ্যতের অন্ধকারকে আলোকিত করছে না। আমার স্নেহের পক্ষে যদি তা করা সম্ভব হত, তাহলে তোমার জীবনের সবগুলো বছর হত চিরন্তন সূর্যালোক। ক্যাথেরিনের মুখ থেকে আমি কিছুই বার করতে পারছি না, সে তার বাবার মতোই এত বেশী চাপা। মনে হচ্ছে সে অবিলম্বেই বিয়ে করবার আশা করে, এবং বেশ বোঝা যায় ইউরোপে থাকতেই সে সেজন্য প্রস্তুত হয়েছে—প্রচুর কাপড়-চোপড়, দশ জোড়া জুতো ইত্যাদি কিনেছে। প্রিয় বন্ধু, শুধু কয়েক জোড়া জুতো নিয়ে বিবাহিত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না, যায় কি? এ বিষয়ে তুমি কি মনে করো জানাবে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি ভীষণ উৎসুক; আমার অনেক কিছু বলবার আছে। আমি তোমার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করছি; বাড়িটা তুমি নেই বলে শূন্য মনে হচ্ছে। শহরের ওদিকের খবর কি? তোমার ব্যবসা কি বড় হচ্ছে? বড় সাধের ছোট্ট ব্যবসাটি—ওটা তোমার একটা কত বড় বাহাদুরির ব্যাপার! একদিন তোমার অফিসে আসতে পারি না? শুধু তিন মিনিটের জন্য? আমি খদ্দের বলেও চলে যেতে পারি—ওদের খদ্দেরই বলো তো? আমি কিছু কিনতে যেতে পারি—এই ধরো কিছু শেয়ার। এ ফন্দিটা তোমার কেমন মনে হয় জানাও। আমি সাধারণ সমাজের মেয়েদের মতো হাতে ছোট্ট জালের থলি নেবো।'

এই ফন্দিটাকে মরিসের খুব খেলো বলেই মনে হল; সে মিসেস পেনিম্যানকে তার অফিসে আসা সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ জানাল না; তাঁকে সে এই ধারণাটাই করতে দিয়েছিল যে জায়গাটা খুঁজে বার করা অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক রকম শক্ত। কিন্তু মিসেস পেনিম্যান যখন সাক্ষাৎ চেয়ে বার বার অনুরোধ জানাতে লাগলেন—অনেক মাসের অন্তরঙ্গ কথোপকথনের পরও একেবারে শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের এই একত্র হওয়াকে বলতেন

'সাক্ষাৎকার'—মরিস রাজি হল এক সঙ্গে একটু বেড়াতে, এমন কি এই উদ্দেশ্যে সে দয়া করে তার অফিস ছেড়ে এমন সময়ে বেরিয়ে এলো যখন কাজ-কারবার সব চেয়ে বেশী জোরালোভাবে চলছে বলে মনে হতে পারত। একটি অনুন্নত এলাকায় একটি রাস্তার মোড়ে তাদের দেখা হল; মিসেস পেনিম্যানের বেশভূষা অতি সাধারণ ঘরের স্ত্রীলোকদের মতো। দেখা গেল খুব জরুরি একটা ব্যাপারে তিনি এসেছেন, তাঁর ভাবটা এরকম হলেও প্রধানতঃ তিনি যা জানাতে এসেছেন তা হল তাঁর সহানুভূতির নিশ্চিত আশ্বাস। এতে মরিস বিস্মিত হল না। এ ধরণের আশ্বাস সে আগেও প্রচুর পেয়েছে, সুতরাং মিসেস পেনিম্যান তার ব্যাপারটাকে নিজের ব্যাপার বলেই মনে করে নিয়েছেন, এই হাজার বার শোনা কথাটুকু আবার শুনবার জন্য কোনো লাভজনক কাজ ফেলে এতদূর আসা তার পোষাত না। মরিসের নিজেরও কিছু বলবার ছিল। সেটা বলে ফেলা খুব সহজ ছিল না; এবং কথাটা কি ভাবে বলা যায়, এই কঠিন সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে করতে তার মেজাজ খারাপ হয়ে উঠল। সে বলল, 'হ্যাঁ, তা তো বটেই, তার ভেতরে এক তাল বরফের ঠাণ্ডা আর জ্বলন্ত কয়লার গরম এক সঙ্গে মিশে আছে। এটা ক্যাথেরিন আমাকে খুব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছে, আর আপনি এ কথাটা এতবার বলেছেন যে শুনে শুনে আমার বিরক্তি ধরে গেছে। ওকথা আমাকে আর না বললেও চলবে; আমি নিখুঁতভাবে বুঝে নিয়েছি। তিনি আমাদের একটি কানাকড়িও দেবেন না, আমি মনে করি সেটা একেবারে গণিতের নিয়মে প্রমাণিত হয়ে গেছে।'

ঠিক এই মুহূর্তে মিসেস পেনিম্যান হঠাৎ একটা প্রেরণা অনুভব করলেন। বললেন, 'তুমি ওর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারো না?' এই সোজা উপায়টা আর কখনো মাথায় আসেনি ভেবে তার অদ্ভুত লাগল।

'আমি মামলা করব আপনারই বিরুদ্ধে,' মরিস বলল, 'যদি আমায় আবার এই ধরণের বিরক্তিকর প্রশ্ন করেন। যে হেরে যায় তার বোঝা উচিত সে হেরে গেছে। ক্যাথেরিনকে আমার ছেড়েই দিতে হবে।'

কথাটা মিসেস পেনিম্যান নীরবে শুনলেন, যদিও তাঁর বুকের ভেতরটা একটু ধুক্‌ধুক্ করে উঠল। অবশ্য এর জন্য যে তিনি তৈরি ছিলেন না এমন নয়, কারণ তিনি এইটে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন যে মরিস যদি ডাক্তারের টাকা না পায় তাহলে ঐ টাকা ছাড়াই ক্যাথেরিনকে বিয়ে করা তার চলবে না। 'চলবে না' কথাটা একটু ধোঁয়াটে, কিন্তু মিসেস পেনিম্যানের স্বাভাবিক স্নেহ এই অসম্পূর্ণ ভাবটাকে সম্পূর্ণ করে দিল। এই ভাবটা মরিস যে রকম স্থূল ভাবে প্রকাশ করল, এর আগে কখনো তাদের মধ্যে কথাবার্তায় তেমন স্থূল-ভাবে প্রকাশ করা হয় নি, কিন্তু মরিস যখন ডাক্তারের চমৎকার ঠাসা আরাম-

কেদারায় পা ছড়িয়ে বসে বসে মিসেস পেনিম্যানের সঙ্গে কথা বলত, তখন তাদের কথার ফাঁকে ফাঁকে এই ভাবটা প্রায়ই উহ্য থাকত। প্রথম প্রথম মিসেস পেনিম্যান এই ভাবটিকে দার্শনিকসুলভ ভঙ্গিতে গ্রহণ করছেন বলে ভাবতে ভালবাসতেন, তারপর ক্রমে ক্রমে এর ওপর তাঁর কেমন একটা মায়া জন্মে গেল মনের গোপনে। তাঁর এই মায়ার অনুভূতিটা যে তিনি গোপন রেখেছিলেন, তা থেকেই অবশ্য প্রমাণ হয় তিনি এর জন্য লজ্জিত ছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁর সেই লজ্জাটাকে নিজের মনের কাছেই হাল্কা করে দিতেন একথা ভেবে যে তিনি তাঁর ভাইঝির বিবাহের রক্ষয়িত্রী। তাঁর যুক্তি ডাক্তারের স্বীকৃতি পেত কিনা সন্দেহ। প্রথমতঃ টাকাটা মরিসকে পেতেই হবে, এবং তিনি সে বিষয়ে মরিসকে সাহায্য করবেন। দ্বিতীয়তঃ, টাকাটা যে তার হাতে আসবে না সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল, এবং ঐ টাকাটা ছাড়াই সে বিয়ে করলে সেটা বড় দুঃখের ব্যাপার হবে—বিশেষ করে সে যখন সহজেই এর চাইতে ভালো পেতে পারে। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে তাঁর ডাক্তার ভাইটি কি তীক্ষ্ন, ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন আমরা তাব উল্লেখ করেছি। তারপর মরিসের ব্যাপারটা এমন আশাহীন বলে মনে হয়েছিল যে মিসেস পেনিম্যান তারপর এককভাবে তাঁর শেষোক্ত যুক্তিটার ওপরই জোর দিয়েছিলেন। মরিস যদি তাঁর ছেলে হতো, তবে তার উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্য তিনি নিশ্চয়ই ক্যাথেরিনকে বলি দিতেন। বর্তমান ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে সেজন্য আরো গভীর একনিষ্ঠতারই পরিচয়। যাই হোক, বলির খড়্গ যেন হঠাৎ কেউ তার হাতে গুঁজে দিয়েছে, এই অনুভূতিতে তাঁর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

মরিস এক মুহূর্ত পায়চারি করে রুক্ষ্মভাবে আরেকবার বলল ঃ

'ক্যাথেরিনকে আমি ত্যাগই কর্ব।'

মিসেস পেনিম্যান মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'আমি বোধহয় তোমার মনের কথা বুঝি।'

মরিস বলল, 'আমি আমার মনের কথাগুলো বেশ স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করে থাকি—যথেষ্ট নির্মমভাবে এবং অভদ্রভাবে।'

নিজের সম্বন্ধে সে নিজেই লজ্জিত ছিল, আর সেই লজ্জা থেকেই এসেছিল একটা অস্বস্তিবোধ; আর অস্বস্তিবোধ সে একেবারেই সইতে পারত না। তাই তার মনটা হয়ে উঠেছিল বদমেজাজী এবং নিষ্ঠুর। এ অবস্থায় তার ইচ্ছা হতো কাউকে কটু কথা শোনাতে; আর খুব সাবধানে—সব সময় সাবধানী ছিল মরিস—সে কটুকথা শোনাতে শুরু করল নিজেকেই। সে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি ক্যাথেরিনকে একটু নামিয়ে নিতে পারেন না?'

'নামিয়ে নিতে? তার মানে?'

'তাকে আস্তে আস্তে তৈরি করে নিন—চেষ্টা করে আমাকে রেহাই দিন।'

মিসেস পেনিম্যান অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মরিসের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর বললেন ঃ

'বাছা মরিস, তোমাকে সে কত ভালোবাসে জানো ?'

'না, জানি না। জানতে চাই না। আমি সব সময় না জেনে থাকতে চেয়েছি। জানলে অসহ্য দুঃখ পেতে হত।'

'মেয়েটা বড় দুঃখ পাবে।'

'আপনি তাঁকে সান্ত্বনা দেবেন। আপনি আমাব পরম বন্ধু বলে ভান করেন। যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকেন তাহলে আপনি এ ব্যবস্থা করতে পারবেন।'

মিসেস পেনিম্যান বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন। বললেন ঃ 'তুমি বলছ আমি তোমাকে পছন্দ করাব ভান করি। কিন্তু আমি তোমাকে ঘৃণা করার ভান করতে পারি না। আমি ক্যাথেরিনকে শুধু এই বলতে পারি যে তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব উঁচু; কিন্তু তা থেকে সে তোমাকে হারাবার সান্ত্বনা পাবে কি করে ?'

'এ বিষয়ে ডাক্তার আপনার সহায়ক হবেন। সম্পর্কটা ভেঙে যাচ্ছে, এতে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠবেন; এবং তিনি যে রকম অনেক জানেন। পুরুষ, তাতে আমার মনে হয় ক্যাথেরিনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কিছু একটা আবিষ্কার করতে পারবেন।'

মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'সে আবিষ্কার করবে মেয়েটাকে যন্ত্রণা দেবার নতুন কায়দা। ঈশ্বর মেয়েটাকে তার বাপের সান্ত্বনা থেকে রক্ষা করুন! সে শুধু বার বার ক্যাথেরিনের কান দুটো ঝালাপালা করবে, বলবে ঃ এ তো আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম।'

মরিসের মুখ অস্বস্তিতে লাল হয়ে উঠল। সে বলল, 'আমাকে আপনি যেমন সান্ত্বনা দিচ্ছেন, ক্যাথেরিনকে যদি তার চাইতে ভালো না দিতে পারেন, তাহলে আপনাকে দিয়ে বেশী কিছু হবে বলে মনে হয় না। এ এক মহা অপ্রিয় প্রয়োজন। এ প্রয়োজন আমি ভীষণভাবে অনুভব করছি; যেমন করে হোক ব্যাপারটা আপনি আমার পক্ষে সহজ করে দিন।'

'আমি সারাজীবন তোমার বন্ধু থাকব।' বললেন মিসেস পেনিম্যান।

মরিস হাঁটতে হাঁটতেই বলল, 'বন্ধুর কাজটা করুন এখনই।'

মিসেস পেনিম্যান তার সঙ্গে এগোতে লাগলেন; তিনি প্রায় কাঁপছিলেন। বললেন, 'তুমি কি আমাকে ক্যাথেরিনের সঙ্গে দেখা করতে বলছ ?'

'তাকে কিছুতেই বলবেন না, কিন্তু—কিন্তু—' বলতে গিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল মরিস, মিসেস পেনিম্যান কি করতে পারেন তা ভেবে বার করতে। তারপর সে বলল, 'আপনি তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারেন কেন এমন হল। হল এইজন্যে যে আমি তার আর তার বাবার মাঝখানে এসে দাঁড়াতে চাই না। ডাক্তার অদ্ভুত আগ্রহের সঙ্গে তার মেয়েকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার অজুহাত খুঁজছেন (সে এক বীভৎস দৃশ্য)–আমি তাকে সেই অজুহাতের সুযোগ দিতে চাই না।'

মিসেস পেনিম্যান আশ্চর্যরকম তাডাতাড়ি মরিসের এই সুন্দর যুক্তি-সূত্রটা হৃদয়ঙ্গম কবে ফেললেন। বললেন, 'এ চিন্তা ঠিক তোমারই উপযুক্ত হয়েছে। অতি সুন্দব তোমার এই অনুভূতি।'

মরিস ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তার হাতের ছড়িটা ঘোবালো। বলে উঠল, 'আচ্ছা আপদ!'

মিসেস পেনিম্যান কিন্তু নিরুৎসাহ হলেন না। বললেন, 'তুমি যে রকম ভাবছ, ব্যাপারটা তাব চাইতে ভালো দাঁড়াতে পারে। মোটের ওপর ক্যাথেরিন ভারি অদ্ভুত।' তিনি ভাবলেন এ আশ্বাস তিনি মবিসকে দিতে পারেন যে, যাই ঘটুক না কেন, মেযেটা মুখ বুজে থাকবে, কোনোবকম গোল বাধাবে না। তাদের হাঁটা চলতেই লাগল. মিসেস পেনিম্যান শেষ পর্যন্ত একটা বড় রকমেব দায়িত্বেব বোঝা ঘাড়ে নিলেন। মবিস তাব সমস্ত ঝামেলাব বোঝা চাপিয়ে দিল মিসেস পেনিম্যানেব ওপর। কিন্তু তিনি চট্‌পট্‌ সব কিছুতে রাজি হয়ে গেলেন বলে মবিস যে তাঁর দেওয়া সবগুলো ভরসাই বিশ্বাস করে নিল তা নয়; সে জানত তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিব অতি সামান্য অংশমাত্র কার্যে পরিণত করতে পারবেন। তিনি মরিসকে সাহায্য করবার ইচ্ছা যত বেশী প্রকাশ করতে লাগলেন, মরিস তাঁকে তত বড বোকা বলে মনে করতে লাগল।

'ক্যাথেরিনকে বিয়ে না কবলে তুমি করবে কি?' কথায় কথায় প্রশ্ন করে বসলেন মিসেস পেনিম্যান।

'চমকে দেবার মতো কিছু করব। আপনি কি চান না আমি ঐ রকম কিছু একটা করি?'

কথাটা শুনে মিসেস পেনিম্যান খুশী হয়ে উঠলেন। বললেন, 'না করলেই হতাশ হবো।'

'করতেই হবে, এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে। এ তো আর চমকলাগানো ব্যাপার কিছু হল না।'

মিসেস পেনিম্যান একটু ভাবলেন, যেন ভেবে বার করতে পারবেন যে

কোনো না কোনো দিক থেকে ব্যাপারটা চমকপ্রদই হয়েছে। কিন্তু ভেবে কিছু বার করতে না পেরে সেই বিফলতা ঢাকবার জন্য একটা নতুন প্রশ্ন করলেন ঃ

'তুমি কি অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করার কথা ভাবছ?'

মরিস এ প্রশ্নের যে জবাব দিল সেটা অতি মৃদু আর অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হলেও তাতে ঔদ্ধত্যের মাত্রা কিছু কম হয় নি ঃ 'সত্যি, মেয়েরা পুরুষদের চাইতে বেশী অমার্জিত।' তারপর সে স্পষ্টভাবে, জোরে বলল ঃ

'কখ্খনো না।'

মিসেস পেনিম্যান আশাহত হলেন; তাঁর মনে হল মুখের ওপর জব্দ-করা জবাব ছুঁড়ে মেরেছে মরিস। তিনি নিজেকে হাল্কা করলেন একটি অস্পষ্ট বিদ্রুপাত্মক আওয়াজ করে, যার ইঙ্গিত এই যে মরিস নিশ্চয় উচ্ছৃঙ্খল।

মরিস বলল, 'আমি ক্যাথেরিনকে ছেড়ে দিচ্ছি অন্য কোনো রমণীর জন্য নয়, একটি বৃহত্তর বৃত্তির জন্য।'

এটা খুবই চমৎকার; তবু মিসেস পেনিম্যানের রাগটা পড়ল না: তিনি ভুলতে পারলেন না বেফাঁস কথা বলে ফেলে তিনি নিজেকে খেলো করে ফেলেছেন। তিনি একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বললেন, 'তোমার কি ইচ্ছা যে আর কখনো তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না?'

'না না, আমি আবার আসব। কিন্তু ব্যাপারটা আর টেনে টেনে চলায় লাভ কি? ক্যাথেরিন ফিরে আসবার পর আমি চারবার এসেছি; জিনিষটা ভীষণ বেমানান। আমি অনির্দিষ্ট কাল এভাবে চালিয়ে যেতে পারি না; তেমন আশা করা ওর উচিত নয়। কোনো রমণীর উচিত নয় কোনো পুরুষকে এভাবে ঝুলিয়ে রাখা।'

'কিন্তু শেষ বিদায় তোমাকে তো নিতেই হবে।' বললেন মিসেস পেনিম্যান, যাঁর কল্পনায় শেষ বিদায়ের মর্যাদা ছিল প্রথম মিলনের প্রায় কাছাকাছি।

উনত্রিশ

মরিস আবার এলো, কিন্তু পারল না শেষ বিদায় নিতে। তারপর বার বার এসেও দেখল তার পশ্চাদপসরণের পথ কুসুমাস্তীর্ণ করে রাখবার কাজে মিসেস পেনিম্যান তখনও বিশেষ এগোতে পারেন নি। তার মনে হল এ এক

বিশ্রী পরিস্থিতি; ক্যাথেরিনের পিসির ওপর সে ভীষণ ক্ষেপে উঠল। তাব মনে এই চিন্তাটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে তিনি যখন তাকে এই ঝামেলায় জড়িয়েছেন, তখন সাধারণ নীতির দিক থেকে এ থেকে তাকে ছাড়িয়ে নেবার দায়িত্বটাও তাঁরই। সত্যি কথা বলতে কি, মিসেস পেনিম্যান তাঁর নিজের ঘরের নিরালায় বসে বসে নিজের দায়িত্বের হিসাব করে তার বহর দেখে শিউরে উঠলেন; বিশেষ করে যখন দেখলেন ক্যাথেরিনের ঘর সাজানো দেখে মনে হল সে বিয়ের জন্য তৈরি হচ্ছে। ধীরে ধীরে ক্যাথেরিনকে প্রস্তুত করা এবং মরিসকে আল্‌গা করে দেওয়ার কাজটা ক্রমেই যেন আরো কঠিন মনে হতে লাগল; এমন কি ল্যাভিনিয়ার আবেগপ্রবণ মনে প্রশ্ন জাগল মরিস তার মূল পরিকল্পনাটার যে পরিবর্তন করেছে, সেটা খুশী মনে করেছে কিনা। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, বৃহত্তর বৃত্তি, পিতাপুত্রীর মাঝখানে বাধা স্বরূপ হওয়ার অপরাধ থেকে মুক্তি, সবই খুব চমৎকার, কিন্তু এদের জন্য হয় তো বড় বেশী মূল্য দিতে হবে। ক্যাথেরিনের কাছ থেকে মিসেস পেনিম্যান কোনো সাহায্য পেলেন না; বেচারাকে তার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন বলে মনে হলো না। সে তার প্রেমিকের দিকে অম্লান বিশ্বাসের দৃষ্টিতেই তাকাতে লাগল, এবং যদিও যে যুবকের সঙ্গে তার বহু প্রেম সম্ভাষণ বিনিময় হয়েছে তার ওপর তার যে আস্থা ছিল, পিসির ওপর ততটা ছিল না, সে তাঁকে কৈফিয়ৎ দেবার বা অপরাধ স্বীকার করবার কোনো সুযোগ দিল না। মিসেস পেনিম্যান আমতা আমতা করতে করতে বললেন ক্যাথেরিন অতি নির্বোধ, এই নাটকের গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যটির সময় পিছিয়ে দিতে লাগলেন, এলোমেলো এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলেন দারুণ অস্বস্তিতে, মনে মনে কৈফিয়ৎ সাজালেন অজস্র রকমের, কিন্তু তাকে প্রকাশ করতে পারলেন না। মরিসের নিজের দৃশ্যগুলি এ সময় খুবই ছোট ছিল, কিন্তু ছোট হলেও সেগুলো ছিল তার শক্তির বাইরে। সে এসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে লাগল, আর প্রেমিকার সঙ্গে যেটুকু সময় বসে থাকত সেটুকুর ভেতরও কি কথা বলবে ভেবে পেত না। সহজ ভাষায় বলা যায় ক্যাথেরিন প্রতীক্ষা করছিল মরিস তাদের বিয়ের তারিখটির কথা কবে জানাবে; এবং যে পর্যন্ত না সে এই তারিখের ব্যাপারে স্পষ্ট হতে পারছিল, সে পর্যন্ত আবো সূক্ষ্ম ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু বলার ভান করা পরিহাস বলে মনে হচ্ছিল। ক্যাথেরিনের কোনা রকম ভড়ং বা চাতুরী ছিল না; সে তার উদগ্রীব প্রতীক্ষার ভাব গোপন করবার কিছুমাত্র চেষ্টা করে নি। সে ছিল মরিসের মুখ চেয়ে, পরম বিনয়ে পরম ধৈর্যে অপেক্ষা করে থাকবার মনোভাব নিয়ে; এই পরম সময়ে মরিসের পিছিয়ে পড়াটা খুব অদ্ভুত মনে হবে, কিন্তু নিশ্চয়ই তার বিশেষ কারণ ছিল।

ক্যাথেরিন হতে পারত সাবেকী ধরণের স্ত্রী, যে ধরণের স্ত্রীরা প্রতিদিন একটি করে ক্যামেলিয়া ফুলের তোড়া আশা করে না। কিন্তু বিয়ের আগের দিনগুলিতে অত্যন্ত সাদাসিধে তরুণীরাও অন্যান্য সময়ের চাইতে এ সময়েই ফুলের তোড়া বেশী আশা করে। তাই এ সময়ে বাতাসে সুরভির অভাব লক্ষ্য করে ক্যাথেরিনের মন ভরে উঠল আশঙ্কায়।

'তুমি কি অসুস্থ?' মরিসকে প্রশ্ন করল ক্যাথেরিন। 'তোমাকে কেমন যেন অস্থির দেখা যাচ্ছে। মুখখানাও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।'

'শরীরটা একেবারেই ভালো নেই।' বলল মরিস। তার মনে হল একথা বলে ক্যাথেরিনের মনে অনুকম্পা জাগাতে পারলেই সে কেটে পড়তে পারবে।

'মনে হচ্ছে তোমার বড্ড বেশী খাটুনি পড়েছে। অত কাজ তোমার করা উচিত নয়।'

মরিস বলল, 'করতেই হবে যে।' তারপর যেন নিষ্ঠুর হবার জন্যেই বলল, 'আমি তোমার কাছে সব কিছুর জন্যে ঋণী থাকতে চাই না।'

'উঃ! একথা তুমি কি করে বলতে পারলে?'

'আমার আত্মমর্যাদাবোধটা খুব বেশী।'

'হ্যাঁ, খুব বেশী।'

মরিস বলল, 'আমি যেমন আমাকে তেমনি মেনে নিতে হবে। আমাকে তুমি বদলাতে পারবে না।'

ক্যাথেরিন নম্রভাবে বলল, 'আমি তোমাকে বদলাতে চাই না। তুমি যেমন আছ, আমি তোমাকে তেমনি গ্রহণ করব।' বলে সে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মরিস বলল, 'গরিবের ধনী রমণীকে বিয়ে করার কাহিনী লোকমুখে শোনা যায়। ব্যাপারটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর।'

ক্যাথেরিন বলল, 'কিন্তু আমি তো ধনী নই।'

'আমাকে নানা জনের আলোচনার পাত্র বানাবার পক্ষে তুমি যথেষ্ট ধনী।'

'হ্যাঁ, তোমায় নিয়ে আলোচনা হয় সত্যি। এ তো খুব সম্মানের কথা।'

'এ সম্মান আমার না পেলেও চলে।'

ক্যাথেরিন তাকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল যে বেচারা মেয়েটি তাকে এভাবে আলোচনার পাত্র হবার বিরক্তি এনে দিয়েছে, সে মেয়েটির গভীর প্রেম এবং আস্থা কি সেই বিরক্তির যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ নয়? কিন্তু এ প্রশ্ন সে করতে গিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল, আর এই ফাঁকে মরিস তাকে ছেড়ে চলে গেল।

এরপর যখন মরিস আবার এলো, তখন ক্যাথেরিন এই প্রশ্নটি তুলল, তাকে আবার বলল, 'তোমার গর্ব বড় বেশী।' মরিস আবার বলল স্বভাব

বদলানো তার পক্ষে সম্ভব নয়; এবং এবারে ক্যাথেরিনের বলতে ইচ্ছা হল যে একটু চেষ্টা করলেই মরিস বদলাতে পারে।

কখনো কখনো মরিসের মনে হতে লাগল ক্যাথেরিনের সঙ্গে ঝগড়া করলে হয় তো কিছু সুবিধা হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হল যে মেয়ে এত বেশী ছাড়তে আর সুবিধা দিতে রাজি তার সঙ্গে কি করে ঝগড়া করা যাবে? শেষকালে সে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলঃ

'তুমি বোধহয় ভাবো চেষ্টাটা কেবল তোমাব দিকেই! আমার নিজেরও যে একটা চেষ্টা থাকতে পারে সেটা কি বিশ্বাস করো না?'

ক্যাথেরিন বলল, 'এখন শুধু তোমারই চেষ্টা। আমার চেষ্টা শেষ হয়ে গেছে।'

'কিন্তু আমারটা শেষ হয় নি।'

ক্যাথেরিন বলল 'সব বোঝাই আমাদের এক সঙ্গে বইতে হবে। আমাদের তাই উচিত।'

মরিস স্বাভাবিক হাসি হাসতে চেষ্টা কবল। বলল, 'এমন অনেক কিছু আছে যার বোঝা এক সঙ্গে বওয়া যায় না -যেমন ধরো বিচ্ছেদ।'

'বিচ্ছেদের কথা বলছ কেন?'

'ওঃ, কথাটা তোমার ভালো লাগছে না! আমি জানতাম তোমার ভালো লাগবে না।'

হঠাৎ ক্যাথেরিন প্রশ্ন করল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ, মরিস?'

মরিস এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে ক্যাথেরিনের দিকে তাকাল, সে দৃষ্টিতে ক্যাথেরিন হঠাৎ পলকের জন্য ভয় পেয়ে গেল। মরিস বলল, 'কথা দাও তুমি নাটুকে দৃশ্যের অবতারণা করবে না।'

'নাটুকে দৃশ্য? আমি কি নাটুকেপনা করি?'

মরিস বলল, 'সব মেয়েই করে।' তার কণ্ঠস্বরে প্রচুর অভিজ্ঞতার সুর।

'আমি করি না। তুমি কোথায় চলেছ বলো।'

'যদি বলি ব্যবসার কাজে বাইরে চলে যাচ্ছি, তাহলে কি কথাটা তোমার খুব অদ্ভুত বলে মনে হবে?'

ক্যাথেরিন এক মুহূর্ত ভাবল তার দিকে তাকিয়ে। তারপর বলল, 'হ্যাঁ—না। আমাকে সঙ্গে নিলে অদ্ভুত মনে হবে না।'

'তোমাকে সঙ্গে নেবো—ব্যবসার কাজে?'

'তোমার কাজ? তোমার কাজ হচ্ছে আমার সঙ্গে থাকা।'

'তোমার সঙ্গে থেকে আমি জীবিকা অর্জন করি না।...অথবা হয় তো ঠিক তাই করি—অথবা আমি তাই করি বলে দুনিয়ার লোক বলে।'

এ আঘাতটা হয় তো মোক্ষম আঘাত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু হলো না। ক্যাথেরিন শুধু আবার প্রশ্ন করলঃ

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'নিউ অর্লিয়ান্‌স্‌-এ যাচ্ছি, কিছু তুলো কিনতে।'

'নিউ অর্লিয়ান্‌স্‌-এ যেতে আমারও সম্পূর্ণ মত আছে।' বলল ক্যাথেরিন।

মরিস বলল, 'তুমি কি মনে করেছ আমি তোমাকে নিয়ে যাবো সেই হল্‌দে জ্বরের এলাকায়? এমন সময়ে তোমাকে ফেলব সেই বিপদের মুখে?'

'সেখানে যদি হল্‌দে জ্বরের প্রাদুর্ভাব থাকে, তাহলে তুমি যাচ্ছ কেন? মরিস, তুমি সেখানে যেতে পাবে না।'

'যাচ্ছি ছ' হাজার ডলার রোজগার করতে। আমার এই আনন্দে কি তোমার আপত্তি?'

'ছ' হাজার ডলারে আমাদের কোনো দরকার নেই। টাকার কথা তুমি বড় বেশী ভাবো।'

'ও কথা তুমি বলতে পারো, তোমার অনেক টাকা। আমার এক মস্ত সুযোগ, এটার কথা কাল শুনেছি মাত্র।' বলে মরিস তার সুযোগটা ক্যাথেরিনকে ব্যাখ্যা করে বোঝালো এক লম্বা কাহিনী শুনিয়ে। সে আর তার অংশীদার, দুজনে মিলে যে চমৎকার ব্যবসাটি ফেঁদেছে, একাধিক বার মরিস তার খুঁটি-নাটি বর্ণনা করল।

কিন্তু এত শুনেও ক্যাথেরিনের কল্পনা একটুও উৎসাহিত হয়ে উঠল না; কেন উঠল না তা হয় তো শুধু ক্যাথেরিনেরই জানা ছিল।

ক্যাথেরিন বলল, 'তুমি নিউ অর্লিয়ান্‌স্‌-এ গেলে আমিও যেতে পারি। হল্‌দে-জ্বর যদি আমাকে ধরে, তোমাকেও ধরতে পারে। আমি তোমার মতই শক্ত; কোনো জ্বরকেই একটুও ভয় করি না। আমরা যখন ইউরোপে ছিলাম, তখন খুব অস্বাস্থ্যকর জায়গাতেও গেছি; বাবা আমাকে কতকগুলো ওষুধের বড়ি খাইয়ে দিতেন। আমাকে কখনো কোনো অসুখে ধরে নি, কখনো আমি ঘাবড়ে যাই নি। জ্বর হয়ে যদি মরে যাও তাহলে ছ' হাজার ডলার দিয়ে হবে কি? যারা শীগ্‌গীরই বিয়ে করবে তাদের ব্যবসার কথা অত বেশী ভাবা উচিত নয়। তুলোর সম্বন্ধে না ভেবে তোমার উচিত আমার কথা ভাবা।। তুমি নিউ অর্লিয়ান্‌স্‌-এ যেতে পারো অন্য কোনো সময়- তুলোও সব সময় প্রচুর থাকবে। এ সময়টা তুলো দেখতে যাবার জন্য বেছে নেওয়া তোমার ঠিক হয় নি। আমরা অনেক অপেক্ষা করেছি— আর নয়।'

ক্যাথেরিনকে এমন জোরালো আর অনর্গল ভাবে কথা বলতে মরিস আর

কখনো শোনে নি। এবং একথা বলবার সময় সে দুহাতে মরিসের দুটি বাহু ধরে ছিল।

মরিস বলল, 'বলেছিলে নাটুকেপনা করবে না। একে আমি নাটুকেপনা বলি।'

'নাটুকেপনা কবছ তুমি। আমি তোমায় আগে কখনো কোনো অনুরোধ করি নি। আমরা অনেক দিন অপেক্ষা করেছি।'

ক্যাথেরিন এই ভেবে মনে শান্তি পেল যে এ পর্যন্ত বিশেষ কোনো অনুরোধ সে কবে নি, তাব মনে হলো সেই জন্যেই যেন তার এখন আরো বেশী অনুরোধ কববাব অধিকার জন্মেছে।

মরিস একটু চিন্তা কবল। বলল, 'বেশ। ও বিষয়ে আমরা আর কথা বলব না। আমি চিঠিব মাধ্যমে কাজ চালাব।' বলে সে তার টুপিটা পালিশ করতে লাগল, যেন সে এখনই বিদায় নেবে।

'তুমি নিউ অর্লিয়ান্স্-এ যাবে না তো?' প্রশ্ন করে ক্যাথেরিন চোখ তুলে তাব দিকে তাকাল।

ঝগড়া বাধাবার মতলবটা মবিস ছেড়ে দিতে পারে নি, কারণ এটাই সবচেয়ে সহজ উপায়। সে ক্যাথেবিনেব মুখেব দিকে তাকাল, নিজের মুখে যতটা সম্ভব ভ্রূকুটি ফুটিয়ে। তাবপব বলল, 'তুমি খুব সুবিবেচনার কাজ করছ না। আমাকে খুঁচিয়ে বিবক্ত কোরো না।'

কিন্তু ক্যাথেবিন যথারীতি সব কিছুই মেনে নিল। বলল, 'না, সত্যিই আমি খুব সুবিবেচনার কাজ করি নি। আমি জানি আমি বড বেশি আবদার করি। কিন্তু সেটা কি স্বাভাবিক নয়? এ তো এক মুহূর্তের জন্য মাত্র।'

'এক মুহূর্তের ভেতব অনেক ক্ষতি করা যায়। এব পরের বার যখন আসব, তখন আরেকটু শান্ত হবার চেষ্টা কোরো।'

'তুমি কবে আসবে?'

'তুমি কি কড়াব করিয়ে নিতে চাও নাকি? আমি আসব আগামী শনিবার।'

ক্যাথেরিন প্রার্থনা জানাল 'কাল এসো। আমার ইচ্ছা কাল এসো। আমি খুব শান্ত থাকব।' তাব উত্তেজনা এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে এই আশ্বাসটি তেমন জোবালো হলো না। ক্যাথেবিন হঠাৎ ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল—যেন এক দঙ্গল নিরবয়ব সন্দেহ এসে জমাট বেঁধে ছিল কোনও বিন্দুতে। ক্যাথেরিনের কল্পনা এক লাফে বহু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করল। এই মুহূর্তের জন্য তার সমস্ত সত্তা রইল একটি চিন্তাকে কেন্দ্র করে—মরিসকে ঘরের ভেতর রাখা।

মরিস তার মাথাটা নীচু দিকে ঝাঁকিয়ে ক্যাথেরিনের ললাট চুম্বন করল। বলল, 'তুমি যখন নীরব থাক, তখন তুমি নিখুঁত কিন্তু তুমি যখন বলপ্রয়োগ করো, তখন তুমি ঠিক তোমার স্বরূপে থাক না।'

ক্যাথেরিনের ইচ্ছা ছিল হৃদয়-স্পন্দন ছাড়া আর কোনো রকম উত্তেজনা তার থাকবে না, হৃদয়-স্পন্দনটা সে অবশ্য বন্ধ করতে পারে নি। ক্যাথেরিন আবার মৃদুকণ্ঠে বলল, 'বলে যাও কাল আসবে?'

মরিস হেসে বলল, 'আমি বলেছিলাম শনিবার।' এক মুহূর্তে হাসি আর অন্য মুহূর্তে ভ্রূকুটি, অন্য মুহূর্তে কিছুই না। মরিস যেন কি করবে ঠিক করতে পারছিল না।

'হ্যাঁ, শনিবারও।' হাসবার চেষ্টা করে বলল ক্যাথেরিন। 'কিন্তু প্রথমেই আগামী কাল।'

মরিস দুয়ারের দিকে যাচ্ছিল; ক্যাথেরিনও দ্রুত এগিয়ে গেল তার সঙ্গে। ক্যাথেরিন দরজার গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়াল; তার মনে হলো মরিসকে ধরে রাখবার জন্য সে যে কোন উপায় অবলম্বন করবে।

'কাল যদি এখানে আসার পথে আমি বাধা পেয়ে কোথাও আটকা পড়ি, তুমি বলবে আমি তোমাকে ঠকিয়েছি।' বলল মরিস।

'কিন্তু তুমি বাধা পাবে কি করে? তুমি ইচ্ছা করলেই আসতে পারো।'

'আমি কর্মব্যস্ত লোক। অলস বেকার নই।' মরিস বলল কঠোর কণ্ঠে।

তার কণ্ঠস্বর ছিল এমন কঠিন এবং অস্বাভাবিক, যে তার দিকে একবার অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্যাথেরিন অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। তখন দরজার গোল হাতলে মরিস তাড়াতাড়ি হাত রাখল। তার মনে হলো সে যেন ক্যাথেরিনের কাছ থেকে চিরকালের জন্য দূরে বহু দূরে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই ক্যাথেরিন আবার তার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর খুব ক্ষীণ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল 'মরিস, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, কিছু দিনের জন্য।'

'কত দিন?'

'যে পর্যন্ত না তুমি আবার যুক্তিসংগত কথা শোনো।'

'ও ভাবে যুক্তির ভক্ত আমি কখনো হতে পারব না।' বলে ক্যাথেরিন মরিসকে আরো কিছুক্ষণ কথা শোনাবার জন্য ধরে রাখতে চাইল; সে প্রায় সংঘর্ষের ব্যাপার।

ক্যাথেরিন বলে উঠল 'মরিস, আমি কি করেছি তা ভেবে দেখ। তারপর কিছুক্ষণ বাদে বলল, 'মরিস, আমি সব কিছু পরিত্যাগ করেছি।'

'সেই সব কিছুই তুমি ফিরে পাবে।'

'নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে, নইলে তুমি এমন কথা বলতে না। কি সেটা? কি হয়েছে? আমি কি করেছি? কেন তুমি এমন বদলে গেছ?'

'আমি তোমায় লিখে জানাব। তাই ভালো হবে।' মরিস তোতলাতে তোতলাতে বলল।

'ওঃ, বুঝেছি। তুমি ফিরে আসবে না।' বলে ক্যাথেরিন ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

'ক্যাথেরিন, ও কথা বিশ্বাস কোরো না তুমি। আমি শপথ করছি আবার তুমি আমায় দেখতে পাবে।'

বলে মরিস যাবার আগে পেছন দিকে দরজাটা বন্ধ করে রেখে বেরিয়ে গেল।

ত্রিশ

সেটাই তার সর্বশেষ মনের দুঃখে ভেঙে পড়া; অন্ততঃ এরপর তার অমন বেদনার প্রকাশ পৃথিবীর চোখে পড়ে নি। কিন্তু এবারের প্রকাশটা ছিল অত্যন্ত প্রবল এবং দীর্ঘস্থায়ী; ক্যাথেরিন সোফার ওপর লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। কি যে হয়েছে তা সে জানত না বললেই চলে; বাহ্যতঃ প্রেমিকের সঙ্গে তার একটু মনান্তর হয়েছে, যেমন অনেক মেয়েরই হয়ে থাকে। ব্যাপারটাকে গুরুতর সংকট বলে বিবেচনা করবার বাধ্যবাধকতাও সে অনুভব করে নি। তবু সে একটা আঘাত অনুভব করল, সে আঘাত মরিস হেনে না থাকলেও; ক্যাথেরিনের মনে হলো মরিসের মুখের ওপর থেকে যেন একটা মুখোস হঠাৎ খসে পড়ে গেছে। মরিস তার কাছ থেকে সরে যেতে চেয়েছে, সে ক্রুদ্ধ এবং নির্মম হয়েছে, সে অদ্ভুত চেহারা করে অদ্ভুত কথা বলেছে। ক্যাথেরিনের যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল, আকস্মিক আঘাতে তার ব্যবস্থা হয়েছিল সংজ্ঞাহীনার মতো, সোফার গদীতে মুখ লুকিয়ে সে কাঁদছিল আর বিলাপ করছিল। কিন্তু অবশেষে সে উঠে বসল, তার বাবা অথবা মিসেস পেনিম্যান হঠাৎ এসে পড়তে পারেন, এই ভয়ে। তারপর ঘরটা

যখন ক্রমেই আরো বেশি অন্ধকার হতে লাগল, ক্যাথেরিন সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। ক্যাথেরিন নিজের মনকে বোঝাতে লাগল মরিস হয় তো ফিরে এসে বলবে সে যা মুখে বলে গেছে সেগুলো তার মনের কথা নয়; সে কান পেতে রইল কখন দরজায় মরিসের টোকা পড়বে। অনেক-ক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল, কিন্তু মরিস এলো না। অন্ধকার গাঢ়তর হতে লাগল। আগুন নিবে গেল অগ্নিকুণ্ডে। ঘন অন্ধকারে খোলা জানালার ধারে গিয়ে ক্যাথেরিন বাইরের দিকে তাকাল। সেখানে সে আধ ঘন্টা দাঁড়িয়ে রইল এই আশা করে যে হয় তো সিঁড়ি বেয়ে মরিস ওপরে উঠে আসবে। অবশেষে ক্যাথেরিন ফিরে এলো বাবাকে ঘরের ভেতর ঢুকতে দেখে। ডাক্তার লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর মেয়ে জানালার ধারে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; দেখে তিনি এক মুহূর্ত সাদা সিঁড়িগুলোর তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন গম্ভীরভাবে, অতিরিক্ত সৌজন্য দেখিয়ে মাথার টুপিটা ওর দিকে তুলে। ইঙ্গিতটা এমন বেমানান, আর অবহেলিতা, পরিত্যক্তা তরুণীর প্রতি এই মর্যাদার ভঙ্গিটা এমন বিসদৃশ, যে ক্যাথেরিনের মনের ভেতর সেটা এক বীভৎস বিতৃষ্ণার ভাব সৃষ্টি করল—সে ছুটে তার ঘরে চলে গেল। তার মনে হলো সে যেন মরিসকে পরিত্যাগ করে ফেলেছে।

আধ ঘন্টা বাদে তাকে খাবার টেবিলে দেখা দিতেই হলো। সেখানে তাকে স্থির রাখল তার এই প্রবল ইচ্ছা যে তার বাবা যেন না বুঝতে পারেন কিছু ঘটেছে। পরে এ জিনিস ক্যাথেরিনকে বড় রকমের সাহায্য করেছিল (যদিও সে নিজে যতটা ভেবেছিল ততটা নয়) প্রথম থেকেই। এই উপলক্ষে ডাক্তার স্লোপার প্রচুর কথা বলেছিলেন। একটি আশ্চর্য কুকুর তিনি দেখেছিলেন এক বৃদ্ধা রোগিনীর বাড়িতে। এই কুকুরটির অনেক গল্প শোনালেন ডাক্তার স্লোপার। ক্যাথেরিন এই কুকুরের নানা কাহিনী শুনে মরিসের সঙ্গে তার সদ্য অভিজ্ঞতার কথা ভুলবার চেষ্টা করতে লাগল। সেটা বোধ হয় একটা ভ্রান্তি; মরিসের ভুল হয়েছিল, ক্যাথেরিন ঈর্ষান্বিত হয়েছিল; এমন পরিবর্তন এক দিনে হয় না। তারপর ক্যাথেরিনের মনে হলো একাধিক সন্দেহ তার আগেই জেগেছিল, তার ইউরোপ ভ্রমণ থেকে ফিরে আসবার পর থেকেই মরিস বদলে গেছে। এই সব মনে হবার পরই ক্যাথেরিন আবার আরো ভালো করে বাবার বলা গল্প শুনতে লাগল। গল্প তিনি চমৎকার বলতে পারতেন। তারপর সে সোজা চলে গেল তার নিজের ঘরে; পিসির সঙ্গে সন্ধ্যাটা কাটাবার মতো উৎসাহ অন্ততঃ সেদিন তার ছিল না। সারাটা সন্ধ্যা একা বসে বসে ক্যাথেরিন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল। তার যন্ত্রণাটি ছিল অসাধারণ; কিন্তু সে কি তার কল্পনার সৃষ্টি, অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা থেকে উদ্ভূত, না বাস্তব?

এবং খারাপ যা হবার তার চরম কি ঘটে গেছে, না আসন্ন ? মিসেস পেনিম্যান এবার অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। তিনি ভাইঝির ওপর না চেপে তাকে একা থাকবার সুযোগ দিলেন। আসল কথাটা হচ্ছে একবার যখন তাঁর মনে সন্দেহ জাগল, তখন ভীরু মানুষদের মনে যেমন জাগে তেমনি ইচ্ছা জাগল তার মনে। তিনি চাইলেন বিস্ফোরণটাকে ছড়াতে না দিয়ে এই জায়গায় সীমাবদ্ধ করতে। বিস্ফোরণের জের যতক্ষণ হাওয়ায় ছড়ানো রইল, ততক্ষণ তিনি ঝামেলার নাগালের বাইরে সরে রইলেন।

তিনি ক্যাথেরিনের দরজার পাশ দিয়ে সেই সন্ধ্যার মধ্যে কয়েক-বার যাওয়া আসা করলেন এমনভাবে, যেন সেই ঘরের ভেতর থেকে যে কোনো মুহূর্তে করুণ আর্তনাদ ভেসে আসবে। কিন্তু ঘরটা সম্পূর্ণ নীরব। অতএব তাঁর নিজের ঘরে বিছানায় আশ্রয় নেবার আগে সর্বশেষ তিনি ক্যাথেরিনের ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ঢুকে দেখলেন ক্যাথেরিন বসে একটা বই পড়বার ভান করছে। বিছানায় যাবার ইচ্ছা তার ছিল না, কারণ সে জানত আজ ঘুম হবে না। মিসেস পেনিম্যান তাকে ছেড়ে গেলে পর সে রাতের মাঝামাঝি পর্যন্ত বসে কাটাল. আগন্তুককে থাকবার জন্য কোনো রকম অনুরোধ জানাল না। ক্যাথেরিনের পিসি এলেন চুপি চুপি, আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে, তারপর অতি গম্ভীরভাবে বললেন ঃ

'ক্যাথেরিন, বাছা, তুমি দুঃখে পড়েছ মনে হচ্ছে। আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি কি ?'

ক্যাথেরিন বলল, 'কোনো দুঃখে পড়ি নি আমি, সাহায্যের দরকারও কিছু নেই'। ক্যাথেরিনের এই প্রতারণা থেকেই প্রমাণ পাওয়া গেল কি ভাবে শুধু আমাদের দোষই নয়, আমাদের দুর্ভাগ্যগুলিও আমাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটায়।

'তোমার কিছুই হয় নি ?'

'কিছুই নয়।'

'ঠিক জানো তো ?'

'ঠিক জানি !'

'সত্যিই কি আমি তোমাকে কোনোরকম সাহায্য করতে পারি না ?'

'কিছু না, পিসি। কিন্তু আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

মিসেস পেনিম্যান আগে যেমন অতি-উষ্ণ অভ্যর্থনার আশঙ্কা করে-ছিলেন, এখন তেমনি এই অতি-শীতল অভ্যর্থনায় দুঃখিত হলেন। পরে এই ঘটনার বর্ণনা করে তিনি নানা রকম রং চড়িয়ে অনেককে তার ভাইঝির বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ার কাহিনী শুনিয়েছিলেন, এবং বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে

ভোলেন নি যে তার ভাইঝি তাঁকে একবার তার ঘর থেকে ঠেলে বার করে দিয়েছিল। এটা মিসেস পেনিম্যানের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব যে তিনি এই কাহিনী অনেককে শোনাতেন ক্যাথেরিনের প্রতি বিদ্বেষ থেকে নয় (কারণ ক্যাথেরিনকে তিনি যথেষ্ট সহানুভূতির চোখে দেখতেন), যে কোনো বিষয়ে তিনি কিছু বলতেন তারই ওপর রং চড়াবার একটা স্বাভাবিক প্রেরণা থেকে।

আগেই বলেছি ক্যাথেরিন আধা রাত্রি বসে কাটিয়ে দিল, যেন দরজায় মরিস টাউনসেন্ডের টোকা আশা করে করে। পরদিন ভোরবেলা এই আশাটা ছিল তার চাইতে কম অযৌক্তিক। কিন্তু যুবক তবু এলো না। কোনো চিঠিও সে লেখে নি, কোনো রকম ব্যাখ্যা বা আশ্বাসের কথা আসে নি তার কাছ থেকে। ক্যাথেরিনের পক্ষে এটা সৌভাগ্যের কথা, যে তার এই তীব্র উত্তেজনা থেকে সে আশ্রয় পেতে পারল এই প্রতিজ্ঞায় যে বাবা তার বেদনার কথা কিছু জানতে পারবেন না। বাবার চোখে সে কতটা ধুলো দিতে পেরেছিল তা আমরা পরে দেখবো; কিন্তু তার সরল চাতুর্যগুলি মিসেস পেনিম্যানের মতো অসামান্য স্বচ্ছদৃষ্টি সম্পন্নাকে ঠকাতে পারে নি। তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন ক্যাথেরিন উত্তেজিত হয়েছে: আর এই উত্তেজনার যদি এগিয়ে চলার সম্ভাবনা থাকে তাহলে এতে ন্যায্য অংশ নেবার অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবার মানুষ নন তিনি। তিনি আবার এসে দায়িত্বভার নিলেন, ভাইঝিকে বললেন তাঁর ওপর ভর করতে, বুকের বোঝা তাঁর কাছে হাল্‌কা করে দিতে। তিনি বোধ হয় বোঝাতে পারতেন এ সময় কতকগুলো জিনিস এত অন্ধকারাচ্ছন্ন কেন; সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান কত গভীর, সে ধারণা ক্যাথেরিনের ছিল না। গত রাত্রে ক্যাথেরিন যেমন নির্জীব ছিল, আজ সে তেমনি উদ্ধত।

'তুমি পুরো ভুল করেছ। তুমি কি বলতে চাইছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। জানি না আমার ওপর তুমি কি চাপাতে চাইছ, আর আমার জীবনে অন্যের উপদেশের প্রয়োজন এখনকার চাইতে কম আর কখনো হয় নি।'

এই ভাবে ক্যাথেরিন তার মনের ভাব প্রকাশ করল, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার পিসিকে দূরে সরিয়ে রাখতে লাগল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মিসেস পেনিম্যানের কৌতূহল বেড়ে উঠল। মরিস কি বলেছে আর করেছে, জানবার বিনিময়ে তিনি তাঁর হাতের একটা আঙ্গুল দিয়ে দিতে পারতেন। তিনি মরিসকে চিঠি লিখলেন, স্বাভাবিক ভাবেই, একটি সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে। কিন্তু, তেমনি স্বাভাবিক ভাবে, কোনো জবাব পেলেন না। মরিসের তখন চিঠি লিখবার মতো মেজাজ ছিল না, কারণ ইতিমধ্যে ক্যাথেরিন তাকে দুটি ছোট্ট চিঠি লিখেছে, সে তার প্রাপ্তি স্বীকারও করে নি এই চিঠিগুলো এত ছোট যে পুরো উদ্ধৃত

করে দিচ্ছে। প্রথম চিঠিখানা ছিল ঃ "গত মঙ্গলবার তোমাকে যত নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল, আসলে তুমি তত নিষ্ঠুর নও, এইটে যা থেকে বুঝতে পারব এমন কোনো চিহ্ন কি আমাকে পাঠাবে না?" দ্বিতীয়টি এর চাইতে কিছু লম্বা।

"মঙ্গলবার যদি আমি খামখেয়ালী বা সন্দিগ্ধচিত্ত হয়ে তোমাকে কোনো-রকমে বিরক্ত করে বা দুঃখ দিয়ে থাকি, আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি। শপথ করছি অমন বোকামি আর করব না। আমি যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছি; আমি বুঝতে পারছি না। প্রিয় মরিস, তুমি আমাকে মেরে ফেলছ।"

এই চিঠি দুখানা পাঠানো হয়েছিল শুক্রবার আর শনিবার। তারপর শনিবার বা রবিবারও কোনো জবাব এলো না বেচারা ক্যাথেরিনের হাতে। তার শাস্তি জমতেই লাগল, সে তা সইতেও লাগল ওপর ওপর সহিষ্ণুতার সঙ্গে। শনিবার ভোরবেলা ডাক্তার- যিনি নীরবে সব কিছু লক্ষ্য করছিলেন—বোন ল্যাভিনিয়াকে বললেন ঃ

'যা হবে ভেবেছিলাম তাই হয়েছে—পাষণ্ডটা পিছু হটে গেছে।'

মিসেস পেনিম্যান বললেন 'কখনো না।' তিনি চিন্তা করে ঠিক করে রেখেছিলেন ক্যাথেরিনকে কি বলবেন, কিন্তু তাঁর ভায়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায় ঠিক করে রাখতে পারেন নি, কাজেই এই জোরালো অস্বীকার ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র তাঁর হাতে ছিল না।

'তাহলে বলি, সে দণ্ড স্থগিত রাখবার আবেদন জানিয়েছে, যদি এভাবে বলাটা তোমার বেশি পছন্দ হয়।'

'তোমার মেয়ের হৃদয়াবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে; এতে যেন তুমি ভারি খুশী হয়েছ বলে মনে হচ্ছে।'

'তা হয়েছি!' বললেন ডাক্তার। 'কারণ এমনটি যে হবে, আমি আগেই তা বলেছিলাম। আমার ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভুল প্রমাণিত হলো, এতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।'

তাঁর বোন উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তোমার আনন্দে মানুষ শিউরে উঠে।'

ক্যাথেরিন তার নিয়মিত কাজগুলো সবই ঠিকমতো করে যেতে লাগল; অর্থাৎ, রবিবারের ভোরবেলায় তার পিসির সঙ্গে গীর্জায় যাওয়া পর্যন্ত। সাধারণতঃ সে গীর্জায় বৈকালিক প্রার্থনাতেও যোগ দিতে যেতো, কিন্তু এবার তার সাহসে কুলালো না, সে পিসিকে বলল তাকে ছাড়াই যেতে। মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'আমি নিশ্চয় জানি তুমি কিছু একটা আমার কাছ থেকে গোপন করছ।' বলে তিনি গভীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ভাইঝির দিকে তাকালেন।

'যদি আমার কিছু গোপন কথা থাকে, সেটা আমি গোপনেই রাখব।' বলে ক্যাথেরিন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

মিসেস পেনিম্যান গীর্জায় রওনা হয়ে গেলেন, কিন্তু সেখানে পেঁছবার আগে থেমে পিছু হটলেন, তারপর বিশ মিনিটের ভেতর বাড়িতে ফিরে এসে শূন্য বসবার ঘরগুলো খুঁজে দেখলেন। তারপর দোতলায় উঠে গিয়ে ক্যাথেরিনের ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। কোনো জবাব এলো না ভেতর থেকে: ক্যাথেরিন তার ঘরে ছিল না, এবং মিসেস পেনিম্যানের জানতে দেরি হলো না যে ক্যাথেরিন বাড়িতে নেই। হাতে হাত চেপে তিনি কিছুটা মুগ্ধ প্রশংসার ভাব আর কিছুটা ঈর্ষার সঙ্গে বলে উঠলেন 'মেয়েটা চলে গেছে মরিসের কাছে, মেয়েটা পালিয়েছে!' কিন্তু তিনি একটু পরেই লক্ষ্য করলেন ক্যাথেরিন কিছুই সঙ্গে নিয়ে যায় নি, তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সব কিছু তার ঘরের ভেতর যেমন ছিল তেমনি আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধরে নিলেন মেয়েটা বেরিয়ে গেছে প্রীত মনে নয়, ক্ষুব্ধ মন নিয়ে। 'ক্যাথেরিন মরিসের পিছু নিয়ে চলে গেছে তারই দুয়ারে, গিয়ে হানা দিয়েছে তার নিজের আস্তানায়।' এই ভাবে তিনি নিজের মনে তাঁর ভাইঝির অভিযানের বর্ণনা করলেন; গোপনে ওদের বিয়ে হলে তিনি যেমন উল্লসিত হতেন, ক্যাথেরিনের এভাবে পলায়নের কল্পনাতেও তিনি অনেকটা সেই রকম আনন্দ অনুভব করলেন। কোনো মেয়ে চোখে জল আর মুখে তিরস্কার নিয়ে প্রেমিকের নিজের গৃহে গিয়ে হানা দেবে, এ দৃশ্যের কল্পনা মিসেস পেনিম্যানের কাছে এত প্রীতিকর ছিল, যে ক্যাথেরিনের এই পলায়নের সময় অন্ধকার আর ঝড় না থাকায় দৃশ্যটা একটা অসম্পূর্ণতা থেকে গেল বলে তাঁর মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। রবিবারের একটি প্রশান্ত অপরাহ্ন যেন এ জাতীয় ঘটনার উপযুক্ত পরিবেশ নয় বলে তাঁর মনে হলো। মিসেস পেনিম্যান সামনের দিকের বসবার ঘরে তাঁর কাশ্মীরী শালটি গায়ে জড়িয়ে বসে রইলেন, ক্যাথেরিনের ফিরে আসবার প্রতীক্ষায়।

অবশেষে ফিরে এলো ক্যাথেরিন। জানালা থেকে মিসেস পেনিম্যান দেখলেন সিঁড়ি বেয়ে সে আসছে। তিনি হলে চলে গিয়ে ক্যাথেরিনের প্রতীক্ষা করতে লাগতেন। ক্যাথেরিন প্রবেশ করতে না করতেই তিনি তার ওপর এক-রকম ঝাঁপিয়ে পড়েই তাকে বসবার ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন, খুব গম্ভীরভাবে বন্ধ করে দিলেন ঘরের দরজাটা। দেখলেন ক্যাথেরিনের মুখ লাল, আর দুটি চোখ উজ্জ্বল। ব্যাপারটা কি, ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না মিসেস পেনিম্যান।

'কোথায় গিয়েছিলে, সে প্রশ্ন করতে পারি কি?' দাবি করলেন তিনি।

ক্যাথেরিন বলল, 'একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম তুমি গীর্জায় গেছ।'

'গীর্জায় গিয়েছিলাম, কিন্তু আজকের প্রার্থনা সভাটা অন্য দিনের চাইতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। আচ্ছা বলো তো কোথায় বেড়ালে এতক্ষণ।'

'জানি না।'

'তোমার এই না-জানাটা ভারি অদ্ভুত। বাছা ক্যাথেরিন, আমাকে বিশ্বাস করে তুমি সব কথা বলতে পারো।'

"তোমাকে বিশ্বাস করে কি কথা বলব?"

'তোমার গোপন কথা—তোমার দুঃখের কথা।'

ক্যাথেরিন প্রায় গর্জে উঠল ঃ 'আমার কোনো দুঃখ নেই।'

'বাছা, আমাকে তুমি ফাঁকি দিয়ে ভোলাতে পারবে না।' বললেন মিসেস পেনিম্যান। 'আমি সব জানি। আমি অনুরুদ্ধ হয়েছি তোমার সঙ্গে—হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা কইতে।'

'কথাবার্তা আমি চাইনে, পিসি।'

'তাতে তুমি অনেক আরাম পাবে। জানো না শেক্‌স্‌পীয়ারেব সেই বিখ্যাত লাইন, যাতে তিনি না-বলা ব্যাখ্যার কথা বলেছেন? বাছা, আমার মনে হয় এই ভালো।'

'কি ভালো?'

মিসেস পেনিম্যানের মনে হলো মেয়েটা বড় বেশি বেয়াড়া। প্রেমিক-পরিত্যক্তা যুবতীব একটু আধটু বেয়াড়াপনা সওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার পরিমাণটা সেই প্রেমিকের পক্ষে যারা কথা বলবে তাদের পক্ষে যেন অসুবিধা-জনক না হয়। মিসেস পেনিম্যান তাব ভাইঝির প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'এই ভালো যে তোমার বিবেচনা-বুদ্ধি থাকবে, সাংসারিক জ্ঞান যাঁদের আছে তাঁদেব কাছ থেকে শলা পরামর্শ নেবে, আব বাস্তববুদ্ধিব দিক থেকে যা ভালো হয় তা করবে। আর তোমরা বিচ্ছিন্ন হতে রাজি হবে, যখন বিচ্ছেদই বাঞ্ছনীয়।'

ক্যাথেরিন এতক্ষণ ছিল বরফ, এইবার এই কথা শুনে সে আগুনেব মতো জ্বলে উঠল।

'বিচ্ছেদ? আমাদেব বিচ্ছেদের ব্যাপার তুমি কি জানো?'

মিসেস পেনিম্যান আহত বোধ করার ভঙ্গিতে বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'তোমাব মর্যাদায় আমাব মর্যাদা, তোমার সুখ বা দুঃখে আমাবও অংশ আছে। তোমার দিকটা আমি খুব ভালো করেই দেখতে পাই, কিন্তু সেই সঙ্গে—' এই খানে একটু বিষণ্ণ ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে তিনি যোগ দিলেন 'ব্যাপারটাকে আমি সব দিক থেকে বিচাব কবেও দেখি।'

ইঙ্গিতটা ক্যাথেরিনের ওপর ব্যর্থ হলো। সে তার প্রশ্নেব পুনরাবৃত্তি করল ঃ 'বিচ্ছেদের কথা তুলছ কেন? এ বিষয়ে কি জানো তুমি?'

মিসেস পেনিম্যান একটু ইতস্ততঃ করে তারপর নীতিগর্ভ উপদেশ দানের ভঙ্গিতে বললেন, 'আমাদের আত্মসমর্পণের ভাবটা শিখতে হবে— অনিবার্যকে খুশী মনে মেনে নেবার ভাব।'

'খুশী মনে কি মেনে নেবো?'

'আমাদের যে সব পরিকল্পনা ছিল, তাদের হেরফের।'

ক্যাথেরিন একটু উচ্চ হেসে বলল, 'আমার কোনো পরিকল্পনার পরিবর্তন হয় নি।'

'কিন্তু মিস্টার টাউনসেন্ডের হয়েছে।' অতি মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন ক্যাথেরিনের পিসি।

'তোমার এ কথার মানে?'

ক্যাথেরিনের এই প্রশ্নে ছিল অতি সংক্ষিপ্ত আদেশের অর্থাৎ যেন কৈফিয়ৎ তলবের সুর। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো দরকার মনে করলেন মিসেস পেনিম্যান; তিনি তাঁর ভাইঝিকে যে খবরটা দিতে যাচ্ছেন সেটা তাঁর অনুগ্রহ। মিসেস পেনিম্যান তাঁর ভাইঝির ওপর তীক্ষ্ণতা প্রয়োগ করে দেখে-ছেন, কঠোরতাও প্রয়োগ করে দেখেছেন, কিন্তু এ দুটোর কোনোটাতেই কাজ হবে না। তিনি মেয়েটার একগুঁয়েমি দেখে স্তম্ভিত হয়ে উঠেছিলেন। 'তা বেশ, সে যদি তোমায় বলে না থাকে—' বলে তিনি প্রস্থানোদ্যত হলেন।

ক্যাথেরিন এক মুহূর্তে নীরবে পিছন থেকে তাঁকে তাকিয়ে দেখল, তার পর ছুটে গিয়ে তিনি দরজার কাছে পেঁছবার আগেই তাঁকে থামাল। বলল, 'মরিস কি বলবে আমাকে? তোমার কথার মানে কি? কিসের ইঙ্গিত করে আমায় ভয় দেখাতে চাইছ তুমি?'

মিসেস পেনিম্যান প্রশ্ন করলেন, 'ওটা কি ভেঙে গেছে?'

'আমাদের বিয়ের কথা? মোটেই না।'

'তাহলে আমি ক্ষমা চাইছি। কথাটা আমি একটু বেশি আগে বলে ফেলেছি।'

'বেশি আগে? আগেই হোক বা পরেই হোক,' উত্তেজিত কণ্ঠে ক্যাথে-রিন বলে উঠল, 'তুমি কথা বলছ বোকার মতো আর হৃদয়হীনের মতো।'

তার পিসি প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে তোমাদের ভেতর কি হয়েছে? কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে।' ভাইঝির আর্তনাদের আন্তরিকতা তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল।

'আর কিছুই হয় নি, শুধু আমি তাকে ক্রমেই আরো বেশি ভালোবাসছি।'

মিসেস পেনিম্যান এক মুহূর্ত নীরব রইলেন। তারপর বললেন 'সেই জন্যেই বোধ হয় আজ বিকেলে তার কাছে গিয়েছিলে।'

ক্যাথেবিনেব মুখ যেন হঠাৎ ঘা খেযে লাল হযে উঠল।

'হ্যাঁ তাব কাছেই গিযেছিলাম। কিন্তু সেটা আমাব নিজেব ব্যাপাব।'

'বেশ তাহলে ওবিষযে আব আমবা কথা বলব না।' বলে মিসেস পেনিম্যান আবাব দবজাব দিকে অগ্রসব হলেন। থেমে গেলেন হঠাৎ পিছনে ক্যাথেবিনেব আর্তস্বব শুনে ঃ

'ল্যাভিনিযা পিসি, কোথায কোথায গেছে সে ?'

'ওঃ, তাহলে স্বীকাব কবছ সে চলে গেছে ? তাব বাড়িব লোকেবা জানে না ?'

তাবা বলল সে শহব ছেড়ে চলে গেছে। আমি লজ্জায আব কোনো প্রশ্ন কবি নি।' সবলভাবে বলল ক্যাথেবিন।

'আমাব ওপব একটু আস্থা থাকলে তুমি অমন কবে ওখানে গিযে নিজেব মর্যাদাকে হাল্‌কা কবে ফেলতে না।' মন্তব্য কবলেন মিসেস পেনিম্যান, বেশ ভাবিক্কি চালে।

ক্যাথেবিন বলল, 'নিউ অর্লিযানস-এ গেছে কি ?'

এ সম্পর্কে নিউ অর্লিযানস্‌ নামটা মিসেস পেনিম্যান এই প্রথম শুনলেন। কিন্তু তিনি যে ব্যাপাবটা জানেন না সেটা তিনি ক্যাথেবিনকে জানতে দিতে চাইলেন না। মবিসেব কাছ থেকে তিনি যে সব নির্দেশ পেযেছিলেন তাই থেকে তিনি কিছু আলো পাবাব চেষ্টা কবলেন। বললেন, 'বাছা ক্যাথেবিন, বিচ্ছেদই যখন ঠিক হযেছে তখন সে যত দূবে চলে যায ততই তো ভালো।'

'বিচ্ছেদ ঠিক হযেছে ? সে কি তোমাব সঙ্গে বসে এই ঠিক কবেছে ?' শুধাল ক্যাথেবিন।

পবেব ব্যাপাবে এই পিসিব মাথেব মতো নাক গলানো স্বভাব সম্বন্ধে গত পাঁচ মিনিটেব ভেতব ক্যাথেবিন বিশেষভাবে সচেতন হযে উঠেছিল। সুখ শান্তি নষ্ট কববাব জন্য নির্যাত যেন এই পিসিকেই লেলিযে দিযেছে, এই ভেবে নিদাবুণ অস্বস্তিতে ভবে উঠল তাব মন।

মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'সে মাঝে মাঝে আমাব সঙ্গে পবামর্শ কবেছে বই কি।'

'তাহলে তুমিই কি তাকে বদলে দিযেছ অব অমন অস্বাভাবিক বানিযে তুলেছ ?' আর্তকণ্ঠে বলে উঠল ক্যাথেবিন, 'তুমিই কি তাকে ভাঙানি দিযে দিযে আমাব কাছ থেকে দূবে সবিযে দিযেছ ? সে তো তোমাব জিনিস নয, আমি বুঝতে পাবি না আমাদেব দুজনেব ভেতব যে ব্যাপাব, তাব সঙ্গে তোমাব কি সম্পর্ক। তুমিই কি এই ফন্দি তাব মাথায ঢুকিযে তাকে বলেছ আমায ছেড়ে চলে যেতে ? তুমি এত হীন, এত নিষ্ঠুব হলে কি কবে ?

আমি তোমার কি করেছি? কেন তুমি আমাকে রেহাই দিতে পারো না? আমার আগেই ভয় হয়েছিল তুমি সব নষ্ট করবে, কারণ তুমি যাতে হাত দাও তাই পণ্ড করো। যতদিন বাইরে ছিলাম ততদিন আমি তোমার ভয় করেছি; তুমি সর্বদা তার সঙ্গে কথা বলেছ, এ চিন্তা আমাকে কখনো স্বস্তিতে থাকতে দেয় নি।'

ক্যাথেরিন ক্রমেই আরো বেশি তীব্রভাবে তার মনের ভাব প্রকাশ করে চলল। মাসের পর মাস যত অস্বস্তি তার মনের ভেতর জমা হয়ে ছিল, এই নিদারুণ উত্তেজনার মুখে সেগুলো যেন এক সঙ্গে বেরিয়ে আসতে লাগল। মনের তিক্ততার আর প্রবল উত্তেজনায় তার যেন দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল, আর তারই বলে সে এমন চূড়ান্তভাবে তার পিসির বিচার করতে বসল, যার বিরুদ্ধে কোনো আপীল নেই।

মিসেস পেনিম্যান ঘাবড়ে গিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লেন, মরিসের উদ্দেশ্য যে কত মহৎ, কত খাঁটি, সে প্রসঙ্গ অবতারণার কোনো সুযোগ তিনি দেখতে পেলেন না। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তুমি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। ওর সঙ্গে কথা বলেছি বলে তুমি আমাকে কটু কথা শোনাচ্ছ। কিন্তু জেনো তোমার বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলি নি।'

'হ্যাঁ, ঐ ভাবেই তুমি তাকে জ্বালাতন করেছ, এমন হয়রান করে তুলেছ যেন আমার নাম শুনলেই তার বিরক্তি আসে। আমার কথা তুমি ওকে কখনো না বললেই ভালো হতো, আমি তো কখনো তোমার সাহায্য চাই নি।'

'কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে জানি আমি নইলে সে এ বাড়িতে কখনো আসত না, আর তোমার সম্বন্ধে সে কি ভেবেছিল তা তুমি কোনোদিন জানতে পারতে না।' বললেন মিসেস পেনিম্যান। তাঁর একথা অনেকাংশে সত্য।

খুব ভালো হতো সে যদি এ বাড়িতে কখনো না আসত, আর আমার সম্বন্ধে সে কি ভেবেছিল তা যদি আমি কোনো দিন না জানতাম। এর চাইতে সেটাই অনেক বেশি ভালো হতো।'

ল্যাভিনিয়া পিসি আবার বললেন, 'বড় অকৃতজ্ঞ মেয়ে তুমি।'

তার প্রতি অনেক অন্যায় করা হয়েছে এটা অনুভব করে ভেতরের রাগটা বাইরে প্রকাশ করে ফেলে, শক্তি প্রকাশ করে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় সাময়িক ভাবে ক্যাথেরিন সেই তৃপ্তি পেল। কিছুক্ষণ এরই উত্তেজনায় সে এগিয়ে চলল। এর আনন্দ যেন হাওয়া কেটে চলার আনন্দ। কিন্তু তার মনের গহনে ছিল শান্তিপ্রিয়তা, ঝামেলা করার রুচি বা ক্ষমতা তার ছিল না। ক্যাথেরিন নিজেকে শান্ত করল প্রচুর চেষ্টা করে, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি, তারপর কয়েক মুহূর্ত ঘরের ভেতর পায়চারি করল মনে মনে এই কথাটাই বলতে বলতে,

যে পিসি যা কিছু করেছিলেন ভালোর জন্যেই করেছিলেন। একথাটা সে খুব বেশি বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারে নি, কিন্তু তার কিছুক্ষণ পর সে বেশ শান্তভাবে কথা বলতে সক্ষম হলো।

'আমি অকৃতজ্ঞ নই, কিন্তু আমি বড় অসুখী। সেজন্য কৃতজ্ঞ হওয়া কঠিন। সে এখন কোথায় আছে, বলবে কি আমাকে?'

'সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র ধারণা নেই। আমার সঙ্গে তার গোপনে চিঠি লেখালিখি হয় না।' মিসেস পেনিম্যানের মনে হলো ওভাবে পত্র বিনিময় মরিসের সঙ্গে তাঁর থাকলে ভালো হতো, কারণ তাহলে সেই ঠিকানায় মরিসকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া যেতো যে ক্যাথেরিনের তিনি এত করেছেন, সেই ক্যাথেরিনই তাঁকে আজ অনেক ধমকেছে।'

ক্যাথেরিন সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে বলল, 'এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাটি কি তবে তারই নিজস্ব?'

মিসেস পেনিম্যানের মনে হলো এবার তিনি ব্যাখ্যা করে বলবার একটু যেন সুযোগ পেয়েছেন। বললেন, 'সে বার বার পিছিয়ে গেছে। তার সাহসের অভাব ছিল, কিন্তু সে সাহস হলো তোমার ক্ষতি করবার সাহস। তোমার বাবার অভিশাপ তোমার ওপর নেমে আসবার কারণ হতে সে কিছুতেই রাজি হতে পারল না।'

ক্যাথেরিন একথা শুনল তার পিসির দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে। কথাটা শেষ হবার পরও কিছুক্ষণ সে ঐ ভাবে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'সে কি তোমাকে আমার কাছে সেকথা বলতে বলেছিল?'

'সে আমাকে অনেক কিছুই বলতে বলেছিল—কথাগুলো বলা বড় শক্ত, অনেক হিসেব করে বলতে হয়। সে আমাকে এ অনুরোধও তোমার কাছে জানাতে বলেছিল, তুমি যেন তাকে ঘৃণা না করো।'

'ঘৃণা আমি করি না।' বলল ক্যাথেরিন। তারপর প্রশ্ন করল, সে কি চিরকালই বাইরে থাকবে?'

'ওঃ, চিরকাল যে অনেক সময়। তোমার বাবা বোধ হয় চিরকাল বাঁচবেন না।'

'বোধ হয় না।'

মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'যদিও তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তবু আমি নিশ্চয় জানি তুমি ব্যাপারটা বুঝবে। তুমি নিশ্চয় ভাবছ সে বড় বেশি খুঁতখুঁতে। আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু আমি তার খুঁতখুঁতেপনাকে শ্রদ্ধা করি। তোমার প্রতি তার অনুরোধ তুমিও যেন তাই করো।'

ক্যাথেরিন তখনও তার পিসির দিকে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু অবশেষে

সে এমনভাবে কথা বলল যেন পিসির কথা সে শোনে নি বা বুঝতে পারে নি। 'তাহলে এটা পাকা পরিকল্পনা। সে ইচ্ছা করেই সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছে; সে আমাকে ত্যাগ করেছে।'

'এখনকার মতো, ক্যাথেরিন। সে শুধু বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিয়েছে।'

'সে আমায় একা ফেলে গেছে।' বলল ক্যাথেরিন।

'তোমার জন্যে আমি রয়েছি না?' স্নেহের সুর লাগিয়ে বললেন মিসেস পেনিম্যান।

ক্যাথেরিন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'আমি তা বিশ্বাস করি না।' বলে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

একত্রিশ

ক্যাথেরিন নিজেকে শান্ত হতে বাধ্য করেছিল বটে, কিন্তু তার মনে হলো এই গুণটির চর্চা নিভৃতেই করা ভালো। সে তাই চায়ের বৈঠকে যোগ দিতে গেল না। রবিবারে চায়ের বৈঠক বসত ছ'টায়, এবং ডিনারের স্থান নিত। ডাক্তার স্লোপার এবং তাঁর বোন মিসেস পেনিম্যান মুখোমুখী বসলেন, কিন্তু মিসেস পেনিম্যান কখনও তাঁর ভায়ের চোখে চোখে তাকালেন না। সন্ধ্যার শেষ দিকে মিসেস পেনিম্যান ডাক্তারের সঙ্গে ক্যাথেরিনকে না নিয়েই গেলেন তাঁদের বোন মিসেস আমণ্ডের বাড়িতে। সেখানে দুই বোনের ভেতর ক্যাথেরিনের দুঃখজনক অবস্থা সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা হলো। তাতে মিসেস পেনিম্যান মাঝে মাঝে রহস্যময়ভাবে নীরব রইলেন।

মিসেস আমণ্ড বললেন, 'মরিস যে ক্যাথেরিনকে বিয়ে করবে না, এতে আমি খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু তা হলেও ওকে ধরে চাবকানো উচিত।'

মিসেস পেনিম্যান তাঁর বোনের এই রুক্ষতায় মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি জবাব দিলেন যে সে যা করেছে, তার পিছনে রয়েছে অতি মহৎ উদ্দেশ্য—ক্যাথেরিনকে দারিদ্র বানাতে অনিচ্ছা।

মিসেস আমণ্ড বললেন 'আমি খুশী হয়েছি এইটে জেনে, যে ক্যাথেরিন গরিব হবে না—কিন্তু আমি আশা করি মরিসেরও যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ কখনো না হয়। ক্যাথেরিন বেচারা তোমাকে কি বলে?'

'সে বলে আমার সান্ত্বনা দেবার বিশেষ প্রতিভা আছে।' বললেন মিসেস পেনিম্যান।

মিসেস পেনিম্যান এইভাবে তার বোনকে বিষয়টা বোঝালেন। তারপর বোধ করি নিজের এই প্রতিভার কথাটা ভেবেই সেই সন্ধ্যায় ওয়াশিংটন স্কোয়্যারে ফিরে তিনি ক্যাথেরিনের দরজায় গিয়ে টোকা দিলেন। ক্যাথেরিন এসে দরজা খুলে দিল; বাইরে তাকে শান্তই মনে হচ্ছিল।

'আমি তোমাকে শুধু ছোট্ট একটি পরামর্শ দিতে চাই।' বললেন মিসেস পেনিম্যান। 'তোমার বাবা জিজ্ঞাসা করলে বোলো সব কিছুই ঠিক মতো চলছে।'

ক্যাথেরিন দরজার হাতলে হাত রেখে পিসির মুখের দিকে তাকিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু পিসিকে ভেতরে আসতে না বলে প্রশ্ন করল. 'তোমার কি মনে হয় বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন?'

'নিশ্চয় করবে। এইমাত্র সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমাব এলিজাবেথ পিসির ওখান থেকে ফিরবাব পথে। আমি এলিজাবেথকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছি। তোমার বাবাকে বলেছি এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।'

'তোমাব কি মনে হয় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, যখন তিনি দেখবেন- যখন দেখবেন—?' এখানেই থেমে গেল ক্যাথেরিন।

তার পিসি বললেন, 'তোমার বাবা যত দেখবে ততই তার মেজাজ খারাপ হয়ে উঠবে।'

ক্যাথেরিন বলল, 'তিনি বেশি কিছু দেখতে পাবেন না।'

'তাকে বোলো তুমি শীগগীরই বিয়ে করবে।'

ক্যাথেরিন মৃদুস্বরে বলল, 'হ্যাঁ, শীগ্‌গীরই বিয়ে কবব।' বলে দরজাটা পিসির মুখের ওপর বন্ধ করে দিল।

একথা সে দুদিন পরে বলতে পারত না। যেমন মঙ্গলবার, যখন সে অবশেষে মরিস টাউনসেন্ডের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল। বড় চৌকো কাগজের পাঁচ পাতা জোড়া লম্বা চিঠি, ফিলাডেলফিয়া থেকে লেখা। এ চিঠি যেন এক কৈফিয়তী দলিল; এতে অনেক কিছুর কৈফিয়ৎ ছিল, বিশেষ করে ব্যাখ্যা করা ছিল যাব জীবনের পথে এসে সে শুধু ধ্বংসের চিহ্নই ছড়িয়ে দিয়েছে, তার ছবি মনের ভেতর থেকে মুছে ফেলবার প্রয়াসেই সে একটা জরুরী ব্যবসাদারী কাজের সুযোগ নিয়ে কেন বাইরে চলে গেছে। এই প্রয়াসের আংশিক সাফল্য মাত্র সে আশা করেছে, কিন্তু ক্যাথেরিনকে সে এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে যে সে আর কখনো এসে তার উদাব হৃদয়ের সামনে দাঁড়িয়ে তার

উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং সন্তানোচিত কর্তব্যপালনের বিঘ্নস্বরূপ হবে না। সর্বশেষে সে লিখল ব্যবসাদারী কাজে তাকে কয়েক মাস নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে, এবং এই আশা প্রকাশ করল যে তারা যখন এই অনিবার্য পরিণতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবে—যদিও সেটা হয়তো কয়েক বছরের মধ্যেও সম্ভব হবে না—তখন তারা দেখাসাক্ষাৎ করবে বন্ধুর মতো, সহ-দুঃখীর মতো, এক বিরাট সামাজিক বিধানের নিরপরাধ অথচ সহিষ্ণু শিকারের মতো। ক্যাথেরিনের জীবন শান্তিময় হোক, সুখী হোক, নিজেকে এখনো ক্যাথেরিনের বিনীততম ভৃত্য বলে স্বীকার করে এই কামনা জানিয়ে চিঠিখানা শেষ করেছে মরিস। চিঠিখানার রচনা চমৎকার, ক্যাথেরিন এরপর অনেক বছর এই চিঠিখানা যত্ন করে রেখে দিয়েছিল, তারপর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে যখন চিঠিখানার বেদনাদায়ক অর্থ এবং শূন্যগর্ভ সুর সম্বন্ধে সচেতনতার তীব্রতা অনেক কমে গেল, তখন ক্যাথেরিন চিঠিখানার সুন্দর রচনাভঙ্গির তারিফ করেছিল। বর্তমানে, এ চিঠি পাওয়ার অনেকক্ষণ পর, তাকে ধৈর্য ধারণ করতে সাহায্য করল শুধু একটি প্রতিজ্ঞা, যেটা দিনের পর দিন কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছিল—বাবার করুণার কাছে কোনো আবেদন সে জানাবে না।

ডাক্তার এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হতে দিলেন, তারপর একদিন ভোরবেলা, এমন এক সময়ে, যখন ক্যাথেরিন তাঁকে খুব ক্বচিৎ দেখতে পেতো, তিনি পায়চারি করতে করতে এসে ঢুকলেন পেছন দিকের বসবার ঘরে। তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন, এবার ক্যাথেরিনকে একা পেলেন। সে একটা কাজ নিয়ে বসেছিল। তিনি এসে তার সামনে দাঁড়ালেন। তিনি তখন বাইরে যাচ্ছিলেন; তাঁর মাথায় ছিল টুপি, আর হাতে তিনি দস্তানা পরছিলেন।

'আমাকে যতটা মর্যাদা তোমার দেওয়া উচিত, তা তুমি দিচ্ছ বলে মনে হচ্ছে না।' বললেন তিনি।

ক্যাথেরিন তার হাতের কাজ থেকে চোখ না তুলেই বলল, 'জানি না কি করেছি আমি।'

'জাহাজে উঠবার আগে লিভারপুলে তোমাকে যে অনুরোধ করেছিলাম, সেটা তুমি মন থেকে একেবারে মুছে ফেলেছ বলে মনে হচ্ছে; বলেছিলাম আমার বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে তুমি আমাকে জানাবে।'

'আমি তোমার বাড়ি ছেড়ে যাই নি।' বলল ক্যাথেরিন।

'কিন্তু তোমার মতলব রয়েছে ছেড়ে যাবার, আর তুমি আমাকে যা বুঝতে দিয়েছ, তা থেকে মনে হয় তোমার চলে যাওয়ার সময় আসন্ন। প্রকৃতপক্ষে তোমার দেহটা এখানে উপস্থিত থাকলেও তোমার মনটা এখানে নেই। মনে মনে তুমি তোমার ভাবী স্বামীর সঙ্গে বাসা বেঁধেছ; আর তোমার সাহচর্যে

আমরা যে রকম উপকৃত হচ্ছি, তাতে মনে হয় তুমি তোমার স্বামীগৃহে থাকলেই পারতে।'

ক্যাথেরিন বলল, 'আমি চেষ্টা করে আরো প্রফুল্ল হবো।'

'প্রফুল্ল হওয়াই তো তোমার উচিত। না হলে বলতে হবে তুমি বড় বেশি দাবি করছ। একটি চমৎকার যুবককে বিয়ে করার আনন্দ, তার ওপর নিজের মতটাই বজায় রাখার আনন্দ পাচ্ছ তুমি; তোমাকে তো আমার খুব ভাগ্যবতী বলে মনে হচ্ছে।'

ক্যাথেরিন উঠে দাঁড়াল; তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু সে তার জ্বলন্ত মুখখানা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বেশ মন দিয়ে আর নিখুঁত-ভাবে তার হাতের কাগজটাকে ভাজ করে রাখল। ডাক্তার যেখানে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানেই দাড়িয়ে রইলেন; ক্যাথেরিন আশা করল তিনি চলে যাবেন, কিন্তু তিনি দস্তানাগুলো হাতে আরো ভালো করে পরে সেগুলোর বোতাম এঁটে দিলেন, তারপর দুটি হাত কোমরের ওপর রাখলেন।

'আমার বাড়ি কখন খালি হবে সেটা জানতে পারলে আমার সুবিধা হতো।' বললেন ডাক্তার। 'তুমি যখন যাবে, তোমার পিসিকেও এ বাড়ি থেকে বিদায় নিতে হবে।'

অবশেষে এইবার ক্যাথেরিন দীর্ঘ, নীরব দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল; যে আবেদন সে না-জানাবার চেষ্টা করে এসেছে, তার সমস্ত গর্ব এবং দৃঢ় সংকল্প সত্ত্বেও সেই আবেদনের কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়ল তার এই দৃষ্টিতে। তার বাবার আবেগহীন ধূসর চোখ দুটির দৃষ্টি যেন তার দুটি চোখে তার মনের রহস্য সন্ধান করতে লাগল, এবং তিনি তার প্রশ্নের জবাব জানবার জন্য জোর করলেন। বললেন ঃ

'সেটা কি আগামী কাল হবে? আগামী সপ্তাহে? কিম্বা তার পরের সপ্তাহে?'

ক্যাথেরিন বলল, 'আমি যাবো না।'

ডাক্তার তাঁর চোখের ভ্রূদুটি ওপরে তুলে প্রশ্ন করলেন, 'সে কি পিছিয়ে গেছে?'

'আমি আমার বিয়ের চুক্তি বাতিল করে দিয়েছি।'

'বাতিল করে দিয়েছ?'

'আমি তাকে বলেছি নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে যেতে, আর সে অনেক দিনের জন্য চলে গেছে।'

ডাক্তার যেমন হতবুদ্ধি তেমনি হতাশ হলেন, কিন্তু তিনি নিজেকে মনে মনে এই বলে সমস্যার সমাধান করলেন যে তার মেয়ে তাঁকে প্রকৃত ঘটনার

মিথ্যা বিবরণ দিয়েছে—হয়তো সমর্থনযোগ্য কারণেই, তবু মিথ্যা মিথ্যাই। জয়ের যে আনন্দ পাবেন বলেই নিশ্চিত ছিলেন, তা থেকে বঞ্চিত হবার বেদনা তিনি হাল্কা করে দিলেন কয়েকটি শব্দ উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করেঃ

'তার এই বাতিল হয়ে যাওয়াটা সে কিভাবে নিয়েছে?'

ক্যাথেরিন এ পর্যন্ত যেভাবে কথা বলেছিল, তার চাইতে কম দক্ষভাবে বলল, 'জানি না।'

'তার মানে ও বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র ঔৎসুক্য নেই? এতদিন তাকে আশা দিয়ে, তাকে খেলিয়ে খেলিয়ে তারপর এ তোমার রীতিমতো নিষ্ঠুরতা!'

শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের প্রতিশোধ স্পৃহা তৃপ্ত হলো।

বত্রিশ

আমাদের কাহিনী এ পর্যন্ত ধীর পদক্ষেপে এগিয়েছে, কিন্তু সমাপ্তি যখন প্রায় আসন্ন তখন তাকে দ্রুত গতিতে এগোতেই হবে। যতই সময় যেতে লাগল, সম্ভবতঃ ডাক্তারের মনে হতে লাগল তার মেয়ে মরিসের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ির যে বিবরণ দিয়েছিল সেটাকে তিনি নিছক বড়াই বলেই ভেবেছিলেন—তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তী ঘটনা দিয়ে। মরিস এমনভাবে অনুপস্থিত রইল যেন সে ভগ্নহৃদয়ে মারা গেছে এবং ক্যাথেরিন সম্ভবতঃ জীবনের এই নিষ্ফলা অধ্যায়ের স্মৃতি এমনভাবে ভুলে গেছে যেন এই ব্যাপারটির ওপর সে নিজের ইচ্ছামতোই সমাপ্ত করে দিয়েছে। আমরা জানি ক্যাথেরিন যে আঘাত পেয়েছিল তা বড় গভীর এবং আরোগ্যের অতীত। কিন্তু ডাক্তারের তা জানবার কোনো উপায় ছিল না। সে বিষয়ে তাঁর কৌতূহল নিশ্চয়ই ছিল, এবং সঠিক সত্যটি জানবার বিনিময়ে অনেক কিছু দিতে তিনি রাজি হতেন; কিন্তু তিনি যে কখনো জানতে পারলেন না, সেটাই তাঁর শাস্তি—অর্থাৎ তিনি তাঁর কন্যার ওপর যে প্রচুর বিদ্রূপ বর্ষণ করেছিলেন, সেই অপরাধের শাস্তি। ক্যাথেরিন যে ডাক্তারকে অন্ধকারে রেখে দিয়েছিল তার মধ্যেও ছিল তীব্র ব্যঙ্গ, এবং বাকি পৃথিবীও এই অর্থে তাঁকে ব্যঙ্গ করার ব্যাপারে যোগ দিয়েছিল। মিসেস পেনিম্যান ডাক্তারকে কিছু বললেন না, অংশতঃ ডাক্তার তাঁকে কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না বলে—ডাক্তার তাঁকে তাঁর প্রশ্নের অযোগ্য বলে তুচ্ছ করতেন—এবং অংশতঃ এই কারণে, যে তিনি

• ভাবলেন তিনি এ ব্যাপারে অনাবশ্যক নাক গলিয়েছেন, এই বদনামের যোগ্য প্রতিশোধ নেওয়া হবে গম্ভীরভাবে নীরব থেকে অজ্ঞতা জানালে। ডাক্তার গেলেন দু-তিনবার মিসেস মণ্টগোমারির সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু ভদ্রমহিলার বলবার মতো কিছুই ছিল না। তিনি শুধু জানতেন তার ভায়ের বিয়ের চুক্তিটা বাতিল হয়ে গেছে, এবং এখন মিস স্লোপারের বিপদ কেটে গেছে বলে তিনি মরিসের বিরুদ্ধে কোন রকম সাক্ষ্য না দেওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। আগে তিনি—যত অনিচ্ছাতেই হোক না কেন মরিসের বিরুদ্ধে বলেছেন, কারণ মিস স্লোপারের জন্য তার দুঃখ হতো। কিন্তু এখন আর তার মিস স্লোপারের জন্য দুঃখ ছিল না একটুও নয়। মরিস তাকে তার সঙ্গে মিস স্লোপারের সম্পর্ক সম্বন্ধে তখন কিছু বলে নি, পরেও কিছু বলে নি। সে সব সময় বাইরে বাইরেই থাকত, এবং তার কাছে চিঠিপত্র খুব কমই লিখত। তার ধারণা ছিল মরিস গেছে ক্যালিফর্নিয়ায়। সাম্প্রতিক এই বিপর্যয়ের পর মিসেস আমণ্ড, তার বোনের ভাষায় ক্যাথোরিনকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে 'হাতে নিয়েছিলেন, কিন্তু তার সদয় ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করলেও ক্যাথেরিন তার গোপন কথা তাকে কিছুই বলে নি, কাজেই ভদ্রমহিলা ডাক্তারকে খুশী করতে পারলেন না। এমন কি তিনি যদি ডাক্তারের মেয়ের দুঃখজনক প্রেমের গোপন ইতিহাস বিবৃত কর শোনাতে পারতেন, তাহলেও ডাক্তারকে সে বিষয়ে কিছু না জানিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখে তিনি স্বস্তি বোধ করতেন, কারণ এসময় মিসেস আমণ্ড তার ভায়ের ওপর তেমন খুশী ছিলেন না। তিনি আপন মনে অনুমান করে নিয়েছিলেন যে ক্যাথেরিন তার প্রেমিকের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তিনি মিসেস পেনিম্যানের কাছ থেকে কিছু শোনেন নি, কারণ মিসেস পেনিম্যান মরিসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর আশ্চর্য ব্যাখ্যাটি তিনি ক্যাথেরিনকে শোনবার উপযুক্ত মনে করলেও মিসেস আমণ্ডকে শোনান নি এবং তাঁর রায় হলো বেচারা মেয়েটা কি দুঃখ ভোগ করেছে এবং নিশ্চয়ই এখনও করছে সে বিষয়ে তার ভাই নিয়মিতভাবে নির্বিকার। ডাক্তার স্লোপারের একটি নিজস্ব ধারণা ছিল, আর তিনি তার ধারণা কখনো বদলাতেন না বললেই চলে। তার ধারণায় এ বিয়ে হলে অত্যন্ত শোচনীয় হতো, না হয়ে মেয়েটা এক মহা দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা পেয়েছে। সেজন্য সে সহানুভূতির পাত্রী নয়, এবং তার প্রতি সমবেদনার ভান করা মানেই একথা মেনে নেওয়া যে মরিস সম্বন্ধে মাথা ঘামাবার তার কখনো কোনো অধিকার ছিল না।

'প্রথম থেকেই এ ধারণাটাকে আমি পায়ের তলায় চেপে রেখেছিলাম এখনো তাই রাখছি বললেন ডাক্তার। এতে আমি নিষ্ঠুরতার কিছু দেখছি

না ; এ ব্যাপারে উদাসীন থাকা চলে না।' মিসেস আমণ্ড একাধিকবার একথার জবাব এই বলে দিয়েছেন যে ক্যাথেরিন যদি তার বেখাপ্পা প্রেমিককে বর্জন করে থাকে তাহলে সেজন্য সে বাহাদুরির প্রশংসা পাবে, এবং এ ব্যাপারে নিজেকে তার বাবার উন্নততর মতের সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাকে যে কঠিন চেষ্টা করতে হয়েছে তার মর্ম ডাক্তারের অবশ্য বোঝা উচিত।

ডাক্তার বললেন, ক্যাথেরিন তাকে বর্জন করেছে, এ বিষয়ে আমি মোটেই নিশ্চিত হতে পারি নি। দু-বছর ধরে অশ্বতরের মতো একটানা একগুঁয়েমি করে মেয়ের হঠাৎ সুবুদ্ধি হয়ে গেল, এটা একেবারেই অসম্ভব। এর চাইতে অনেক বেশি সম্ভব এই যে ঐ ছোকরাই তাকে বর্জন করেছে।'

'তাহলে তোমার ওর সঙ্গে আরো ভালো ব্যবহার করা উচিত।'

'ভালো ব্যবহারই তো করছি। কিন্তু আমি করুণ রসের অভিনয় করতে পারি না; ওর জীবনের এই সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যে মুখ গম্ভীর করে বেঁকে ভাসতে পারি না।'

মিসেস আমণ্ড বললেন, 'তোমার দয়ামায়া কিছু মাত্র নেই, ছিলও না কোনো দিন। একবারটি তার দিকে তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পাবে যে, ঠিকই হোক বা ভুলই হোক, বিচ্ছেদটা তার দিক থেকেই হোক বা মরিসের দিক থেকেই হোক, মেয়েটার হৃদয় একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।'

'ক্ষতের ওপর হাত বুলিয়ে বা তার ওপর চোখের জল ঝরিয়ে তার কোনো উপশম করা যায় না। আমার কাজ হচ্ছে এইটে দেখা যেন সে আর আঘাত না পায়, আর সেদিকে আমি বিশেষ নজর রাখব। কিন্তু তুমি ক্যাথেরিনের যে বর্ণনা দিয়েছ তা থেকে আমি ক্যাথেরিনকে চিনতে পারছি না। সে তার হৃদয়-ক্ষতের জন্য নরম প্রলেপ খুঁজে বেড়াচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না। বরং আমার মনে হয় ঐ ছোকরা যখন ঘুর ঘুর করত তখনকার চাইতে এখন সে অনেক ভালো আছে। সে দিব্বি আরামে আর বেশ ভালো চেহারায় আছে, নিয়মিত আহার, নিদ্রা, ব্যায়মাদি সব কিছুই চালাচ্ছে, আর সাজপোশাকে নিজেকে যথারীতি ভারাক্রান্ত করছে। সর্বদাই সে হয় ব্যাগ বুনছে, না হয় রুমালের ওপর নকশা করছে, আর আমার মনে হয় এগুলো আগেকার মতোই দ্রুতবেগে করে চলেছে। তার বলবার কথা বেশি কিছু নেই, কবেই বা ছিল ? এই মাত্র তার নাচ শেষ হলো, এখন সে বসে বিশ্রাম করছে। আমার তো সন্দেহ হয় মোটের ওপর ব্যাপারটা সে উপভোগই করছে।'

'পিষে চূর্ণ হয়ে যাওয়া পা কেটে বাদ দিয়ে দিলে যেমন হয়, তেমনই।'

'তোমার এই উপমায় পা বলতে যদি ঐ টাউনসেণ্ড ছোকরাকে বুঝিয়ে থাক, তাহলে এ আশ্বাস তোমাকে দিতে পারি যে সে কখনো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়

নি। সে জ্যান্ত এবং সম্পূর্ণ অক্ষতই আছে, আর সেই জন্যেই আমি খুশী নই।'

মিসেস আমণ্ড শুধালেন, 'তুমি কি ওকে হত্যা করতে পারলে খুশী হতে?'

'হ্যাঁ খুব বেশিরকম। আমার মনে হচ্ছে খুব সম্ভব আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে এ এক চালাকি।'

'চোখে ধুলো দেবার জন্যে চালাকি?'

'ওদের ভেতর একটা গোপন ব্যবস্থা আছে। ছোকরা আসলে আড় চোখে তাকিয়ে দেখছে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো যে সে তার ফিরে আসবার সবগুলো পথ বন্ধ করে যায় নি, একটি পথ খোলা রেখে গেছে। আমি যখন মরব, ছোকরা ফিরে আসবে আর ক্যাথেরিন তাকে বিয়ে করবে।'

'তোমার একমাত্র কন্যাকে তুমি জঘন্যতম ভণ্ড বলে দুষছ, কথাটা শুনবার মতো বটে।' বললেন মিসেস আমণ্ড।

'সে আমার একমাত্র মেয়ে হওয়াতে কি তফাৎ হচ্ছে বুঝতে পারছি না। এক ডজনকে দোষ দেওয়ার চাইতে একজনকে দোষ দেওয়া ভালো। কিন্তু আমি তো কাউকে দোষ দিচ্ছি না। ক্যাথেরিনের মধ্যে ভণ্ডামি এতটুকুও নেই, আর সে দুঃখের ভানমাত্রও করে বলে আমি স্বীকার করি না।'

ব্যাপারটা যে চোখে ধুলো দেবার একটা কায়দা, ডাক্তারের এ ধারণাটার মাঝে মাঝে সাময়িক বিরতি, তারপরই আবার আবির্ভাব ঘটতে লাগল; কিন্তু এটা বলা যায় যে বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার এই ধারণাটা বেড়েই চলল, আর সেই সঙ্গে বেড়ে চলল এই ধারণা যে ক্যাথেরিন বেশ আরামে আর মনের আনন্দে উৎফুল্ল আছে। স্বভাবতঃই ক্যাথেরিনের এই বিরাট বিপর্যয়ের পরের দুবছরের ভেতরও যদি তিনি ক্যাথেরিনকে বিরহ সন্তপ্তা প্রেমিকা বলে অনুভব করতে পেরে না থাকেন, তাহলে ক্যাথেরিন যখন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমাহিত করে ফেলল তখনও তা পারলেন না। তিনি এ কথাটা স্বীকার না করে পারলেন না যে দুটি তরুণ হৃদয় যদি তিনি করে মরে তাদের পথ থেকে সরে যাবেন সেই আশায় বসে থাকে, তাহলে তাদের ধৈর্য আছে বলতে হবে। ডাক্তার মাঝে মাঝে খবর পেতে লাগলেন মরিস নিউ ইয়র্কে আছে; কিন্তু সেখানে সে বেশি দিন রইল না, এবং ডাক্তারের যতদূর বিশ্বাস ক্যাথেরিনের সঙ্গে তার চিঠির যোগাযোগও রইল না। ওদের দুজনের যে দেখা হতো না, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন, এবং তাঁর সন্দেহ করার কারণ ছিল যে মরিস ক্যাথেরিনকে কখনো চিঠি লেখে না। যে চিঠির উল্লেখ করা হয়েছে সেই চিঠির পর দীর্ঘ

ব্যবধানে ক্যাথেরিন মরিসের কাছ থেকে আরো দুখানা চিঠি পেয়েছিল, কিন্তু নিজে সে কোনোটিরই জবাব লেখে নি। অপর পক্ষে - ডাক্তার লক্ষ্য করলেন— অন্য কাউকে বিয়ে করার কল্পনা থেকেও ক্যাথেরিন নিজেকে কঠোরভাবে নিবৃত্ত রাখল। অন্য কাউকে বিয়ে করার সুযোগ খুব বেশি সংখ্যায় না এলেও, যে কটি এসেছিল তা থেকেই তার মনোভাবের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পাণি-প্রার্থী হয়েছিলেন এক মধুর স্বভাব, ধনী বিপত্নীক ভদ্রলোক। তাঁর ছোট ছোট মেয়ে তিনটিকে তিনি বেশ আশান্বিত ভাবেই ক্যাথেরিনের সামনে হাজির করেছিলেন; তিনি শুনেছিলেন ক্যাথেরিন শিশুদের খুব ভালবাসে। ক্যাথেরিন তাঁর পাণি-প্রার্থনা মঞ্জুর করে নি। তারপর এলেন একজন বিচক্ষণ তরুণ আইনজীবী। তাঁর পসারের ভবিষ্যৎসম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল, এবং খুব অমায়িক ভদ্রলোক বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। ভাবী পত্নীর সন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে তাঁর বিচক্ষণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝলেন যে আরো অল্প বয়সের এবং আরো সুন্দরী মেয়ের চাইতে স্ত্রী হিসেবে ক্যাথেরিনই তাঁর পক্ষে অনেক বেশি ভালো হবে। বিপত্নীক মিঃ ম্যাক্‌অ্যালিস্টার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে ক্যাথেরিনকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল ক্যাথেরিনের মধ্যে বেশ একটু গৃহকর্ত্রী সুলভ রাশভারি ভাব আছে। কিন্তু ক্যাথেরিনের চাইতে এক বছরের ছোট জন লাডলো সবাই বলতেন সে নিজের পছন্দমতো স্ত্রী পাবার মতোই যুবক -গভীরভাবে ক্যাথেরিনের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ক্যাথেরিন কিন্তু তার দিকে ফিরেও তাকাল না, তাকে বুঝিয়ে দিল সে বড় বেশি আসছে। জন লাডলো তখন সান্ত্বনা পেল মিস স্টার্টেভ্যাণ্টকে বিয়ে করে। এই মেয়েটি ক্যাথেরিন থেকে অনেক আলাদা ধরনের এবং খুব ভোঁতা বুদ্ধি লোকের চোখেও তার আকর্ষণ সহজেই চোখে পড়ত। এ সময়ে ক্যাথেরিনের বয়স ত্রিশ বছর ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে; ক্যাথেরিন পড়ে গেছে প্রায় কুমারী বুড়িদের দলে। ক্যাথেরিন বিয়ে করলেই তার বাবা বেশি খুশী হতেন; একদিন তিনি বললেন স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে ক্যাথেরিন বেশি রকম খুঁত খুঁত না করলেই ভালো হয়।

'মরবার আগে দেখে যেতে চাই তুমি একটি সৎ মানুষের স্ত্রী হয়েছ।' বলেছিলেন ডাক্তার, তাঁর পরামর্শমতোই বারবার চেষ্টা করেও জন লাডলো ক্যাথেরিন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পর। এর পর ডাক্তার আর কোনোরকম চাপ দেবার চেষ্টা করেন নি, এবং কন্যার একক জীবন নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছেন না বলেই মনে হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে বাইরে থেকে যতটুকু মনে হচ্ছিল তার চাইতে তিনি অনেক বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন, এবং অনেক সময় তাঁর মনে হত মরিস বুঝি বা কাছাকাছিই কোথাও আত্মগোপন করে আছে। 'যদি না থাকে,

তাহলে মেয়েটা বিয়ে করছে না কেন?' ভাবলেন তিনি। 'তার বুদ্ধি যতই সীমাবদ্ধ হোক না কেন, সে এটা নিশ্চয়ই বোঝে সাধারণ মেয়ে হিসেবে বিবাহিত জীবনই তার পক্ষে স্বাভাবিক।' ক্যাথেরিন কিন্তু কুমারী বুড়ির ভূমিকায় নিজেকে চমৎকার মানিয়ে নিল। সে কয়েকটি অভ্যাস আয়ত্ত করে নিল, দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে নিজস্ব একটা ছকে বেঁধে ফেলল, নানা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে উৎসাহী হয়ে উঠল, এবং সুসমঞ্জস, নীরব পদক্ষেপে কঠোর জীবনের যাত্রাপথে এগিয়ে চলল। এ জীবনের দুটি ইতিহাস ছিল- একটি গোপন, একটি প্রকাশ্য, অবশ্য যদি ক্যাথেরিনের মতো প্রচারভীরু পরিণতবয়স্কা কুমারীর প্রকাশ্য ইতিহাসের কথা বলা চলে। তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে তার জীবনের প্রধান দুটি ঘটনা ছিল এই যে মরিস টাউনসেন্ড তার হৃদয় নিয়ে হৃদয়হীন খেলা খেলেছে, এবং তার বাবা তার হৃদয়যন্ত্রের স্প্রিং ভেঙে দিয়েছেন। এ দুটি ঘটনাই অপরিবর্তনীয়, যেমন অপরিবর্তনীয় তার নাম, তার পরিণত বয়স, তার সাদাসিধে মুখ। মরিস তাকে যে ব্যথা দিয়েছে, তার প্রতি যে অন্যায় করেছে তা আর কিছুতেই বাতিল হওয়া সম্ভব নয়, এবং অল্প বয়সে বাবার প্রতি তার যে মনোভাব ছিল তা আর কোনোদিন ফিরিয়ে আনা যাবে না। তার জীবনে কি যেন একটা মরে গেছে, এখন তার কর্তব্য শুধু সেই শূন্যটাকে ভরিয়ে রাখ-বার চেষ্টা করা। এই কর্তব্যটিকেই ক্যাথেরিন তার জীবনে প্রধান বলে স্বীকার করত, দুঃখের কথা ভেবে ভেবে মনমরা হয়ে থাকা ক্যাথেরিন পছন্দ করত না। হাল্কা আমোদ প্রমোদে ব্যথার স্মৃতি ভুলে থাকার ক্ষমতা তার ছিল না বটে, কিন্তু সে শহরের সাধারণ প্রমোদ অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিতে লাগল, এবং ক্রমে প্রতিটি সম্ভ্রান্ত অনুষ্ঠানে অপরিহার্য হয়ে উঠল। সবারই প্রিয় হয়ে উঠে, তারপর কিছুদিনের ভেতর অভিজাত সমাজের অল্পবয়সীদের এক রকম স্নেহময়ী কুমারী মাসির আসনে বসল। তরুণীরা তাদের প্রেম-জীবনের গোপন কথা চুপি চুপি ক্যাথেরিনকে বলতে শুরু করল (মিসেস পেনিম্যানকে যা তারা কখনো করত না), যুবাপুরুষরাও কারণ বুঝতে না পেরেও তার ভক্ত হয়ে উঠল। কতকগুলো খামখেয়ালী স্বভাব তার গড়ে উঠল, যা অবশ্য কারও পক্ষে ক্ষতিকর নয়; তার অভ্যাসগুলো, যা একবার দানা বাঁধত, কঠোরভাবে বজায় থাকত; নৈতিক এবং সামাজিক ব্যাপারে তার মতামত ছিল অতিমাত্রায় রক্ষণ-শীল, তারপর চল্লিশ পুরো হবার আগেই সে হয়ে গেল একজন সেকেলে মানুষ, বাতিল হয়ে যাওয়া সেকেলে রীতিনীতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তার তুলনায় মিসেস পেনিম্যান যেন খুকি হয়ে গেলেন, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন আরো ছোট হতে লাগলেন। রূপ আর রহস্যের প্রতি তাঁর উৎসাহ কিছুমাত্র কমল না, কিন্তু এ উৎসাহ কাজে লাগাবার সুযোগ তিনি কমই পেলেন। মরিস

টাউনসেণ্ডের সাহচর্যে তিনি বহু ঘন্টা চমৎকার কাটিয়েছিলেন, কিন্তু তার-পর যাঁরা ক্যাথেরিনের পাণি প্রার্থনা করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে তিনি তেমন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন নি। এঁরা তাঁকে কেমন যেন ভীতি-মিশ্রিত সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন, তাই ক্যাথেরিনের আকর্ষণীয় গুণাবলী সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন নি। মিসেস পেনিম্যানের অলঙ্কারের বাহার বছরের পর বছর যেন বেড়েই চলল, আর তিনি সেই কল্পনাপ্রবণ এবং গায়ে-পড়া পরহিতৈষী মহিলাই রয়ে গেলেন, সতর্কতা এবং অধীরতার এক বিচিত্র মিশ্রণ। একটি বিষয়ে কিন্তু তাঁর সতর্কতাই প্রবল রইল, এবং সেজন্য যথাযোগ্য প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। কারণ সতেরো বছরেরও বেশি সময়ের ভেতর তিনি একটিবারও তাঁর ভাইঝির সামনে মরিস টাউনসেণ্ডের নাম উচ্চারণ করেন নি। ক্যাথেরিন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ রইল, কিন্তু এই অটুট নীরবতা, যা তার পিসির চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই বেমানান, তাকে আতঙ্কিত করে তুলল, তার মন থেকে এই সন্দেহটা কিছুতেই দূর হলো না যে মিসেস পেনিম্যান কখনো কখনো মরিস টাউনসেণ্ডের খবর পেতেন।

তেত্রিশ

একটু একটু করে ডাক্তার স্লোপার তাঁর পেশা থেকে অবসর নিলেন: দেখতে লাগলেন শুধুমাত্র সেইসব রোগীদের, যাদের রোগের লক্ষণগুলোতে কিছু অভিনবত্ব দেখতে পেতেন। আবার তিনি ইউরোপে গিয়ে সেখানে দু বছর কাটিয়ে এলেন। ক্যাথেরিন তাঁর সঙ্গে গেল, এবং এ যাত্রায় মিসেস পেনিম্যানও গেলেন। দেখা গেল মিসেস পেনিম্যানের বিস্ময় জাগাবার মতো বেশি কিছু ইউরোপে নেই, কারণ সবচেয়ে সুন্দর জায়গাগুলো দেখবার সময় তিনি প্রায়ই মন্তব্য করতেন, 'এসব আমি অনেক দেখেছি।' এখানে বলা দরকার যে এ ধরনের মন্তব্য তিনি সাধারণতঃ তাঁর ভায়ের সামনে করতেন না, ভাইঝির সামনেও নয়, কাছাকাছি অন্যান্য যে সব পর্যটক পেতেন তাঁদের কাছে, অথবা এমন কি মাঠের রাখালদের কাছেও।

ইউরোপ থেকে ফিরে আসবার পর একদিন ডাক্তার ক্যাথেরিনকে যা বললেন তা শুনে ক্যাথেরিন চমকে উঠল কথাটা যেন সুদূর অতীত থেকে ভেসে আসছে বলে মনে হল তার।

'আমি মরবার আগে তোমার মুখের একটা শপথ শুনে যেতে চাই।'

'মরবার কথা কেন বলছ?' প্রশ্ন করল ক্যাথেরিন।

'কারণ আমার আটষট্টি বছর বয়স হলো।'

'আমি আশা করি তুমি অনেকদিন বাঁচবে।'

'আশা তো আমিও করি। কিন্তু কোনোদিন হয় তো ঠান্ডা লেগে অসুখে পড়ব, তখন ঐ আশাতে কিছু যবে আসবে না। এই ভাবেই একদিন চলে যাবো, সেদিন আমার এই কথাটা মনে কোরো। আমাকে কথা দাও আমার মৃত্যুর পর তুমি মরিসকে বিয়ে করবে না।'

ক্যাথেরিনের যে চমকে ওঠার কথা বলেছি, সেই চমকে ওঠার কারণ ডাক্তারের এই কথাটা। কিন্তু ক্যাথেরিনের চমকে ওঠাটা সম্পূর্ণ নীরব, এবং কয়েক মুহূর্ত সে কিছুই বলল না। তারপর প্রশ্ন করল, 'ওর কথা তুমি বলছ কেন?'

'আমি যা কিছু বলি, তুমি তারই প্রতিবাদ করো। আমি তার কথা বলি তার কারণ অন্যান্য অনেক কিছুব মতোই সেও আলোচনার একটি বিষয়। অন্যান্য অনেকের মতোই তাকেও দেখা যায়; সে এখন স্ত্রী সন্ধান করছে—একটি স্ত্রী তার ছিল, তাকে সে বিদায় কবেছে, কিভাবে তা জানি না। সে সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে তোমার পিসতুত বোন মেরিয়ানের বাড়িতে গিয়েছিল; তোমার এলিজাবেথ পিসি তাকে সেখানে দেখেছে।

ক্যাথেরিন বলল, 'তারা কেউ আমাকে একথা বলে নি।'

'সেটা তাদেব গুণ, তোমার নয়। সে মোটা হয়েছে, তার মাথায় টাক পড়েছে; টাকাও সে করতে পারে নি। কিন্তু শুধু এই তিনটি জিনিস তার বিরুদ্ধে তোমার মন শক্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সেইজন্যেই তোমাকে শপথ করতে বলছি।'

মোটা হয়েছে মরিস, আর তার মাথায় টাক পড়েছে! কথাগুলো একটি অদ্ভুত ছবি ফুটিয়ে তুলল ক্যাথেরিনের মনেব বুকে, যেখান থেকে পৃথিবীর সুন্দবতম যুবকের ছবি কখনো মুছে যায় নি। 'তুমি বোঝো বলে মনে হয় না।' বলল ক্যাথেরিন। 'আমি মিস্টার টাউনসেন্ডের কথা মোটেই ভাবি না।'

'তাহলে ভবিষ্যতেও না-ভাবা তোমার পক্ষে খুব সহজ হবে। আমাকে কথা দাও, আমার মৃত্যুর পরও তুমি ঠিক তাই করবে।'

আবার কয়েক মুহূর্ত ক্যাথেরিন নীরব রইল। তার বাবার অনুরোধটি তাকে অত্যন্ত বিস্মিত কবল এবং একটি পুরাতন ক্ষত উন্মুক্ত করে নতুন ব্যথা জাগিয়ে দিল। সে জবাব দিল, 'অমন কথা তোমাকে আমি দিতে পারব বলে মনে হয় না।'

'দিতে পারলে আমি খুব শান্তি পেতাম।' বললেন ডাক্তার।

'তুমি বুঝতে পারছ না, বাবা। অমন কথা আমি দিতে পারি না।'

ডাক্তার এক মিনিট নীরব থেকে বললেন, 'আমি তোমাকে অনুরোধ করছি একটি বিশেষ কারণে। আমি আমার উইল বদলাচ্ছি।'

এই বিশেষ কারণটিও ক্যাথেরিনের মনে চমক লাগাতে পারল না; বাস্তবিক কথাটা সে ভালো করে বুঝতেও পারে নি। তার সমস্ত অনুভূতি গিয়ে বিলীন হয়েছিল একটি মাত্র বোধে, যে তার বাবা অনেক বছর আগে তার ওপর যে রকম ব্যবহার চালাতেন, এখনও সেই রকম ব্যবহারই চালাবার চেষ্টা করছেন। অতীতে সেই ব্যবহারে সে দুঃখ পেয়েছে; এখন তার সমস্ত অভিজ্ঞতা, তার সমস্ত অর্জিত প্রশান্তি এবং দৃঢ়তা প্রতিবাদ করে উঠল। সে তার যৌবনে এত বিনীত ছিল যে এখন সে কিছুটা দম্ভ প্রকাশ করতে পারত; তাছাড়া এই অনুরোধের মধ্যে, এবং তার বাবা যে এমনতর অনুরোধ করবার অধিকার তাঁর আছে বলে ভেবেছেন- তার মধ্যে একটা এমন কিছু ছিল, যা তার আত্মমর্যাদাকে আহত করল। বেচারা ক্যাথেরিনের আত্ম-মর্যাদা বোধটা আক্রমণাত্মক ছিল না, সে কখনো জাঁক করে সিংহাসনে বসত না, কিন্তু তাকে বেশি দূর ঠেলে নিতে গেলেই তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যেত। তার বাবা তার এই মর্যাদাবোধকে বড় বেশি দূর ঠেলেছিলেন।

'এ শপথ আমি করতে পারি না।' ক্যাথেরিন একবার যা বলেছিল আবার ঠিক তাই বলল।

'তুমি বড় জেদী।' বললেন ডাক্তার।

'তুমি বোঝো বলে আমার মনে হয় না।'

'তাহলে বুঝিয়ে বলো।'

'বোঝাতে পারি না। শপথও করতে পারব না।'

'তাই নাকি?' তার বাবা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন। 'তুমি কত বড় জেদী সে ধারণা আমার ছিল না।'

ক্যাথেরিন নিজেও জানত সে একগুঁয়ে, আর এই জানায় ছিল এক ধরনের আনন্দ। সে এখন এক মধ্যবয়সী রমণী।

এর বছরখানেক বাদে ঘটল সেই দুর্ঘটনা, যার কথা ডাক্তার বলেছিলেন। ডাক্তারের খুব বেশি রকম ঠান্ডা লেগে গেল। এপ্রিল মাসে একদিন গাড়ি চড়ে তিনি ব্লুমিং জেলে গেলেন এক বিকৃত মস্তিষ্ক রোগী দেখতে। রোগীটি ছিল একটি বেসরকারী পাগলা-গারদে; তার পরিবারের লোকেরা তার রোগ সম্বন্ধে একজন বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞের অভিমত পেতে চেয়েছিলেন। পথে হঠাৎ জোর বৃষ্টি নামল। তিনি ছিলেন ছাদহীন খোলা বগি গাড়িতে, আপাদ-মস্তক বৃষ্টির জলে নেয়ে উঠলেন। বাড়ি ফিরলেন অশুভ-লক্ষণযুক্ত সর্দি

নিয়ে, আর পরদিন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক্যাথেরিনকে বললেন, 'এ হলো ফুস্ফুসে রক্তাধিক্য। এখন আমার দরকার খুব ভালো শুশ্রূষা। তাতে অবশ্য ফলের কিছু তফাৎ হবে না, কারণ আমি আর সেরে উঠব না। কিন্তু আমার ইচ্ছা, সব কিছু এমনভাবে করা হোক যেন আমি সেরে উঠব। রোগীর ঘর বিশৃঙ্খল থাকবে, এ আমি দেখতে পারি না।' কোন্ ডাক্তারকে ডেকে আনতে হবে, তাও তিনি বলে দিলেন। এছাড়া আরো নানা রকমের খুঁটিনাটি নির্দেশ তাকে দিলেন। তিনি সেরে উঠবেন, এই ধারণাকে ভিত্তি করেই ক্যাথেরিন তাঁকে শুশ্রূষা করতে লাগল। কিন্তু ডাক্তার জীবনে এর আগে কখনো ভুল করেন নি, এখনও তাঁর ভুল হয় নি। তখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তর ছুঁয়েছে, এবং যদিও তার শরীরটা বেশ মজবুতই ছিল, জীবনের ওপর তাঁর দখলটা যেন দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেছিল। তিন সপ্তাহ অসুখে ভুগে তিনি মারা গেলেন; তার শয্যার পাশে ছিলেন মিসেস পেনিম্যান আর ক্যাথেরিন।

তাঁর উইল খুলে দেখা গেল তাতে দুটি অংশ রয়েছে। প্রথমটির তারিখ দশ বছর আগেকার, তাতে পর পর কতকগুলি ব্যবস্থায় তিনি তাঁর সম্পত্তির একটি বড় অংশ রেখে গেছেন তাঁর কন্যার জন্য, আর তাঁর দুই বোনের জন্যও যথোচিত কিছু কিছু। দ্বিতীয়টি ছিল একটি সাম্প্রতিক তারিখের ক্রোড়পত্র, যাতে তাঁর দুই বোনের প্রাপ্য ঠিকই রয়েছে, কিন্তু ক্যাথেরিনের অংশ কমে গিয়ে হয়েছে আগের উইলে তাকে যা দেওয়া হয়েছিল তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ। দলিলটায় লেখা ছিলঃ 'তার মায়ের দিক থেকে সে প্রচুর পেয়েছে, এবং তা থেকে অতি সামান্য অংশমাত্র সে এ পর্যন্ত খরচ করেছে। কাজেই তার আর্থিক ঐশ্বর্য এরই মধ্যে বিবেকবুদ্ধিবিহীন সৌভাগ্য-শিকারীদের আকর্ষণ করবার পক্ষে যথেষ্টর চাইতে বেশি। এবং তার আচরণ থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে সে এই ধরনের মানুষগুলোকে চিত্তাকর্ষক বলে মনে করে।' সম্পত্তির বিরাট বাকি অংশটা তিনি অসমান সাতটি ভাগে ভাগ করে রেখে গেছেন রাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে সাতটি হাসপাতাল এবং ডাক্তারী স্কুলের জন্য।

মিসেস পেনিম্যানের মনে হলো একটা লোক অন্যের টাকা নিয়ে এমন খেলা খেলবে এ অসহ্য; কারণ তাঁর ধারণায় ডাক্তারের মৃত্যুর পরই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর টাকা হয়ে গেছে অন্যের টাকা। তিনি বোকার মত ক্যাথেরিনকে বললেন, 'তুমি উইলের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই মামলা করবে।'

ক্যাথেরিন বলল, 'না, না। এ উইল আমার খুব পছন্দ। শুধু উইলের কথাগুলো একটু অন্য রকম হলে সুখী হতাম।'

চৌত্রিশ

ক্যাথেরিনের অভ্যাস ছিল গ্রীষ্মকালে অনেক দেরি পর্যন্ত শহরে থাকা। অন্য যে কোনো জায়গার চাইতে ওয়াশিংটন স্কোয়্যারের বাড়িটাই তার বেশি পছন্দ ছিল, এবং সে যে আগস্ট মাসটা সমুদ্রের ধারে কাটিয়ে আসতে যেত, সেটা একটু আপত্তির সঙ্গেই। সমুদ্রের ধারে এই এক মাস সে কাটিয়ে আসত একটা হোটেলে। ডাক্তারের মৃত্যুর বছর সে তার এই নিয়মটা একেবারে বন্ধ রাখল, গভীর শোকের সঙ্গে এর সংগতি নেই বলে, তার পরের বছর সে রওনা হওয়ার তারিখটা এত পিছিয়ে দিল যে আগস্ট মাসের যখন মাঝামাঝি, তখনও ক্যাথেরিন রয়েছে ওয়াশিংটন স্কোয়ারের নির্জন, গরম আবহাওয়ায়। মিসেস পেনিম্যান হাওয়া-বদল পছন্দ করতেন, সাধারণতঃ পল্লী অঞ্চলে একটু বেড়িয়ে আসবার আগ্রহ তাঁর হতো, কিন্তু এ বছর তিনি যেন বসবার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের এই ল্যান্টাস গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে পল্লী প্রকৃতির যেটুকু শোভার আস্বাদন করা যায় তাইতেই তৃপ্ত রইলেন। এই গাছগুলির নিজস্ব বিশিষ্ট সুরভি সান্ধ্য সমীরণে ছড়িয়ে যেত, এবং জুলাই মাসের উষ্ণ রাতগুলিতে প্রায়ই খোলা জানালার ধারে বসে শ্বাসের সঙ্গে এই সুরভি টেনে নিতেন। মিসেস পেনিম্যানের কাছে এই মুহূর্তগুলোই ছিল সুখের মুহূর্ত, ভায়ের মৃত্যুর পর তিনি নিজের খুশিমতো চলবার স্বাধীনতা অনুভব করলেন। তাঁর মনে হলো তার জীবন থেকে একটা অস্পষ্ট পীড়নের বোঝা নেমে গেছে। সুদূর অতীতে ক্যাথেরিনকে নিয়ে ডাক্তার যখন বিদেশে চলে গিয়েছিলেন তাঁকে বাড়িতে রেখে, আর তিনি মরিস টাউনসেন্ডকে আপ্যায়ন করবার সুযোগ পেয়েছিলেন, সেই স্মরণীয় কালের পর আর কখনো স্বাধীনতার অনুভূতি এমন প্রবলভাবে অনুভব করেন নি তিনি। তাঁর ভায়ের মৃত্যুর পরের বছরটা তাঁকে সেই সুখের সময়টা মনে করিয়ে দিল, কারণ যদিও বয়স বেড়ে গিয়ে ক্যাথেরিন এমন একজন ভদ্রমহিলায় পরিণত হয়েছিল যাকে সমীহ না করা অসম্ভব, তবু তার সাহচর্য ছিল মিসেস পেনিম্যানের ভাষায় - এক ট্যাংক ঠাণ্ডা জল থেকে আলাদা। বয়োজ্যেষ্ঠা ভদ্রমহিলা জানতেন না তার জীবনের বাকি এই বৃহত্তর অংশটার সদ্ব্যবহার তিনি কি ভাবে করবেন। নকশার ফ্রেম সামনে রেখে ছুঁচ হাতে তিনি প্রায়ই বসে বসে তাই ভাবতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁর প্রচুর প্রাণশক্তি আর কাপড়ে নকশা তোলার দক্ষতা এখনো কাজে লাগবে, কয়েক মাস যেতে না যেতেই তাঁর এই বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণিত হলো।

• শহরের ওপরের দিকে আড়াআড়ি পথের ধারে ধারে যে ছোট ছোট বাড়িগুলো রয়েছে, যাদের সামনের দিকটা বাদামী রঙের পাথরের তৈরি, তাদের কোনো একটায় থাকাই শান্তিপ্রিয় স্বভাবের বয়স্কা কুমারীর পক্ষে বেশি সুবিধাজনক হবে, একথা অনেকে বলা সত্ত্বেও ক্যাথেরিন তার বাবার বাড়িতেই থাকতে লাগল। ওয়াশিংটন স্কোয়্যারের পৈতৃক বাড়িটাই ক্যাথেরিনের পছন্দ—এর মধ্যেই বাড়িটা লোকের মুখে "পুরোনো" বাড়ি হয়ে গিয়েছিল—তাই সে ঠিক করল জীবনের শেষ দিনগুলো সে এখানেই কাটিয়ে দেবে। দুজন জাঁকজমকহীন মহিলার পক্ষে এ বাড়িটা বড় বেশি বিরাট, কিন্তু এ দোষটা এর বিপরীত দোষের চাইতে ভালো; পিসির খুব কাছাকাছি থাকবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না ক্যাথেরিনের। তার ধারণা ছিল বাকি জীবনটা সে ওয়াশিংটন স্কোয়্যারে কাটাবে, আর পুরো এই সময়টা মিসেস পেনিম্যানের সাহচর্য পাবে, কারণ তার বিশ্বাস ছিল সে আরো যতদিনই বাঁচুক, মিসেস পেনিম্যানও অন্ততঃ ততদিন বাঁচবেন এবং সব সময় তাঁর ঔজ্জ্বল্য এবং কর্ম-চাঞ্চল্য বজায় রাখবেন। মিসেস পেনিম্যানকে তাঁর উজ্জ্বল প্রাণশক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্তি বলে মনে হতো।

জুলাই মাসের যে উষ্ণ সন্ধ্যাগুলির কথা বলেছি, তাদেরই এক সন্ধ্যায় দুটি মহিলা একটি খোলা জানালার ধারে বসে শান্ত ওয়াশিংটন স্কোয়্যারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। গরম এত বেশি ছিল যে আলো জ্বালানো হয় নি, পড়তে বা কাজ করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না অত গরমে; কথাবার্তার পক্ষেও বোধ করি গরমটা খুবই বেশি ছিল, কারণ মিসেস পেনিম্যান অনেকক্ষণ ধরে নীরব ছিলেন। তিনি জানালার সামনের দিকে বসে ঝুলবারান্দার ওপর আধাআধি ঝুঁকে পড়ে কি একটা গানের কলি গুণগুণিয়ে গাইছিলেন। ক্যাথেরিন ঘরের ভেতর একটা নীচু দোলনা চেয়ারে সাদা পোশাক পরে বসে একটা তাল-পাতার হাতপাখা ধীরে ধীরে নাড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিল। এ ঋতুতে পিসি ভাইঝি চা পর্ব সেরে সাধারণতঃ এইভাবেই তাঁদের সন্ধ্যাগুলো কাটাতেন।

অবশেষে মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'ক্যাথেরিন, আমি তোমাকে এমন একটা কথা বলব, যা তোমাকে চমকে দেবে।'

ক্যাথেরিন বলল, 'বলো, আমি চমক পেতে ভালোই বাসি। আর এখন তো সব একেবারেই শান্ত।'

'বেশ, তাহলে শোনো। আমি মরিস টাউনসেন্ডকে দেখেছি।'

ক্যাথেরিন যদি মনে মনে চমকে উঠেও থাকে, সেটা বাইরে প্রকাশ পেল না। কয়েক মুহূর্ত সে রইল একেবারে পাথরের মূর্তির মতো নিথর: সেটাই

হয়তো আবেগের একটি লক্ষণ। অবশেষে সে বলল, 'আশা করি সে ভালোই ছিল।'

'জানি না। সে অনেক বদলে গেছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে তার বড় ইচ্ছে।'

ক্যাথেরিন তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি তার সংগে দেখা না হলেই বরং খুশি হবো।'

'তুমি এ কথাই বলবে বলে আমি ভয় করেছিলাম। কিন্তু তুমি চমকে গেছ বলে তো মনে হচ্ছে না!'

'আমি চমকে গেছি খুব বেশি রকম।'

'তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে মেরিয়ানের ওখানে।' বললেন মিসেস পেনিম্যান। 'সে মেরিয়ানের ওখানে যায়, আর ওরা ভয় করে তোমার সঙ্গে ওর ওখানে দেখা হবে। আমার বিশ্বাস মরিস সেইজন্যেই ওখানে যায়। তার খুব ইচ্ছে তোমাকে দেখতে।'

ক্যাথেরিন এ কথার কোনো জবাব দিল না। মিসেস পেনিম্যান বলে চললেন 'আমি তাকে প্রথমে চিনতে পারি নি, সে এমন আশ্চর্যরকম বদলে গেছে। আমাকে কিন্তু সে এক মিনিটের ভেতর চিনে ফেলেছিল। সে বলে আমি একটুও বদলাই নি। তুমি তো জানো সব সময় সে কি রকম ভদ্র ছিল। সে আমার সঙ্গে একই সময়ে বেরিয়ে এসেছিল, আমরা এক সঙ্গে কিছু দূর হেঁটেছিলাম। এখনো সে খুবই সুন্দর আছে; অবশ্য তাকে আগের চাইতে একটু বয়স্ক দেখায়, আর আগের মতো সে অতটা-অতটা প্রাণবন্ত নেই। তার চেহারায় একটু বিষাদের ভাব দেখেছিলাম, কিন্তু এই বিষাদের ভাব তার আগেও ছিল, বিশেষ করে যখন সে চলে গিয়েছিল। আমার ভয় হচ্ছে সে বোধ হয় তেমন সাফল্যলাভ করতে পারে নি, কখনো ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। আমার মনে হয় সে যথেষ্ট লেগে থাকতে পারে না।'

কুড়ি বছরের ভেতর মিসেস পেনিম্যান তাঁর ভাইঝির সামনে মরিসের নামটা উচ্চারণ করেন নি; কিন্তু একবার যখন সেই বাধা ভাঙলেন, তখন যেন এতদিনের লোকসানটা পুষিয়ে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন; মনে হলো যেন মরিস সম্বন্ধে তাঁর নিজের মুখের কথাগুলোও যেন শুনতে পুলক লাগছে। কিন্তু তিনি খুব সাবধানে অগ্রসর হলেন, মাঝে মাঝে থেমে ক্যাথেরিনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলেন। ক্যাথেরিন তার দোলনা-চেয়ারের দোলা আর হাতপাখা নাড়া বন্ধ করল; নীরব, নিথর হয়ে বসে রইল। এ ছাড়া তার আর কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না।

মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'এ হলো গত মঙ্গলবারের কথা। আর

সেই থেকে তোমাকে কথাটা বলব কি বলব না ভাবছি। কথাটা তুমি কিভাবে নেবে তা জানতাম না। শেষকালে ভাবলাম ব্যাপারটা এতদিন আগেকার যে ও বিষয়ে তোমার বোধ হয় কোনোরকম অনুভূতি থাকবে না। মেরিয়ানের ওখানে দেখা হবার পর আমার সঙ্গে তার আবার দেখা হয়েছিল। দেখা হয়েছিল রাস্তায়, আমার সঙ্গে সে কয়েক পা হাঁটল। প্রথমেই সে তোমার কথা বলল, কত প্রশ্নই না করল তোমার সম্বন্ধে! মেরিয়ানের ইচ্ছা ছিল না তোমাকে আমি কিছু বলি, মরিস ওদের ওখানে যায় একথাটা তুমি জানবে, এটা ওরা চায় নি। মরিসকে আমি বলেছি এত বছর বাদে আর ও ব্যাপারে তোমার কোনোরকম অনুভূতিই থাকবে না, তার নিজের মাসতুতো ভায়ের বাড়িতে সে অভ্যর্থনা পাবে, তাতে তুমি তার ওপর ঈর্ষা করবে না। আমি বললাম তুমি অমন ঈর্ষা করলে বুঝতে হবে তোমার মনের তিক্ততা এখনো যায় নি। তোমাদের মধ্যে কি হয়েছিল সে সম্বন্ধে মেরিয়ানের মনে কতকগুলো বিচিত্র ধারণা আছে, মনে হয় সে ভাবছে মরিস কোনোরকম অদ্ভুত আচরণ করেছে। আমি তাকে প্রকৃত ঘটনাগুলো বলেছি, কাহিনীটা যথার্থরূপে পরিবেশন করেছি। মরিসের মনে কোনোরকম তিক্ততা নেই, ক্যাথেরিন, এ কথ তোমাকে আমি জোর করে বলতে পারি। আর থাকলেও তাকে সেজন্য ক্ষমা করা যেতে পারত, কারণ তার ওপর দিয়ে অনেক দুর্যোগ গেছে। সে সারা পৃথিবী ঘুরে বেরিয়েছে। আর সব জায়গায় চেষ্টা করেছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু তার দুষ্ট গ্রহ ছিল তার বিরুদ্ধে। তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলো। দুষ্ট গ্রহ সম্বন্ধে সে যা বলে তা সত্যি শোনার মতো। তার সব কিছু বিফল হলো, কিন্তু ঠিক রইল তার —তুমি তো জানোই, তোমার মনেও আছে নিশ্চয়- তার গর্ব, তার তেজ। ইউরোপের কোথায় যেন এক ভদ্রমহিলাকে সে বিয়েও করেছিল শুনেছি। ইউরোপে অদ্ভুত ব্যবসাদারি ধরনে অনেক বিয়ে হয়, যাতে অনুভূতির কোনো বালাই নেই। স্ত্রীটি বিয়ের অল্প কিছুদিন বাদেই মারা গিয়েছিল, একথা মরিসের মুখেই শুনেছি। ভদ্রমহিলা তার জীবন পথে এলো আর গেলো। গত দশ বছর সে নিউইয়র্কে ছিল না, এসেছে এই মাত্র কদিন আগে। আমার সঙ্গে দেখা হতে প্রথমেই সে তোমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করল। তুমি যে কখনো বিয়ে করো নি, সে তা শুনেছে, কথাটা তার খুব আগ্রহ জাগিয়েছে বলে মনে হলো। সে বলল তার জীবনের সত্যিকারের মানসী ছিলে তুমি।

ক্যাথেরিন তার পিসিকে অনর্গল বকে যেতে দিয়েছিল, কোনোরকম বাধা দেয় নি; মাথা নীচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে সে শুনে যাচ্ছিল। কিন্তু মিসেস পেনিম্যান তাঁর শেষ কথাটার পর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিরতি

দিলেন। তারপর অবশেষে ক্যাথেরিন মুখ খুলল। এটা বোঝা যাবে যে তার আগে সে মরিস সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছিল।

'আর বোলো না, দোহাই তোমার। ও সম্বন্ধে আর কথা বাড়িও না।' বলল ক্যাথেরিন।

'এতে কি তোমার কোনো আগ্রহই নেই?' একটু বাঁকাভাবে আর ভীরুভাবে প্রশ্ন করলেন মিসেস পেনিম্যান।

'এ সব কথা আমাকে দুঃখ দেয়।'

'তুমি একথাটাই বলবে বলে আমি ভয় করছিলাম। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না এ দুঃখ তোমার সয়ে যাবে? তোমাকে দেখবার জন্যে সে বড় ব্যাকুল।'

'ল্যাভিনিয়া পিসি, এসব কথা আর বোলো না।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল ক্যাথেরিন। দ্রুতপায়ে চলে গিয়ে সে দাঁড়াল অন্য জানালাটির দিকে; জানালাটা খোলা ছিল, তার ওপাশের ঝুল বারান্দার ওপর। এখানে সে পর্দার আড়ালে পিসির দৃষ্টির বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, বাইরের উষ্ণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। তার মনটা যেন হঠাৎ ধাক্কা লেগে বিহ্বল হয়ে উঠেছিল; যেন অতীতের দরজা হঠাৎ খুলে গিয়ে তার গহ্বর থেকে এক প্রেতমূর্তি বেরিয়ে এসেছে। তার ধারণা ছিল কতকগুলো অনুভূতি সে কাটিয়ে উঠেছে। কতকগুলো আবেগের মৃত্যু হয়ে গেছে, কিন্তু এখন তার মনে হতে লাগল সেগুলোর প্রাণশক্তি এখনো নিঃশেষ হয় নি, মিসেস পেনিম্যান সেগুলোকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন।

'এ উত্তেজনাটা সাময়িক মাত্র, অচিরেই মিলিয়ে যাবে না।' ক্যাথেরিন বলল মনে মনে।

ক্যাথেরিনের দেহ কাঁপছিল, তার বুকের ভেতরকার ধুক ধুক সে স্পষ্ট অনুভব করছিল; কিন্তু এও চলে যাবে, ভাবল সে। তারপর নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করতে করতে সে হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। কিন্তু তার অশ্রু ঝরতে লাগল নিঃশব্দে, মিসেস পেনিম্যানের অগোচরে। কিন্তু চোখে না দেখলেও মিসেস পেনিম্যান বোধ হয় মনে মনে টের পেয়েছিলেন, তাই সে সন্ধ্যায় মরিস টাউনসেন্ড সম্বন্ধে আর কিছু বললেন না।

পঁয়ত্রিশ

সাতদিন বাদে একই রকম অবস্থায় তিনি আবার এ বিষয়টির অবতারণা করলেন। সন্ধ্যাবেলায় তিনি তাঁর ভাইঝির সঙ্গে বসেছিলেন; শুধু এবারে গরম কম ছিল বলে দীপ জ্বালানো হয়েছিল, এবং ক্যাথেরিন দীপের সামনে সৌখীন হাতের কাজ নিয়ে বসেছিল। মিসেস পেনিম্যান ঝুলবারান্দায় গিয়ে আধঘণ্টা একা বসে রইলেন, তারপর ঘরের ভেতর এসে এলোমেলোভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি হাতে হাত এঁটে ক্যাথেরিনের কাছে একটি আসনে বসে পড়লেন। তাঁর মুখে চোখে ঈষৎ উত্তেজনার ভাব দেখা গেল।

'আবার যদি তোমাকে ওর সম্বন্ধে কথা বলি, তুমি কি রাগ করবে?' শুধালেন তিনি।

ক্যাথেরিন শান্তভাবে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাল। বলল 'কার সম্বন্ধে কথা?'

'যাকে তুমি একদিন ভালোবাসতে।'

'রাগ করব না, কিন্তু পছন্দ করব না।'

'সে তোমাকে একটা বার্তা পাঠিয়েছিল।' বললেন মিসেস পেনিম্যান। 'আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম সেটা তোমার কাছে পেঁাছে দেব। সেই কথাটা আমাকে রাখতেই হবে।'

দুঃখের দিনগুলোতে পিসির প্রতি তার কৃতজ্ঞতার কারণ কত কম ঘটেছে, এতগুলো বছরে সেকথা ভুলে যাবার অনেক সময় পেয়েছিল ক্যাথেরিন. তার ব্যাপারে মাথা গলিয়ে নিজের ওপর দায়িত্ব নেবার বড় বেশি বাড়াবাড়ি করেছিলেন পিসি, সেই বাড়াবাড়িও সে ক্ষমা করেছিল। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য তাঁর এই মধ্যস্থতা আর নিঃস্বার্থপরতা, এই বার্তা বহন আর শপথ পূরণ এ সবগুলোই ওর মনে সেই পুরাতন বোধটি নতুন করে জাগিয়ে দিল যে তার এই সঙ্গিনীটি বড় বিপজ্জনক মহিলা। ক্যাথেরিন বলেছিল সে রাগ করবে না, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য সে নিদারুণ মর্মযাতনা বোধ করল; বলল, 'তোমার শপথ তুমি পূরণ করো কিনা করো তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

কিন্তু মিসেস পেনিম্যান শপথের পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণা বজায় রাখলেন। বললেন 'আমি এতদূর এগিয়েছি. যে এখন আর পিছু হটা যায় না।' একথার সঠিক অর্থ কি, সেটা ব্যাখ্যা করবার জন্য তিনি মাথা

থামালেন না। বলতে লাগলেন, 'ক্যাথেরিন, মিস্টার টাউনসেন্ড তোমাকে দেখবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। তার বিশ্বাস তুমি জানো তার এই আগ্রহ কেন, এবং কত গভীর, এবং তুমি তার সংগে দেখা করতে রাজি হবে।'

ক্যাথেরিন বলল, 'দেখা করবার কোনো কারণ থাকতে পারে না- অর্থাৎ কোনো ন্যায়সংগত কারণ।'

'তার জীবনের আনন্দ নির্ভর করছে এরই ওপর। সেটাই কি যথেষ্ট কারণ নয় ?'

'আমার জন্যে নয়। আমার সুখএর ওপর নির্ভর করে না।'

'আমার মনে হয় তার সংগে দেখা হলে পর তুমি আরো সুখী হবে। সে আবার চলে যাচ্ছে আবার সে তার ভবঘুরে বৃত্তি গ্রহণ করবে। বড় নিঃসংগ, বিশ্রামহীন এবং নিরানন্দ জীবন। চলে যাবার আগে সে তোমার সংগে কথা বলে যেতে চায়। এ ইচ্ছাটা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। সে সর্বদা তোমার কথা ভাবছে। তার বিশ্বাস তোমরা তাকে ঠিকমতো বিচার করো নি। আর এই বিশ্বাসটা তার ওপর ভীষণভাবে চেপে রয়েছে। সে নিজেকে তোমার কাছে নির্দোষ প্রমাণ করতে চায়, তার বিশ্বাস কয়েকটা কথা বলেই সে তা বোঝাতে পারবে। সে বন্ধুরূপে তোমার সংগে সাক্ষাৎ করতে চায়।'

ক্যাথেরিন এই আশ্চর্য বক্তৃতা শুনল হাতের কাজ না থামিয়ে, এই ক'দিনের ভেতর সে মরিস টাউনসেন্ডকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত হয়েছে। মিসেস পেনিম্যানের কথা শেষ হতেই সে বলল, 'দয়া করে মিস্টার টাউনসেন্ডকে বোলো আমি চাই তিনি আমাকে যেন রেহাই দেন।'

সে এই কথা বলতে না বলতেই দরজায় একটা তীক্ষ্ন আর জোরালো ঘণ্টার আওয়াজ গ্রীষ্মের রাত্রির আবহাওয়াকে মুখরিত করে তুলল। ক্যাথেরিন ঘড়িটার দিকে তাকাল, দেখল ন'টা বেজে পনেরো মিনিট হয়েছে, এত দেরিতে কেউ দেখা করতে আসবার কথা নয়। সঙ্গে সংগে মিসেস পেনিম্যান হঠাৎ চমকে উঠলেন, ক্যাথেরিন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল মিসেস পেনিম্যানের চোখের দিকে। তাঁর মুখখানা লজ্জায় লাল, মনে হচ্ছে তার মুখে যেন কি একটা অপরাধ বোধ আঁকা রয়েছে। ক্যাথেরিন এর অর্থ বুঝে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। বলল :

'পেনিম্যান পিসি, তুমি কি নিজের মর্জি মতো ' তার কণ্ঠস্বর শুনে তার পিসি ঘাবড়ে গেলেন।

তোতলাতে তোতলাতে মিসেস পেনিম্যান বললেন 'বাছা ক্যাথেরিন, তার সংগে আগে দেখা হোক। তার পর--'

ক্যাথেরিন তার পিসিকে যেমন ভয় দেখিয়েছিল, নিজেও তেমনি ভয় পেয়েছিল; সে উদ্যত হয়েছিল যে ভৃত্যটি দরজার দিকে যাচ্ছিল, তাকে ছুটে গিয়ে হুকুম দিতে সে যেন কাউকে ঢুকতে না দেয়। কিন্তু দর্শনার্থীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ভয়ে সে এগিয়ে গেল না।

'মিস্টার মরিস টাউনসেন্ড।'

ভৃত্যের মুখে এই নামটির উচ্চারণ শুনতে পেল ক্যাথেরিন। তার পিঠ ছিল বসবার ঘরের দরজার দিকে ফেরানো। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে সেদিকেই পিঠ ফিরিয়ে রইল, তার মনে হতে লাগল মরিস ঢুকে পড়েছে। মরিসের কোনো কথা তার কানে এলো না। অবশেষে ক্যাথেরিন দরজার দিকে মুখ ঘোরাল। দেখতে পেল ঘরের ভেতর এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, আর মিসেস পেনিম্যান ঘর থেকে সরে পড়েছেন।

ক্যাথেরিন তাকে কখনো চিনতে পারত না। তার বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ, আর সে যে ঋজু, পাৎলা গড়নের যুবকের ছবি মনে রেখেছিল, তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। কিন্তু লোকটির তবু সুন্দর শরীর, সুন্দর চক্‌চকে দাড়ি প্রশস্ত বুকের ওপর ছড়ানো। এক মুহূর্ত পরে ক্যাথেরিন লোকটির ঊর্ধ্বভাগ দেখে চিনতে পারল: কোঁক্‌ড়ানো চুল অনেক পাৎলা হয়ে গেলেও মুখখানাকে তখনো বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। সে ক্যাথেরিনের মুখের দিকে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, 'আমি সাহস করে—সাহস করে ' তারপর থেমে এমন ভাবে চার দিকে তাকাল যেন আশা করছে ক্যাথেরিন তাকে বসতে বলবে। সেই পুরাতন কণ্ঠস্বর, কিন্তু তাতে আর সেই পুরাতন মাদকতা নেই। এক মিনিট ধরে ক্যাথেরিনের মনে রইল সুস্পষ্ট পণ যে তাকে বসতে বলবে না। কেন সে এসেছে? আসা তার অন্যায় হয়েছে। মরিস বিব্রত বোধ করল, কিন্তু ক্যাথেরিন তাকে কোনো রকম সাহায্য করল না। মরিসের বিব্রত অবস্থায় সে যে খুশি হয়েছিল, তা নয়; বরং এতে সেও বিব্রত হয়ে উঠল এবং বেদনা বোধ করল। কিন্তু সে যখন স্পষ্ট অনুভব করছিল মরিসের আসা উচিত হয় নি, তখন কি করে তাকে অভ্যর্থনা করবে?

'আমার এত ইচ্ছে করছিল—আমি ঠিক করেছিলাম—' মরিস বলতে গিয়েই থেমে গেল, বলাটা সহজ নয়। তবু ক্যাথেরিন কিছু বলল না, এবং ক্যাথেরিনের পুরোনো দিনের সেই নীরবতার অভ্যাসের কথা স্মরণ করে মরিস হয় তো একটু উদ্বিগ্নও হলো। ক্যাথেরিন তবু তার দিকে তাকিয়েই রইল, তাকিয়ে একটা অতি অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেল। এ যেন সে অথচ সে নয়; এ লোকটি এককালে তার সব ছিল, কিন্তু এখন কিছুই নয়। সে কতদিন আগে কি বুড়িই সে হয়ে গেছে! কত বছর সে বেঁচেছে? কিছু নিয়ে

সে বেঁচেছিল, সেই কিছু জড়িত ছিল এরই সঙ্গে, আর সেই কিছুকে সে ক্ষয় করে ফেলেছিল। এই লোকটিকে দেখে অসুখী বলে মনে হতো। সে ভালো চেহারা আর শরীর নিয়ে এসেছে, তার সাজপোশাক রুচিসম্মত। ক্যাথেরিন তার দিকে তাকাতেই তার জীবনের ছবি যেন তার চোখে ভেসে উঠল। তাকে ধরবার ইচ্ছা ক্যাথেরিনের ছিল না, তার উপস্থিতি তার কাছে বেদনাদায়ক ছিল, তাই সে চাইছিল মরিস চলে যাক।

মরিস শুধাল, 'বসবে না?'

'না বসাই বোধ হয় ভালো।

'এসে কি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি?' খুব গম্ভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ কণ্ঠে বলল মরিস।

'তোমার না আসাই উচিত ছিল।'

'মিসেস পেনিম্যান তোমাকে বলেন নি? আমার বার্তা পৌঁছে দেন নি তোমার কাছে?'

'তিনি আমায় কি যেন বলেছিলেন। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারি নি।'

'তাহলে আমাকে বলতে দাও। আমি আমার কথাটা বলি।'

ক্যাথেরিন বলল, 'তার দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না।'

'তোমার জন্যে হয় তো নেই, কিন্তু আমার জন্যে আছে। বলতে পেলে আমি একটু তৃপ্তি পাবো, যা আমি বেশি পাই নি।'

মরিস কাছে আসছে বলে মনে হচ্ছিল। ক্যাথেরিন সরে গেল। মরিস বলল, 'আমরা কি আবার বন্ধু হতে পারি না?'

ক্যাথেরিন বলল, 'আমরা শত্রু নই। তোমার প্রতি আমার বন্ধুভাব ছাড়া আর কিছু নেই।'

'আঃ, কি সুখ তোমার কথা শুনে!'

ক্যাথেরিন কোনো সাড়া শব্দ করল না। মরিস বলতে লাগল, 'তুমি বদলাও নি। বছরগুলো তোমার ওপর দিয়ে আনন্দে চলে গেছে।'

'তারা খুব শান্তভাবে চলে গেছে।' বলল ক্যাথেরিন।

'তারা তোমার ওপর কোনো চিহ্ন রেখে যায় নি। তোমাকে আশ্চর্য রকম অল্প বয়সী দেখায়।'

এই বলে মরিস এবার আরো কাছে আসতে সক্ষম হলো। ক্যাথেরিন দেখতে পেল তার চকচকে সুরভিত দাড়ি, তার ওপর তার চোখ দুটি দেখা যাচ্ছিল অতি বিচিত্র, কঠোর। এ মুখ তার আগেকার মুখের চাইতে অনেক আলাদা। প্রথম তার এই চেহারা দেখলে ক্যাথেরিন তাকে পছন্দ করত না।

তার মনে হলো সে যেন হাসছে, অথবা হাসবার চেষ্টা করছে। কণ্ঠস্বর নীচু করে সে বলল, 'ক্যাথেরিন, আমি সব সময় তোমার কথা ভেবেছি।'

ক্যাথেরিন বলল, 'ওসব কথা দয়া করে আর বোলো না।'

'আমাকে কি তুমি ঘৃণা করো?'

ক্যাথেরিন বলল, 'না।'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা মরিসকে নিরুৎসাহ করে দিল, কিন্তু এক মুহূর্তেই সে নিজেকে সামলে নিল। বলল, 'তাহলে তোমার মনে আমার জন্য কিছু করুণা এখনো আছে?'

ক্যাথেরিন চীৎকার করে বলল, 'জানি না কেন তুমি আমাকে এসব প্রশ্ন করতে এখানে এসেছ।'

'কারণ অনেক বছর ধরে আমার এই কামনা, যে আমরা আবার বন্ধু হবো।'

'সেটা অসম্ভব।'

'কেন? তুমি যদি হতে দাও তো অসম্ভব কেন হবে?'

'হতে আমি দেবো না।' বলল ক্যাথেরিন।

মরিস আবার নীরবে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝতে পেরেছি, আমার উপস্থিতি তোমার অসুবিধা আর বেদনার কারণ হচ্ছে। আমি চলে যাব কিন্তু আমাকে আবার আসবার অনুমতি দিতে হবে।'

'দয়া করে আর এসো না।' বলল ক্যাথেরিন।

'কখনো নয়?'

ক্যাথেরিন কি একটা যেন বলবার খুব চেষ্টা করল. তার ইচ্ছা হলো সে এমন কিছু বলে যে যাতে সে আর কখনো এ বাড়ির চৌকাঠ না পেরোয়।

'এ তোমার খুব অন্যায়। এ অশোভন, এর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।'

'প্রিয়তমা, তুমি আমার প্রতি অবিচার করছ।' উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল মরিস টাউনসেন্ড। 'আমরা শুধু প্রতীক্ষা করেছিলাম, এখন আমরা মুক্ত।'

ক্যাথেরিন বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছিলে।'

'ঠিকভাবে চিন্তা করলে তোমার তা মনে হবে না। তুমি তোমার বাবার সঙ্গে শান্ত জীবন যাপন করছিলে, তা থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিতে আমি আমার মনকে কিছুতেই রাজি করাতে পারি নি।'

'হ্যাঁ, শান্ত জীবন আমার ছিল।'

মরিস অনুভব করল যে শান্ত জীবন ছাড়াও ক্যাথেরিনের যে আরো কিছু ছিল, সেটা বলতে না পারায় তার নিজের পক্ষে প্রচুর ক্ষতি হলো; কারণ

বলাবাহুল্য, ডাক্তার স্লোপারের উইলের শর্তগুলি সে সবই জানতে পেরেছিল। যাই হোক, সে দমে গেল না। উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, 'তার চাইতেও বড় দুর্ভাগ্য আছে।' হয় তো তার নিজের অরক্ষিত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেই সে' একথা বলেছিল। তারপর আরো গভীর আবেগের সুরে সে বলল, 'ক্যাথেরিন, তুমি কি আমাকে কখনো ক্ষমা করো নি?'

'আমি তোমাকে অনেক বছর আগেই ক্ষমা করেছি. কিন্তু এখন আর আমাদের বন্ধু হবার চেষ্টা বৃথা।'

'আমরা অতীত ভুলে গেলে বৃথা নয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখনো আমাদের ভবিষ্যত আছে।'

'আমি ভুলতে পারি না আমি ভুলব না।' বলল ক্যাথেরিন। 'তুমি আমার সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছ। আমি সেটা অত্যন্ত গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম। অনেক বছর ধরে। আবার নতুন করে শুরু আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সব কিছু এখন মৃত, কবরস্থ। ব্যাপারটা হয়েছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ· আমার জীবনে এনে দিয়েছিল এক বিরাট পরিবর্তন। আমি তোমাকে এখানে দেখব বলে কখনো ভাবি নি।'

'তুমি রাগ করেছ।' বলল মরিস। তার প্রবল ইচ্ছা ছিল ক্যাথেরিনের কোমলতার মধ্যে কিছু ক্রোধের সৃষ্টি করা। ঐ পথেই ছিল তার এক মাত্র আশা।

'না, আমি রাগ করি নি। রাগ অমন করে বছরের পর বছর টিকে থাকে না। কিন্তু তা ছাড়া অন্যান্য জিনিস আছে। মনের ওপর যে ছাপ পড়ে যায়, তা জোরালো হলে টিকে থাকে। কিন্তু আমি আর কথা বলতে পারি না।'

মরিস ঘোলাটে চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাড়িতে হাত বোলাতে লাগল। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'তুমি বিয়ে করোনি কেন? অনেক সুযোগ তো পেয়েছিলে।'

বিয়ে করবার ইচ্ছা হয় নি।'

'হ্যাঁ, তুমি অর্থবতী, তুমি স্বাধীন। বিয়ে করে তোমার লাভ করবার কিছু ছিল না।'

'লাভ করবার আমার কিছু ছিল না।' বলল ক্যাথেরিন।

মরিস অস্পষ্টভাবে নিজের চার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, 'আমি কিন্তু আশা করেছিলাম আমরা আবার বন্ধু হতে পারি।'

'তোমার বার্তার জবাবে পিসি মারফৎ আমি বলতে চেয়েছিলাম—যদি জবাবের জন্য তুমি অপেক্ষা করে থেকে থাক—যে সে আশায় তোমার আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।'

মরিস বলল, 'তাহলে বিদায়। আমার এই অবিবেচনাকে ক্ষমা কোরো।'

মরিস অভিবাদন জানাতে ক্যাথেরিন অন্য দিকে ফিরে দাঁড়াল, খানিক বাদে শুনতে পেল তার পেছন দিকে দরজা বন্ধ করে মরিসের চলে যাবার আওয়াজ।

বড় হলঘরে ঢুকতেই মরিস দেখল মিসেস পেনিম্যান অপেক্ষা করছেন—উত্তেজিত, উৎসুক; কৌতূহল আর আত্মমর্যাদার দোটানায় চঞ্চল।

টুপীতে চাঁটি মেরে মরিস বলল, 'চমৎকার আপনার পরিকল্পনাটা!'

'তাকে কি খুব কঠিন দেখলে?' শুধালেন মিসেস পেনিম্যান।

'তার কাছে আমাব দাম এক কানাকড়িও নয়। তার ঐ বিশ্রী শুক্‌নো ভঙ্গিতে সে আমায় এইটেই জানিয়ে দিয়েছিল।'

মিসেস পেনিম্যান আরো আগ্রহ দেখিয়ে বললেনঃ 'ভঙ্গিটা খুবই শুকনো ছিল কি?'

মরিস তাঁর এই প্রশ্নকে গ্রাহ্য করল না। টুপি মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কিন্তু কি আশ্চর্য! ও তাহলে কখনো বিয়ে করল না কেন?'

'তাই তো। কেন করল না?' তারপর—ব্যাখ্যাটা যথেষ্ট হলো না ভেবেই যেন মিসেস পেনিম্যান বললেন, 'কিন্তু তুমি আশা ছাড়বে না আবার ফিরে আসবে তো?'

'ফিরে আসব? ফিরে আসব না ছাই।' বলে মরিস টাউনসেন্ড গট্‌গট্‌ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, মিসেস পেনিম্যান চোখ বড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ওদিকে ক্যাথেরিন তার বসবার ঘরে হাতের কাজটা তুলে নিয়ে আবার বসে পড়ে কাজে লেগে গেল—সারা জীবনের জন্যেই যেন।

সমাপ্ত

॥ হেনরি জেম্‌স্‌ ॥

[১৮৪৩–১৯১৬]

একটি সুরম্য গৃহ রচনা করতে গেলে যেমন রচয়িতার চাই অভিজ্ঞতা, বাস্তববোধ আর অপূর্ব বস্তু নির্মাণের প্রতিভা, তেমনি সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে সাহিত্যিকের মধ্যে চাই অনুরূপ গুণের সমাবেশ।

হেনরি জেম্‌সের চরিত্রে উপরোক্ত গুণগুলির সমাবেশ ঘটেছিল, আর তাই তিনি লাভ করেছিলেন কালজয়ী সাহিত্যিকের সম্মান।

আমেরিকার উপন্যাস জগতে তিনি একদিন যে ভাবনার ঢেউ তুলেছিলেন তার তরঙ্গ প্লাবিত করেছিল সারা বিশ্ব। তাঁর গভীর মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসগুলি সৎ পাঠকের মনকে আজও নাড়া দেয় গভীরভাবে।

কুড়িখানিরও বেশি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস, এক শতেরও বেশি কাহিনী তিনি তাঁর আগ্রহী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। হেনরি জেম্‌স্‌ উপন্যাস সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত মতবাদ পোষণ করতেন: বিভিন্ন চরিত্র তাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া কলাপের মাধ্যমে নিজস্ব বিশেষত্বের বিকাশ ঘটাবে আর সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠবে একটি বলিষ্ঠ কাহিনী।

ভ্রমণ যে সাহিত্যিকের চিত্তকে পুষ্ট করে তা তিনি জানতেন, তাই বহুদিন তাঁকে ভ্রাম্যমান-জীবন যাপন করতে হয়েছে। এই সময়কার অভিজ্ঞতার মণি-মানিক্যগুলি সযত্নে তিনি তুলে রেখেছেন তাঁর সৃষ্টির ভাণ্ডারে।

বাল্যকালে বড় অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন হেনরি জেম্‌স্‌। একান্ত লাজুক স্বভাবের এই বালকটি পরবর্তী জীবনে যে বিস্ময়কর কথাকার রূপে বিশ্ববাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা এমনভাবে আকর্ষণ করতে পারলেন, তা কে জানত!

অজিতকৃষ্ণ বসু

(অ-কৃ-ব)

ব্যঙ্গ ও কৌতুক বস'পাবিবেশন কবে বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে যাঁবা খ্যাতিলাভ কবেছেন অজিতকৃষ্ণ বসু (অ-কৃ-ব) তাদেব অন্যতম। কেবল কবি নন, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধকাব হিসাবেও সমান যশেব অধিকাবী ইনি। বাংলা ও ইংবাজি দুই ভাষাতেই এঁব কলম সমান চলে।

১৯১২ খৃীষ্টাব্দে কলকাতা শহবে অজিতকৃষ্ণ বসুব জন্ম হয। এঁদেব পৈতৃক নিবাস ছিল অধুনা পূর্ব পাকিস্তানভূক্ত ঢাকা জেলায। পিতা শৈলেন্দ্র মোহন বসু সাহিত্যবসিক এবং বিভিন্ন ভাষাবিদ্। অজিতকৃষ্ণ ঢাকা কলেজিযেট স্কুলে শিক্ষা আবম্ভ কবে জগন্নাথ কলেজ থেকে আই এ এবং কলকাতাব স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি এ পাশ কবে ১৯৩৬ খৃীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয থেকে এম এ পাশ কবেন। ঢাকা কলেজিযেট স্কুলেব পত্রিকাতেই এঁব সাহিত্যকর্মেব হাতেখড়ি এবং সেই থেকেই লিখে চলেছেন বহু পত্র পত্রিকায বাংলা এবং ইংবাজিতে বড়দেব এবং ছোটদেব জন্য। বর্তমানে ইনি কলকাতাব আশুতোষ কলেজেব ইংবাজি সাহিত্যেব অধ্যাপক। অনুবাদ সাহিত্যে অজিতকৃষ্ণ বসু যে বিশেষ কৃতিত্বেব অধিকাবী তাব প্রমাণ ছড়িযে আছে তাব একাধিক অনুবাদ গ্রন্থেব মধ্যে।

আমাদের অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থ

উপন্যাস

আলব্যার কাম্যু
অচেনা
অনুঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র . .. ... [illegible]

আলব্যার কাম্যু
পতন
অনুঃ পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৪ ০০

ডস্টয়েভস্কি
অপমানিত ও লাঞ্ছিত
অনুঃ সমরেশ খাসনবিশ
সম্পাদনাঃ গোপাল হালদার ৮ ০০

ওসামু দাজাই
অস্তগামী সূর্য
অনুঃ কল্পনা রায় ৪ ৫০

হেরমান হেস
অমৃত-আলোতে
অনুঃ শিউলি মজুমদার ... ... ৬·০০

স্তেফান জেবায়াইগ
উত্তরণ
অনুঃ দীপক চৌধুরী ৩ ০০

স্তেফান জেবায়াইগ
উন্মত্ত
অনুঃ দীপক চৌধুরী ৩ ০০

স্তেফান জেবায়াইগ
ত্রয়ী
অনুঃ দীপক চৌধুরী ৩ ০০

বাণভট্ট
কাদম্বরী
অনুঃ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর ১২ ০০

উপন্যাস

বরিস পাস্টেরনাক
ডাক্তার জিভাগো
[নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ]
অনুঃ দীপক চৌধুরী ১২·৫০

আলবার্তো মোরাভিয়া
দাম্পত্য প্রেম
অনুঃ চিত্তরঞ্জন মাইতি ৩·৫০

আলেকজান্ডার লাবনেট-হর্লোনিয়া
মোনা লিসা
অনুঃ বাণী রায় ২ ৫০

গল্প-সংগ্রহ

চীনা মাটি
অনুঃ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও নাথ ঠাকুর ৬·০০

কারেল চাপেক
নীল চন্দ্রমল্লিকা
অনুঃ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায় ৪·০০

বারট্রান্ড রাসেল
শহরতলির শয়তান
অনুঃ অজিতকৃষ্ণ বসু (অ. কৃ ব.) . . ৪ ৫০

স্তেফান জেবায়াইগের
গল্প-সংগ্রহ
অনুঃ দীপক চৌধুরী
[দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ]
প্রতি খণ্ড ৫·০০

স্মৃতি-কথা

মহাদেবী বর্মা
ছায়াময় অতীত
অনুঃ মলিনা রায় ৪·০০